কুমার নাথ।

"কেঁদ না কেঁদ না ভাই, ত্যজিয়াছি অনিত্য সংসার

মরি নাই আছি আমি, আগে মাত্র এসেছি তোমার!"

শ্রীশ্রী

সুধাকর গ্রন্থাবলী।

[দ্বিতীয় সংস্করণ]

শ্রীকুমার নাথ মুখোপাধ্যায়।

এ, কে, রায় এণ্ড কোং

৫৭।১ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এবং সদর হস্পিটাল, বর্দ্ধমান-ঠিকানায় গ্রন্থকারের
নিকট প্রাপ্তব্য।

৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট
মেটকাফ্ প্রেসে মুদ্রিত।

শুভ মাঘ ১৩১৩।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রদর-বিজয়া। এক কৌটা ১৲ এক টাকা।

সর্ব্ববিধ শ্বেত ও রক্ত প্রদরের বহুপরীক্ষিত অমোঘ ঔষধ। নিশ্চয় আরোগ্য।

"আমার শরীর প্রদর রোগে বহুদিন হইতে জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছিল। আপনার প্রদর-বিজয়া সেবনে আমি নূতন দেহ ও নূতন বল পাইয়াছি। অধিক বাহুল্য।" শ্রীমতী—দাসী, বর্দ্ধমান।

"আমি একটী স্ত্রীলোকের কঠিন পুরাতন প্রদর রোগের জন্য মহাশয়ের নিকট হইতে প্রদর-বিজয়া আনাইয়াছিলাম। এক্ষণে অতি আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে ঐ ঔষধ মহাশয়ের লিখিত মতে খাওয়ান হইয়াছে, এবং রোগীনী নির্দ্দোষে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।"

নিঃ শ্রীহরিচরণ মৈত্র, ভিতর বন্দ, রংপুর।

ধাতু-ধন্বন্তরি। এক কৌটা ১৲ টাকা।

ধাতু রোগ, স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, মেহ ও শুক্র ক্ষয়ের আশ্চার্য্য ঔষধ। "আমি আপনার ধাতু-ধন্বন্তরি ব্যবহার করাইয়া দেখিয়াছি। ৭ দিনেই আশাতীত উপকার দৃষ্ট হইয়াছে। এটি খুব ভাল ঔষধ।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র মিত্র, ডাক্তার, বর্দ্ধমান।

স্বাভাবিক কোষ্ঠ শুদ্ধি। এক শিশি।০ চারি আনা।

রাত্রে আহারান্তে এক মাত্রাসেবনে প্রাতে একবার কোষ্ঠ ষ্কার হয়। ২ মাত্রা সেবনে ২।৩ বার কোষ্ঠ হয়। কোন গ্লানি না।

সমস্ত ঔষধ পাইবার ঠিকানা।

শ্রীকুমার নাথ মুখোপাধ্যায়, মেয়েহাসপাতালের পূর্ব্ব, বর্দ্ধমান।

শ্রীশ্রী

সুধাকর গ্রন্থাবলী।

"গুহাতে নিহিত যিনি অতীত মনের,
অবিচার্য্য-আচার্য্য সে 'আর্য্যমিশনের'',
জগন্ময়ী "সুরধুনী" শিরে ধরা যাঁর,
ত্রিকালজ্ঞ "পঞ্চাননে" কোটী নমস্কার।"

বিজ্ঞাপন।

"সাধুদের পাঠ্য এই কাব্য মনোরম,
অতি অল্প কথা যার, ভাব সর্ব্বোত্তম।"

কৃষ্ণ-ভক্তি-রস-ভাবিতা মতিঃ
ক্রিয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্য মেকলম্
জন্ম কোটি-সুকৃতৈ র্ন লভ্যতে॥

অর্থাৎ

কোথাও যদি কৃষ্ণ-ভক্তি-রস-ভাবিতা মতি পাওয়া যায় তবে তাহা তৎক্ষণাৎ ক্রয় কর। লোভই উহার একমাত্র মূল্য—যে লোভ কোটি জন্মের পুণ্য ফলেও পাওয়া দুষ্কর।

"বঙ্গবন্ধু" সম্পাদক কবিরত্ন শ্রীযুক্ত বরেন্দ্রলাল ভক্তিভূষণ তাঁহার "ইন্দিরা" পত্রিকায় লিখিয়াছেন—"কবি কুমারনাথ এক জন নিরীহ শান্তিশীল পরম বিনয়ী, কোলাহলপূর্ণ জগতের বহু দূরে নির্লিপ্তজীবন-চারী কবি। আমরা অনেক কবি দেখিয়াছি, বহু বক্তার সহিত আলাপ করিয়াছি, অনেক লেখক ও সম্পাদকের সহিত প্রীতিভাবে সংবদ্ধ আছি বটে, কিন্তু সরল ও স্বার্থশূন্য ধার্ম্মিকবর কবি-কুমারনাথের সঙ্গে দুই ঘণ্টা বসিয়া আলাপ করিলে, যেন সত্য সত্যই সংসারের সকল জ্বালা কোথায় লুকাইয়া পড়ে, যেন কোন্ অচেনা সুরপুরির সুধাস্রোতঃ প্রাণে উৎসারিত হয়।

কুমার নাথ সরল-প্রাণ অথচ তেজস্বী, অল্পে সন্তুষ্ট, নিরহঙ্কার, মধুরভাষী, প্রেমানন্দে সদানন্দ, জগতে থাকিয়াও জগতের আশী-বিষের দংশন এড়াইয়াছেন। তাঁহার প্রাণ আকাশের ন্যায় উদার, চিত্ততন্ত্রী নারদের বীণার ন্যায় নিয়তই বিভুগুণ-গানে বিভোর। তাই, এক কথায় বলিতে হয়, তিনি ধন্য পুরুষ।

কুমার নাথ কিশোর হইতেই প্রকৃতির চিরমধুর লীলাকুঞ্জে সেই ভাবময়ী রাণীর চারু করে লালিত হইয়াছিলেন। তাঁহার কবিতার "নিতুই নূতন, নিতুই মধুর" নিক্কণ শুনিলে স্বতঃই মনে হয়, বাণীর বীণা হইতে যেন কোন্ অতর্কিত মুহূর্ত্তে দুই একটী তার ছিঁড়িয়া তাঁহার বীণায় সংযোজিত হইয়া গিয়াছে!

কুমার নাথের গীতার কাব্য-অনুবাদ আজ বঙ্গের সহস্র সহস্র নর-নারীর কণ্ঠগত হইয়াছে। কেমন চিত্তাকর্ষণী ভাষা! ভাষার কি সবেগ গতি! একেবারে চিত্ত বিজয় করিয়া বসে! এ রূপ ভাষার ঐশ্বর্য্য না থাকিলে গীতার অনুবাদ করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র!

ধর্ম্মপ্রাণ কুমার নাথ, কি গীতার পদ্যানুবাদে, কি বুদ্ধদেবচরিতে কি শ্রীব্রজাঙ্গনা-গীতায়, কি শ্রীগৌরাঙ্গ গীতায়, ছত্রে ছত্রে ধর্ম্মপ্রাণতা মাখাইয়া রাখিয়াছেন। একবার পড়িলেই কঠিন মন দ্রব হইবে— অগ্নিময় জ্বালাপূর্ণ হৃদয় শান্তি-সায়রে স্নান করিতে থাকিবে। এমন নির্ম্মল ও শান্তিপ্রদ ভাব অতি অল্প পুস্তকেই পাওয়া যায়। এমন রত্ন আঁধারে এক কোণে অনাদৃত থাকিলে বাঙ্গালা ভাষার নিতান্তই দুর্ভাগ্যের কথা। শুধু অস্পৃশ্য অখদ্য নভেলের গাদা বাড়িলে, সাহিত্যের উন্নতি হয় না। গীতানুবাদের ন্যায় তাঁহার সমস্ত পুস্তকই বহুমূল্য ও উদার সত্যনীতিতে পরিপূর্ণ। ভাই বাঙ্গালি! তোমরা গুণের আদর কর, ধর্ম্মপ্রাণ হও এবং কুমারনাথের অমূল্য গাথা শ্রবণ কর, মোহিত হইবে।”

সাহিত্যানুরাগী বিখ্যাত সবজজ্ শ্রীযুক্ত হরিলাল মুখোপাধ্যায় বি, এল, মহোদয়ের অভিমত,—

আপনার তপোবনের “উক্তি-মুক্তামালা” অতি সুন্দর, অতি উপাদেয় হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল নীতি গুলি, সংসার সংগ্রামের বক্ষাস্ত্র স্বরূপ নিত্য-স্মরণীয় উপকরণ গুলি, গৃহে থাকিয়া পবিত্র জীবন লাভের প্রধান উপদেশ সমূহ এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় সহজ হৃদয়-গ্রাহী কবিতায় সন্নিবেশিত হওয়ায় বালক বৃদ্ধ সকলেরই বড় মুখ-রোচক ও উপকারী হইয়াছে।”

আপনার “অশোক-বন” বাস্তবিকই “অশোকে”র প্রস্রবণ। প্রত্যেক কবিতায় মনের মোহ-কলুষ অপসারিত করিয়া বৈরাগ্য-ভাব উপস্থিত করতঃ মোক্ষফল পাইবার পথ দেখাইয়া দেয়।”

আনন্দবাজার পত্রিকার অভিমত প্রকাশ—

"শ্রীব্রজাঙ্গনা গীতা—এই ক্ষুদ্র অথচ সুন্দর গ্রন্থখানি শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধের কয়েকটি অধ্যায়ের অনুবাদ। ইহাতে ৮টি মালিকা বা অধ্যায় আছে। কুমার নাথের লেখা পড়িলেই বোধ হয় কুমার নাথ বৈষ্ণব সাধক। কুমার নাথ কবিতা লিখিতে সিদ্ধ হস্ত। কুমার নাথ অনুবাদক, কিন্তু সে অনুবাদ সরস, সতেজ, অথচ তাহাতে মূল গ্রন্থের ভাব অক্ষরে অক্ষরে সংরক্ষিত হইয়াছে। কুমার নাথ সনাতন ধর্ম্মের ছোট বড় এই সকল অনুবাদ কবিতাকারে প্রকাশ করিয়া অমর হইলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ গীতা।—কুমার নাথ ভক্ত কবি। তাঁহার কবিতা, হৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস, সুতরাং ভাষা ও ভাব সজীব, সরস সুন্দর, সুমধুর ও প্রাণস্পর্শী। আমরা তাঁহার এই গৌরাঙ্গ-গীতিকার কল-কুজনে প্রকৃতই পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই গ্রন্থ বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ দুই খণ্ডে বিভক্ত। অন্তরঙ্গ খণ্ডে লীলাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, বৃন্দাবন-তত্ত্ব ও মহাভাব-তত্ত্বের বিষয় লিখিত আছে। তাঁহার কবিতায় ভক্তি ও মাধুর্য্য কিরূপ প্রস্ফুট হইয়াছে, আমরা সকলকে তাহাই পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। পঞ্চমচন্দ্রিকা পড়িতে বিশেষ অনুরোধ করি। গ্রন্থখানি স্বধর্ম্ম-পিপাসুগণের সঞ্জীবনী সুধা স্বরূপ।"

শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়চন্দ্র ঘোষ ভাণ্ডার-ডিহি হইতে লিখিয়াছেন,—"ত্রিতাপ তাপে দগ্ধীভূত চিত্তের উদ্ধার সাধনে উপায়ান্তর না দেখিয়া উদ্যম হারা হইয়া এতদিন কালাতিপাত করিতেছিলাম। না জানি কোন ভাগ্যোদয় ক্রমে "তপোবন" গ্রন্থ হস্তে পাইলাম। শ্রীতপোবন হস্তে পাইয়া মৃত দেহে জীবন সঞ্চার হইয়াছে। মনে স্থির জানি-

লাম যে অনন্ত যন্ত্রণায় জর্জ্জরীভূত হইয়া কাতরে যাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছিলাম, সেই দয়াময় দীনবন্ধুই এই "তপোবন" পাঠাইয়াছেন। ইহা যতই পাঠ করিতেছি ততই গ্রন্থকারকে দেখিবার নিমিত্ত প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে।"

গ্রন্থকারের জীবনাভাস ও পারিবারিক পরিচয় সংগ্রহ।

স্বজনের স্মৃতি। (গ্রন্থকারের লিখিত)।

লও ভক্তি উপহার মাতৃভাষা কণ্ঠহার
'ভগবদ্ গীতা' মম ত্রিদিবের ধন,
নলডাঙ্গা—রাজমন্ত্রী বিশ্বরাজ যাঁরে শাস্ত্রী
দেবদেশে পিতৃদেব 'অভয়া চরণ' (ক)।
'ব্রজাঙ্গনা' দিয়া সেবি 'বরদা সুন্দরী দেবী' (খ)
বিশ্বমাতা-সমা মাতা স্নেহ-পারাবার।
অনাথে অন্ন-দায়িনী, জাহ্নবী-তট বাসিনী,
জগৎ-জননী-সমা জননী আমার।

(ক) ৺অভয়াচরণ মুখোপাধ্যায়—নিবাস জেলা যশোহরের অন্তর্গত নলডাঙ্গা গ্রামে। ইনি গ্রন্থকারের পিতা এবং সজ্জনের আদর্শ স্থল। নিজের প্রতিভা, কার্য্যদক্ষতা এবং বিজ্ঞতাবলে নলডাঙ্গা-রাজ-ষ্টেটের প্রধান কার্য্যকারক স্বরূপে বহুকাল ধরিয়া যশঃ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। ইহাঁর সরলতা, সত্যনিষ্ঠা এবং দেবোপম প্রকৃতিতে সকলেই মুগ্ধ হইত। বাস্তবিকই তাঁহার ন্যায় স্থিরচিত্ত পূজনীয় ব্যক্তি সাতিশয় বিরল।

(খ) স্বর্গীয়া বরদা সুন্দরী দেবী—ইনি গ্রন্থকারের মাতা এবং বঙ্গীয় রমণীকুলের শিরোমণি। ইহাঁর বুদ্ধিমত্তা, গৃহিণীপণা ও সর্ব্বজন-বৎসলতা স্ত্রীলোক

'উক্তি-মুক্তামালা' মম, ভক্তিফুল রাশি সম,
করিনু জনকোপম, অগ্রজে অর্পণ !—
বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যিনি সাহিত্য-আচার্য্য-মণি,
স্নেহেতে লক্ষ্মণাগ্রজ—'অম্বিকা চরণ' (গ) !
দূরতার বহু দূরে, অনন্তের শান্তি-পুরে,
জাগ্রত মধ্যমাগ্রজ চিরানন্দ ধামে,
ভীষক 'রজনীকান্ত' (ঘ) স্মরি তাঁর পদপ্রান্ত,
'বিষ-চিকিৎসার-গ্রন্থ' রাখি তাঁর নামে !
"নিত্য বৃন্দাবন" ধন করিলাম সমর্পণ
ধর্ম্মনিষ্ঠ শুভাদৃষ্ট কনিষ্ঠে আমার !
যার কবি-কণ্ঠ-গানে নাচে গোপী বৃন্দাবনে,
পণ্ডিত 'সরোজ নাথ' দেবর্ষি-আকার ! (ঙ)

মাত্রেরই অনুকরণীয়। ইনি সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী স্বরূপা ছিলেনএবং জাহ্নবীতটে গীতাপাঠে ও অবিরাম নাম জপে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন।

(গ) শ্রীযুক্ত অম্বিকা চরণ মুখোপাধ্যায়—ইনি গ্রন্থকর্ত্তার জ্যেষ্ঠাগ্রজ এবং ইংরাজিসাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপন্ন। পূর্ব্বে ভূতপূর্ব্ব কুষ্টিয়াকলেজের প্রিন্সিপ্যাল ও কুষ্টিয়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান স্বরূপে জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশ্যনার, লেফ্‌টেন্যান্ট গবর্ণর, স্কুল ইন্‌স্পেক্‌টর, শিক্ষাবিভাগের ডিরেকটর প্রভৃতি রাজ-পুরুষগণের প্রশংসাভাজন ও সাধারণের অসাধারণ শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া অতুল সম্মান লাভ করেন। বহুকাল ধরিয়া শিক্ষাবিভাগে কার্য্য করাতে ইহাঁর অনেক ছাত্র এক্ষণে ডেপুটিমাজিষ্ট্রেট, মুনসেফ্, উকিল, প্রোফেসর্ প্রভৃতির কার্য্য করিতেছেন। ইহাঁর দূরদর্শিতা, শ্রমশীলতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও ন্যায়নিষ্ঠা অতীব প্রশংসনীয়। বর্ত্তমানে (১৩১৩ সাল) ইনি বাড়ীতে থাকিয়া নলডাঙ্গার শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুরের ষ্টেটের সেরেস্তাদারের পদে কার্য্য করিতেছেন।

(ঘ) ৺রজনী কান্ত মুখোপাধ্যায়—ইনি গ্রন্থকর্ত্তার মধ্যমাগ্রজ। চিকিৎসা-শাস্ত্রে ইহাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। ডাক্তারি ব্যবসায়ে ইনি বিলক্ষণ যশস্বীও হইয়াছিলেন এবং সেই কারণে লোকে ইহাঁকে যথেষ্ট আদরও করিত। ইহাঁর অকাল মৃত্যুতে সকলেই শোকসন্তপ্ত হইয়াছিলেন।

(ঙ) শ্রীযুক্ত সরোজ নাথ মুখোপাধ্যায়—ইনি গ্রন্থকর্ত্তার কনিষ্ঠ সহোদর ও

লও 'শ্রীআনন্দদেব' ঘুচাও মনের খেদ,
বি, এল্, 'বীরেন্দ্রনাথ' ভগ্নীপতি মম। (চ)
সুরপুরে পিতা যথা চিরানন্দে থাক তথা,
মোদের পঞ্চম ভ্রাতা সহদেব-সম!
কনিষ্ঠা-মিষ্টভাষিণী বিদুষী ব্রহ্মচারিণী
'তমালিনী' অনাথিনী ভগিনীর করে, (ছ)
মরুভূমে সুধাসিন্ধু অমারাত্রে শরদিন্দু—
অর্পিলাম "মধুবন", চিরশান্তি-তরে!
'শ্রীগৌরাঙ্গ গীতা' খানি প্রেমের পূর্ণতা জানি,
দিলাম প্রেমের খনি বঙ্গ-রমণীরে!
'রাজলক্ষ্মী দেবী' আর চির-প্রেম পারাবার, (জ)
অনন্তের অর্দ্ধাঙ্গিনী সহ-ধর্ম্মিণীরে!

(৫০১ পৃষ্ঠার পরে দেখুন)

অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ। সংস্কৃত সাহিত্যে ইহাঁর প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি আছে। ইনি বাঙ্গলা, সংস্কৃত ও ইংরাজি কবিতা লিখিতে সিদ্ধ হস্ত। ইহাঁর রচিত বাঙ্গলা গীতসমূহ কি রচনাচাতুর্য্যে, কি শ্রুতিমাধুর্য্যে, কি রসলালিত্যে—কোনও অংশে জয়দেব কৃত সুমধুর গীতাবলী অপেক্ষা ন্যূন নহে। ঐ সকল বাঙ্গলা গীত ভিক্ষুক বৈষ্ণবগণ অনেক স্থানে গাইয়া বেড়াইয়া থাকে। ইনি বহুকাল ধরিয়া অনেকানেক উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের হেডপণ্ডিতের কার্য্য করিয়া যশস্বী হইয়াছেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতের অপূর্ব্ব কথোকথা কহিয়া সর্ব্বজন মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন।

(চ) ৺বীরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়—ইনি গ্রন্থকর্ত্তার ভগিনীপতি ও সুবিদ্বান্ ছিলেন। নিবাস বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সামন্তী গ্রামে। ইনি নির্ম্মলচরিত্র ও শান্তস্বভাব ছিলেন, এবং ওকালতি ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ ও যশঃ উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়া অকালে আত্মীয় স্বজনকে শোকসাগরে ভাসাইয়া স্বর্গলাভ করেন।

(ছ) শ্রীমতী তমালিনী দেবী, (বা গোপালি)—গ্রন্থকর্ত্তার একমাত্র ভগিনী, ৺বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী। ইহাঁর বিদ্যা, বুদ্ধি, ধীরতা, মিষ্টব্যবহার ও

সুধাকর গ্রন্থাবলী।

মুখবন্ধ।

গ্রন্থ নহে মধুচক্র, সুধা-সুপূরিত,
তপোবন ফুল হ'তে সুধা সংগৃহীত।
বৰ্দ্ধমান অরুণের কিরণ ভূষিত,
শ্রীমৎ কুমার নাথ সুধাকর কৃত।
জয়ো'স্তু শ্রীগুরু পাদ-পদ্ম-বিনিঃসৃত,
সুধাকর গ্রন্থাবলী, সাধু-সমাদৃত।
কুড়ায়ে দুর্লভ রত্ন, সর্ব্ব রত্ন-সার,
গ্রন্থি মাত্র দিলা তায় ক্ষুদ্র গ্রন্থকার।
চরণে ধরিয়া কহে—লহ এক' রতি,
হেন রত্ন, বিন্দু বাধ নিলো গুঞ্জমতি!

অকাল বৈধব্য জনিত কঠোর ব্রহ্মচর্য্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ইনি দিবানিশি কৃষ্ণগুণগানে মত্ত থাকেন ও কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে আত্মহারা হইয়া যান। ইহাঁর রচিত পদাবলী নরোত্তম ঠাকুরের পদাবলীর ন্যায় অতিশয় শ্রুতিমধুর ও ভাব-বাঞ্জক। ইনি অত্যন্ত স্বজন বৎসলা ও দয়ালুচিত্তা।

(অ) শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী—ইনি গ্রন্থকর্ত্তার স্ত্রী ও ইংরাজি চিকিৎসা-শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিনী। ইহার নম্রতা ধীরতা, তীক্ষবুদ্ধি, কার্য্যকুশলতা ও সর্ব্বোপরি কৃষ্ণভক্তি প্রকৃতই প্রশংসার্হ। ইনি ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ৺যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জ্যেঠতুতা ভগিনী। ইনি পরোপকারে সর্ব্বদাই আসক্ত এবং কৃষ্ণসেবা ও নাম জপে অনেক সময় অতিবাহিত করেন।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

সুধাকর গ্রন্থাবলী।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা।

প্রথম অধ্যায়।

অর্জ্জুন-বিষাদ যোগ।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—
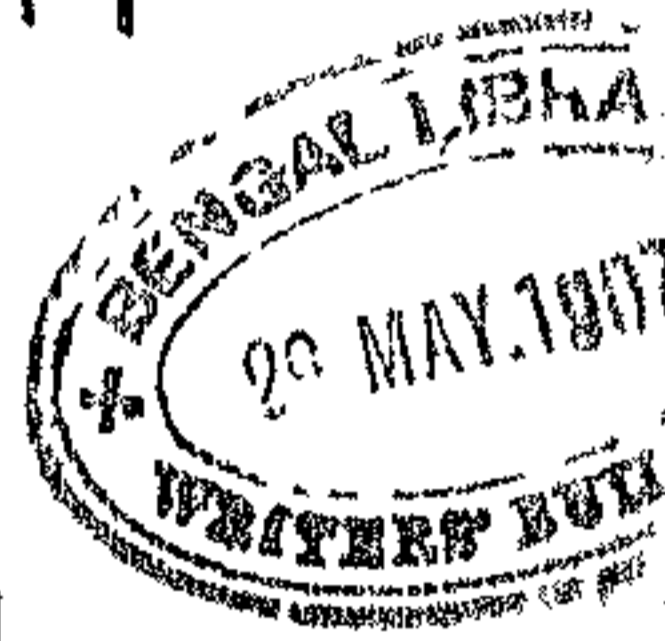
ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে একত্র হইয়া
পরস্পর ঘোরতর সমর লাগিয়া,
আমাদের পক্ষ আর পাণ্ডু-সুত গণ,
কি করিল, হে সঞ্জয় কহ বিবরণ। ১

সঞ্জয় কহিলেন,—

পাণ্ডবের সৈন্য-ব্যূহ করি দরশন,
কহিলা আচার্য্যে গিয়া রাজা দুর্য্যোধন,—২
দেখ, গুরু, পাণ্ডবের মহাসৈন্য চয়,
ধীমান তোমার শিষ্য দ্রুপদ-তনয়
ব্যূহ বিরচিয়া রক্ষা করিছে কেমন,—
আচার্য্য, এ অরি-সেনা কর দরশন। ৩

এই সেনাদলে আছে মহা বলবান্,
সমরে সমর্থ ভীম অর্জ্জুন সমান,
মহাধনুর্দ্ধর বীর বিক্রম অপার,
সাত্যকি, বিরাট, শৈব্য, ধৃষ্টকেতু আর,
চেকিতান, বীর্য্যবান্ কাশিরাজ ধীর,
পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, উত্তমৌজা বীর,
যুধামন্যু, অভিমন্যু, দ্রুপদ সুরথ,
দ্রৌপদীর পুত্রগণ—সবে মহারথ। ৪—৬
আমাদের পক্ষে যাঁরা মহা ধনুর্দ্ধর,
সৈনিক-নায়ক মম, শুন অতঃপর,—৭
তুমি, ভীষ্ম, রণজয়ী কৃপ আর কর্ণ,
অশ্বত্থামা, সোমদত্ত তনয়, বিকর্ণ; ৮
রহিয়াছে আরো কত বীর রণস্থলে,
মম হিতে প্রাণ দিতে প্রস্তুত সকলে,
করে ধরি নানা শস্ত্র, শাণিত কৃপাণ,
যুদ্ধ-বিশারদ তারা সকলে সমান। ৯
তথাপি মোদের সেনা, ভীষ্মের রক্ষিত,
অরি সৈন্য সহ রণে অসমর্থ, ভীত;
ভীমের রক্ষিত কিন্তু সেনা সমুদয়
কুরুসৈন্য সনে রণে সমর্থ নিশ্চয়। ১০
সর্ব্বব্যূহ-দ্বারে থাকি নিজ নিজ স্থানে,
ভীষ্মবীরে রক্ষা কর সবে সাবধানে। ১১
তখন প্রতাপ-শালী বৃদ্ধ পিতামহ
বীর ভীষ্ম উচ্চ স্বরে সিংহনাদ সহ,

মহা হরষিত করি রাজা দুর্য্যোধনে,
সুগভীর শঙ্খধ্বনি করিলা সঘনে। ১২
অমনি বাজিল শঙ্খ শিঙ্গা ভেরী ঢোল,
উঠিল তুমুল শব্দ—মৃদঙ্গের রোল। ১৩
বসিয়া শ্বেতাশ্ব রথে কৃষ্ণ-ধনঞ্জয়,
অতঃপর বাজাইলা দিব্য শঙ্খদ্বয়। ১৪
পাঞ্চজন্য-শঙ্খ বাজে হৃষীকেশ-করে,
দেবদত্ত-শঙ্খ পার্থ বাজান সমরে;
মধ্যম পাণ্ডব ভীম, ভীমকর্ম্মা রণে,
পৌণ্ড্র নামে মহাশঙ্খ ঘোষিলা সঘনে; ১৫
বাজাইলা অরিদলে করিয়া অধীর,
অনন্তবিজয় শঙ্খ রাজা যুধিষ্ঠির;
সুঘোষ—নকুল-শঙ্খ বাজে উচ্চ স্বরে,
বাজিল মণিপুষ্পক সহদেব করে। ১৬
ধনুর্দ্ধর কাশিরাজ, ধৃষ্টদ্যুম্ন আর
দ্রুপদ ভূপতি, যত দ্রৌপদী-কুমার,
শিখণ্ডী, বিরাট, আর সাত্যকি দুর্জ্জয়,
মহাযোদ্ধা অভিমন্যু সুভদ্রা তনয়,—
রাজন্, সে বীরগণ মিলি ঘোর রবে,
পৃথক পৃথক শঙ্খ বাজাইলা সবে। ১৭, ১৮
সেই শব্দ ক্ষিতি ব্যোম ধ্বনিত করিয়া,
বিদীর্ণ করিল যত কৌরবের হিয়া। ১৯
উদ্যত বিপক্ষগণ শস্ত্রপাত তরে,
ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ প্রস্তুত সমরে—

নিরখি, গাণ্ডীব ধনু করি উত্তোলন,
হৃষীকেশে পার্থ বীর কহিলা তখন—২০
অচ্যুত, যাবৎ আমি নিরখি হেথায়
বীর যত, উপস্থিত রণ-কামনায়,—
সমর করিব কোন বীরগণ সনে;
কৌরব-হিতার্থী যাঁরা সমাগত রণে,
যাবৎ সে সুরগণে করি নিরীক্ষণ,
দুই পক্ষ মাঝে রথ কর সংস্থাপন। ২১—২৩

সঞ্জয় কহিলেন,—

হে রাজন্, অর্জ্জুনের এই বাঞ্ছা জানি,
উভয় সেনার মধ্যে দিব্য রথ আনি,
ভীষ্মাদি ভূপালগণ সম্মুখে তখন
সেই শোভাময় রথ করিয়া স্থাপন,
কহিলেন কৃষ্ণ,—পার্থ, দেখ একবার,
সমবেত কুরুকুল সম্মুখে তোমার। ২৪, ২৫
সেই স্থানে অবস্থিত উভয় পক্ষীয়
পিতৃব্য, আচার্য্য, ভ্রাতা, বান্ধব, আত্মীয়,
শ্বশুর, মাতুল আর বীর পিতামহ,
হেরিলেন পার্থ সবে, পুত্রপৌত্র সহ। ২৬
নিরখিয়া ধনঞ্জয় সেই বন্ধুগণে
কহিলেন মায়াবশে বিষাদিত মনে—২৭
যুদ্ধার্থী স্বজনগণে সম্মুখেতে হেরি,
শুষ্ক মুখ মম, অঙ্গ অবসন্ন হরি। ২৮

দেহে মোর রোমহর্ষ, কম্প অতিশয়,
গাণ্ডীব স্খলিত হস্তে, গাত্র দাহ হয়। ২৯
রহিতে না পারি আর, ঘুরিতেছে মন,
দেখিতেছি বিপরীত সকল লক্ষণ। ৩০
কেশব, স্বজন-বধে না দেখি মঙ্গল,
চাহি না বিজয়, রাজ্য সুখে কিবা ফল। ৩১
গোবিন্দ, কি হবে রাজ্যে, কি হবে বাঁচিয়া?
রাজ্যভোগ আমাদের যাঁদের লইয়া,
উপস্থিত তাঁরা, প্রাণ দিতে বিসর্জ্জন,
পিতামহ, পুত্র, পৌত্র, শ্যালক, স্বজন,
পিতৃব্য, শ্বশুর, গুরু, মাতুলাদি যত,—
মারিলেও পারিব না করিতে নিহত। ৩২—৩৪
পৃথিবী কি?—পাই যদি এ তিন ভুবন,
কি সুখ, সংহার করি আত্মীয় স্বজন? ৩৫
বিনাশ করিলে এই মহা শত্রুগণ,
আমাদের মহাপাপ হবে জনার্দ্দন,—
সবান্ধব কুরুকুল নাশিতে না পারি,
কেমনে স্বজন-বধে সুখী হব হরি? ৩৬
শ্রীপতি, অরাতি দল যদিও এ ভবে
রাজ্যলোভে জ্ঞানশূন্য হইয়াছে সবে,—
কুলনাশে দোষ নাহি করে দরশন,
স্বজন-বিদ্রোহে পাপ না করে শ্রবণ, ৩৭
সে দোষ দেখিয়া কৃষ্ণ, আমাদের মন
কেন না ত্যজিবে এই পাপ প্রলোভন? ৩৮

বহু লোক নষ্ট যদি হয় জনার্দ্দন,
সে কুলের ধর্ম্ম আর থাকে কি তেমন?
লোকক্ষয়ে তাই হয় কুলধর্ম্ম নাশ,
অবশিষ্ট লোকে হয় অধর্ম্ম প্রকাশ। ৩৯
বহু পুরুষের হয় যগুপি নিধন,
ধর্ম্ম যদি হীনবল হয় নারায়ণ,
সহজেই নারীগণ ধর্ম্মচ্যুত হয়;
তাহাতে সঙ্করবর্ণ নিশ্চয় উদয়। ৪০
সেই কুল-হন্তাদের, সে কুলের আর,
নরকের তরে হয় হেন ভ্রষ্টাচার,
পিতৃপুরুষের জল পিণ্ড বিলোপন,
তাহাতে পতিত হন যত পিতৃগণ। ৪১
জাতিধর্ম্ম কুলধর্ম্ম সব লোপ হয়,
কুল হন্তাদের এই দোষেতে নিশ্চয়। ৪২
কুলধর্ম্ম নষ্ট, হরি, হয় যাহাদের,
শুনেছি নরকে বাস নিয়ত তাদের। ৪৩
হায় রে, কি পাপ মোরা বসেছি করিতে—
রাজ্যলোভে এসেছি এ স্বজন বধিতে! ৪৪
যদি প্রতিহিংসা হীন অশস্ত্র আমায়
সশস্ত্র কৌরবে বধে, সুমঙ্গল তায়! ৪৫

সঞ্জয় কহিলেন,—

এত বলি রথে পার্থ বসিলা তখন,
ফেলিয়া সশর চাপ, শোকাকুল মন। ৪৬

ইতি অর্জ্জুন-বিষাদ-যোগ নামক
প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সাংখ্য যোগ।

সঞ্জয় কহিলেন,—

হইয়াছে অর্জ্জুনের সজল নয়ন,
স্বজন-নিধন ভাবি বিষাদিত মন,—
নিরখিয়া নারায়ণ প্রবোধ বচনে,
বুঝাইয়া বলিলেন কুন্তীর নন্দনে,—১
নিন্দনীয়, ধর্ম্মহীন, আর্য্য-অনুচিত,
এ মোহ, বিপদে হেন, কেমনে উদিত? ২
কাতরতা কেন? এ ত তব যোগ্য নয়,
তুচ্ছ দুর্ব্বলতা ত্যজি উঠ, ধনঞ্জয়। ৩

অর্জ্জুন কহিলেন,—

জনার্দ্দন, পূজনীয় ভীষ্মদ্রোণ-সহ,
বাণ যুদ্ধ করি আমি কি রূপে তা কহ? ৪
গুরু বধ না করিয়া ভিক্ষান্ন ভোজন
ইহলোকে শ্রেয়ঃ বোধ করি, নারায়ণ;
গুরু বধি রুধিরাক্ত রাজ্য-সুখভোগ,
অর্থ-কামনায় হবে করিতে সম্ভোগ। ৫
যুদ্ধ জয় করি কিংবা যুদ্ধে যাই হারি—
কিবা ভাল, কিবা মন্দ, বুঝিতে না পারি।
যাদের নিধন করি বাঁচিতে না চাই,
সেই ধৃতরাষ্ট্র-সুত সম্মুখে সবাই। ৬

দীন-চিত্ত, কুলক্ষয় ভয়ে মরি হায়!
অভিভূত, ধর্ম্মমূঢ়—জিজ্ঞাসি তোমায়,
শ্রেয়ঃ কি? নিশ্চয় কহ, কি করিব আমি?
শরণাগত এ শিষ্যে শিক্ষা দাও তুমি। ৭
নির্ব্বিরোধ রাজ্য যদি অধিকার করি,
কিংবা দেব-আধিপত্য পাই যদি, হরি—
যাহাতে আমার এই শোক দূর হবে
এমন কিছুই কৃষ্ণ দেখি না এ ভবে। ৮

সঞ্জয় কহিলেন,—

এই রূপ ধনঞ্জয় কহি হৃষীকেশে
"করিব না যুদ্ধ" বলি মৌনী অবশেষে। ৯
হে রাজন্, কৃষ্ণ তবে প্রসন্ন বদনে,
কহিলেন, সেনামধ্যে বিষণ্ণ অর্জ্জুনে—১০
যাহাদের তরে শোক উচিত না হয়,
করিছ তাদের লাগি শোক, ধনঞ্জয়!—
পণ্ডিতের ন্যায় তুমি কহিছ বচন,
শোক কি করেন কভু পণ্ডিত যে জন?
জগতে জীবিত কিবা মৃত জন তরে
জ্ঞানিগণ কভু, পার্থ, শোক নাহি করে। ১১
আমি না ছিলাম পূর্ব্বে এমন ত নয়,
সে রূপ ছিলে না তুমি,—তাহাও না হয়;
হেন নহে ছিল না এ নৃপতি মণ্ডল,
পরেও নিশ্চয় মোরা থাকিব সকল। ১২

বাল্যকাল গিয়ে আসে যেমন যৌবন,
যৌবনের পরে আসে বার্দ্ধক্য যেমন,
সে রূপ অবস্থা-ভেদ মরণে কেবল,
তাহে নাহি মুগ্ধ হন পণ্ডিত সকল। ১৩
ইন্দ্রিয় সংযোগ হয় বিষয়ে যখন,
শীত তাপ—সুখ দুঃখ উদয় তখন ;
সুখ দুঃখ আসে সত্য, থাকে না আবার,
তাই সুখ-দুঃখ বোধ অনিত্য অসার।
সহ্য কর অস্থায়ী সে উল্লাস বিষাদ,
তাহাদের বশীভূত হইলে প্রমাদ। ১৪
সম ভাবে সুখ দুঃখ করিয়া বহন,
হে অর্জ্জুন, যেই জন ব্যথিত না হন,
অমরত্ব লাভ তিনি করেন নিশ্চয়—
ইহলোকে পরলোকে নিত্যানন্দ ময়। ১৫
অনিত্য বিষয়, পার্থ, স্থায়িত্ব-বিহীন,
নিত্য যাহা কভু তাহা না হয় বিলীন,
নিত্য আর অনিত্যের পরিণাম ফল,
দেখেছেন তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত সকল। ১৬
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপি রয়েছেন যিনি,
জানিবে জগতে মাত্র অবিনাশী তিনি,
উৎপত্তি বিলয় শূন্য অব্যয় আত্মার
বিনাশ করিতে পারে, হেন সাধ্য কার? ১৭
নিত্য আত্মা, দেহ তাঁর অনিত্য নিশ্চয়—
যুদ্ধ কর, দেহনাশে কেন দুঃখোদয়? ১৮

এই আত্মা হন্তা—যেই করে বিবেচনা,
এই আত্মা হত হয় যাহার ধারণা,
জানে না উভয়ে তারা! আত্মা সর্ব্বময়,
কখনো করে না হত্যা, হত নাহি হয়। ১৯
জন্ম মৃত্যু নাহি তার, জন্মি এক বার
হইবে না সমুৎপন্ন কিংবা পুনর্ব্বার।
পরিণাম-শূন্য আত্মা, নাহি বৃদ্ধি ক্ষয়;
শরীর হইলে নষ্ট, বিনষ্ট না হয়। ২০
জন্মহীন, নিত্য আত্মা—জানেন যে জন,
কি রূপে কাহাকে তিনি করেন হনন?
দেহস্থিত আত্মা যদি নিত্য অবিনাশ—
কারে দিয়া কারে তিনি করেন বিনাশ? ২১
জীর্ণ বাস ছাড়ি যথা মানব-নিচয়
নব বস্ত্র পরিধান করে, ধনঞ্জয়,
সেই রূপ জীর্ণ দেহ করি পরিহার,
নব কলেবর আত্মা ধরে পুনর্ব্বার। ২২
শস্ত্র নারে করিবারে আত্মার ছেদন,
বহ্নি নাহি পারে তারে করিতে দহন;
সলিলের সাধ্য নাই সিক্ত করিবারে,
অনিলের শক্তি নাই শুষ্ক করে তারে; ২৩
ছিন্ন দগ্ধ সিক্ত শুষ্ক হইবার নয়,
অনাদি অচল আত্মা নিত্য সর্ব্বময়। ২৪
অব্যক্ত, অচিন্ত্য আত্মা, চির নির্ব্বিকার,
এই জানি কর পার্থ, শোক পরিহার। ২৫

নিত্য জন্মে, মরে আত্মা—মনে যদি হয়,
তথাপি করিতে শোক পার না নিশ্চয়, ২৬
মরিলেই জন্ম হয়, জন্মিলে মরণ!
অনিবার্য্য এই কার্য্যে শোক কি কারণ? ২৭
আদিতে অব্যক্ত জীব, অব্যক্ত অন্তেতে,
মধ্যেতে দু'দিন ব্যক্ত, দুঃখ কিবা তাতে? ২৮
কেহ বা আশ্চর্য্যবৎ দেখেন আত্মায়,
কেহ বা আশ্চর্য্য অতি বলেন তাহায়;
কেহ বা আত্মার কথা শুনি চমৎকার,—
কেহ বা শুনিয়া তত্ত্ব নাহি পায় তার। ২৯
অর্জ্জুন, অবধ্য আত্মা সর্ব্ব দেহময়,—
জীবগণ তরে দুঃখ করা কিছু নয়। ৩০
তোমার স্বধর্ম্ম দেখ—ধর্ম্মযুদ্ধ হ'তে,
ক্ষত্রিয়ের শ্রেয়ঃ কিছু নাই এ জগতে। ৩১
ধর্ম্ম-যুদ্ধে হত বীর স্বর্গে চলি যান,
তাই ধর্ম্ম-যুদ্ধ স্বর্গ দ্বারের সমান;
অযাচিত হেন যুদ্ধ,—মুক্ত স্বর্গদ্বার!
ভাগ্যবান্ ক্ষত্রিয়ের মাত্র অধিকার। ৩২
যদি এই ধর্ম্মযুদ্ধ নাহি কর,—তবে
ছাড়িয়া স্বধর্ম্ম কীর্ত্তি পাপভাগী হবে। ৩৩
চির অপযশঃ তব ঘোষিবে সংসার,
তা হ'তে মরণ শ্রেয়ঃ কি কহিব আর। ৩৪
ভীরু তুমি—ভাবিবেন মহারথ গণ,
সম্মান করিত যারা, হাসিবে তখন। ৩৫

শত্রুকুল নিন্দা করি সকলের কাছে,
কতই কহিবে! দুঃখ তা হ'তে কি আছে? ৩৬
ধর্ম্ম যুদ্ধে হত হ'লে স্বর্গে চলি যাবে,
জয়ী হ'লে ধরাতলে রাজ্যসুখ পাবে—
তাই বলি এই যুদ্ধ করাই নিশ্চয়,
রণে মন দৃঢ় করি উঠ ধনঞ্জয়। ৩৭
সুখ দুঃখ লাভালাভ জয় পরাজয়
সম ভাবি যুদ্ধ কর, নাহি পাপভয়। ৩৮
কহিলাম আত্ম-তত্ত্ব; হে পার্থ, এখন
শুন কর্ম্মযোগ, যাবে সংসার-বন্ধন। ৩৯
যোগ-অনুষ্ঠান কভু না হয় বিফল,
বিঘ্নশূন্য কর্ম্মযোগ সতত সফল;
ধনঞ্জয়, এ ধর্ম্মের অল্প আচরণে,
মহাভয় হ'তে ত্রাণ পায় প্রাণিগণে। ৪০
মানবের স্থিরবুদ্ধি এক পথে রয়,
সকাম জনের বুদ্ধি বহু পথে ধায়। ৪১
জ্ঞানহীন যাঁরা পার্থ, শুধু রত রন
বেদের বাদানুবাদে, কামনায় মন,
স্বর্গ-সুখে সার জ্ঞান "আর তত্ত্ব নাই"—
মধুমাখা কথা হেন কহেন সদাই,
ফল-আশে মুগ্ধ যারা শুনি যথা তথা
স্বর্গ-সুখপ্রদ যত যজ্ঞাদির কথা,
আপাততঃ রমণীয় বিষ-লতা মত,
স্বর্গফল-কথা শুনি যাঁরা মোহগত;

ভোগসুখে যাঁহাদের মন সদা ধায়,
তাঁদের চঞ্চল বুদ্ধি সমাধি না পায়। ৪২—৪৪

সকাম কর্ম্মের ফল বেদেতে প্রকাশ,—
পরিত্যাগ কর পার্থ, কর্ম্মফল-আশ।
শীত-তাপে সুখ-দুঃখে সম ভাবে থাক;
চৈতন্য-স্বরূপ ব্রহ্মে মন স্থির রাখ।
অলব্ধ পদার্থ লাভে যত্ন নাহি লও,
প্রাপ্ত বস্তু রক্ষা তরে ব্যস্ত নাহি হও।
আসক্তি-রহিত হও সর্ব্ব অবস্থায়,—
কর্ম্মযোগ-তত্ত্ব এই কহিনু তোমায়। ৪৫

সলিলে প্লাবিত হয় বসুধা যখন,
ক্ষুদ্র জলাশয়ে আর কিবা প্রয়োজন?
সেই রূপ ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে যাঁর,
বেদে প্রয়োজন আর নাহি থাকে তাঁর। ৪৬

কর্ম্মে তব অধিকার—কর্ম্মফলে নয়,
ফল আশে কর্ম্মে যেন প্রবৃত্তি না হয়। ৪৭

ছাড়িয়া ইন্দ্রিয়-সঙ্গ যোগে মন রাখি,
কার্য্যসিদ্ধি অসিদ্ধি বা, সম ভাবে দেখি,
অহঙ্কার ত্যজি কর্ম্ম কর সমুদয়,
"সমত্বই" যোগ নামে উক্ত ধনঞ্জয়। ৪৮

নিকৃষ্ট সকাম কর্ম্ম, জ্ঞানযোগ হ'তে,
কর্ম্মযোগে জ্ঞানাশ্রয় কর বিধিমতে,
কুন্তীসুত, ঘৃণিত সে ফলকামিগণ
কর্ম্মফল ত্যজি কর্ম্ম যোগে দেহ মন। ৪৯

জ্ঞানযুক্ত যোগী ভবে পাপপুণ্য-ত্যাগী,
হও তাই জ্ঞানগর্ভ কর্ম্মযোগে যোগী।
কর্ম্মের যে সুকৌশল যোগ বলে তায়,
গুরুর নিকটে নরে জানিবারে পায়। ৫০
জ্ঞানিগণ কর্ম্মফল কভু নাহি চান,
জন্ম বন্ধ মুক্ত হ'য়ে মোক্ষপদ পান। ৫১
দেহ অভিমান ছাড়ি তব বুদ্ধি যবে
মোহের গহন দুর্গ অতিক্রমি যাবে,
তখন তোমার হবে বৈরাগ্য উদয়—
মনের বাসনা যত হইবে বিলয়;
সহজেই তুচ্ছ বোধ হবে সে সকল,
শুনেছ যা, শুনিবে যা, কাম্যকর্ম্ম-ফল। ৫২
শুনিয়া বেদের ব্যাখ্যা বিবিধ প্রকার,
কর্ম্মফল-আশে বুদ্ধি চঞ্চল তোমার,
সেই বিচলিত বুদ্ধি, অভ্যাস কারণ,
ঈশ্বরে নিশ্চল ভাবে থাকিবে যখন,
অন্য দিকে মন যবে নাহি যাবে আর,
তখন সে যোগ লাভ হইবে তোমার। ৫৩

অর্জ্জুন কহিলেন,—

কেমন সে সমাধিস্থ "স্থিরবুদ্ধি" জন?
কেশব, কৃপায় কহ, কি তাঁর লক্ষণ?
কি রূপ বচন তাঁর, কি রূপ বা স্থিতি-?
স্থিরবুদ্ধি মানবের কি রূপ বা গতি? ৫৪

শ্রীভগবান কহিলেন;—

মনের কামনা যত করিয়া বর্জ্জন,
অন্তরে অন্তরে করি আত্ম দরশন,
আপনা আপনি তুষ্ট—আত্মারাম হ'লে,
তখন সে যোগিবরে "স্থিরবুদ্ধি" বলে। ৫৫
দুঃখে স্থির, সুখেতেও স্পৃহাশূন্য যিনি,
রাগ ভয় ক্রোধহীন—"স্থিরবুদ্ধি" তিনি। ৫৬
ইষ্ট বা অনিষ্ট হ'লে তুষ্ট রুষ্ট নয়,
হেন অনাবদ্ধ জনে "স্থিরবুদ্ধি" কয়। ৫৭
শত্রু সমাগম জানি কচ্ছপ যেমন
আপন চরণ-কর করে আকুঞ্চন,
তেমতি ইন্দ্রিয়গণে সংযম যে করে,
স্থিরবুদ্ধি বলা যায় সেই যোগিবরে। ৫৮
অজ্ঞানী ইন্দ্রিয়-কর্ম্মে বিরত যখন,
ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম শুধু থাকেনা তখন,—
ভোগ-অভিলাষ শূন্য তাহে নাহি হয়,
ইন্দ্রিয়-আসক্তি মনে গুপ্ত ভাবে রয়,
কিন্তু সেই পরমাত্মা করিয়া দর্শন,
ভোগ-বাঞ্ছাশূন্য হয় স্থিরবুদ্ধিমন। ৫৯
যত্নশীল মোক্ষার্থীরে করি পরাজয়
দুরন্ত ইন্দ্রিয়গণ মন হরি লয়। ৬০
সংযত করিয়া সেই ইন্দ্রিয় নিকরে
আত্ম-পরায়ণ যোগী অবস্থান করে,—

দুরন্ত ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত যার,
কুরুবীর, বুদ্ধি স্থির হইয়াছে তার। ৬১

বিষয়ে ভাবনা যার আসক্ত সে হয়,
আসক্তিতে অচিরাৎ কামনা উদয়,
কামনাতে ক্রোধ জন্মে, যেই বাধা পায়,
ক্রোধে মোহ, মোহে ভ্রম, ভ্রমে বুদ্ধি যায়,
বুদ্ধিনাশে তুল্য হয় জীবন মরণ;
সংযত ইন্দ্রিয় ভোগ শান্তির সদন। ৬২—৬৪

সর্ব্ব দুঃখ যায় হ'লে চিত্ত-প্রসাদন,
স্থিরবুদ্ধি হয় শীঘ্র সুপ্রসন্ন মন। ৬৫

জিতেন্দ্রিয় নহে যে, সে আত্মবুদ্ধি হারা,
আত্মধ্যান শূন্য সেই—ধ্যানশূন্য যারা,
তাহাদের শান্তিলাভ আশা করা বৃথা,
শান্তিহীন হৃদয়ের সুখ আছে কোথা? ৬৬

সমুদ্রে তুফান তুলি প্রচণ্ড পবন
যেমন ডুবায় তরি,—সেই রূপ মন
যে দুরন্ত ইন্দ্রিয়ের সাথে সাথে ধায়,
সে তারে সংসার-নীরে অচিরে ডুবায়। ৬৭

এ হেন ইন্দ্রিয় যার হয় বশীভূত,
সকল বিষয়ে তার বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত। ৬৮

সর্ব্ব জীব দেখে যাহা নিশার মতন,
জিতেন্দ্রিয় জন তাহে করে জাগরণ;
সর্ব্ব জীব যে বিষয়ে থাকে জাগরিত,
আত্মদর্শী মুনি তাহে থাকেন নিদ্রিত। ৬৯

পূর্ণকায় অচঞ্চল অর্ণবে যেমন
নানা জল প্রবেশিয়া হয় নিমগন,
তেমতি কামনা-স্রোত হৃদে যাঁর চলে,—
চিত্ত স্থির থাকে কিন্তু আত্মদৃষ্টি বলে,
শান্তি-ধন পান তিনি, কুন্তীর কুমার,
কামনার দাস যেই, শান্তি কোথা তার? ৭০
উপেক্ষিয়া কাম্যবস্তু, অহঙ্কারহীন,
নিস্পৃহ, মমতাশূন্য যিনি চিরদিন,
পূর্ব্ব কর্ম্মবশে মাত্র ভোগাদিতে রত,
শান্তি সুখ লাভ তিনি করেন নিয়ত। ৭১
ব্রহ্মজ্ঞান-নিষ্ঠা এই শুন পার্থবীর,
ইহা লভি শুদ্ধমন পুরুষ সুধীর
সংসারের মায়া মোহ দেন বিসর্জ্জন,
অন্তিমেও ইহাতেই পান ব্রহ্মধন। ৭২

ইতি সাংখ্যযোগ নামক
দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

কর্ম্ম যোগ।

অর্জ্জুন কহিলেন,—

হে কেশব, বুঝিলাম তব অভিপ্রায়,—
কর্ম্ম হ'তে জ্ঞানযোগ শ্রেষ্ঠ যদি হয়,

তবে কেন মোরে কৃষ্ণ, ছাড়ি জ্ঞানযোগ,
ঘোরতর যুদ্ধ-কর্ম্মে করিছ নিয়োগ? ১
কভু কর্ম্মে, কভু জ্ঞানে প্রশংসিছ তুমি,
বিবিধ বচনে তব বিমোহিত আমি;
শ্রেয়োলাভ করি আমি যাহাতে এখন,
এমন একটি পথ কহ জনার্দ্দন। ২

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—

মোক্ষের সাধনে নিষ্ঠা দুই ভাবে হয়,
বলেছি তোমায় আমি পূর্ব্বে, ধনঞ্জয়—
জ্ঞানযোগে সেই নিষ্ঠা লভে জ্ঞানিগণ,
কর্ম্মযোগে যোগিগণ মোক্ষ-পরায়ণ। ৩
কর্ম্ম-অনুষ্ঠান বিনা, কহিনু, তোমারে,
কর্ম্মশূন্য ভাব কেহ পায় না সংসারে।
কর্ম্মের আসক্তি, পার্থ, নাহি যদি যায়,
শুধু কর্ম্মত্যাগে সিদ্ধি কেহ নাহি পায়। ৪
কর্ম্ম ছাড়ি ক্ষণকাল থাকা নাহি যায়,
স্বাভাবিক গুণে কর্ম্ম আপনি করায়। ৫
ইন্দ্রিয় সংযত রাখি, ইন্দ্রিয়-বিষয়
স্মরণ যে করে, মূঢ় কপটী সে হয়। ৬
ইন্দ্রিয় সংযম করি কর্ম্ম করে যেই,
অনাসক্ত শুদ্ধচিত প্রশংসিত সেই। ৭
'অবশ্যকর্ত্তব্য' যাহা কর সে সকল,
কর্ম্মত্যাগ হ'তে কর্ম্ম করাই মঙ্গল।

সর্ব্বকর্ম্মশূন্য হ'লে, পার্থ, দিন দিন
জীবিকা নির্ব্বাহ ভবে হইবে কঠিন। ৮
ঈশ্বরের আরাধনা করিবার তরে,
যে সকল কর্ম্ম নরে অনুষ্ঠান করে,
তাহা ভিন্ন অন্য কর্ম্মে বন্ধন নিশ্চয়,—
ঈশ্বরের তরে কর্ম্ম কর ধনঞ্জয়। ৯
যজ্ঞ সহ প্রজাগণে করিয়া সৃজন,
কহিলেন প্রজাপতি,—শুন প্রজাগণ,
এ যজ্ঞে বর্দ্ধিত হোক আত্মা তোমাদের,
ইহাতে অভীষ্ট লাভ হোক সকলের। ১০
দেবগণ তুষ্ট হন যজ্ঞ-অনুষ্ঠানে,
তোমরা সকলে যজ্ঞ কর মনপ্রাণে;
এই যজ্ঞে কর সবে দেবতা-বর্দ্ধন,
দেবগণ করিবেন মঙ্গল সাধন;
পরস্পর সংবর্দ্ধন হোক তোমাদের,
পরম মঙ্গল তাহে হবে সকলের। ১১
যজ্ঞেতেই পরিতৃপ্ত হ'লে দেবগণ,
করিবেন তোমাদের অভীষ্ট পূরণ;
দেবদত্ত দ্রব্য দেবে না করি অর্পণ,
ভোগ করে যেই, তার চৌর্য্য আচরণ।১২
যজ্ঞ-অবশিষ্ট ভাগ করিয়া ভোজন,
সর্ব্ব পাপ হ'তে মুক্ত হন সাধুগণ;
কিন্তু যারা পাক করে আপনার তরে,
পাপই ভোজন সেই পাপিগণ করে। ১৩

অন্ন হ'তে সমুৎপন্ন জীব সমুদয়,
অন্ন জন্মে বৃষ্টি হ'তে, যজ্ঞে বৃষ্টি হয়; ১৪
কর্ম্ম হ'তে যজ্ঞ হয় বেদ হ'তে কর্ম্ম,
ব্রহ্ম হ'তে বেদ, তাই সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম;
সর্ব্বদাই সেই ব্রহ্ম যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত,
এই চক্র জানি জ্ঞানী ব্রহ্মে নিয়োজিত। ১৫
এই চক্রে আবর্ত্তন না করে যে জন,
স্বেচ্ছাচারী পাপময় বৃথা সে জীবন। ১৬
আত্মাতেই রতি মতি তৃপ্তি যাঁর হয়,
তাঁহার কর্ত্তব্য কিছু নাহি ধনঞ্জয়; ১৭
করিলেও কোন কর্ম্ম পুণ্য নাই তাঁর,
না করিলে, বহিতে না হয় পাপ ভার।
ঐহিক বা পারত্রিক কোন বিষয়েতে,
কাহারো আশ্রয় তিনি না লন জগতে। ১৮
তাই বলি, ফলাসক্তি করিয়া বর্জ্জন,
অর্জ্জুন, কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর সর্ব্বক্ষণ।
অনাসক্ত চিত্তে করি কর্ম্ম অনুষ্ঠান,
সহজে মানবগণ মোক্ষপদ পান। ১৯
পুরাকালে, শুন পার্থ, জনকাদি সবে
কর্ম্মযোগে জ্ঞানলাভ করিলেন ভবে।
যাহাতে স্বধর্ম্মে রত হয় এ সংসার,
হেন রূপে কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য তোমার। ২০
এ সংসারে যাহা কিছু করে শ্রেষ্ঠ জন,
তাহা দেখি কর্ম্ম করে লোক সাধারণ—

যাহাই কর্ত্তব্য স্থির করে শ্রেষ্ঠ জনে,
অবাধে তাহাই করে অন্য লোকগণে। ২১
অর্জ্জুন, কিছুই নাই কর্ত্তব্য আমার;
ত্রিলোকে অপ্রাপ্ত মম কিবা আছে আর?
পাইতে হইবে হেন বস্তু কিছু নাই;
তথাপি কর্ম্মেতে আমি প্রবৃত্ত সদাই। ২২
অনলস ভাবে আমি,—শুন মতিমান,
নাহি যদি করি সদা কর্ম্ম অনুষ্ঠান,
তবে সর্ব্ব লোক করি আমায় দর্শন,
সর্ব্বথা আমার পথে করিবে গমন। ২৩
আমি কর্ম্ম না করিলে নিখিল সংসার,
বিনষ্ট হইবে কর্ম্ম করি পরিহার,—
কর্ম্মলোপে ধর্ম্মলোপ, বর্ণলোপ তায়,
আমা হ'তে লোক নষ্ট জাতি-ভ্রষ্টতায়!
আমি কর্ম্ম না করিলে, পার্থ, দিন দিন
আমিই সকল প্রজা করিব মলিন। ২৪
সর্ব্বদা আচরে কর্ম্ম অজ্ঞানী যেমন,
অনাসক্ত জ্ঞানী কর্ম্ম করিবে তেমন;—
স্বধর্ম্মে করিতে রত সর্ব্ব সাধারণে,
সর্ব্বদা করিবে কর্ম্ম মুক্ত জ্ঞানিগণে। ২৫
করিবে না জ্ঞান তত্ত্ব কহিয়া কেবল
কর্ম্মাসক্ত নির্ব্বোধের বুদ্ধি বিশৃঙ্খল;
আপনি করিয়া কর্ম্ম, জ্ঞানিজন ভবে
করিবেন কর্ম্মে রত অজ্ঞান মানবে। ২৬

প্রকৃতির গুণ এই ইন্দ্রিয় সকল
সর্ব্বকর্ম্ম সম্পাদন করিছে কেবল,—
অহঙ্কারে জ্ঞানহীন মায়ামুগ্ধ নর
"আমিই কর্ম্মের কর্ত্তা" ভাবে নিরন্তর। ২৭

সত্ত্ব রজঃ তমোগুণে আত্মা লিপ্ত নয়,
আত্মা কভু নাহি করে কর্ম্ম সমুদয়,—
গুণ আর কর্ম্ম হ'তে আত্মার ভিন্নতা
জানেন যে জন, তাঁর অভিমান কোথা?
"ইন্দ্রিয় কর্ম্মেতে রত, আমি রত নয়"
এই জানি হয় তাঁর অহঙ্কার লয়। ২৮

প্রকৃতির গুণে হায়, হ'য়ে জ্ঞান-হারা,
ইন্দ্রিয়ে আসক্ত সদা হইয়াছে যারা,
সে অজ্ঞান মন্দমতি মানবের মন
করিবে না বিচলিত সর্ব্বজ্ঞ যে জন।২৯

আমাতেই সর্ব্ব কর্ম্ম করি সমর্পণ,
আত্মায় স্থাপন করি অবিচল মন,
কামনা মমতা শোক পরিত্যাগ করি,
কর এই ধর্ম্মযুদ্ধ কৌরব-কেশরী। ৩০

মম বাক্যে শ্রদ্ধাবান্ দোষ-দৃষ্টি হীন,
যাহারা এ রূপে কর্ম্ম করে চির দিন,
কর্ম্ম-বন্ধ হ'তে মুক্ত তাহারাই হয়—
কর্ম্ম করিয়াও তারা কর্ম্মে বদ্ধ নয়। ৩১

কিন্তু যারা দোষ দৃষ্টি করিয়া তাহাতে,
কর্ম্ম অনুষ্ঠান নাহি করে হেন মতে,

বিবেক-বিহীন সেই সকল মানব
জ্ঞানভ্রষ্ট নষ্ট ভবে, জানিবে পাণ্ডব। ৩২
জ্ঞানীরাও আপনার প্রকৃতি যেমন,
সেইরূপ কর্ম্ম সদা করে আচরণ;
আপন প্রকৃতি-বশে প্রাণিগণ চলে,
কি হবে ইন্দ্রিয় চাপি, নিষ্কাম না হ'লে ? ৩৩
আপনার লাভে দৃষ্টি আছে ইন্দ্রিয়ের—
অনুকূলে অনুরাগ হয় তাহাদের;
প্রতিকূলে যে সকলে লাভ নাহি পায়,
বিদ্বেষে ইন্দ্রিয় সব সে দিকে না যায়;
আসিও না এ ভাবের বশে, মহাভাগ,
মুক্তির বিরোধী এই দ্বেষ অনুরাগ।৩৪
সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর, পার্থ, পরধর্ম্ম হ'তে
অঙ্গহীন স্বীয় ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ এ জগতে।
স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয়ঃ, শুন ধনঞ্জয়,
পরধর্ম্মে সর্ব্বদাই আছে মহাভয়। ৩৫

অর্জ্জুন কহিলেন—

পাপের বাসনা মনে যদিও না করে,
তথাপি বলেতে যেন ধরি পুরুষেরে,
পাপ-পথে নিয়োজিত করে কোন জন ?—
কৃপা করি কহ মোরে কংস-নিসূদন। ৩৬

শ্রীভগবান কহিলেন—

রাজোগুণে জন্মে মনে "কামনা" দুর্জ্জয়,—
কামনায় বাধা হ'লে ক্রোধের উদয়—

সেই কাম ধনঞ্জয়, ধরি পুরুষেরে,
বল করি পাপ-পথে আকর্ষণ করে। ৩৭

ধূম রাশি রাখে যথা বহ্নি সমাবৃত,
জরায়ুতে গর্ভ্ভ যথা থাকে আবরিত,
মলিনতা ঢাকে যথা বিমল দর্পণ,
কামনায় আত্মজ্ঞান আচ্ছন্ন তেমন। ৩৮

জ্ঞানীর সতত শত্রু নিত্য-অপূরণ
কামনাই করে দিব্য জ্ঞানে আচ্ছাদন। ৩৯

মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়েতে কামনার স্থান,
তাই সে তাদের দিয়া আচ্ছাদিয়া জ্ঞান,
ইন্দ্রিয়ের ছলনায় ভুলাইয়া নরে,
বিষয় বাসনা দিয়া বিমোহিত করে। ৪০

তাই আগে সাম্য করি ইন্দ্রিয়-নিচয়,
পাপরূপী সে কামনা কর পরাজয়,
সেই করে—মানবের হৃদে করি বাস—
শাস্ত্রজ্ঞান আত্মজ্ঞান উভয় বিনাশ! ৪১

দেহ হ'তে শ্রেষ্ঠ, পার্থ, ইন্দ্রিয় সকল,
ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনই কেবল;
মন হ'তে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ কুন্তীর কুমার,
বুদ্ধি হ'তে শ্রেষ্ঠ যিনি আত্মা নাম তাঁর।৪২

হেন রূপে, মহাবাহো, আত্মাকে জানিয়া,
স্থিরবুদ্ধি বশে মন নিশ্চল করিয়া,
বিষম কামনা-অরি কর পরাজয়!—
কর্ম্মযোগ-গূঢ়তত্ত্ব এই ধনঞ্জয়। ৪৩

ইতি কর্ম্মযোগ নামক তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

জ্ঞান যোগ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন—

এই যে অক্ষয় যোগ, শুনিলে যা তুমি,
অর্জ্জুন, সূর্য্যকে পূর্ব্বে বলিয়াছি আমি;
স্বপুত্র মনুকে সূর্য্য কহিলা সাদরে,
পুত্র ইক্ষ্বাকুকে মনু বলিলেন পরে। ১

এই রূপে ক্রমে ক্রমে রাজ-ঋষিগণ,
পরম্পরা-প্রাপ্ত যোগ অবগত হন;
এ ভবে, কৌরব-রবি ক্রমে কালবশে
সেই যোগ হইয়াছে নষ্ট অবশেষে। ২

আমার পরম ভক্ত, সখা তুমি মম,
তাই সেই পুরাতন যোগ নিরূপম
কহিনু তোমায় আজ—নাহি কহি সবে—
এই গূঢ় তত্ত্ব সখে সর্ব্বোত্তম ভবে। ৩

অর্জ্জুন কহিলেন,—

পূর্ব্বেই সূর্য্যের জন্ম, তব জন্ম পরে,—
সূর্য্যকে কহিলে, কৃষ্ণ, যোগ কি প্রকারে? ৪

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—

'তোমার আমার, পার্থ, বহু জন্ম গত,—
সে সব না জান তুমি, আমি অবগত। ৫

জন্মহীন অবিনাশী সর্ব্ব-ভূতেশ্বর
হইয়াও আমি, দেখ পার্থ ধনুর্দ্ধর,
স্বীয় প্রকৃতিরে ধরি, আত্মমায়া-বলে,
আসিয়া উদ্ভব ভবে হই সুকৌশলে। ৬
ধর্ম্ম-হানি, পাপ-বৃদ্ধি যখন যখন,
আবির্ভূত হই আমি, অর্জ্জুন তখন; ৭
সাধুদের পরিত্রাণ দান করিবারে,
পাপীদের ধ্বংস-নীতি সাধনের তরে,
ধনঞ্জয়, ধর্ম্ম-ধন স্থাপন করিতে,
যুগে যুগে অবতীর্ণ হই অবনীতে। ৮
হেন জন্ম, কর্ম্ম মম, যথার্থ যে জানে,
আমাকেহ পায় পার্থ, দেহ অবসানে। ৯
রাগ-ভয়-ক্রোধ হীন আত্ম পরায়ণ,
আমার আশ্রয়ে জ্ঞান- তপে শুদ্ধ মন,
এমন অনেক জন—পাপশূন্য যারা,
যথার্থ আমার ভাব পাইয়াছে তারা। ১০
যে ভাবে যে জন করে ভজন আমায়,
সেই ভাবে অনুগ্রহ করি আমি তায়।
সকাম, নিষ্কাম পূজা—যে করে যেমন,
সর্ব্বথা আমার পথে করে আগমন। ১১
ইহ লোকে কাম্য কর্ম্মে সিদ্ধি চায় যারা,
অনিশ্চিত ফল-আশে দেব পূজে তারা;
নিষ্কাম কর্ম্মেতে সিদ্ধি হয় সুনিশ্চয়,—
অক্ষয় পরমানন্দ সম্ভব উদয়। ১২

গুণ আর কর্ম্ম দেখি করিয়া বিভাগ,
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—চারিভাগ,
এই চারি বর্ণ আমি করেছি ধরায়,
কর্ত্তা হইয়াও আমি লিপ্ত নহি তায়। ১৩
কর্ম্মেতে আসক্তি মম নাহি ধনঞ্জয়,
কর্ম্মফলে কোন কালে স্পৃহা নাহি হয়,—
এই রূপ ভাব মম অবগত যিনি,
কর্ম্ম করি কর্ম্মে বদ্ধ নাহি হন তিনি। ১৪
এ রূপ কর্ম্মের ভাব জানি অনুক্ষণ,
পুরাকালে যোগী যত মোক্ষ-পরায়ণ,
তাঁহারাও করেছেন কর্ম্ম সমুদয়,
তুমিও এখন তাই কর ধনঞ্জয়,—
সেই রূপ কর্ম্ম কর, করিলা যেমন
জনকাদি পূর্ব্বতন মহা ঋষিগণ। ১৫
কিবা কর্ম্ম, কি অকর্ম্ম—পণ্ডিত সকল
না পারি করিতে স্থির, বিহ্বল কেবল!
যে কর্ম্ম জানিলে হবে বিমুক্ত-বন্ধন,
সে কর্ম্ম তোমায়, পার্থ, বলিব এখন। ১৬
'কর্ম্মই' নিষ্কাম কর্ম্ম—বুঝা চাই তারে,
'বিকর্ম্ম'—কর্ম্মের ত্যাগ বুঝিবে সংসারে;
'অকর্ম্ম'—সকাম যাহা করে জ্ঞানহীন,
নিগূঢ় কর্ম্মের গতি বুঝিতে কঠিন। ১৭
কর্ম্মেতে অকর্ম্ম যেই করে দরশন,
অকর্ম্মেতে কর্ম্ম আর দেখে যেই জন,

সেই বুদ্ধিমান্ ভবে, জ্ঞান-অধিকারী,
সর্ব্ব কর্ম্ম করিয়াও নির্লিপ্ত সংসারী,—
ব্রহ্মে থাকি কর্ম্ম করে নিষ্কাম ধীমান্,
কর্ম্মাকর্ম্ম তার কাছে সকলি সমান। ১৮

কামনা-সঙ্কল্পহীন সর্ব্ব কর্ম্ম যাঁর,
জ্ঞানানলে কর্ম্ম দগ্ধ হইয়াছে আর,
পণ্ডিত বলেন তাঁকে জ্ঞানবান্ সবে,—
পাণ্ডব, পণ্ডিত তিনি যথার্থই ভবে। ১৯
নিরাশ্রয়, নিত্যতৃপ্ত, বাঞ্ছাশূন্য যিনি,
কর্ম্ম করিলেও পার্থ, কর্ম্মশূন্য তিনি। ২০
নিষ্কাম, সংগ্রহ-ত্যাগী সংযমী যে জন,
দেহ রক্ষা হেতু কর্ম্মে পাপী নাহি হন। ২১
যাদৃচ্ছে সন্তুষ্ট আর ভেদজ্ঞান-হীন,
সিদ্ধি অসিদ্ধিতে হর্ষ বিষাদ-বিহীন,
শত্রুশূন্য সদা যিনি, পাণ্ডুর নন্দন,
সর্ব্ব কর্ম্ম করিয়াও বদ্ধ নাহি হন। ২২
নিষ্কাম, জ্ঞানস্থ, মুক্ত সাধু সদাশয়,
ঈশ্বরার্থে কর্ম্ম করে—কর্ম্ম পায় লয়। ২৩
যজ্ঞ পাত্রে ঘৃতে যাঁর ব্রহ্মবোধ হয়,
বহ্নিতে ব্রহ্মের হোম—দেখে ব্রহ্মময়,
ব্রহ্মলাভ হয় তাঁর ব্রহ্মে লক্ষ্য রাখি,
সর্ব্বদাই ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিতে থাকি। ২৪

দৈবযজ্ঞ করে কেহ; অন্য যোগিগণ
ব্রহ্ম-অগ্নিতেই করে যজ্ঞ সম্পাদন; ২৫

কোন কোন যোগী, পার্থ, বসি হোম করে,
সংযম-অনলে ফেলি ইন্দ্রিয়-নিকরে;
কেহ কেহ শব্দ-স্পর্শ—ইন্দ্রিয়-বিষয়
ইন্দ্রিয়েতে রাখি মাত্র অনাসক্ত হয়। ২৬
ইন্দ্রিয়ের যে যে কর্ম্ম সেই সমুদয়,
প্রাণবায়ু যোগে আর যে যে কর্ম্ম হয়,
সমস্ত অর্পণ কেহ করে সুকৌশলে,
জ্ঞানের প্রভাবে আত্মসংযম-অনলে। ২৭
দান তপে রত কেহ, কেহ যোগী হয়,
সুসংযত ব্রত যত ব্রহ্ম জ্ঞানময়। ২৮
নিশ্বাসের ঊর্দ্ধগতি—'প্রাণ' বলে তায়,
'অপান' নামেতে শ্বাস অধোদিকে ধায়—
ঊর্দ্ধ-অধোগতি স্থির হয় যে ক্রিয়ায়,
অপূর্ব্ব সে ক্রিয়া—বলে প্রাণায়াম তায়;
হেন প্রাণায়াম কেহ আচরণ করে,
ইন্দ্রিয় সংযমে কেহ প্রাণে প্রাণ ধরে;
সদ্‌গুরুর উপদেশে জানিবে সে সব,
গ্রন্থ পাঠে সেই তত্ত্ব জানা অসম্ভব। ২৯
যজ্ঞ করি পাপশূন্য হেন সাধুগণ
করেন যজ্ঞের শেষ অমৃত গ্রহণ;
যজ্ঞ-ফল সে অমৃত লভি সযতনে,
প্রাপ্ত হন সনাতন পরব্রহ্ম-ধনে। ৩০
কি কহিব যজ্ঞহীন মানবের কথা,
ইহলোক নষ্ট তার—পরলোক কোথা? ৩১

ব্রহ্মজ্ঞের মুখে ব্যক্ত বহু যজ্ঞবিধি,
কর্ম্মের সাধন তাহা, কুরুকুলনিধি ;—
হেন জানি জ্ঞাননিষ্ঠ হইবে যখন,
সংসার বন্ধন তব ঘুচিবে তখন। ৩২
জ্ঞান যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, পার্থ, দ্রব্যযজ্ঞ হ'তে,
জ্ঞানেতেই কর্ম্ম শেষ, জ্ঞান ভাল মতে। ৩৩
তত্ত্বদর্শিগণে তুমি প্রণিপাত করি,
সেবা কর তাঁহাদের আজ্ঞা শিরে ধরি ;
জিজ্ঞাস সন্দেহ যত অন্তরে উদয়,
তত্ত্ব-উপদেশ তাঁরা দিবেন নিশ্চয়। ৩৪
সেই জ্ঞান অবগত হ'লে একবার,
পুনঃ হেন মোহ, পার্থ, হবে না তোমার ;
আত্মাতে আমাতে শেষে জ্ঞানের নয়নে,
দেখিবে অশেষরূপে সর্ব্ব ভূতগণে। ৩৫
সর্ব্বপাপী হ'তে যদি হও পাপাচার,
জ্ঞান-তরি ধরি যাবে পাপার্ণব-পার। ৩৬
জ্বলন্ত অনল যথা কাষ্ঠ করে ক্ষয়,
জ্ঞানানলে সর্ব্ব কর্ম্ম ভস্মীভূত হয়। ৩৭
পবিত্র কিছুই নাই জ্ঞানের সমান,
কর্ম্মযোগী যথাকালে পান আত্ম-জ্ঞান। ৩৮
শ্রদ্ধাবান্ জিতেন্দ্রিয় একনিষ্ঠ জন
জ্ঞান লভি অচিরাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হন। ৩৯
অজ্ঞানী সন্দেহী আর শ্রদ্ধাহীন নর
না পায় অভীষ্ট ফল, নষ্ট অতঃপর !

তার মধ্যে যার, পার্থ, সন্দেহ সদাই,
ইহ পরলোকে, সুখ, কিছু তার নাই। ৪০
যোগ-পথে কর্ম্ম যাঁর আত্মাতে অর্পিত,
সকল সন্দেহ যাঁর জ্ঞানে নিঃশেষিত,
হে বীরেন্দ্র, জিতেন্দ্রিয় বিশ্বজয়ী তাঁরে
সংসারের কর্ম্মে কভু বান্ধিতে কি পারে? ৪১
তাই বলি বীর-দর্পে উঠ ধনঞ্জয়,
অজ্ঞানের ফল এই মনের 'সংশয়'
জ্ঞানরূপ খড়্গাঘাতে খণ্ড খণ্ড করি,
ধর কর্ম্মযোগ, উঠ পাণ্ডব-কেশরী। ৪২

ইতি জ্ঞানযোগ নামক চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

কর্ম্ম-সন্ন্যাস যোগ।

অর্জ্জুন কহিলেন,—

কর্ম্মত্যাগ উপদেশ, দিয়া মোরে হৃষীকেশ,
কর্ম্মযোগ কহিছ আবার;—
একটি নিশ্চয় করি কহ কৃপাময় হরি,
শ্রেয়ঃ যাহা হইবে আমার। ১

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—

যেই রূপ কর্ম্মত্যাগে, সেই রূপ কর্ম্মযোগে,
মুক্তি হয় নাশি কর্ম্মভোগ,

আগে না করিলে কর্ম্ম হয় না সন্ন্যাস-ধর্ম্ম,
ত্যাগ হ'তে ভাল কর্ম্মযোগ। ২
নাহি কর্ম্মফল-আশা, নাহি মনে দ্বেষ হিংসা
এই রূপ কর্ম্মযোগী যিনি,
তিনিই সন্ন্যাসী নিত্য, তিনি কর্ম্মত্যাগী সত্য
অনায়াসে মুক্তি পান তিনি। ৩
জ্ঞানযোগ একরূপ, কর্ম্মযোগ অন্যরূপ,
অজ্ঞানীর কথা এ সকল;
জ্ঞানিগণ এই বলে— একটি সাধন হ'লে,
তাহে ফলে উভয়ের ফল। ৪
জ্ঞাননিষ্ঠ কর্ম্মত্যাগী, হন যেই ফলভাগী,
কর্ম্মযোগী সেই ফল পান;
জ্ঞানে কর্ম্মে ভিন্ন নয়, হেন যাঁর দৃষ্টি হয়,
সূক্ষ্মদর্শী সেই মতিমান্। ৫
কর্ম্ম বিনা ধনঞ্জয়, সন্ন্যাস সম্ভব নয়,
কর্ম্মযোগী পান ত্যাগ-ফল;
কর্ম্মযোগে যোগী যিনি, অর্জ্জুন, অচিরে তিনি
পান ব্রহ্মজ্ঞান নিরমল। ৬
আত্মজয়ী যোগযুত, জিতেন্দ্রিয় শুদ্ধচিত,
সর্ব্বজীবে আত্মা আছে যাঁর,
স্থির রাখি আত্মধর্ম্ম, করিয়াও সর্ব্ব কর্ম্ম,
কর্ম্মের বন্ধন নাহি তার। ৭
ব্রহ্মে যুক্ত তত্ত্ব-জ্ঞানী কর্ম্মযোগে যোগী যিনি,
দেখিয়া শুনিয়া পরশিয়া,

ভোজন গমন ঘ্রাণ, নিদ্রা শ্বাস বাক্যদান,
ত্যাগ আর গ্রহণ করিয়া,
উন্মীলিত নিমীলিত, করি নেত্র স্বভাবতঃ,
মনেতে জানেন এই সার,—
ইন্দ্রিয়ের কর্ম্মে রত, রয়েছে ইন্দ্রিয় যত,
কিছুই করি না আমি তার। ৮,৯
ফল-আশা পরিহরি, ব্রহ্মে সমর্পণ করি,
সর্ব্ব কর্ম্ম করেন যে জন,
পাপে নাহি হন লিপ্ত, সলিলে হইয়া সিক্ত
পদ্মপত্র নির্লিপ্ত যেমন। ১০
কর্ম্মের আসক্তি-হারা ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা
বুদ্ধি সহ দিয়া দেহ মন,
কর্ম্মফল ফেলি দূরে, শুধু চিত্ত-শুদ্ধি তরে,
যোগিগণ কর্ম্ম-পরায়ণ। ১১
যুক্তযোগী কর্ম্ম করি, কর্ম্মফল পরিহরি,
ব্রহ্মনিষ্ঠা-শান্তি মনে রাখে,
অযুক্ত যে জন হায়, আসক্ত সে কামনায়,
কর্ম্মের বন্ধনে বান্ধা থাকে। ১২
সুখে যোগী বাস করে, নবদ্বার দেহপুরে,
অন্তরেতে কর্ম্ম তেয়াগিয়া,
জ্ঞান আছে সর্ব্বদাই— তাঁর কোন কর্ম্ম নাই,
কিছু না করান কারে দিয়া। ১৩
জীবের কর্ত্তৃত্ব ভার, যত কর্ম্ম দেখ আর,
কর্ম্ম-ফল দেখিতেছ যত,

বিভু নাহি দেন তাহা, "কর্ত্তা কর্ম্ম" দেখ যাহা,
জীবের স্বভাব ওই মত। ১৪
বিকার-রহিত বিভু, তিনি না কাহারো কভু,
পাপপুণ্য লন এ সংসারে,
অজ্ঞানেতে জ্ঞান ঢাকা, পাপপুণ্য-মরীচিকা,
দেখি জীব ভ্রান্ত অহঙ্কারে। ১৫
যাঁদের জনমে জ্ঞান, দূরে যায় সে অজ্ঞান,
তাঁহাদের জ্ঞানে ধনঞ্জয়,
প্রকাশিত পরমাত্মা, আদিত্য উদয়ে যথা
প্রকাশিত সৃষ্টি সমুদয়। ১৬
আত্মাতেই বুদ্ধি আর আত্মগত চিত্ত যাঁর
আত্ম-নিষ্ঠ আত্ম-পরায়ণ,—
জ্ঞানের সলিলে আর পাপতাপ ধৌত যার,
মুক্তিলাভ করে সেই জন। ১৭
যথার্থ পণ্ডিত যাঁরা, ভেদ-জ্ঞানশূন্য তাঁরা
দেখিছেন সব এক প্রাণ,—
বিদ্যাবান্ ব্রাহ্মণেতে, নরাধম চণ্ডালেতে,
গাভী করী কুক্কুরে সমান। ১৮
সাম্যভাবে মন যাঁর, সংসারেই থাকি তাঁর,
হইয়াছে সংসার বিজয়;
ব্রহ্মই সর্ব্বত্র সম, তাই তাঁর ঘুচে ভ্রম,
সাম্যময় ব্রহ্মভাব হয়। ১৯
ব্রহ্মে থাকি ব্রহ্মে জানি, স্থিরবুদ্ধি হন যিনি,
মোহ হীন সেই নরবর,

ইষ্ট লাভে হৃষ্ট নন, অনিষ্টে না ক্ষুণ্ণ হন,
চিদানন্দে থাকি নিরন্তর। ২০
ইন্দ্রিয়-বিষয়ে নিত্য, অনাসক্ত যার চিত্ত,
আত্ম-সুখ পায় সেই জন,
ব্রহ্মযোগে তিনি যুক্ত, সংসারে হইয়া মুক্ত,
অক্ষয় আনন্দ প্রাপ্ত হন। ২১.
বিষয়েতে সুখ যাহা, দুঃখের কারণ তাহা,
হয়, যায়, থাকে না সে সব,
তাই জানি জ্ঞানিজন তাহে নাহি রত হন,—
ক্ষণস্থায়ী বিষয় বৈভব। ২২
যাবৎ না মৃত্যু হয়, এ জীবনে ধনঞ্জয়,
কামক্রোধ-বেগ সাম্য করি,
যে জন থাকিতে পারে, সেই সুখী এ সংসারে
ব্রহ্মে যুক্ত দিবা বিভাবরী। ২৩
আত্মাতে আরাম যাঁর, আত্মাতেই সুখ আর,
আত্মাতেই দৃষ্টি যাঁর হয়,
ব্রহ্মে করি অবস্থান, নির্ব্বাণ-আনন্দ পান,
সদা হন চিদানন্দময়। ২৪
সাধনেতে পাপ ক্ষীণ, হইয়া সংশয় হীন,
সর্ব্বভূত-হিত যাঁরা চান,
সতত সংযত-চিত, হেন মুনি ঋষি যত,
ব্রহ্মেতে নির্ব্বাণ-শান্তি পান। ২৫
কাম ক্রোধ হ'তে মুক্ত, সংযত যাঁদের চিত্ত,
আত্মতত্ত্ব-জ্ঞাত যতিগণ,

এই দেহে ইহলোকে, দেহান্তেও পরলোকে,
ব্রহ্মেতে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। ২৬
রূপ রস আদি যত, বাহ্য বস্তু নানা মত,
সে সকল বাহিরে ফেলিয়া,
ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থানে, নেত্রদ্বয় সযতনে
স্থিরভাবে স্থাপন করিয়া,—
শ্বাস যবে ঊর্দ্ধে যায়, প্রাণ বায়ু বলে তায়,
অধঃ হ'লে নাম সে অপান,
সেই প্রাণ অপানেরে, নাসিকার অভ্যন্তরে,
স্থিরভাবে করিয়া সমান,
মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়েরে, সংযত করিয়া ধীরে,
ইচ্ছা-ভয়-ক্রোধশূন্য যিনি,
মোক্ষে লক্ষ্য নিরন্তর, রাখেন যে মুনিবর,
জীবনেই সদামুক্ত তিনি। ২৭, ২৮
আমাকেই যজ্ঞেশ্বর, আমাকেই যোগেশ্বর,
সর্ব্বলোক-মহেশ্বর মানি,
দিয়া তিনি মন প্রাণ, আমাতেই শান্তি পান,—
জীবের পরম বন্ধু জানি। ২৯

ইতি কর্ম্মসন্ন্যাস-যোগ নামক পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অভ্যাস যোগ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—

কর্ম্মফল যিনি সদা উপেক্ষা করিয়া,
নিয়ত করেন কর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া,
তিনিই সন্ন্যাসী সত্য অনিত্য সংসারে,
হে পার্থ, যথার্থ যোগী জানিবে তাঁহারে ;
অগ্নি-সাধ্য যজ্ঞ কর্ম্ম করি পরিহার,
জীবের হিতের কার্য্য ত্যাগ করি আর,—
শুধু কর্ম্ম ছাড়ি সাধু সন্ন্যাসী যে হয়,
যথার্থ সন্ন্যাসী যোগী সে ত কভু নয়। ১
'কর্ম্মফল ত্যাগ' যাহা তাহাই সন্ন্যাস,
যোগ বলি তাহা পার্থ, করিবে বিশ্বাস।
ফলের কামনা নাহি ত্যজেছেন যিনি,
হে ফাল্গুনি, যোগী কভু নাহি হন তিনি। ২
জ্ঞান-যোগে তাপসের বাসনা যখন,
কর্ম্মের সোপানে ক্রমে করে আরোহণ,
হে কুরুনন্দন, তাই বলে সাধুগণ—
সংসারে কর্ম্মই জ্ঞান লাভের কারণ।
কর্ম্ম-অবসানে শান্তি সমাধি হইলে,
তখন সে মুনিবরে 'যোগারূঢ়' বলে ;

'কর্ম্ম-অবসান' মাত্র জানিবে তখন,
'যোগারূঢ়' হইবার নিগূঢ় কারণ।৩
ইন্দ্রিয়ের সুখভোগ বিষয় অপার,
সেই ভোগ সাধনের কর্ম্ম যত আর,
সে সকলে অনুরাগ না করেন যিনি,
সকল সংকল্পত্যাগী 'যোগারূঢ়' তিনি। ৪
চঞ্চল হইলে আত্মা 'মন' বলে তায়,
অবিচল হলে মন 'আত্মা' বলা যায় ;
স্থির আত্মা দিয়া তাই চঞ্চল আত্মার,
গুরু-উপদেশে, পার্থ, করিবে উদ্ধার ;
যে কার্য্য করিলে হয় আত্মার পতন,
করিও না হেন কার্য্য কুন্তীর নন্দন ;
সংসারে আত্মাই হন, আত্মার বান্ধব,
আত্মাই আত্মার রিপু, জানিবে পাণ্ডব। ৫
আত্মা দিয়া যিনি আত্মা করেছেন জয়,
আত্মাই তাঁহার বন্ধু হন নিঃসংশয়।
আপনার আত্মা যাঁর আত্মবশে নয়,
আত্মাই তাঁহার পক্ষে শত্রুবৎ হয়। ৬
শীত তাপে, সুখ দুঃখে, মান অপমানে,
প্রশান্ত সংযমী মাত্র রহে আত্ম-ধ্যানে। ৭
আচার্য্যের উপদেশে লাভ হয় জ্ঞান,
প্রত্যক্ষ দেখিয়া, পার্থ, জনমে বিজ্ঞান—
এ জ্ঞান বিজ্ঞানে যাঁর পরিতৃপ্ত মন,
জিতেন্দ্রিয় নির্ব্বিকার যেই যোগিজন,

মৃত্তিকা পাষাণে স্বর্ণে সমদৃষ্টি যাঁর,
হে অর্জ্জুন, যুক্তযোগী নাম হয় তাঁর। ৮
স্বভাব-হিতৈষী, আর মিত্র স্নেহকারী,
উদাসীন, দ্বেষ্য, বন্ধু, মধ্যস্থ, কি অরি,
সাধু, পাপী, সর্ব্বজনে সম বুদ্ধি যাঁর,
তিনিই প্রশংসনীয়, কুন্তীর কুমার। ৯
একাকী একান্তে বসি যোগী সর্ব্বক্ষণ,
সযতনে দেহ মন করি সংযমন,
বাঞ্ছা ছাড়ি, সর্ব্ব চিন্তা করি পরিহার,
অবিচল করিবেন মন আপনার। ১০
কুশের উপরে চর্ম্ম করিয়া স্থাপন,
তাহার উপরে বস্ত্র করি আচ্ছাদন,
পবিত্র স্থানেতে স্থির আসন করিবে,
অতি উচ্চ কিংবা অতি নীচ না হইবে; ১১
তাহে বসি করি চিত্ত একাগ্র, সংযত,
আত্ম-শুদ্ধি তরে হবে যোগাভ্যাসে রত। ১২
দেহ-মধ্য, শির, গ্রীবা করিয়া সরল,
দৃঢ় যত্নে রহিবেন হইয়া নিশ্চল,
নাসামূলে ভ্রূদ্বয়ের মাঝে দৃষ্টি রাখি,
স্থির নেত্রে, অন্য দিকে কিছু নাহি দেখি, ১৩
হইয়া প্রশান্ত-আত্মা, ভীতি পরিহরি,
যতনে রহিবে ব্রহ্ম- চারি-ব্রত ধরি,
সংযত মানস করি আমাতে অর্পণ,
আমাতেই যুক্ত ভাবে রবে যোগিজন। ১৪

চিত্তের চঞ্চল ভাব করি পরিহার,
এরূপে আমাতে মন সমাহিত যাঁর,
নির্ব্বাণের মূল শান্তি লাভ তাঁর হয়,
যে শান্তি আমাতে সদা বিরাজিত রয়। ১৫
অত্যাহার, অনাহার, নিদ্রা অতিশয়,
অতি জাগরণ হ'লে যোগ নাহি হয়। ১৬
নিত্য নিয়মিত যাঁর আহার বিহার,
সকল কর্ম্মের চেষ্টা নিয়মিত যাঁর,
নিয়মিত হয় যাঁর নিদ্রা জাগরণ,
যোগে হয় তাঁর সর্ব্ব দুঃখ নিবারণ। ১৭
সংযত হইয়া চিত্ত আত্মগত যাঁর,
সর্ব্ব কর্ম্মে স্পৃহাশূন্য—'যুক্ত' নাম তাঁর। ১৮
নির্ব্বাত স্থানের দীপ টলে না যেমন,
সংযমী যোগীর চিত্তে স্থিরতা তেমন। ১৯
অভ্যাসে যখন চিত্তে স্থিরতা উদয়,
আত্ম-দরশনে মন তুষ্ট অতিশয়,
জ্ঞানগম্য চিদানন্দ উদয় যখন,—
বাক্যাতীত অতীন্দ্রিয় সুখে মগ্ন মন,
আত্ম-দরশনে চিত্ত অবিচল থাকে,
অপূর্ব্ব অবস্থা সেই—যোগ বলে তাকে। ২০, ২১
মধুময় যে অবস্থা লাভে ধনঞ্জয়,
জগতের যত লাভ তুচ্ছ বোধ হয়,
মহা দুঃখে দুঃখ বোধ নাহি থাকে আর,
অপূর্ব্ব অবস্থা সেই—যোগ নাম তার। ২২

কষ্টসাধ্য বল্কি যেন অযত্ন না হয়—
কাতরতা-শূন্য চিত্ত করি ধনঞ্জয়,
যোগের ব্যাঘাতকারী কামনা ছাড়িয়া,
ইন্দ্রিয় সংযত করি মনোবল দিয়া,
গুরু-উপদেশে বুদ্ধি করিয়া নিশ্চয়,
করিবে সে যোগাভ্যাস, পাণ্ডুর তনয়। ২৩,২৪
ধারণা-বুদ্ধির বশে, হে শ্বেতবাহন;
আত্মায় সুস্থির মন করিয়া স্থাপন,
ক্রমশঃ প্রশান্ত হবে, ভুলিবে সংসার—
কিছু মাত্র চিন্তা যেন নাহি আসে আর। ২৫
স্বভাব-চঞ্চল মন অতীব অস্থির,
যে যে বিষয়েতে ধায় হইয়া অধীর,
সে সব বিষয় হ'তে বলে ফিরাইয়া,
রাখিবে আত্মার বশে সংযত করিয়া। ২৬
নিষ্পাপ ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্ত হেন যোগিবর,
রজোগুণ হীন যিনি, প্রশান্ত অন্তর,
নিত্য নিরমল সুখ সমাধি-জনিত,
আপনা আপনি হয় তাঁহার আশ্রিত। ২৭
রাখিতে রাখিতে ব্রহ্মে এই রূপে মন,
পাপশূন্য হ'য়ে যোগী সুখে প্রাপ্ত হন
ব্রহ্ম-পরশন-সুখ, আনন্দ অপার।—
নিত সত্য অমৃতের স্থির পারাবার! ২৮
আত্মাতেই ভূতগণ, আত্মা-সর্ব্ব ভূতে,
দেখেন সে যুক্ত যোগী সমদর্শনেতে। ২৯

সর্ব্বত্রই আছি আমি, আমাতে সকল—
ভাগ্যবান্ যেই জন দেখেন কেবল,
তাঁহার অদৃশ্য আমি নহি কদাচন,
আমার অদৃশ্য তিনি কভু নাহি হন। ৩০
সর্ব্ব ভূতে অবস্থিত আমায় যে জন
ভেদ-জ্ঞান পরিহরি করেন ভজন,
সকল বিষয় মাঝে থাকি বিদ্যমান,
আমাতে করেন তিনি সদা অবস্থান। ৩১
যে জন দেখেন এই অনিত্য ধরায়,
সর্ব্ব জীবে সমভাব আত্ম-তুলনায়,
সংসারের সুখ দুঃখে সমদর্শী যিনি,
হে ফাল্গুনি, জানি আমি যোগিশ্রেষ্ঠ তিনি। ৩২

অর্জ্জুন কহিলেন,—

যেই সাম্যযোগ-কথা এখন আমায়
কহিলে নলিন-নাভ, অপার কৃপায়,
নিশ্চল সে যোগভাব বুঝিতে না পারি,
চঞ্চল আমার মন, গোবর্দ্ধন-ধারী। ৩
অস্থির অজেয় মন কঠিন, শ্রীপতি,
দেহ আর ইন্দ্রিয়ের ক্ষোভকর অতি,
মনে হয়—বায়ুবশ কঠিন যেমন,
এই মন বশে রাখা কঠিন তেমন। ৩৪

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—

শুন ধনঞ্জয়, মন একান্ত দুর্জ্জয়,
সর্ব্বদা চঞ্চল তাহে নাহিক সংশয় ;

অভ্যাস বৈরাগ্য-বলে পারা যায় তায়
সংযত করিতে কিন্তু, কহিনু তোমায়। ৩৫
কৌন্তেয়, সতত আত্মা অসংযত যার,
কহিতেছি আমি—যোগ দুষ্প্রাপ্য তাহার।
আত্মা যার অনুক্ষণ আত্মবশে রয়,
যত্ন-বলে যোগ-রত্ন লাভ তার হয়। ৩৬

অর্জ্জুন কহিলেন,—

যে জন প্রথমে যোগে শ্রদ্ধাবশে রত,
শিথিল অভ্যাসে কিন্তু পরে বিচলিত,
যোগানন্দ না পাইয়া সেই মন্দমতি,
কোন গতি পাবে, ওহে অগতির গতি? ৩৭
স্বর্গ আর মোক্ষ দুই দিক হারাইয়া,
পরব্রহ্ম-পথে হায়, বিমূঢ় হইয়া,
সিদ্ধিলাভে অসমর্থ হ'য়ে জনার্দ্দন,
ছিন্ন মেঘ সম নষ্ট হবে কি সে জন? ৩৮
দূর কর, পীতাম্বর, সন্দেহ আমার,—
সংসারে সংশয় নাশ কে করিবে আর? ৩৯

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—

ইহ পরলোকে তাঁর না হয় নিধন,
দুর্গতি না পান, পার্থ, শুভকারী জন। ৪০
পুণ্যকারী নরনারী যেই লোক পায়,
বহু বর্ষ হর্ষে বাস করিয়া তথায়,
পুনরায় করে সেই যোগভ্রষ্ট জন
পবিত্র ধনীর গৃহে জনম গ্রহণ। ৪১

কিংবা জ্ঞানবান্ যোগি- কুলে জন্ম লয় ;
জগতে দুর্ল্লভ হেন জন্ম, ধনঞ্জয়। ৪২
পূর্ব্বজন্ম-জাত বুদ্ধি- যোগেতে তথায়,
পুনঃ মোক্ষ লাভ তরে বহু যত্ন পায়। ৪৩
নিষ্ঠা জন্মে আসি পূর্ব্ব অভ্যাসের বলে,
বেদের অধিক ফল, যোগে ইচ্ছা হ'লে। ৪৪
কিন্তু যত্নে ক্রমে ক্রমে বহু চেষ্টা করি,
পাপশূন্য হন যোগী যোগ পথ ধরি,
হেন মতে বহু জন্ম করি অবসান,
সাধনে সুসিদ্ধ হয়ে মোক্ষ পদ পান। ৪৫
তপস্বী কি জ্ঞানী, কর্ম্মী,—কহিতেছি আমি,
সর্ব্ব হ'তে যোগী শ্রেষ্ঠ, যোগী হও তুমি। ৪৬
একান্ত আমাতে যিনি দিয়া চিত্ত মন,
শ্রদ্ধাবান্ হ'য়ে মম করেন ভজন,
যোগিকুলে শ্রেষ্ঠ তিনি, কুন্তীর কুমার,
আমার মনের মত, কি কহিব আর। ৪৭

ইতি অভ্যাস-যোগ নামক ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—

আমাতে নিবিষ্ট করি একনিষ্ঠ মন,
অর্জ্জুন, যতনে দিলে যোগাভ্যাসে মন,
সকল সংশয় নাশি সমগ্র আমায়
যেরূপে জানিতে পাবে, কহি তা তোমায়। ১
সপ্রত্যক্ষ শাস্ত্রজ্ঞান বলিতেছি সার,—
জানিলে, জানিতে কিছু থাকিবে না আর। ২
সহস্র সহস্র লোকে কোন ভাগ্যবান্
আত্মজ্ঞান লাভ তরে হন যত্নবান্;
হেন যত্নশীল বহু সহস্রে বা কেহ,
পরমাত্মরূপে মোরে জানে নিঃসন্দেহ। ৩
মৃত্তিকা, সলিল, তেজঃ, বায়ু, শূন্য, আর
মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—এ অষ্ট প্রকার
নিকৃষ্ট বিভাগ মম জড় প্রকৃতির;
উৎকৃষ্ট প্রকৃতি মম, শুন কুরুবীর,—
চেতনাময়ী যে পরা, প্রকৃতি আমার,
সেই রক্ষা করে এই নিখিল সংসার। ৪,৫
এ দুই প্রকৃতি হ'তে সর্ব্ব ভূত হয়,
আমিই সে সমস্তের উদ্ভব বিলয়। ৬

আমা হ'তে শ্রেষ্ঠ নাই,—সকল সংসার
আমাতেই গাঁথা যেন সূত্রে মণিহার। ৭
শশি-সূর্য্যে প্রভা আমি, রস আমি জলে,
বেদেতে ওঙ্কার আমি, শব্দ নভঃস্থলে ;
পুরুষে পৌরুষ, পূত গন্ধ পৃথিবীতে,
জীবের জীবন আমি, তপঃ তপস্বীতে ,
অনলে উত্তাপ আমি, বুদ্ধি বুদ্ধিমানে,
তেজস্বীর তেজঃ, নিত্য, বীজ ভূত গণে। ৮—১০
বলবানে বল আমি—জানিবে কেবল
কামনা-আসক্তিশূন্য মহাধর্ম্ম-বল।
প্রাণিগণে আমি কাম, আসক্তি-বর্জ্জিত,
ধর্ম্ম-অবিরোধী যাহা শাস্ত্র-সুবিহিত। ১১
সাত্ত্বিক ভাবেতে হয় জ্ঞানের প্রকাশ,
রাজসিক ভাবে হর্ষ দর্প অভিলাষ,
তামসিক ভাবে শোক মোহের উদয়,—
এই সমুদয় ভাব আমা হ'তে হয় ;
আমি তাহে নাহি থাকি, অর্জ্জুন ধীমান্,
আমাতেই সে সকল করে অবস্থান। ১২
ত্রিগুণে মোহিত, তাই জানে না সংসার—
গুণাতীত আমি, পার্থ, নিত্য নির্ব্বিকার। ১৩
দৈবী গুণময়ী মায়া এই যে আমার,
অতিক্রম করে ভবে সাধ্য আছে কার ?
কর্ম্মযোগে আমাকেই লাভ করে যারা,
দুস্তরা মায়ায় মাত্র পার পায় তারা। ১৪

পাপী মূঢ় নরাধম   মোহিত মায়ায়,
আসুরিক ভাবে থাকি   পায় না আমায়। ১৫
অর্জ্জুন, পীড়িত যারা,   আর যাহাদের
ধর্ম্মতত্ত্ব জানিবারে   বাসনা মনের,
ইহ পরলোক ভোগে   যাহাদের মন
সাধনে করিতে চায়   কামনা পূরণ;
আর যাহাদের হয়   জ্ঞানের উদয়—
বুঝিয়াছে কেমন সে   বিভু বিশ্বময়,—
এই চারি প্রকারের   নর নারীগণ
সুকৃতির ফলে করে   আমার ভজন। ১৬
তার মধ্যে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ,   যুক্ত, ভক্ত যিনি,
আমি সে জ্ঞানীর প্রিয়,   মম প্রিয় তিনি। ১৭
সবাই মহান্, পার্থ,   কিন্তু যিনি জ্ঞানী,
আত্মার স্বরূপ তিনি—এই আমি জানি;
আমাতেই যুক্ত সেই   জ্ঞানী শুদ্ধমতি,
করেছে আশ্রয় মোরে—সর্ব্বোত্তম গতি। ১৮
বহু জন্ম পরে, পার্থ,   যিনি জ্ঞানবান,
চরাচর বিশ্ব করি   বাসুদেব জ্ঞান,
আমাকেই প্রাপ্ত হন,   কহিনু তোমারে;
সে মহাত্মা সুদুর্ল্লভ   নিখিল সংসারে। ১৯
মনোমত কামনায়   জ্ঞানহারা যারা,
নানা মত নিয়মেতে—বদ্ধ থাকি তারা,
আপন প্রকৃতি বশে   সিদ্ধির আশায়,
আমায় ভুলিয়া পূজে   অন্য দেবতায়। ২০

যে জন যে দেবমূর্ত্তি শ্রদ্ধা সহকারে
পূজা করে, কুরুশ্রেষ্ঠ, সেই আমি তারে
অচলা ভকতি সেই দেব অর্চ্চনায়;
ভক্তিভরে আরাধিয়া সেই দেবতায়,
মনের কামনা পূর্ণ হয়, পার্থ, তার,
আমি ফলদাতা, সেই বিধান আমার। ২১,২২
অল্পবুদ্ধি মানবের সে কামনা-ফল
থাকে না অধিক কাল—অস্থায়ী সকল;
দেবপূজা করে যারা, পায় দেবতায়,
মম ভক্ত নিত্য সত্য আমাকেই পায়। ২৩
না জানি নির্ব্বোধ গণ নিত্য নির্ব্বিকার,
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বোত্তম স্বরূপ আমার,
মায়ার অতীত মোরে—জ্ঞানের বিহনে—
ব্যক্তি-ভাবাপন্ন মাত্র ভাবে মনে মনে। ২৪
সকলের কাছে আমি না হই প্রকাশ,
যোগমায়া-অন্তরালে করি আমি বাস,
আদি নাই, অন্ত নাই, অনন্ত আমায়,
মূঢ় জনগণ ভবে জানিতে না পায়। ২৫
ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্ত- মান অবস্থায়,
সর্ব্ব ভূতে জানি আমি, কে জানে আমায়। ২৬
এই দেহে রজোগুণ বৃদ্ধি যদি হয়,
ইচ্ছা দ্বেষ জন্মে তাহে, শুন ধনঞ্জয়,—
ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখ বোধের উদয়,
সেই ভাবে সর্ব্ব জীব বিমোহিত হয়। ২৭

পাপ-শূন্য পুণ্যকারী মোহমুক্ত যাঁরা
করেন ভজন মম দৃঢ় ব্রতে তাঁরা। ২৮
জরা মরণের হস্তে পাইতে নিস্তার,
যাঁহারা করেন যত্ন আশ্রয়ে আমার,
তাঁহারা জানেন সেই পরব্রহ্ম-ধন,
আত্মার কি ভাব, ভবে কর্ম্ম বা কেমন। ২৯
অধিভূত অধিদৈব অধিযজ্ঞ আর, *
এ তিনের ভাব সহ স্বরূপ আমার
অবগত যাঁরা, সেই যুক্ত যোগিগণ
অন্তমেও আমাকে না হন বিস্মরণ। ৩০

ইতি জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ নামক সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

অক্ষর-ব্রহ্ম যোগ।

অর্জ্জুন কহিলেন,—

কিবা ব্রহ্ম, কি অধ্যাত্ম, কহ কৃষ্ণ মোরে;
অধিভূত, অধিদৈব, কর্ম্ম বলে কারে?
কি রূপে, কে অধিযজ্ঞ দেহে অবস্থিত?
অন্তিমে অন্তরে তুমি কি রূপে বিদিত? ১,২

* পরশ্লোক দেখ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—

পরম অক্ষর যিনি 'ব্রহ্ম' নাম তাঁর ;
'অধ্যাত্ম' আত্মার ভাব, কুন্তীর কুমার।
সাধুগণ যজ্ঞ করে, কর্ম্ম বলে তায়—
জীবগণ জন্মি যাহে ক্রমে বৃদ্ধি পায়। ৩
অস্থায়ী পদার্থে পার্থ 'অধিভূত' বলে,
'অধিদৈব' পুরুষ সে আদিত্য মণ্ডলে ;
এই দেহে, হে অর্জ্জুন, 'অধিযজ্ঞ,' আমি,
অন্তর্যামী রূপে হই সর্ব্ব যজ্ঞ-স্বামী। ৪
আমায় স্মরিয়া দেহ ত্যজি যান যিনি,
নিশ্চয় আমার ভাব প্রাপ্ত হন তিনি। ৫
যে যে ভাব অন্তরেতে করিয়া স্মরণ,
কলেবর পরিত্যাগ করে জীবগণ,
সেই সেই ভাবে চিত্ত নিবিষ্ট থাকায়,
কৌন্তেয়, দেহান্তে জীব সেই ভাব পায়।৬
সর্ব্বদা স্মরণ মোরে কর ধনঞ্জয়,
ধর্ম্ম যুদ্ধে রত হও হইয়া নির্ভয় ;
আমাতেই মন, বুদ্ধি করিলে অর্পণ,
নিশ্চয় আমায় পাবে পাণ্ডুর নন্দন। ৭
অর্জ্জুন, অভ্যাস-যোগে একাগ্র অন্তরে,
গুরু-উপদেশে দিব্য পুরুষ-প্রবরে
করিতে করিতে ধ্যান, লাভ করা যায়
সেই নিত্য সত্য ধন অনিত্য ধরায়। ৮,

সর্ব্বজ্ঞ অনাদি সর্ব্ব নিয়ন্তা ঈশ্বর,
সূক্ষ্মতম বিশ্বপাতা বুদ্ধি-অগোচর,
প্রকৃতির পারে সূর্য্য সম জ্যোতির্ম্ময়
পরম পুরুষে, পার্থ, অন্তিম সময়,
স্থির-যোগ বলে, সর্ব্ব চিন্তা পরিহরি,
ভ্রূদ্বয়ের মাঝে প্রাণ- বায়ু রক্ষা করি,
করেন কেবল ধ্যান ভক্তিভরে যিনি,
সে দিব্য পুরুষোত্তমে প্রাপ্ত হন তিনি। ৯, ১০
'অক্ষর' বলেন যাঁকে ব্রহ্মজ্ঞানিগণ,
বাসনা বিহীন যতি যাঁতে লীন হন,
যাঁর তরে ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান হয়,
সংক্ষেপে তোমায় তাহা কহি ধনঞ্জয়। ১১
সমস্ত ইন্দ্রিয়-দ্বার সংযত করিয়া
অচঞ্চল ভাবে মন হৃদয়ে রাখিয়া,
ভ্রূদ্বয় মাঝারে প্রাণ করিয়া ধারণ,
ব্রহ্মের স্বরূপ 'ওম্' করি উচ্চারণ,
আমায় স্মরিয়া দেহ ত্যজি যান যিনি,
পাণ্ডব, পরম গতি প্রাপ্ত হন তিনি। ১২, ১৩
স্থির চিত্তে নিত্য যিনি স্মরেন আমায়,
তাঁহার সুলভ আমি, কহিনু তোমায়। ১৪
আমায় লভিয়া সাধু মহাত্মা সকল,
পাইয়া পরমা সিদ্ধি, আনন্দ কেবল,
আর না করেন ভোগ শোক-তাপ-ময়
ক্ষণস্থায়ী পুনর্জন্ম দুঃখের আলয়। ১৫

ব্রহ্মলোক হ'তে জীব পুনর্জন্ম পায়,
পুনর্জন্ম নাহি আর পাইলে আমায়। ১৬
ব্রহ্মার একটি দিন সহস্র যুগেতে,
সহস্র যুগেতে নিশা; সমাধি-যোগেতে
ব্রহ্মার এ দিবানিশা জ্ঞাত হন যাঁরা,
'অহোরাত্র-বেত্তা' পার্থ, যথার্থই তাঁরা। ১৭
ব্রহ্মার দিবসারম্ভে সৃষ্টি সমুদয়
অব্যক্ত কারণ হ'তে আবির্ভূত হয়;
আবার ব্রহ্মার নিশা উদয় যখন,
অব্যক্ত কারণে লয় পায় ভূতগণ; ১৮
এই রূপে সর্ব্বভূত জন্মি বারংবার
অব্যক্তে মিশায়, পার্থ, নিশায় আবার;
দিবাগমে আসি হয় স্বকর্ম্মেতে রত,—
এই রূপে সৃষ্টি লয় হ'তেছে নিয়ত। ১৯
কিন্তু যে অনাদি সর্ব্ব- কারণ-কারণ
অতীন্দ্রিয় ভাব, তার অপরিবর্ত্তন। ২০
অব্যক্ত অক্ষর বলি বেদে যাঁরে গায়,
হে পার্থ, পরমা গতি তাঁকে বলা যায়;
যাহা লভি জীব নাহি জন্মে পুনর্ব্বার,
তাহাই পরম ধাম জানিবে আমার। ২১
শুন কুন্তী-সুত এই ভূতগণ যত
রহিয়াছে চির দিন যাতে অবস্থিত,
বিশ্বব্যাপ্ত যিনি, সেই পুরুষ রতন
একান্ত ভক্তির বশে দেন দরশন। ২২

ব্রহ্ম উপাসক যেই পথে মোক্ষ লভে,
যে যে পথে পুনর্জন্ম পায় কর্ম্মী সবে,
কালরূপ সেই পথ কহিব সংপ্রতি—
অগ্নি-জ্যোতিঃ মাঝে যে যে দেবতায় স্থিতি,
দিবা আর শুক্ল পক্ষে যে যে দেবস্থান,
উত্তর অয়নে যেই দেব-অধিষ্ঠান,—
সেই সব দেব-পথে মরণান্তে যাঁরা
করেন গমন, পার্থ, ব্রহ্ম পান তাঁরা। ২৩, ২৪
ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণ পক্ষ, দক্ষিণ অয়ন—
ইহাদের অধিষ্ঠাত্রী যে যে দেবগণ,
তাঁদের সমীপে গিয়া কর্ম্মযোগী যত
ক্রমে চন্দ্রলোক পান; ভোগ করি গত,
ফিরিয়া আসেন তাঁরা সংসারে আবার,
শুক্ল কৃষ্ণ দুই পথ, বিদিত সংসার—
শুক্ল পথে সাধুগণ মোক্ষ প্রাপ্ত হন,
কৃষ্ণ পথে এ সংসারে পুনঃ আগমন। ২৫, ২৬
যোগে এই পথদ্বয় জানিলে বিশেষ,
মোহ-বন্ধ যায়,—যোগী হও হে বীরেশ। ২৭
আমার এ গূঢ় তত্ত্ব জানিয়া কেবল,
বেদ, যজ্ঞ, তপস্যায়, দানে যেই ফল,
সে সকল অতিক্রমি মহাযোগী যান,
চরমে পরমা গতি বিষ্ণুপদ পান। ২৮

ইতি অক্ষর-ব্রহ্ম যোগ নামক অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য যোগ।

দোষদৃষ্টি হীন তুমি অর্জ্জুন সুমতি,
কহি শুন জ্ঞানতত্ত্ব গোপনীয় অতি,—
ব্রহ্মের যে অংশে ব্যক্ত নিখিল সংসার,
সেই অংশ জানিলেই জ্ঞান নাম তার;
ব্রহ্মের অব্যক্ত অংশ—সেই মহাজ্ঞান
জানিলে সমাধি-যোগে জনমে বিজ্ঞান;
বিজ্ঞানের সহ জ্ঞান শুন সবিশেষ,
জানিলে পাইবে মুক্তি, দূরে যাবে ক্লেশ। ১
অতি গুহ্য জ্ঞান এই, সর্ব্ব বিদ্যা সার,
পরম সুখেতে হবে সাধন তোমার;
পবিত্র অক্ষয় ধর্ম্ম- সম্মত জানিবে,
নিজবোধ-রূপে তব প্রত্যক্ষ হইবে। ২
এ ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা যার না জানি আমায়,
সংসার-মরণ পথে ঘুরিয়া বেড়ায়। ৩
অব্যক্ত, জগদ্‌ব্যাপী আমি সুকৌশলে;
আমাতে সকল, আমি নহি সে সকলে। ৪
কিবা ঐশ্বরিক যোগ! দেখ তুমি তাই,
সর্ব্বভূত আমাতেই থাকিয়াও নাই,—
আমায় ভুলেছে তারা! কিন্তু সবাকার
ধারক পালক আমি, নির্লিপ্ত আবার। ৫

আকাশের গায় বায়ু নির্লিপ্ত যেমন,
ভূতগণ অসংযুত আমাতে তেমন ; ৬
প্রকৃতিতে পায় তারা প্রলয়ে বিলয়,
সৃষ্টিকালে সৃষ্টি পুনঃ করি সমুদয়। ৭
আমার প্রকৃতি-যোগে আমি বারংবার
সৃষ্টি করি কর্ম্ম-পর- বশ এ সংসার, ৮
অনাসক্ত উদাসীন আমি থাকি তায়,
সে কর্ম্ম করিতে নারে আবদ্ধ আমায়। ৯
ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করে প্রকৃতি আমার
আমা হ'তে,—তাই বিশ্ব হয় বারবার। ১০
রাক্ষসী আসুরী দুই প্রকৃতি ধরিয়া,
মূর্খগণ বৃথা আশা বৃথা কর্ম্ম নিয়া,
আমায় অবজ্ঞা করে নরদেহ জ্ঞানে,
সর্ব্বভূত-মহেশ্বর- তত্ত্ব নাহি জানে। ১১, ১২
দৈবী প্রকৃতির বশে স্থিরচিত্ত গণ
জগৎ-কারণ মোরে করেন ভজন। ১৩
কীর্ত্তনে, নিয়মে কেহ প্রণাম করিয়া,
কেহ বা আমায় পূজে স্থিরা ভক্তি দিয়া। ১৪
জ্ঞান-যজ্ঞে কেহ মোরে করেন অর্চ্চন,
তার মধ্যে 'সর্ব্বব্রহ্ম'- জ্ঞানে কেহ র'ন।
দাস্য-ভাবে কেহ মোরে পূজে ধনঞ্জয়,
নানা ভাবে নানা পূজা—আমি সর্ব্বময়। ১৫
সর্ব্ব যজ্ঞ মহৌষধ শ্রাদ্ধ মন্ত্র ঘৃত
অগ্নি হোম—সকলই আমি, কুন্তীসুত। ১৬

পিতা মাতা ধাতা আমি, পিতামহ আর,
আমিই জ্ঞাতব্য, বেদ, পবিত্র ওঙ্কার। ১৭
জগতের গতি আমি, অখিল-পালক,
বিশ্বসাক্ষী সুরক্ষক, স্রষ্টা সংহারক,
সর্ব্ব-ভোগ-স্থান আমি, সুহৃৎ অক্ষয়,
বিশ্বাধার বিশ্ববীজ, প্রলয়ে বিলয়। ১৮
হে অর্জ্জুন, সূর্য্যরূপে আমি তাপকারী,
বারি বরষণ, পুনঃ আকর্ষণ করি ;
আমিই জীবের হই জীবন মরণ,
আমি স্থূল আমি সূক্ষ্ম, হে কুরু নন্দন। ১৯
বেদ-কর্ম্মিগণ করি যজ্ঞ অনুষ্ঠান,
পূজি মোরে করে শেষে সোমরস পান,
নিষ্পাপ হইয়া তারা স্বর্গলাভ চায়,
পুণ্যফলে ইন্দ্রলোকে দেব-ভোগ পায়। ২০
মহা স্বর্গ-সুখ ভোগে হ'লে পুণ্য ক্ষয়,
মর্ত্ত্যে পুনঃ তাহাদের আগমন হয় ;
পুনর্ব্বার বেদধর্ম্ম করি আচরণ,
করে সে কামনা-সূত্রে গমনাগমন। ২১
একান্ত অন্তরে চিন্তা করে যে আমার,
আমিই বহন করি মোক্ষ ভার তার। ২২
ভক্তি ভরে পূজে যারা অন্য দেবতায়,
আমাকেই পূজে, কিন্তু বিধি শুদ্ধ নয়। ২৩
যজ্ঞ ভোক্তা ফল-দাতা আমি, পার্থ, তায়,
স্বরূপ না জানি মাত্র পুনর্জ্জন্ম পায়। ২৪

দেবার্চ্চনা করি লোক দেবলোকে যায়,
পিতৃগণে পূজা করি পিতৃলোক পায়,
ভূতলোক পায়, পার্থ, ভূত-পূজকেরা;
আমাকেই প্রাপ্ত হন মম ভক্ত যাঁরা। ২৫
পত্র পুষ্প ফল জলে, ভক্তিতে কেবল
পূজিলে গ্রহণ আমি করি সে সকল। ২৬
হোম দান সর্ব্ব কর্ম্ম, যা কর ভক্ষণ,
সমস্ত আমাতেঁ তুমি কর সমর্পণ,—২৭
তাহা হ'লে হবে মুক্ত শুভাশুভ হ'তে,
সন্ন্যাস-যোগেতে যুক্ত হইবে আমাতে। ২৮
সর্ব্ব ভূতে সম আমি আছি সর্ব্বদাই—
বিদ্বেষ-ভাজন কিংবা প্রিয় কেহ নাই;
আমাকেই ভক্তিভরে পূজা করে যারা,
তাদের অন্তরে আমি, আমাতেই তারা। ২৯
অতি দুরাচার যেই, সেও মোরে ধরি,—
'সর্ব্ব দেব ময় আমি' হেন জ্ঞান করি,—
যদ্যপি ভজন করে, অভেদ ভাবিয়া,
সেও সাধু সুনিশ্চয় সুদৃঢ় বলিয়া। ৩০
দুরাচারী যত্নে করি আমার ভজন,
ধর্ম্মাত্মা হইয়া শীঘ্র, পায় শান্তি ধন;
জানিবে, হে ধনঞ্জয়, এ কথা নিশ্চয়,—
কখনো আমার ভক্ত বিনষ্ট না হয়। ৩১
পাপ-বংশে জন্ম যার, বৈশ্য, শূদ্র, নারী,
মুক্তি পায়, ধরে যদি মোরে ভক্তি করি। ৩২

পবিত্র ব্রাহ্মণ আর রাজর্ষি যাঁরা,
কি বিচিত্র, আমায় যে পাইবেন তাঁরা ?
তাই বলি এ অনিত্য সংসারে আসিয়া,
আমার ভজনা কর মন প্রাণ দিয়া। ৩৩
আমাতেই রাখ চিত্ত, মম ভক্ত হও,
নমস্কার কর মোরে, উপাসনা লও,—
এ রূপে আমাতে হ'লে সমাহিত মন,
নিশ্চয় আসিয়া আমি দিব দরশন। ৩৪

ইতি রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য যোগ নামক নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

বিভূতি যোগ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—

সার তত্ত্ব, কুন্তী-সুত, শুন পুনরায়,
ভাল বাসি, কহি তাই হিত কামনায়। ১
দেব ঋষি না জানেন উদ্ভব আমার,
সকলের আদি আমি, কে জানিবে আর ? ২
আদি নাই, জন্ম নাই, মহান্ ঈশ্বর—
হেন যে আমায় জানে, মুক্ত সেই নর। ৩

ক্ষমা সত্য স্থির ভাব, বুদ্ধি জ্ঞানোদয়,
শম দম সুখ দুঃখ, উদ্ভব বিলয়,
অহিংসা অভয় ভয়, অখ্যাতি সুখ্যাতি,
সমতা সন্তোষ দান তপস্যা প্রভৃতি,
নানা বিধ জীব-ভাব—শুন ধনঞ্জয়,
সমুদয় সমুদিত আমা হ'তে হয়। ৪, ৫
ভৃগু আদি সপ্ত জন মহাঋষি, আর
সনকাদি চারি জন পূর্ব্ববর্ত্তী তার,
স্বায়ম্ভুব আদি চৌদ্দ মনু—এ সকল
কেবল আমার ভাবে হইল প্রবল,
আমার মানস হ'তে জনমিল তারা,
তাদের সন্তান এই ব্রাহ্মণাদি যারা। ৬
আমার ঐশ্বর্য্য হেন—যোগের লক্ষণ
যে জানে সে হয় স্থির সমাধি-মগন। ৭
আমা হ'তে জগতের সৃষ্টি, প্রবর্ত্তন,—
ভাব জানি করে জ্ঞানী আমার ভজন। ৮
মন প্রাণ যারা মোরে করে সমর্পণ,
তাহারা আমার গুণ করিয়া কীর্ত্তন,
আমার অমৃতময় তত্ত্ব-কথা যত,
পরস্পরে বুঝাইয়া তৃপ্তি পায় কত! ৯
সদাযুক্ত ভক্তে আমি দেই হেন জ্ঞান,
দুর্ল'ভ আমায় যাতে অনায়াসে পান। ১০
অযাচিত অনুগ্রহ করিবার তরে,
গুপ্ত থাকি তাঁহাদের বুদ্ধি-বৃত্তি পরে

তাহে করি তত্ত্বজ্ঞান- জ্যোতির সঞ্চার,
জ্ঞান-জ্যোতিঃ দিয়া নাশি অজ্ঞান-আঁধার। ১১

অর্জ্জুন কহিলেন,—

পরব্রহ্ম তুমি কৃষ্ণ, পরম আশ্রয়,
পরম পবিত্র দেব, তুমি কৃপাময়।
দেবর্ষি নারদ, ব্যাস, অসিত, দেবল—
ঋষিগণ, ভৃগু আদি তাপস সকল
কহেন তোমায়—দিব্য পুরুষ অব্যয়,
স্ব-প্রকাশ আদি দেব, বিভু বিশ্বময়।
ঋষিগণ তব তত্ত্ব কহেন যেমন,
আমায় স্বয়ং কৃষ্ণ কহিলে তেমন। ১২, ১৩
সত্য মানি যাহা তুমি কহিলে কেশব,
না জানে দানব দেবে তোমার উদ্ভব। ১৪
হে প্রভো পুরুষোত্তম জগতের পতি,
দেব-দেব, ভূত-নাথ, অগতির গতি,
হে ভূতভাবন, ভবে কে জানে তোমায়?
আপনিই আত্ম-জ্ঞানে জান আপনায়। ১৫
সর্ব্বলোক-ব্যাপী যেই ঐশ্বর্য্য তোমার,
কহ ত অশেষ রূপে বিশেষ তাহার। ১৬
হে যোগীন্দ্র, কিরূপে বা কহ তা আমায়,
কোন কোন দ্রব্যে চিন্তা করিব তোমায়? ১৭
জনার্দ্দন, যোগৈশ্বর্য্য—বিভূতি তোমার
বিস্তারিয়া এ দাসেরে কহ পুনর্ব্বার;

কথা শুনি শ্রীনিবাস, মিটিছে না আশ,
বাক্যসুধা আস্বাদনে বাড়িছে পিয়াস। ১৮

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—

শুন তবে কুন্তীসুত, অন্ত নাই তার,
প্রধান যে কিছু কহি ঐশ্বর্য্য আমার,—১৯
কৌন্তেয়, নিয়ন্তারূপে ভূতের অন্তরে,
পরমাত্মা আমি ; আর সৃষ্টি-অভ্যন্তরে,
হই আমি সৃষ্টি-স্থিতি- সংহার-কারণ ;
দ্বাদশ আদিত্যে বিষ্ণু, জ্যোতিতে তপন,
মরীচি মরুৎ গণে, সুনীল অম্বরে
শোভাময় সুধাকর তারকা নিকরে। ২০, ২১
বেদ মধ্যে সামবেদ আমি হে পাণ্ডব,
দেববৃন্দ মাঝে আমি দেবেন্দ্র বাসব।
ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন, চেতনা জীবের,
রুদ্রেতে শঙ্কর, যক্ষ রক্ষেতে কুবের ;
বসু মধ্যে বহ্নি আমি, গিরি মধ্যে মেরু,
পুরোহিত মধ্যে আমি বৃহস্পতি গুরু ;
সেনানী গণের মধ্যে কার্ত্তিকেয় আর,
জলাশয় মধ্যে আমি সাগর আকার। ২২—২৪
মহর্ষির মধ্যে ভৃগু ঋষি শিরোমণি,
সকল বাক্যের মাঝে ওঙ্কারের ধ্বনি ;
যজ্ঞে আমি জপ-যজ্ঞ সর্ব্বযজ্ঞ-সার,
অচলেতে হিমাচল উপাধি আমার। ২৫

সকল বৃক্ষের মাঝে অশ্বত্থ মহান্,
দেবর্ষির মধ্যে আমি নারদ প্রধান,
আমি হই চিত্ররথ সর্ব্ব গন্ধর্ব্বেতে,
আমিই কপিল-সিদ্ধ গণের মধ্যেতে। ২৬
অশ্বে উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত গজগণে—
উঠিল যা দেবাসুর—ক্ষীরোদ-মথনে;
মানবের মাঝে আমি, হে কুরু নন্দন,
রাজা হ'য়ে করি সর্ব্ব প্রজার পালন। ২৭
অস্ত্র মধ্যে বজ্র আমি, বাসুকি সর্পেতে,
কামধেনু হই আমি ধেনুর মধ্যেতে।
প্রজার উদ্ভব তরে কন্দর্প ই আমি,
অনন্ত—নাগের মাঝে, সর্ব্ব নাগ-স্বামী;
জলচরে সে বরুণ, সংযমীতে যম,
পিতৃগণে অর্য্যমাই আমি সর্ব্বোত্তম। ২৮, ২৯
আমিই প্রহ্লাদ, পার্থ, দৈত্যের সমাজে,
আমিই সংখ্যক কাল সংখ্যাকারী মাঝে।
মৃগেতে মৃগেন্দ্র আমি—সিংহ নাম যার,
পক্ষিগণ মাঝে নাম গরুড় আমার। ৩০
বেগবান্ গণ মধ্যে বায়ু মম নাম,
শস্ত্রধারি গণ মাঝে হইয়াছি রাম।
সকল মৎস্যের মাঝে আমিই মকর,
জানিবে জাহ্নবী আমি স্রোতে, বীরবর। ৩১
সৃষ্টির আগন্ত মধ্য আমি—নির্ব্বিবাদ,
বিদ্যা মাঝে আত্ম-বিদ্যা, বাদি মধ্যে বাদ। ৩২

সমাস সমূহে দ্বন্দ্ব, অক্ষরে অকার ;
আমিই অক্ষয় কাল, বিধাতা সবার। ৩৩
সর্ব্ব সংহারক মৃত্যু আমি, ধনঞ্জয়,
আমিই সকল ভবি—ষ্যতের উদয়।
সপ্ত দেবতার রূপে নারী মধ্যে স্থিতি,—
কীর্ত্তি স্মৃতি মেধা ক্ষমা বাক শ্রী সুধৃতি। ৩৪
বেদেতে গায়ত্রী, সাম মধ্যে মহাসাম ;
মাসেতে অগ্রহায়ণ ধরিয়াছি নাম ;
সকল ঋতুর মাঝে অতি মনোহর
আমিই বসন্ত ঋতু, কুসুম আকর। ৩৫
বঞ্চকের প্রবঞ্চনা আমি, ধনঞ্জয়,
তেজস্বীর তেজ আমি, জয়িগণে জয়।
উদ্যমীর উদ্যম সে সাত্বিকের সত্ব,
বৃষ্ণিগণে বাসুদেব, এই মম তত্ত্ব।
পাণ্ডবেতে ধনঞ্জয়, ব্যাস মুনিগণে,
কবিগণে শুক্রাচার্য্য আমি এ ভুবনে। ৩৬, ৩৭
দমনকারীর দণ্ড, হই সর্ব্ব-ভীতি,
যথা জয়-অভিলাষ, তথা আমি নীতি ;
হে অর্জ্জুন, গুহ্য যত, মৌন আমি তায়,
সকল জ্ঞানীর জ্ঞান জানিবে আমায়। ৩৮
সর্ব্ব ভূতে বীজ আমি, শুন পার্থ তাই
আমি ভিন্ন চরাচরে আর কিছু নাই। ৩৯
অনন্ত হে পরন্তপ, ঐশ্বর্য্য আমার,
সংক্ষেপে তোমায় আমি কহিলাম সার। ৪০

যা কিছু, প্রভাব বল শ্রী ঐশ্বর্য্যযুত,
মম তেজঃ-অংশে তাহা সকলি সম্ভূত। ৪১
অথবা হে ধনঞ্জয়, ঐশ্বর্য্য আমার
পৃথক পৃথক শুনি কি কাজ তোমার ?
এক অংশে সর্ব্ব বিশ্ব করেছি ধারণ ;—
এখন ইয়ত্তা কর পূর্ণত্ব কেমন ! ৪২

ইতি বিভূতি যোগ নামক দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

বিশ্বরূপ-দর্শন যোগ।

অর্জ্জুন কহিলেন,—

অনুগ্রহ করি, হরি, গোপনীয় অতি
আত্ম-তত্ত্ব যাহা মোরে কহিলে সংপ্রতি,
তাহাতে এ মোহ দূর হইল আমার,
কমল-পত্রাক্ষ কৃষ্ণ, তুমি বার বার
ভূতগণ-সৃষ্টি লয়, মাহাত্ম্য অক্ষয়,
কহিলে আমায় কৃপা করি, বিশ্বময়। ১, ২
সত্য হে পরমেশ্বর, কহিলে যা তুমি,
ঐশ্বরিক রূপ তব দেখিব যে আমি ? ৩
যদি আমি যোগ্য হই সে রূপ দর্শনে,
সে অব্যয় আত্মা প্রভো দেখাও অর্জ্জুনে। ৪

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—

দেখ দিব্য নানা বর্ণ বিবিধ আকার—
শত শত সহস্র বা রূপ পারাবার! ৫
দ্বাদশ আদিত্য দেখ, অষ্ট বসু আর,
অশ্বিনী-কুমার দ্বয় দেহেতে আমার;
ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু উদিত তথায়,
একাদশ রুদ্র দেখ বিরাজিত তায়;
অনেক অদৃষ্টপূর্ব্ব দ্রব্য দেখ আর,
অর্জ্জুন, আশ্চর্য্য কত শরীরে আমার! ৬
ধনঞ্জয়, সমুদয় বিশ্ব চরাচর—
যা দেখিবে, দেখ মম দেহে কি সুন্দর! ৭
চর্ম্মচক্ষে দেখিতে না পাইবে আমায়,
জ্ঞানচক্ষু দান এই করিনু তোমায়,
ঐশ্বরিক যোগ মম কিবা চমৎকার!—
দেখিয়া সার্থক কর জীবন তোমার। ৮

সঞ্জয় কহিলেন,—

রাজন্, অর্জ্জুনে করি এ রূপ আহ্বান,
মহা যোগেশ্বর হরি স্বরূপ দেখান। ৯
ঐশ্বরিক সেই রূপে অদ্ভুত দর্শন—
বহু মুখ বহু নেত্র বহু আভরণ,
কতই উদ্যত অস্ত্র, দিব্য মাল্য গলে,
অনন্ত সর্ব্বত্র মুখ, মহাপ্রভা জ্বলে,
দিব্য বস্ত্র দিব্য গন্ধ বরাঙ্গের শোভা,
সকলি আশ্চর্য্যময় অতি মনোলোভা। ১০, ১১

রাজন্, একত্রে মিলি যদি কভু হয়
সহস্র আদিত্য আসি আকাশে উদয়,
তা হ'লে উথলে যথা জ্যোতিঃ-পারাবার,
সেই রূপ অঙ্গ-জ্যোতিঃ সেই মহাত্মার! ১২
সেই দেব-দেব-দেহে অর্জ্জুন তখন
দেখিলা বহুধা বিশ্ব একত্র মিলন। ১৩
রোমাঞ্চিত দেহে, কৃষ্ণে করিয়া প্রণাম,
কৃতাঞ্জলি-পুটে কহে পার্থ গুণধাম,—১৪

তব দেহে, শ্রীনিবাস, সর্ব্ব দেবতার বাস,
নানাবিধ দেখি প্রাণিগণ;
দিব্য ঋষিগণ কত, হেরি নাগগণ যত,
বসি ব্রহ্মা কমল-আসন। ১৫
বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বর, কতই তব উদর!—
বহু বাহু বহু মুখ আঁখি,
অনন্ত রূপ মাধুরি, তোমায় সর্ব্বত্র হেরি,
আদি অন্ত মধ্য নাহি দেখি! ১৬
কিবা গদা চক্রধারী, বিশ্বময় দীপ্তিকারী,
তেজঃপুঞ্জ, কিরীট মাথায়,
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-প্রভা, দুর্নিরীক্ষ্য অগ্নি-আভা,
অপ্রমেয় নিরখি তোমায়। ১৭
তুমি ব্রহ্ম সারাৎসার, জ্ঞানীর জ্ঞাতব্য আর,
বিশ্বের আশ্রয় জানি আমি;
তুমি নিত্য সত্য গতি, সনাতন-ধর্ম্ম-পতি,
চিরন্তন পুরুষ যে তুমি! ১৮

সৃষ্টি স্থিতি লয় নাই, একি দেখিবারে পাই!—
বহু বাহু, চন্দ্র-সূর্য্য-আঁখি!
তেজে বিশ্ব তাপ পায়, অমিত প্রভাব তায়,
কি প্রদীপ্ত অগ্নি-মুখ দেখি! ১৯
অন্তরীক্ষ চরাচর, ব্যাপ্ত তব কলেবর,
সর্ব্ব দিকে এক মাত্র তুমি;
ভয়ঙ্কর রূপ হেন, নিরখি ত্রিলোক যেন
ভয়ে কাঁপে!—দেখিতেছি আমি! ২০
ওই দেবগণ হায়, প্রবেশে তোমার কায়,
কৃতাঞ্জলি-পুটে কেহ ডাকে;
মহর্ষিরা, সিদ্ধগণ, 'স্বস্তি স্বস্তি' উচ্চারণ
করি স্তব করিছে তোমাকে! ২১
রুদ্রগণ চমৎকার, দ্বাদশ আদিত্য আর,
অষ্ট বসু সাধ্যদের কত,
বিশ্বদেব সমুদয়, অশ্বিনী-কুমার দ্বয়,
বিশ্বময় বায়ু আছে যত,
আর সেই পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব ও অগণন
যক্ষ সিদ্ধ অসুর সকল,
তব বিশ্বরূপ হেরি, অবাক্ হইয়া হরি
তোমাকেই দেখিছে কেবল! ২২
বহু মুখ নেত্র বাহু, চরণ উদর
বহু দন্তে অতি ভয়ঙ্কর,
রূপ হেরি সর্ব্ব জন মহাভয়ে
ভয়াকুল আমার অন্তর! ২৩

হে বিষ্ণো, আকাশ পূর্ণ, জ্যোতির্ম্ময় বহু বর্ণ,
দীপ্ত-নেত্র নিরখি তোমায়,—
বিস্তৃত বদন হেরি, ধৈর্য্য শান্তি নাই হরি ;
ভয়ে মরি, কি করি উপায়। ২৪

ভয়ঙ্কর দন্তধারী কালাগ্নি-বদন হেরি,
দিক্‌ভ্রম হতেছে আমার।
মনে নাই সুখলেশ, ভীত আমি, হে দেবেশ,
সুপ্রসন্ন হও বিশ্বাধার। ২৫

লইয়া ভূপাল কত, ধৃতরাষ্ট্র পুত্র যত,
ভীষ্ম দ্রোণ ওই কর্ণবীর
আমাদের যোধ সনে, ধাবমান্ মহারণে,
পরক্ষণে হইয়া অধীর,—
মহাদন্তে ভয়ঙ্কর, তোমার মুখ বিবর,
প্রবেশ করিছে সবে তায়!
চূর্ণিত মস্তক কেহ, তব দন্ত-সন্ধি সহ
লগ্ন, হেরি ভয়ে প্রাণ যায়! ২৬, ২৭

ধায় যত স্রোতস্বিনী, সাগরমুখ-গামিনী,
সাগরেই প্রবেশে সকল ;
সেই মত বীর যত, স্রোতবেগে অবিরত,
তব মুখে পশিছে কেবল। ২৮

যেমন সবেগে গিয়া দীপ্তানলে ঝাঁপ দিয়া
পতঙ্গেরা জীবন হারায়,
সেইরূপ সর্ব্ব নরে, আপন মরণ তরে,
বেগভরে তব মুখে ধায়। ২৯

জ্বলন্ত বদন ভরি, সর্ব্ব লোক গ্রাস করি,
বিলক্ষণ করিছ ভক্ষণ।
তব তীব্র তেজে হরি, সর্ব্ব বিশ্ব ব্যাপ্ত করি,
করিতেছ দগ্ধ অনুক্ষণ। ৩০
উগ্ররূপী কে গো তুমি? বল মোরে—ভীত আমি!
তব পদে করি নমস্কার,
তুষ্ট হও, কও শুনি, আদি নাথ, তব বাণী—
কি জানি কি প্রবৃত্তি তোমার। ৩১

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—

শুন পার্থ চিরকাল, আমি সে করাল কাল,
করি সর্ব্ব লোকের সংহার;
যদিও না কর রণ, বিপক্ষের বীরগণ—
থাকিবে না কেহই ইহার। ৩২
উঠ উঠ পার্থ তবে, যশোলাভ কর ভবে,
শত্রু নাশি লও রাজ্য ভূমি,
সব্যসাচী শত্রু যত, আমিই করেছি হত—
এখন নিমিত্ত মাত্র তুমি! ৩৩
আমার নিহত দ্রোণ, জয়দ্রথ ভীষ্ম কর্ণ,
নির্ভয়ে নিধন কর সবে;
নাহি ভয় সুনিশ্চয় হবে শত্রু পরাজয়,
ধনঞ্জয়, যুদ্ধ কর তবে। ৩৪

সঞ্জয় কহিলেন,—

তখন অর্জ্জুন শুনি, কেশবের যোগবাণী,
কৃতাঞ্জলি-পুটে সকম্পনে,

কৃষ্ণে করি নমস্কার, ভয়ে ভয়ে পুনর্ব্বার,
কহিলেন গদ্ গদ্ বচনে ;—৩৫

হৃষীকেশ, তোমার যে মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে
হর্ষ অনুরাগ হয় নিখিল ভুবনে,
রাক্ষস পলায়, সিদ্ধ করে নমস্কার,
সকলি সে সত্য—সব সম্ভবে তোমার! ৩৬
ওহে মহাত্মান্ হরি, অনন্ত প্রকাশ,
হে দেবেশ, বিশ্বময়, জগৎ-নিবাস,
ব্রহ্মা হতে গুরু তুমি, জনক ব্রহ্মার,
কেন না করিবে বিশ্ব পদে নমস্কার?
যা কিছু অব্যক্ত ব্যক্ত—তুমিই সকল,
ব্যক্ত অব্যক্তের পরে ব্রহ্ম নিরমল! ৩৭
তুমিই দেবাদিদেব অনন্ত মহান্,
অনাদি পুরুষ তুমি, বিশ্ব-লয়স্থান,
তুমি সর্ব্ব-জ্ঞাতা, তুমি জ্ঞাতব্য বিষয়,
তুমিই পরম ধাম, তুমি বিশ্বময়! ৩৮
বায়ু বহ্নি যম তুমি, তুমি প্রজাপতি,
শশাঙ্ক বরুণ তুমি—অগতির গতি,
সম্বন্ধে অধিক আর কি বলিব আমি,
পিতামহ ব্রহ্মা যিনি, তাঁর পিতা তুমি!
নমোনমঃ পদাম্বুজে নমঃ পুনর্ব্বার,
সহস্র সহস্র বার করি নমস্কার। ৩৯
নমোস্তু হে সর্ব্ব, তব সম্মুখে পশ্চাতে,
সর্ব্ব দিকে নমস্কার করি বিধি মতে।

তুমি, হে অনন্ত-বীর্য্য, বিক্রম অপার,
তুমি সর্ব্ব, তুমি বিশ্ব- ব্যাপী সারাৎসার। ৪০
হেন বিশ্বরূপ আর মহিমা অপার,
প্রমাদ বা প্রীতিবশে না জানিয়া যার,
'হে কৃষ্ণ, যাদব, সখে' বলি এই মত
সখা ভাবি তিরস্কার করিয়াছি কত। ৪১
অচ্যুত, আনন্দে যবে থাকিতে শয়নে,
অথবা উপবেশন বিহার ভোজনে,
সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে পরিহাস করি,
কত অপরাধ পদে করিয়াছি হরি!
অচিন্ত্য যে তুমি! আজ ভিক্ষা তব পাশে,—
নিতান্ত অজ্ঞান আমি! ক্ষমা কর দাসে। ৪২
সর্ব্বলোক-পিতা তুমি, পূজ্য চরাচর,
গুরু ও গুরুর গুরু, তুমি পরাৎপর,
ত্রিলোকের মাঝে তব তুলনা অভাব,
তোমার অধিক কোথা?—অতুল্য প্রভাব! ৪৩
বিশ্বের পূজিত দেব ঈশ্বর যে তুমি,
দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিতেছি আমি,—
পিতা পুত্রে, সখা মিত্রে, বান্ধবে বান্ধব
ক্ষমা করে যথা আর সহ্য করে সব,
সেইরূপ ক্ষমা কর আমার যে দোষ,
প্রিয় ভাবি সহ্য কর—না করিহ রোষ! ৪৪
নিরখি অপূর্ব্ব এই রূপ তব হরি,
হৃষ্ট আমি, কিন্তু যেন মহা ত্রাসে মরি!

নয়ন জুড়ায় যাতে সে রূপ দেখাও ;
হে দেব জগন্নিবাস, স্থপ্রসন্ন হও ; ৪৫
হৃদয় রঞ্জন রূপ দেখেছি যেমন,
বিশ্বরূপ, সেই রূপ দেখাও এখন,—
করে গদা চক্র, শিরে কিরীটের শোভা,
চতুর্ভুজ রূপ ধর জন-মনো-লোভা। ৪৬

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—

তোমা সম ভক্ত ভিন্ন অন্যে কোন কালে,
দেখে নাই যেই রূপ—তব যোগ বলে
প্রসন্ন হইয়া আজ দেখানু তোমায়,
বিশ্বরূপ, অন্তহীন আদ্য তেজোময়। ৪৭
হে কৌরব, বেদ যজ্ঞ কিংবা অধ্যয়নে,
ক্লেশকর ক্রিয়া, উগ্র তপস্যা কি দানে,
দেখিতে আমার এই রূপ বিশ্বময়,
তোমা ভিন্ন অন্য কেহ সমর্থ না হয়। ৪৮
ভয়ঙ্কর বিশ্বরূপ হেরিয়া আমার,
ব্যথিত মোহিত পার্থ, হইও না আর ;
ভয়শূন্য প্রীত মনে দেখ পুনরায়,
গদাচক্র-ধারী সেই কিরীটী আমায়। ৪৯

সঞ্জয় কহিলেন,—

এত বলি পার্থে সেই গোলক বিহারী
দেখাইলা নিজরূপ গদাচক্র-ধারী ;
ধরি সে প্রসন্ন মূর্ত্তি পুনঃ কৃপা গুণে
করিলা আশ্বাস দান বিষণ্ণ অর্জ্জুনে। ৫০

অর্জ্জুন কহিলেন,—

এই সৌম্য নরমূর্ত্তি হেরি জনার্দ্দন,
সুস্থ হইলাম আমি সুপ্রসন্ন মন। ৫১

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—

আমার এ বিশ্বরূপ করিতে দর্শন,
অর্জ্জুন, করেন বাঞ্ছা সদা দেবগণ। ৫২
যে রূপ দেখিলে পার্থ, তুমি ভাগ্যবান!
বেদ তপঃ যজ্ঞে কেহ দেখিতে না পান,—৫৩
আমাতেই একনিষ্ঠা ভক্তি হয় যার,
সেই জন জানে হেন স্বরূপ আমার,
সেই মাত্র মোরে, পার্থ, দেখিবারে পায়,
ভক্তি-বশে অবশেষে প্রবেশে আমায়। ৫৪
সর্ব্ব কর্ম্ম হয় যাঁর উদ্দেশে আমার,
শুন পার্থ, পরমার্থ আমি মাত্র যাঁর,
মম ভক্ত, অনাসক্ত, শত্রু হীন যিনি,
আমায় পরমানন্দে প্রাপ্ত হন তিনি। ৫৫

দ্বাদশ অধ্যায়।

ভক্তিযোগ।

অর্জ্জুন কহিলেন,—

তোমাতে সঁপিয়া চিত্ত যেই ভক্তগণ
হেন উপাসনা তব করে সর্ব্বক্ষণ,
আর সে অব্যক্ত ব্রহ্মে যারা ধ্যান করে—
শ্রেষ্ঠ যোগী, কহ কৃষ্ণ, কহিব কাহারে? ১

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—

আমাতে নিবিষ্ট চিত্ত নিত্যযুক্ত যাঁরা,
শ্রদ্ধায় করেন ধ্যান যোগিশ্রেষ্ঠ তাঁরা। ২
আর যাঁরা সমদর্শী জিতেন্দ্রিয় হন,
সর্ব্বভূত-হিতে রত নির্ব্বিকার মন,
অচিন্ত্য অব্যক্ত ব্রহ্ম- ধ্যান-পরায়ণ,
তাঁহারাও, ধনঞ্জয়, মোরে প্রাপ্ত হন। ৩, ৪
সাধক অব্যক্ত ব্রহ্মে বহু ক্লেশে পায়,
বহু কষ্টে সেই নিষ্ঠা লাভ করা যায়। ৫
কিন্তু করি সর্ব্ব কর্ম্ম অর্পণ আমাকে,
যাহারা একাগ্র যোগে আমাতেই থাকে,
ধ্যানেতে আমায় সদা উপাসনা করে,
আমাতে নিবিষ্ট-চিত্ত সেই সব নরে,
অচিরে কাণ্ডারী হ'য়ে করি আমি পার
মৃত্যুময় এ সংসার- জলধি অপার। ৬, ৭
আমাতেই মন বুদ্ধি দেও ধনঞ্জয়,
আমাতে থাকিবে উর্দ্ধে নাহিক সংশয়। ৮
আমাতেই চিত্ত যদি না রাখিতে পার,
অভ্যাসে লভিতে মোরে ক্রমে যত্ন কর। ৯
অভ্যাসেও অসমর্থ যদি তুমি হও,
আমার প্রীতির কর্ম্মে সদা রত রও;
কেবল আমার তরে কর্ম্ম যদি হয়,
কর্ম্মেতেও মুক্তিলাভ হইবে নিশ্চয়। ১০

ইহাতেও অসমর্থ হও পার্থ যদি,
আমার শরণাপন্ন হও নিরবধি,
মন স্থির করি কর্ম্ম কর সমুদায়,
ফলের প্রত্যাশা কিছু রাখিও না তায়। ১১
'অভ্যাস' হইতে শ্রেষ্ঠ যুক্তিযুক্ত 'জ্ঞান'—
সেই 'জ্ঞান' হ'তে শ্রেষ্ঠ মনঃস্থির 'ধ্যান';
'ধ্যান' হ'তে 'কর্ম্মফল ত্যাগ' শ্রেষ্ঠ হয়,
সর্ব্ব-কর্ম্ম-ফলার্পণ করিলে আমায়।
এইরূপ 'ত্যাগে' হয় আসক্তি বিলয়,
আসক্তি বিলয়ে মুক্তি চির শান্তিময়। ১২
যাঁহার জীবের প্রতি দ্বেষ নাই মনে,
সতত মিত্রতা যাঁর সকলের সনে,
করুণা সকল জীবে নাহি অহঙ্কার,
মায়া-ঘোরে যে না করে "আমার আমার"
সুখে দুঃখে সমজ্ঞান, সংযত স্বভাব,
স্থিরলক্ষ্য ক্ষমাশীল, সদা তুষ্ট ভাব,
আমাতেই মন বুদ্ধি দিয়াছেন যিনি,
নিঃসংশয় ধনঞ্জয় মম প্রিয় তিনি। ১৩, ১৪
যেই জন হ'তে কেহ উদ্বিগ্ন না হন,
লোক হ'তে উদ্বিগ্ন না হন যেই জন,
পরশ্রী-কাতর নহে, ভয়শূন্য যিনি,
হর্ষ ক্ষোভ নাই যাঁর, মম প্রিয় তিনি। ১৫
কোন বিষয়েতে কিছু স্পৃহা নাই যাঁর,
সতত আলস্য-শূন্য সুপবিত্র আর,

সর্ব্ব চিন্তা দূর করি উদাসীন যিনি,
সঙ্কল্প-বিকল্প-শূন্য—মম প্রিয় তিনি। ১৬

ইষ্ট-লাভে হৃষ্ট নহে যাঁহার অন্তর,
অনিষ্টে বিদ্বেষ নাই—সম নিরন্তর,
ইষ্ট-নাশে শোক নাহি করেন যে জন,
লাভের বিষয়ে যাঁর লোভশূন্য মন,
শুভাশুভ-পরিত্যাগী ভক্তিমান যিনি,
নিঃসংশয় ধনঞ্জয়, মম প্রিয় তিনি। ১৭
শত্রু মিত্রে, সুখ দুঃখে, মান অপমানে,
সমভাব থাকে যাঁর অনাসক্ত মনে,
স্তুতি নিন্দা সম জ্ঞান, অল্প কথা কন,
সামান্যে সন্তোষপূর্ণ সর্ব্বদা যে জন,
অতুল ঐশ্বর্য্যে থাকি গৃহহীন যিনি,
স্থিরমতি ভক্তিমান, মম প্রিয় তিনি। ১৮, ১৯
হেন ধর্ম্মামৃত যারা করে আচরণ,
পার্থ, মম প্রিয়তম সেই ভক্তগণ। ২০

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগ যোগ।

অর্জ্জুন কহিলেন,—

কহ কৃষ্ণ, কৃপা করি তোমার, প্রকৃতি পুরুষ কি প্রকার?
ক্ষেত্র কি, ক্ষেত্রজ্ঞ কিবা, জ্ঞান বা কি, জ্ঞেয় কিবা?
জানিবারে বাসনা আমার।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—

অর্জ্জুন, বুঝিয়া দেখ তুমি, এ দেহ জ্ঞানের জন্মভূমি,
দেহকেই ক্ষেত্র বলে, এই দেহ জ্ঞাত হ'লে,
ক্ষেত্রজ্ঞ জানিবে তাকে তুমি। ১

সর্ব্ব ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞই আমি, সর্ব্ব দেহে আমি অন্তর্যামী,
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান, বিশেষ করিলে ধ্যান,
সেই জ্ঞান শ্রেষ্ঠ জানি আমি। ২

সে ক্ষেত্র যেরূপ, যাহা হয়, যেমন ইন্দ্রিয়-ভাবময়,
যাহাতে উদ্ভব তাহা, ক্ষেত্রজ্ঞ যেরূপ যাহা,
সংক্ষেপে তা শুন সমুদয়; ৩

যাহা বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ, নানা রূপে করি নিরূপণ,
ব্রহ্মসূত্রে, ব্রহ্মপদে, যুক্তিযোগে, নানা বেদে,
নানা রূপে করিলা বর্ণন। ৪

পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি মন দশেন্দ্রিয় আর,
শব্দ স্পর্শ রূপ সনে, রস গন্ধের মিলনে,
মূল প্রকৃতিরে নিয়া আর—

চতুর্ব্বিংশ তত্ত্ব এই হয়, আর এই বিকার উদয়—
ইচ্ছা, দ্বেষ, দেহ, সুখ, মনোবৃত্তি, ধৈর্য্য, দুঃখ,
এই নিয়া ক্ষেত্র-পরিচয়। ৫, ৬

অমানিতা আর সহিষ্ণুতা, অদম্ভিত্ব আর সরলতা—
অন্তরে বাহিরে শুদ্ধি, পরপীড়া-ত্যাগ-বুদ্ধি
গুরু-সেবা, প্রাণের স্থিরতা,

জরা ব্যাধি জনম মরণ,— এ সকলে দুঃখ দরশন
মনের সংযম আর, বৈরাগ্য নিরহঙ্কার,

দারা পুত্রে আসক্তি বর্জ্জন,
ইষ্টানিষ্টে এক রূপ জ্ঞান, নির্জ্জন স্থানেতে অবস্থান,
আমাতেই অনুরাগ, লোক সমাজে বিরাগ,
লক্ষ্য শুধু মোক্ষ আত্মজ্ঞান,—
এই যত ভাব সাধুদের—জ্ঞান নাম এই সকলের।
অজ্ঞান সে সমুদয়— আর যত ভাব হয়
বিপরীত এ সব ভাবের। ৭—১১
জ্ঞেয় যাহা শুন ধনঞ্জয়, জানিলে তা মোক্ষ লাভ হয়,
জ্ঞেয় সে অনাদি ব্রহ্ম, গুরুপাশে গূঢ় মর্ম্ম—
সৎ বা অসৎ তাহা নয়। ১২
হস্ত পদ তাঁর সর্ব্ব স্থানে, মুখ চক্ষু শির ত্রিভুবনে,
সর্ব্বত্র শ্রবণ তাঁর, করি সর্ব্ব অধিকার
অবস্থান তাঁর সর্ব্ব স্থানে। ১৩
ইন্দ্রিয়-আভাস আছে তাঁর, ইন্দ্রিয় বর্জ্জিত তাঁর কায়,
সঙ্গশূন্য সর্ব্বাধার, কোন গুণ নাহি তাঁর—
ত্রিগুণ পালক বলে তাঁয়। ১৪
অন্তরে বাহিরে সদা রন, স্থাবর জঙ্গম তিনি হন,
অতি সূক্ষ্ম জ্ঞানাতীত, জ্ঞানিগণ সন্নিহিত,—
দূরে দেখে অজ্ঞানী যে জন। ১৫
অভিন্নরূপেতে জীবগণে, আছেন দেখিছে জ্ঞানী জনে,
ভিন্ন তিনি সর্ব্বক্ষণ— দেখিছে অজ্ঞানিগণ,
সর্ব্বময়—জ্ঞানীর নয়নে।
ভূতের পালক স্থিতিকালে, প্রলয়েতে গ্রাসেন সকলে,
রূপ ধরি অগণন, আপনি উৎপন্ন হন,

সৃজন করেন যেই কালে। ১৬

সূর্য্যাদি জ্যোতির জ্যোতিঃ হন, অজ্ঞান-সীমার পারে রন,
বিশেষ ভাবেতে আসি, জীবের হৃদয়বাসী—
জ্ঞান জ্ঞেয় সাধনের ধন। ১৭

ক্ষেত্র, জ্ঞান, জ্ঞেয় যাহা হয়, সংক্ষেপে কহিনু সমুদয়,
বিশেষ বলার নয়— সাধনে জানিতে হয়,
ভক্ত মম ভাব প্রাপ্ত হয়। ১৮

প্রকৃতি পুরুষ এ উভয়, অনাদি জানিবে ধনঞ্জয়,
ইন্দ্রিয়াদি যে বিকার, সত্ত্ব রজঃ তমঃ আর,
প্রকৃতির অঙ্গেতে উদয়। ১৯

কার্য্য কারণের যেই ফল, প্রকৃতি ঘটায় সে সকল,
সুখ দুঃখ সমুদয় প্রকৃতির গুণচয়,
গুণভোগী পুরুষ কেবল।

সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণ ত্রয়, যে গুণে মিলন যবে হয়,
সেই গুণ অনুসারে সৎ বা অসৎ ঘরে
পুরুষ জনমে ধনঞ্জয়। ২০, ২১

সে পুরুষ দেহে সর্ব্বক্ষণ, কিন্তু দেহে লিপ্ত নাহি হন—
সাক্ষী ভর্ত্তা কৃপাধার, মহেশ, পালক আর
অন্তর্যামী রূপে তিনি রন। ২২

ত্রিগুণা প্রকৃতি এই মত, আর সে পুরুষে যিনি জ্ঞাত—
যেখানে যে ভাবে থাকি, সে পুরুষে মন রাখি,
তিনি মুক্ত হন, কুন্তীসুত। ২৩

দিব্য নেত্রে করে কোন জন, ধ্যানযোগে আত্ম-দরশন,
কেহ কেহ জ্ঞান-যোগে, কেহ কেহ কর্ম্ম-যোগে

পরমাত্মা করেন দর্শন। ২৪

কেহ বা এ তত্ত্ব না জানিয়া, আচার্য্যের নিকটে শুনিয়া,
করেন যে উপাসনা, হইয়া অনন্যমনা,
তাহে যান সংসারে তরিয়া। ২৫

শরীরই ক্ষেত্র, ধনঞ্জয়, ক্ষেত্রজ্ঞ সে ব্রহ্ম বিশ্বময়,—
স্থাবর জঙ্গম যত যাহা কিছু উৎপাদিত
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের যোগে হয়। ২৬

সর্ব্ব জীবে সমভাবে বাস, সৃষ্টি বিনাশেও নাহি নাশ—
এরূপ পরমেশ্বরে যে জন দর্শন করে,
সেই দেখে আত্মার প্রকাশ। ২৭

সর্ব্বভূতে ঈশ্বর দর্শন, সম ভাবে করে যেই জন,—
ত্যজি আত্ম-অধোগতি, পাইয়া পরম গতি
ব্রহ্মপদে জুড়ায় জীবন। ২৮

প্রকৃতিই সর্ব্ব কর্ম্ম করে, আত্মাই নির্লিপ্ত ভাব ধরে,
তাই আত্মা কর্ত্তা নয়— হেন যার জ্ঞান হয়,
যথার্থ দর্শন সেই করে। ২৯

ভূতগণে ভিন্ন ভাব যত, এক ভাবে ব্রহ্মে অবস্থিত,
তাহা হ'তে পুনরায় সৃষ্টিতে বিস্তার পায়—
যে দেখে সে ব্রহ্মে উপনীত। ৩০

দেহে থাকি নহে কর্ম্মকর্ত্তা, অনাদি নির্গুণ পরমাত্মা,
তাই সদা অনাসক্ত, কোন কর্ম্মে নহে লিপ্ত—
সর্ব্বময় কর্ত্তাই অকর্ত্তা। ৩১

আকাশ যেমন সর্ব্বময়, পঙ্কে থাকি পঙ্কে লিপ্ত নয়,
সেই রূপ আত্মা, পার্থ, ভাল মন্দ দেহে স্থিত,

কিন্তু তাহে লিপ্ত নাহি হয়। ৩২

আকাশে একটি সূর্য্যোদয়, সর্ব্ব বিশ্ব তাহে জ্যোতির্ম্ময়।—
এক আত্মা সেই মত, ক্ষেত্রী নামে হন খ্যাত,
সর্ব্ব ক্ষেত্র প্রকাশিত তাঁয়। ৩৩

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ জ্ঞান, জানিয়া করেন যাঁরা ধ্যান,
প্রকৃতি হইতে মোক্ষ কি উপায়ে হয় লক্ষ্য,
জ্ঞাত যাঁরা—বিষ্ণুপদ পান। ৩৪

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

গুণত্রয়-বিভাগযোগ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—

হে অর্জ্জুন নরোত্তম, জ্ঞান মধ্যে সর্ব্বোত্তম,
আত্মনিষ্ঠ জ্ঞান আমি কহি পুনরায়—
মুনিগণ জানি যাহা সুখে মোক্ষ পায়। ১

এই জ্ঞান লভে যারা, আমার স্বরূপ তারা—
জনম না পায় আর সৃষ্টির সময়,
প্রলয়ের দুঃখ ভোগ তাদের না হয়। ২

প্রকৃতি হে মতিমান্, মম গর্ভাধান স্থা—
আমার আভাস-গর্ভ দান করি তায়,
ব্রহ্মাদি সকল ভূত তাহে জন্ম পায়। ৩

হে কৌন্তেয়, মূর্ত্তি যত, সৃষ্টি মাঝে উৎপ—
সকলের মাতৃরূপা প্রকৃতি আমার,
পিতা আমি করি তাহে গর্ভের —

সত্ত্ব আদি গুণত্রয়, প্রকৃতি হইতে হয়—
দেহস্থিত নির্ব্বিকার আত্মাকে পাইয়া,
বদ্ধ করে তাঁরে হায় মোহ-জাল দিয়া। ৫

গুণোত্তম সত্ত্ব হয়, সুপ্রকাশ শান্তিময়,
সুখের আসক্তি আর জ্ঞানাসক্তি দিয়া,
জড়ায় সুবর্ণ-সূত্রে আত্মারে ধরিয়া। ৬

বাসনা আসক্তি যাহে, রজোগুণ জন্মে তাহে,
অনুরাগী রজোগুণ ঘেরিয়া আত্মায়,
কর্ম্মরূপ রজতের রজ্জু বান্ধে তায়। ৭

অজ্ঞানেই তমঃ হয়, যাহে জীব ভ্রান্তিময়,
সে তমঃ আত্মারে বান্ধি ফেলে ধরাতলে,
নিদ্রালস্য মূঢ়তার লৌহের শৃঙ্খলে। ৮

সত্ত্বগুণ সে আত্মারে, সুখেতে আবদ্ধ করে,
রজোগুণ কর্ম্ম-পাশে বদ্ধ করে তায়,
তমঃ আবরিয়া জ্ঞানে বান্ধে মূঢ়তায়। ৯

রজঃ তমঃ হ্রাস করি, সত্ত্ব উঠে তদুপরি,
কভু সত্ত্ব তমঃ হ্রাস—রজঃ বৃদ্ধি পায়,
সত্ত্ব রজঃ জয় করি তমঃ কভু ধায়। ১০

যখনই এ শরীরে, সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারে,
জ্ঞানময় প্রকাশের দেখিবে লক্ষণ,
সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পার্থ, জানিবে তখন। ১১

লোভ বা প্রবৃত্তি যবে, হৃদয়ে উদয় হবে,—
উদ্যম অশান্তি স্পৃহা উদয় যখন,
জানিবে সে রজোগুণ বর্দ্ধিত তখন। ১২

অপ্রবৃত্তি, অপ্রকাশ, মোহ আর বুদ্ধি-নাশ—
হৃদয়ে দেখিবে যবে এ সব লক্ষণ,
জানিবে সে তমোবৃদ্ধি, পাণ্ডুর নন্দন। ১৩
সত্ত্ব বৃদ্ধি অতিশয় হ'লে যদি মৃত্যু হয়,
প্রাণান্ত-সময় মৃত্যু লয়ে যায় তাকে,
প্রদীপ্ত অপাপবিদ্ধ দেবাবাধা লোকে। ১৪
রজোবৃদ্ধি বিলক্ষণ, হইলে কুরুনন্দন,
সে সময় মানবের মৃত্যু যদি হয়,
কর্ম্মাসক্ত নরলোকে জনমে নিশ্চয়।
তমোগুণ ধনঞ্জয়, অতি বৃদ্ধি যে সময়,
সে সময় কেহ যদি ত্যজে দেহভার,
পশ্বাদির কুলে জন্ম হয় পুনর্ব্বার। ১৫
সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল, শুদ্ধ জ্ঞান সুনির্ম্মল;
রাজস কর্ম্মের ফল দুঃখ সমুদয়,
তামস কর্ম্মের ফলে মূঢ়তা উদয়। ১৬
সত্ত্ব হ'তে জ্ঞানোদয়, রজঃ হ'তে লোভ হয়,
তমঃ হ'তে অহঙ্কারে প্রমত্ততা ফল—
আর সে অজ্ঞান মোহ জনমে কেবল। ১৭
সত্ত্ববান্ ঊর্দ্ধে যান, দেবলোকে স্থান পান,
রজোবান্ মধ্যস্থলে নরলোক পায়,
নীচমতি তমোবান্ অধঃপাতে যায়। ১৮
দেখে যবে জ্ঞানী নরে, গুণে সর্ব্ব কর্ম্ম করে,
আর কেহ এ সংসারে কর্ত্তা নাহি তায়,
গুণাতীত আত্মা জানি ব্রহ্ম ভাব পায়। ১৯

দেহজাত গুণ ত্রয়, অতিক্রমি ধনঞ্জয়,
জন্ম মৃত্যু জরা দুঃখে লভি পরিত্রাণ,
শান্তির অমৃতে আত্মা অমরত্ব পান। ২০

অর্জ্জুন কহিলেন,—

কহ কৃষ্ণ বিবরিয়া, ত্রিগুণের পারে গিয়া,
পুরুষ ত্রিগুণাতীত কিবা চিহ্নে হয়,
কি তার উপায়—তিনি কি আচারময়? ২১

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—

প্রকৃতির বশে মনে, সত্ত্ব রজঃ তমো গুণে,
জ্ঞান বা প্রবৃত্তি, মোহ হইলে উদয়,
বিরক্তি বিদ্বেষ যাঁর কভু নাহি হয়,
আর সেই সমুদয়, যদি না উদয় হয়,
তথাপি সে সবে স্পৃহা নাহি যাঁর থাকে,
পাণ্ডব, জানিবে ব'লে গুণাতীত তাঁকে। ২২
যিনি মাত্র সাক্ষিস্থল, সুখে দুঃখে অচঞ্চল—
দেখেন "গুণেই শুধু সর্ব্ব কর্ম্ম করে"
কুন্তীসুত, গুণাতীত বলে সেই নরে। ২৩
সুখ দুঃখ সমজ্ঞান, আত্মাতেই অবস্থান—
স্বর্ণ শিলা, ভাল মন্দ, স্তুতি নিন্দা যত
সম জ্ঞান যাঁর, তাঁর নাম গুণাতীত। ২৪
মান কিবা অপমানে, শত্রু কিবা মিত্র সনে,
সম ভাবে থাকি, নহে বিচলিত যিনি,
সংকল্প-বিকল্প-শূন্য, গুণাতীত তিনি। ২৫
যে একান্ত ভক্তিভরে, আমাকেই সেবা করে,

সর্ব্ব গুণ অতিক্রমি সেই চলি যায়,
ত্যজি কর্ম্ম সর্ব্ব ধর্ম্ম, ব্রহ্ম ভাব পায়। ২৬
অব্যয়ের, অমৃতের, সনাতন ধরমের,
পরম ব্রহ্মের সেই চির শান্তিময়
একান্ত সুখের স্থান আমি ধনঞ্জয়। ২৭

পঞ্চদশ অধ্যায়।

পুরুষোত্তম যোগ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—

দেহকে অশ্বত্থ তরু বলে জ্ঞানিগণ,—
ঊর্দ্ধে মূল, অধোদিকে শাখা অগণন;
পুনঃ পুনঃ জন্মে—যেন অন্ত নাই ভবে,
জ্ঞানচক্ষে দেখ বৃক্ষে বেদ-পত্র শোভে!
হেন অশ্বথের তত্ত্ব জ্ঞাত যাঁর কাছে,
বেদজ্ঞ তাঁহার মত আর কেবা আছে? ১
সে বৃক্ষের সবিশেষ শুন ধনঞ্জয়,—
অধ ঊর্দ্ধ ভাবে ধায় শাখা সমুদয়;
দেবলোকে যান যাঁরা ঊর্দ্ধ শাখা তাঁরা,
অধঃশাখা অধোগামী পাপী তাপী যারা;
সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণের জল
সেচনে তাহার শাখা বাড়িছে কেবল;

বিষয়-বাসনা রূপ শাখাগ্র পল্লবে
কিবা শোভা মনোলোভা অপরূপ ভবে!
ঊর্দ্ধে মূল ব্রহ্মরূপ সর্ব্ব-মূলাধারে,
তথাপি সহস্র মূল নেমেছে সংসারে;
পশিয়া মনুষ্য-লোকে প্রবৃত্তির মূল,
কর্ম্মপাশে অনায়াসে বান্ধে জীবকুল! ২

শরীর-বৃক্ষের রূপ জানা নাহি যায়,—
আদি, অন্ত, স্থিতি তার কে জানে কোথায়?
অবিচল বৈরাগ্যের কুঠার মারিয়া,
বদ্ধমূল এ অশ্বত্থে ছেদন করিয়া, ৩
মূলস্থিত সেই বস্তু কর অন্বেষণ,
জনম হবে না আর লভিলে যে ধন!
যে আদি পুরুষ হ'তে নিঃসৃত সংসার,
একান্ত নির্ভর করি উপরে তাঁহার,
ভক্তিযোগে অন্বেষণ করিবে সে ধন—
দেবতা-বাঞ্ছিত মোক্ষ অমূল্য রতন! ৪

আত্মনিষ্ঠ যাঁরা—মোহ অহঙ্কার নাই,
ইন্দ্রিয়-আসক্তিশূন্য নিষ্কাম সদাই,
সুখ দুঃখাতীত সদা যাঁদের হৃদয়,
তাঁহারা সে নিত্য পদ পান, ধনঞ্জয়! ৫
যে পদ লভিয়া, পার্থ, মহা-যোগিগণ
না করেন এ সংসারে পুনঃ আগমন,—
পাবক শশাঙ্ক সূর্য্য প্রকাশিতে নারে,
সে মম পরম ধাম ভবার্ণব-পারে। ৬

সতত সংসারী রূপে বিদিত ভুবন,
জীবরূপী আমার এ অংশ সনাতন,
করিতে সংসার ভোগ আকর্ষণ করে
প্রকৃতি মধ্যস্থ মন, ইন্দ্রিয়-নিকরে। ৭
দেহস্বামী জীবরূপী ঈশ্বর যখন
কর্ম্মবশে দেহান্তরে করেন গমন,
পূর্ব্বের ইন্দ্রিয় যান করিয়া হরণ,
হরে যথা ফুলগন্ধ মন্দ সমীরণ। ৮
চক্ষু, কর্ণ, নাসা, চর্ম্ম চিত্ত অধিকার
করিয়া বিষয় ভুঞ্জে আত্মা পুনর্ব্বার। ৯
দেহান্তর-গামী কিংবা দেহে অবস্থিত,—
ভোগে মত্ত আত্মা কিংবা গুণেতে মিলিত,
দেখিতে না পায় তাঁয় মূঢ়মতি জন—
অন্তর্লক্ষ্যে দিব্য চক্ষে দেখে জ্ঞানিগণ। ১০
যাঁহারা সংযত-চিত, ধ্যান-সমাহিত,
তাঁহারা দেখেন আত্মা দেহে অবস্থিত—
আত্মার সাধন হীন মন্দমতিগণ
বহু শাস্ত্র পড়িয়াও না পায় দর্শন। ১১
অর্জ্জুন যে সূর্য্য-তেজে বিশ্বের বিকাশ,
করেন যে তেজ শশী আকাশে প্রকাশ,
যে তেজ দেখান অগ্নি বসুন্ধরা ময়,
সকলি আমার তেজ—তারা কিছু নয়। ১২
চরাচর বিশ্বমাঝে থাকি অনুক্ষণ,
সর্ব্ব ভূতে করি আমি বলেতে ধারণ,

রসময় সুধাকর হইয়া গগনে
বাঁচাই ধরার শস্য সুধা বরষণে। ১৩
জীবদেহে জঠরাগ্নি রূপে প্রবেশিয়া,
প্রাণ আর অপানের বায়ুতে মিলিয়া,
পরিপাক করি আমি প্রাণীর আহার,
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয়—খাদ্য যে প্রকার। ১৪
প্রবেশিয়া সমুদায় প্রাণীর হৃদয়ে,
হে অর্জ্জুন, আছি আমি অন্তর্যামী হ'য়ে;
অতীতের স্মৃতি, ভাবি- জ্ঞানের উদয়,
আমা হ'তে হয়, পুনঃ আমা হ'তে লয়;
আমিই সকল বেদে জ্ঞাতব্য কেবল,
বেদকর্ত্তা, বেদবেত্তা, আমিই সকল। ১৫
দুইটি পুরুষ আছে—শুন সে কেমন,
ক্ষর ও অক্ষর নামে, জানে জ্ঞানিগণ;
স্থাবর জঙ্গম যত সর্ব্ব ভূত ক্ষর,
কূটস্থ চৈতন্য যিনি, তিনিই অক্ষর। ১৬
ক্ষর ও অক্ষর ভিন্ন, হে কুরুনন্দন,
উত্তম পুরুষ আছে অন্য এক জন,
পরমাত্মা তাঁর নাম—যিনি নির্ব্বিকার,
করেন ত্রিলোকে পশি, পালন সংসার। ১৭
ক্ষরের অতীত আমি আত্মা সুনির্ম্মল,
আমিই অক্ষর হ'তে উত্তম কেবল,
তাই সে 'পুরুষোত্তম' পাইয়াছি নাম,
লোকে বেদে সুবিখ্যাত, শুন গুণধাম। ১৮

সংসারের মোহবন্ধ কাটি দিব্য জ্ঞানে,
আমায় পুরুষোত্তম বলিয়া যে জানে,
সকলি সে জানে পার্থ—সার্থক জীবন!
আমায় সর্ব্বতোভাবে করে সে ভজন। ১৯
অতি গোপনীয় এই শাস্ত্র সুনির্ম্মল,
সংক্ষেপে তোমায় আমি কহিনু কেবল;
অর্জ্জুন, যে কোন জন, জীবনে তাহার,
এ তত্ত্বের মর্ম্ম যদি পায় এক বার,
দিব্য জ্ঞানে জ্ঞানী হয়, চরিতার্থ মন!
কৃতার্থ হইয়া যায়—সার্থক জীবন! ২০

ষোড়শ অধ্যায়।

দৈবাসুর-সম্পদ-বিভাগ যোগ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—

ভয় শূন্য জ্ঞান আর চিত্ত-প্রসন্নতা,
আত্মনিষ্ঠা, যজ্ঞ, দান, তপঃ, সত্য, আত্মধ্যান
সংযম, অহিংসা, লজ্জা, শান্তি, সরলতা,
অদ্রোহ, অক্রোধ, ত্যাগ, ক্ষমাশীল ভাব,
পরনিন্দা-পরিহার, বিশুদ্ধ স্বভাব,
অভিমান অহঙ্কার এ দুটি বর্জ্জন,
দয়া আর তেজ ধৈর্য্য, অলোভ, চিত্তের স্থৈর্য
এ সকল ভাব দেব-ভাবের লক্ষণ।

দেবভাব অভিমুখে জন্ম হয় যাঁর,
সব্যসাচী, এ সকল লক্ষণ তাঁহার। ১—৩
ধর্ম্ম-আড়ম্বর, দর্প—শুন মহাবল,
অভিমান নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ আর অজ্ঞানতা,
অসুর-ভাবের এই লক্ষণ সকল।
অসুরত্ব অভিমুখে জন্ম যার হয়,
এ সব লক্ষণ তার হইবে উদয়। ৪
দেবভাবে মানবের মোক্ষ লাভ হয়।
অসুর-ভাবেতে আর, সংসার-বন্ধন সার;
তাই বলি শোক ত্যাগ কর ধনঞ্জয়—
দেবভাব অভিমুখে জনম তোমার,
দুঃখের কারণ তব কিবা আছে আর? ৫
দেব আর অসুরের এই দুই ভাব,
শুন ওহে মতিমান, এ সংসারে বর্ত্তমান,
এই দুই দিকে ধায় প্রাণীর স্বভাব।
দেব ভাব সবিশেষ করেছ শ্রবণ,
অসুর ভাবের কথা শুন হে এখন। ৬
অসুর-প্রকৃতি নিয়া জনম যাদের,
প্রবৃত্তি কিরূপ হয়, নিবৃত্তি বা কারে কয়,
এ সকল বোধ পার্থ, না হয় তাদের।
তাই তারা শুদ্ধিহীন সদাচার হারা,
সত্য কি কথনও নাহি জানে তারা। ৭
কহে তারা—সত্য হীন এ ভব মণ্ডল,
নাহি কিছু পাপপুণ্য, সংসার ঈশ্বর শূন্য,

আপনা আপনি হয় উৎপত্তি সকল।
সৃষ্টির কারণ তারা এই জানে সার—
স্ত্রীপুরুষ-কামনায় বাড়িছে সংসার। ৮
পার্থ, এই অল্পবুদ্ধি লোক সমুদয়
এই রূপ দৃষ্টি ধরি, হৃদয় মলিন করি,
জীবের অনিষ্ট-কারী উগ্রকর্ম্মা হয়।
হেন রূপে জগতের ক্ষয়ের কারণ
করে তারা এ সংসারে জনম গ্রহণ। ৯
অপূরণ কামনায় তারা, কুরুনিধি,
মহাদর্প অভিমানে, গর্ব্ব করি ভাবে মনে—
এই মন্ত্র সিদ্ধ করি পাব মহানিধি।
তাহারা অশুচি ব্রত করি দুরাশায়,
অকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, কহিনু তোমায়। ১০
যাবৎ না তাহাদের ছাড়ি যায় প্রাণ,—
অনন্ত চিন্তার বশে, সুখভোগ অভিলাষে,
কামভোগ সংসারের সার করি জ্ঞান,
শত আশা-পাশে বদ্ধ, কাম-ক্রোধে মাতি,
ছলে বলে অর্থলাভে মত্ত দিবা-রাতি। ১১, ১
ভাবে তারা নিশি-দিন, উন্মাদ যেমন,—
অদ্য এই লাভ ভবে, কল্য আশা পূর্ণ হবে,
অদ্য এই আছে, কল্য হবে এই ধন! ১৩
এই শত্রু নাশিয়াছি! বধিব অপর!
আমি ভোগী, সিদ্ধ, সুখী, আমিই ঈশ্বর!
আমার সমান বিশ্বে কেবা আছে আর?—

আমি এত বলবান্! আমি কত ধনবান্!
সর্ব্বাপেক্ষা ভাল যজ্ঞ করিব এবার!
হয়েছি কুলীন আমি! বিতরিব দান!
হর্ষ হবে, সবে মোর গাবে গুণগান!—
মুগ্ধ হ'য়ে অজ্ঞানের মৃগতৃষ্ণিকায়
করিয়া চঞ্চল চিত নানা দিকে প্রধাবিত,
ভোগে মত্ত হয় তারা, জড়িত মায়ায়।
অশুচি নরকগামী হয় তারা সবে,
এই রূপে অধোগতি পায় এই ভবে। ১৫, ১৬
নিজে নিজে পূজ্য হয়, নম্রতা না জানে,
ধন মান গর্ব্বে মাতি, করি তারা দর্প অতি,
শ্রদ্ধাহীন নামমাত্র যজ্ঞ অনুষ্ঠানে,
লোক দেখাইয়া করে অবিধি ভজন,
বাহ্য পূজা করে মাত্র যশের কারণ। ১৭
অহঙ্কার বল দর্প কাম ক্রোধে মাতি,
আমি যে তাদের দেহে, আমিই অপর দেহে—
না জানিয়া হিংসা মোরে করে দিবা রাতি।
না বুঝি সাধুর তত্ত্ব, অহঙ্কার ভরে
পবিত্র সাধুর গুণে দোষারোপ করে। ১৮
হিংসাকারী ক্রূর সেই নরাধম নরে
করি জ্ঞান-ধর্ম্মহীন, দেই আমি অনুদিন
অর্জ্জুন, অসুর-জন্ম অনিত্য সংসারে। ১৯
জন্মে জন্মে মূঢ়গণ না পায় আমায়—
লভিয়া অসুর-জন্ম অধোগতি পায়।

কাম ক্রোধ লোভ তিন—নরকের দ্বার,
ইহারা, গাণ্ডীবধারী, আত্মজ্ঞান-নাশকারী,
তাই তুমি এই তিনে কর পরিহার। ২১
এই তিন দ্বারে যিনি পান পরিত্রাণ,
নিজ হিত সাধি শেষে বিষ্ণুপদ পান। ২২
শাস্ত্রবিধি ছাড়ি যেই স্বেচ্ছাচারী হয়,
কার্য্যসিদ্ধি নাহি তার, শান্তি কোথা পাবে আর?
পায় না পরম পদ চির-শান্তিময়! ২৩
কিবা কার্য্য, কি অকার্য্য—তার ব্যবস্থায়
শাস্ত্রই প্রমাণ তব, কহিনু তোমায়।
শুন হে কৌরব-রবি, তাই শাস্ত্র মানি,
থাকিয়া কর্ম্মাধিকারে, কর্ম্ম কর এ সংসারে,
শাস্ত্রের বিধান কর্ম্ম ভালরূপে জানি।
শাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ সৎগুরু-সন্নিধানে
কার্য্যাকার্য্য জানি কর্ম্ম কর মন প্রাণে। ২৪

সপ্তদশ অধ্যায়।

শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ যোগ।

অর্জ্জুন কহিলেন,—

১

লঙ্ঘিয়া শাস্ত্রের বিধি, কেবল শ্রদ্ধায়
যেবা করে অর্চ্চনাদি, কিবা ভাব তার?—

সত্ত্ব, রজঃ, কিবা তমঃ, কহিয়া আমার ভ্রম,
ঘুচাও পুরুষোত্তম, কৃপাতে তোমার। ১

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—

পূর্ব্বের সংস্কার বশে, মানবের শ্রদ্ধা আসে,
স্বাভাবিক সেই শ্রদ্ধা এ তিন প্রকার—
সাত্ত্বিক—শ্রদ্ধার সার, রাজস তামস আর ;
সবিশেষ শুন তাহা কুন্তীর কুমার। ২
সংস্কার যেমন যার, শ্রদ্ধাও তেমন তার,
পরম পুরুষ হন নিত্য শ্রদ্ধাময়,
যে যেমন ভক্তিমান— সে পুরুষে শ্রদ্ধাবান্,
তার প্রতি সে পুরুষ তেমনি সদয়। ৩
সাত্ত্বিক স্বভাব যার, দেব আরাধনা তার,
রাজসিক গণ পূজে যক্ষরক্ষ গণে ;
তামসিক শ্রদ্ধা নিয়া, ভূত প্রেত পূজা দিয়া,
উল্লাসে প্রফুল্ল হিয়া, নাচে মূঢ় জনে। ৪
অভিলাষ অহরহঃ, আসক্তি আগ্রহ সহ,
দম্ভ অহঙ্কারে হ'য়ে জ্ঞান বুদ্ধি হারা,
শরীরস্থ ভূতগণে, আমাকেও তার সনে
ক্লেশ দানে অশাস্ত্রীয় তপঃ করে যারা,—
অবিহিত ঘোরতর তপস্যায় কলেবর
ক্লেশে প্রায় জর জর করে যারা সবে,
অতি ক্রূরকর্ম্মা তারা— শাস্ত্র উপদেশ হারা,
ধর্ম্ম পথে ধৈর্য্যহীন স্বেচ্ছাচারী ভবে। ৫, ৬

অতি প্রিয় যে আহার, শুন বিবরণ তার,
ত্রিবিধ আহার ভবে হয়েছে সৃজন;
যজ্ঞ তপঃ দান আর, তাহাও তিন প্রকার,
এ সকল ভেদ পার্থ করহ শ্রবণ। ৭
আয়ুঃ, সত্ত্বগুণ আর আরোগ্য, বল সঞ্চার,
প্রীতি সুখ বৃদ্ধি যাতে, রস আছে যার,
স্নেহযুত তৃপ্তিময়, সার যার স্থায়ী হয়,
সাত্ত্বিকের অতি প্রিয় এরূপ আহার। ৮
অতি কটু অম্লময়, উষ্ণ তিক্ত অতিশয়,
লবণাক্ত, রুক্ষ, দাহ-দুঃখ যুত যাহা,
মনস্তাপ ফল যার, রোগপ্রদ যে আহার,
রাজসিক গণ, পার্থ, ভাল বাসে তাহা। ৯
শীতল নীরস বাসি, দুর্গন্ধ উচ্ছিষ্ট রাশি,
দেব-স্থানে নিবেদনে দিতে যাহা নাই,
অখাদ্য আহার যত, বাসি পচা নানা মত,
তামসিক গণ বড় ভালবাসে তাই। ১০
ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য জন, কেবল কর্ত্তব্যে মন,
পরমাত্মাতেই চিত্ত করিয়া নিশ্চল,
যেই যজ্ঞ বিধিমতে করেন একাগ্র চিত্তে,
সেই ত সাত্ত্বিক যজ্ঞ জানিবে কেবল। ১১
কর্ম্ম-ফল-আশা ভরে মহত্ত্ব-প্রচার তরে
যে যজ্ঞের আরম্ভ সে যজ্ঞ রাজসিক; ১২
বিধি মন্ত্র শ্রদ্ধা আর দক্ষিণাও নাই যার,
অন্ন-দানহীন যজ্ঞ হয় তামসিক। ১৩

দেব দ্বিজ গুরু জ্ঞানী সবে পূজনীয় জানি,
তাদের অর্চ্চনা আর শৌচ সরলতা,
ব্রহ্মচর্য্য আচরণ, পরহিংসা বিবর্জ্জন,
শরীর-তপস্যা এই জানিবে সর্ব্বথা। ১৪
বাক্য অনুদ্বেগ-কর, সত্য, প্রিয়, হিতপর,
বেদাভ্যাস,—বাক্যময় তপস্যা এ সব, ১৫
প্রসন্নতা অক্রূরতা' ভাবশুদ্ধি নীরবতা,
ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ,—এই মানসিক তপ। ১৬
কর্ম্মফল-আশা নাই, যোগযুক্ত সর্ব্বদাই,
এমন মানব গণ পরম শ্রদ্ধায়,
এ তিন তপস্যা করে, কায়মনো-বাক্য পরে,
সাত্ত্বিক তপস্যা সেই, কহিনু তোমায়। ১৭
"সাধু সম ব্যবহারে, শ্রদ্ধায় সেবিবে মোরে,
সকলে কহিবে—হেন সাধু আর নাই,
পূজিবে চরণ ধার"— এই আশা মনে করি,
দম্ভ ভরে যে তপস্যা, রাজসিক তাই। ১৮
স্বার্থসিদ্ধি অভিলাষে, কেবল মূঢ়তা বশে,
অন্যের অনিষ্ট যার ভাব মানসিক,—
পরের নিধন স্মরি, কিংবা আত্মপীড়া করি
অজ্ঞানীর তপস্যা, সে তপঃ তামসিক। ১৯
পাইতে প্রত্যুপকার, প্রত্যাশা নাহিক আর
'দাতব্য' জানিয়া সার, যে দান হইবে,
দেশ কাল পাত্র দেখি, কর্ত্তব্যেতে মন রাখি,—
সর্ব্বোত্তম সেই দান সাত্ত্বিক জানিবে। ২০

পাইবারে উপকার, ফলের উদ্দেশে আর,
ক্লেশে দান করা—সেই দান রাজসিক ; ২১
না করি সুব্যবহার, আরো করি তিরস্কার,
অপাত্রে অদেশ-কালে দান তামসিক। ২২
"ওম্ তৎ সৎ' এই তিন রূপ শব্দতেই,
ব্রহ্মের নির্দ্দেশ হয়, শাস্ত্রের প্রমাণ,
শুন পার্থ, পুরাকালে, এই তিন শব্দ-বলে,
হয়েছে ব্রাহ্মণ বেদ যজ্ঞের বিধান। ২৩
তাই 'ওম্' উচ্চারণ, করি ব্রহ্মবাদি গণ
বিধিমতে করে যজ্ঞ তপঃ ক্রিয়া দান ; ২৪
নিষ্কাম মোক্ষার্থি গণে, 'তৎ' শব্দ উচ্চারণে
করে তপঃ ক্রিয়া দান যজ্ঞ সমাধান। ২৫
পুত্রাদির জন্মোৎসবে, সাধু কর্ম্ম হয় যবে,
মাঙ্গলিক কার্য্যে 'সৎ শব্দ ব্যবহার, ২৬
যজ্ঞ দান তপোধর্ম্ম, তার তরে যে যে কর্ম্ম,
সে সবেও 'সৎ' বলে, কুন্তীর কুমার। ২৭
অশ্রদ্ধায় তপস্যায়, হোম দান যাহা হয়,—
শ্রদ্ধাহীন যাহা কিছু "অসৎ" সকল,
কিবা তাতে ইহলোকে, কিবা হবে পরলোকে,
শ্রদ্ধা না থাকিলে পার্থ, সকলি বিফল। ২৮

ইতি শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ যোগ নামক সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

মোক্ষ যোগ।

অর্জ্জুন কহিলেন,—

মহাবাহো নারায়ণ, কৃষ্ণ, কেশিনিসূদন,
দাসের এখন এই মিনতি তোমায়,
সন্ন্যাস কাহাকে বলে, ত্যাগ হয় কিবা হ'লে,
পৃথক্ পৃথক্ করি কহ তা আমায়। ১

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—

স্বর্গাদি সুখের তরে, যে যে কর্ম্ম করে নরে,
কাম্য কর্ম্ম কহে তারে, শুন ধনঞ্জয়;
কাম্য কর্ম্ম ত্যাগ হ'লে, 'সন্ন্যাস' তাহাকে বলে,
পণ্ডিতেরা এই রূপ জানেন নিশ্চয়;
নাহি হবে কর্ম্মত্যাগ হবে কর্ম্মফল ত্যাগ,
আত্মজ্ঞানি গণ বলে 'ত্যাগ' তার নাম;
কর্ম্মফলে দৃষ্টি নাই কর্ম্ম করে সর্ব্বদাই—
ত্যাগের যথার্থ অর্থ শুন গুণধাম। ২
সাংখ্য নামে পণ্ডিতেরা, কর্ম্মে দোষ বলে তারা,
সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ সাংখ্যগণ করে;
মীমাংসক ঋষি যারা, তিন কর্ম্ম করে তারা—
যজ্ঞ দান তপস্যায় দোষ নাহি ধরে। ৩
ত্যাগ তিন রূপ আছে, কহি তা তোমার কাছে—
যজ্ঞ দান তপে চিত্ত-শুদ্ধি করে সদা,

এই তিন ত্যজ্য নয়, কিন্তু তাহে ধনঞ্জয়,
আসক্তি ফলের আশা ত্যজিবে সর্ব্বথা। ৪-৬
সিদ্ধ ভাবি আপনারে, নিত্যকর্ম্ম ত্যাগ করে
মোহ ভরে, সেই ত্যাগ জানিবে তামস ; ৭
ক্লেশ ভয়ে দুঃখভরে, যেবা কর্ম্ম ত্যাগ করে,
ত্যাগ-ফল নাহি পায়—সে ত্যাগ রাজস। ৮
কেবল কর্ত্তব্য জ্ঞানে নিত্য কর্ম্ম অনুষ্ঠানে
আসক্তি ও ফলত্যাগ, সাত্ত্বিক সে হয় ; ৯
সত্ত্বশালী স্থিরমন, নিঃসংশয় ত্যাগী জন,
দুঃখে দ্বেষ, সুখে প্রীতি করে না নিশ্চয়। ১০
সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যজিবারে, দেহধারী কেহ নারে,
কর্ম্ম বিনা এ সংসারে থাকা নাহি যায় ;
কর্ম্মফলে বাঞ্ছা নাই, কিন্তু কর্ম্ম করা চাই—
ফলত্যাগী হইলেই ত্যাগী বলে তায়। ১১
ভাল কিংবা মন্দ ফল, ভালমন্দ-মিশ্র ফল—
তিন রূপ ফল এই, পরলোকে হয়,
কাম্য কর্ম্ম করে যেই, তিন ফল ভোগে সেই
ত্যাগী জন কোন ফল ভোগে না নিশ্চয়। ১২
সর্ব্ব কর্ম্ম সাধনার্থ, বেদান্তে কথিত পার্থ,
পাঁচটি কারণ এই—কর তা শ্রবণ, ১৩
শরীর, ইন্দ্রিয় আর, নানা চেষ্টা, অহঙ্কার,
আর দৈব, ভাল মন্দ কর্ম্মের কারণ। ১৪, ১৫
কর্ম্মের কারণ এই, তথাপিও ভাবে যেই
"আত্মাই কেবল কর্ত্তা—আসক্ত ধরায়"

অমার্জ্জিত বুদ্ধি তায়,— আত্মা নিত্য নির্ব্বিকার
সম্যক সে মন্দমতি দেখিতে না পায়। ১৬
"আমি কর্ত্তা"-বোধ নাই, নির্লিপ্ত যে সর্ব্বদাই,
সে যদি সকল লোক হত্যাকারী হয়,
তথাপি না করে হত্যা, তারে দোষী করা মিথ্যা,
সে যে ভাল মন্দ হীন—কর্ম্মে বদ্ধ নয়। ১৭
'জানা' যাকে বলা যায়, আর 'যাহা জানা যায়',
'যেবা জানে'—এই তিন জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা ;
সর্ব্ব কর্ম্মে এই তিন হইয়াছে চির দিন
কর্ম্ম-প্রবৃত্তির হেতু মনোবৃত্তি-দাতা ,
যাহা দ্বারা কর্ম্ম হয়, 'করণ' তাহাকে কয়,
চক্ষু কর্ণ নাসা চর্ম্ম—এ সব করণ,
অভীষ্ট যে 'কর্ম্ম' আর "কর্ম্ম-কর্ত্তা" নাম যার,
এ তিন আশ্রয়ে হয় কর্ম্ম সম্পাদন। ১৮
জ্ঞান, কর্ম্ম, কর্ত্তা আর, সকলি তিন প্রকার,
এ সব ভিন্নতা মাত্র গুণ ভেদে হয়,
সাত্ত্বিক বা রাজসিক, কিংবা হয় তামসিক,
সাংখ্য শাস্ত্রে উক্ত এই, শুন ধনঞ্জয়। ১৯
সুবিভক্ত ভূত সবে, অবিভক্ত এক ভাবে,
যে জ্ঞানে দেখায় পার্থ, সে জ্ঞান সাত্ত্বিক , ২০
সর্ব্ব ভূতে ভিন্ন ভাব, পৃথক্ পৃথক্ সব,
যে জ্ঞানে দেখায়, সেই জ্ঞান রাজসিক। ২১
এক মাত্র কর্ম্ম নিয়া, তাহে পূর্ণাসক্তি দিয়া,
'এ দেহই আত্মা আর মূর্ত্তিই ঈশ্বর'—

এ বোধ যাহাতে হয়, জানিবে হে ধনঞ্জয়,
সে জ্ঞান তামস জ্ঞান, অকিঞ্চিৎকর। ২২
নিষ্কামীর সুবিহিত রাগ দ্বেষে নহে কৃত,
আসক্তি শূন্য যে কর্ম্ম সে কর্ম্ম সাত্ত্বিক ; ২৩
ফলাকাঙ্ক্ষা অহঙ্কারে, বহু চেষ্টা করি করে,
এমন যে কর্ম্ম, সেই কর্ম্ম রাজসিক। ২৪
ক্ষয়ে কি বন্ধন রবে, কিংবা ক্ষয় হিংসা হবে,
না দেখি—হইয়া মাত্র মোহ-পরবশ,
পরিণাম না ভাবিয়া নিজ শক্তি না দেখিয়া,
যে কর্ম্ম আরম্ভ হয় সে কর্ম্ম তামস , ২৫
আসক্তি বা অহঙ্কার, কিছু মাত্র নাই যাঁর
ধীরতা-উৎসাহ যুক্ত সর্ব্বদা যে জন,
কর্ম্ম-সিদ্ধি অসিদ্ধিতে, না হয় বিকার চিতে,
তিনিই সাত্ত্বিক কর্ত্তা শাস্ত্রের বচন। ২৬
সুখী দুঃখী লাভালাভে, কর্ম্মফল-আশা রবে,
বিষয়ী, অশুচী হিংস্র কর্ত্তা রাজসিক ; ২৭
পর-অপমানকারী শুদ্ধ মূঢ় শঠাচারী,
বিষাদিত দীর্ঘসূত্রী কর্ত্তা তামসিক। ২৮
তিন রূপ ভেদ তার, 'বুদ্ধি' আর 'ধারণার,'
সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই, গুণ ভেদে হয়,
পৃথক্ পৃথক্ ধরি, কহি তা বিশেষ করি,
মনোযোগ সহ তুমি শুন ধনঞ্জয়। ২৯
কিসে বা প্রবৃত্তি হবে কোথা বা নিবৃত্তি পাবে,
কার্য্যাকার্য্য ভয়াভয় যাহে জানা যায়,

বন্ধ মোক্ষ ভালমতে, জানা যায় যে বুদ্ধিতে,
সে বুদ্ধি সাত্ত্বিক, পার্থ কহিনু তোমায়। ৩০
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি মানে, কার্য্যাকার্য্য নাহি জানে,
এমন যে বুদ্ধি সেই বুদ্ধি রাজসিক; ৩১
অধর্ম্মকে বলে হিত, সর্ব্ব অর্থ বিপরীত,
তমোগুণাচ্ছন্ন হেন বুদ্ধি তামসিক। ৩২
যে 'ধারণা' সুকৌশলে একাগ্র যোগের বলে,
সাম্য করে মন প্রাণ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া,—
সেই যে ধারণা হয়, স্থির চিত্তে ধনঞ্জয়,
তাহাই জানিবে তুমি সাত্ত্বিক বলিয়া। ৩৩
না জানি মোক্ষের নাম, শুধু "ধর্ম্ম অর্থ কাম,"
যে ধারণা বশে নর করিছে ধারণ—
পুণ্য ধন সুখ আশে, কর্ম্মফল ভালবাসে,
সে ধারণা রাজসিক, পাণ্ডুর নন্দন। ৩৪
যে ধারণা হৃদে ধরি জ্ঞানহীন নরনারী
নিদ্রাভয় শোক-দুঃখ ছাড়ে না সংসারে,
সর্ব্বদাই অহঙ্কার, নাহি ঘুচে দুঃখভার,—
সে ধারণা তামসিক, কহিনু তোমারে। ৩৫
কহি এবে শুন পার্থ, সুখের ত্রিবিধ তত্ত্ব,—
সদ্‌গুরুর উপদেশে অভ্যাসে কেবল,
যে সুখে আনন্দ হয়, একান্ত দুঃখের লয়,
বচন-অতীত সেই সুখ নিরমল—
আগে যা গরল সম, শেষে যা অমৃতোপম,
আত্মবুদ্ধি-প্রসন্নতা যাহাতে উদয়,

সাধনে অনন্ত দুঃখ, সিদ্ধিতে অনন্ত সুখ,
শাস্ত্রে বলে সেই সুখ সাত্ত্বিক নিশ্চয়। ৩৬,৩৭
বিষয়-ইন্দ্রিয় যোগে, সংসারের সুখভোগে,
আগে লাগে সুধাসম, শেষে আসে বিষ,
রাজসিক সুখ তাহা— হায়রে লভিতে যাহা
লালায়িত নরনারী ভবে অহর্নিশ! ৩৮
প্রথমেও যেই রূপ, পরিণামে সেই রূপ—
সততই হৃদয়ের মোহকর যাহা,
নিদ্রা আর আলস্যেতে, মায়ামোহ প্রমাদেতে,
যে সুখ উদয় পার্থ, তামসিক তাহা। ৩৯
প্রকৃতি-সম্ভূত এই, ত্রিগুণ কহিনু যেই,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে ইহা হ'তে মুক্তি নাহি হয়,
দেব বা মানব যাঁরা, গুণ ছাড়া নহে তাঁরা,
গুণে লিপ্ত নরনারী—দেবদেবী নয়। ৪০
ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের, বৈশ্য আর শূদ্রদের,
কর্ম্মের বিভাগ আছে স্বভাবানুসারে,
পূর্ব্বজন্ম-কর্ম্মবশে, এ জন্মে সংস্কার আসে,
সেই গুণে চারি বর্ণ বিভক্ত সংসারে। ৪১
শম দম আস্তিকতা, শৌচ ক্ষমা সরলতা,
জ্ঞান তপঃ ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক ধর্ম্ম ; ৪২
সুদক্ষতা তেজঃ শৌর্য্য, সমরে দৃঢ়তা, ধৈর্য্য,
ঐশ্বর্য্য-পালন, দান—ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম। ৪৩
গোরক্ষা বাণিজ্য কৃষি, করে বৈশ্য ভালবাসি,
পরিচর্য্যা শূদ্রকার্য্য—স্বভাবে বিভাগ ; ৪৪

স্বকর্ম্মেতে নিষ্ঠাবান্ মনুষ্যই সিদ্ধি পান,—
কি প্রকারে শুন কহি, পার্থ মহাভাগ। ৪৫
সর্ব্ব চেষ্টা যাঁহা হ'তে, এই বিশ্বব্যাপ্ত যাঁতে,
স্বকর্ম্মে সাধিলে তাঁরে সিদ্ধি লাভ হয়; ৪৬
পূর্ণ পর-ধর্ম্ম হ'তে, অঙ্গহীন স্বধর্ম্মেতে,
শ্রেয়োলাভ;—স্বকর্ম্মেতে নাহি পাপ ভয়। ৪৭
স্বভাবজ কর্ম্ম যেই, সহজ স্বধর্ম্ম সেই,
দোষযুত কুন্তীসুত, যদি তাহা হয়,
ত্যজ্য নয় তথাপি তা ধূমাবৃত বহ্নি যথা,
সর্ব্ব কর্ম্ম দোষাবৃত সংসারে নিশ্চয়। ৪৮
সকল বিষয়ে যার, আসক্তি নাহিক আর,
আত্মজয়ী স্পৃহাশূন্য হন যেই জন,
কর্ম্মফলে আশা নাই, সন্ন্যাস-সাধনে তাই,
পরমা নিষ্কর্ম্ম-সিদ্ধি তিনি প্রাপ্ত হন। ৪৯
সিদ্ধিপ্রাপ্ত সাধু জন, যাতে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন,
জ্ঞানের চরম যাহা, সংক্ষেপে তা বলি—৫০
শুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত ধীর, আত্মাকে করিয়া স্থির,
শব্দাদি বা রাগ দ্বেষ সমুদায় ভুলি,
নির্জ্জন স্থানেতে রন, পরিমিত ভোজী হন,
কায়-মনোবাক্যে সদা সংযম করিয়া,
ধ্যানযোগ-পরায়ণ, বৈরাগ্যে আশ্রয় লন,
অহঙ্কার বল দর্প ক্রোধাদি ছাড়িয়া,
কোনও বিষয় ধনে, না করি গ্রহণ মনে,
'আমার, আমার' এই বোধ পরিহরি,

শুদ্ধ শান্ত সাধু জন, প্রাপ্ত হন ব্রহ্মধন,
সততই ব্রহ্মভাবে অবস্থান করি। ৫১-৫৩
পরব্রহ্মে স্থিতি আর, সুপ্রসন্ন মন যার,
বিনষ্ট বস্তুর তরে ক্ষুণ্ণ নাহি হন ;
আকাঙ্ক্ষা নাহিক চিতে, সমভাব সর্ব্বভূতে—
আমার যে পরা ভক্তি, লভেন সে জন। ৫৪
যেরূপ বা যাহা আমি, ভক্তিতে যথার্থ জানি,
আমাতে প্রবেশ লাভ পরে হয় তাঁর ; ৫৫
সদা সর্ব্ব কর্ম্মে থাকি, আমাতেই দৃষ্টি রাখি,
প্রাপ্ত হন নিত্যপদ প্রসাদে আমার। ৫৬
আমাতেই মনে মনে, সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণে,
"আমাভিন্ন গতি নাই" এই মনে গণি,
বুদ্ধি-যোগাশ্রয় করি, সতত আমায় স্মরি,
আমাতেই চিত্ত রাখ বীর চূড়ামণি। ৫৭
আমাতে রাখিলে চিত্ত, সর্ব্বদুঃখ হবে অন্ত,
তরিবে সংসার-দুর্গে প্রসাদে আমার ;
যদি অহঙ্কার কর, মম বাক্য নাহি ধর,
বিনষ্ট হইবে তবে, কুন্তীর কুমার। ৫৮
"আমার আমার" স্মরি,— অহঙ্কার মনে করি,
"আমি যুদ্ধ করিব না" ভাবিছ যা মনে,
মিথ্যা তাহা!—বল করি, প্রকৃতি তোমায় ধরি,
প্রবৃত্ত করাবে পার্থ এই মহা রণে। ৫৯
পূর্ব্বজন্ম সংস্কারে, বদ্ধ তুমি এ সংসারে,
স্বভাবজ স্বীয় কর্ম্মে বদ্ধ আছ তুমি,—

অবশে, প্রকৃতি-বশে, তুমিই করিবে শেষে,
মোহবশে ভাবিছ যা 'করিব না আমি'। ৬০
যত জীব ভবে আছে, দেহ-যন্ত্রে উঠিয়াছে,
ঈশ্বর মায়ার সূত্রে সেই জীবগণে,
সূত্রধর সম কিবা, ঘুরান রজনী দিবা,
অন্তরে অন্তরে নিজে থাকি সংগোপনে। ৬১
ভারত, সর্ব্বতোভাবে, সুখে দুঃখে এই ভবে,
তাঁহারি শরণ লও, তিনি মাত্র সার ;
তাঁহার প্রসাদে তবে, নিত্যধাম প্রাপ্ত হবে,
পাইবে পরমা শান্তি, কুন্তীর কুমার। ৬২
এই মহাজ্ঞান ভবে, তোমায় কহিনু এবে,
গোপনীয় হইতেও গোপনীয় অতি,
সংগোপনে হৃদে রাখ— বিশেষ বুঝিয়া দেখ,
পরে যাহা ইচ্ছা হয়, কর তা সুমতি। ৬৩
সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম, পরম বচন মম,
মনোযোগ সহ পুনঃ শুন পাণ্ডুসুত,—
তোমা সম প্রিয় নাই, হিত কথা কহি তাই,
ভালবাসি বলিয়াই কহিতেছি এত। ৬৪
আমাতেই প্রাণ মন, কর তুমি সমর্পণ,
আমারই ভক্ত হও সর্ব্ব তেয়াগিয়া,
আমার অর্চনা আর, আমাকেই নমস্কার
বারংবার কর চিত্ত একান্ত করিয়া ;
অর্জ্জুন, নিশ্চয় তবে, আমাকেই প্রাপ্ত হবে,
সত্যই প্রতিজ্ঞা করি কহিতেছি আমি ;

কেন এ প্রতিজ্ঞা করি, জান কি কিরীট-ধারী ?—
জগতে আমার পার্থ, বড় প্রিয় তুমি ! ৬৫
সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিহরি, কেবল আমাকে ধরি,
একান্ত অন্তরে লও আমার শরণ,
সর্ব্বপাপে পরিত্রাণ, আমিই করিব দান,
আর দুঃখ করিও না, কুন্তীর নন্দন ! ৬৬
অধর্ম্মী অভক্ত আর, গুরু সেবা নাই যার,
বিদ্বেষীকে গীতাতত্ত্ব কভু না কহিবে ; ৬৭
গুহ্যতম জ্ঞান এই, ভক্তকে বুঝায় যেই,
পরাভক্তি-বশে সেই আমায় পাইবে। ৬৮
তা হ'তে অধিক আর, প্রিয়কারী কে আমার ?—
ততোধিক প্রিয়কারী নরকুলে নাই,
মম প্রিয়তর ভবে, আর কেহ নাহি হবে,
সর্ব্বাপেক্ষা তারে আমি ভালবাসি তাই ! ৬৯
যেই জন এই গীতা, আমাদের ধর্ম্ম কথা,
'কৃষ্ণার্জ্জুন-সুসংবাদ' করে অধ্যয়ন,
জ্ঞানযজ্ঞে ভক্তি ভবে, আমারি অর্চ্চনা করে,
মম অভিমত এই পাণ্ডুর নন্দন। ৭০
যে জন হইয়া দীন, শ্রদ্ধাবান্ দ্বেষহীন,
মনোযোগ সহ ইহা করেন শ্রবণ,
পাপে তিনি মুক্তি পান, পুণ্যলোকে সুখে যান,
যে লোকে বিহারী মাত্র পুণ্যকারিগণ। ৭১
কহিলাম যাহা আমি, একাগ্র অন্তরে তুমি
শুনেছ ত সমুদায়, কুন্তীর কুমার ?

অজ্ঞান-আঁধার জাত, মায়া মোহ ছিল যত,
হয়েছে ত এখন তা বিনষ্ট তোমার? ৭২

অর্জ্জুন কহিলেন,--

গিয়াছে আমার মোহ, হইয়াছি নিঃসন্দেহ,
লভিলাম স্মৃতি জ্ঞান তোমার কৃপায়,
তোমার আদেশ মত উঠিলাম, হে অচ্যুত—
এখনি করিব যাহা কহিবে আমায়। ৭৩

সঞ্জয় কহিলেন,—

শরীরে লোমহর্ষণ, হয় শুনি যে বচন,
রাজন্, অপূর্ব্ব এই কথা নিরমল,—
বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের, আর বীর অর্জ্জুনের
এ সংবাদ নিজে আমি শুনেছি সকল। ৭৪

ব্যাসের প্রসাদে মম, দিব্য দৃষ্টি নিরুপম,
তাই এ পরম গুহ্য যোগ-বিবরণ,
স্বয়ং যোগেশ্বর যিনি, সাক্ষাৎ কহিলা তিনি,—
শ্রীকৃষ্ণের মুখে আমি করেছি শ্রবণ। ৭৫

হে রাজন্, পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণার্জ্জুন-কথা হেন
মনে করি মুহুর্মুহুঃ হৃষ্ট হয় মন। ৭৬

কৃষ্ণ-রূপ মনোহর!— মনে করি নরবর,
বিস্ময়-পুলকে পূর্ণ হতেছে জীবন। ৭৭

যেই স্থানে নরবর, সেই কৃষ্ণ যোগেশ্বর,
যেই স্থানে ধনুর্দ্ধর পার্থ গুণাধার,—
রাজলক্ষ্মী-অবস্থিতি, বিজয়, সম্পদ, নীতি,
সকলই সেই স্থানে—বুঝিলাম সার। ৭৮

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সম্পূর্ণা।

গীতা-মাহাত্ম্য ।

ঋষি কহিলেন—

হে সূত, একদা ব্যাস মহা তপোধন
গীতার মাহাত্ম্য-কথা কহিলা যেমন
নারায়ণ-ক্ষেত্রে বসি প্রাচীন সময়,
সেরূপ মাহাত্ম্য আজ শুনাও আমায়। ১

সূত কহিলেন—

ভগবান, এই প্রশ্ন অতীব উত্তম ;
কহিতে সে গুপ্তকথা কে হবে সক্ষম ? ২
সম্যক সে কথা কৃষ্ণ জানেন কেবল,
কিঞ্চিৎ জানেন আর সে গীতার ফল,
ধনঞ্জয়, ব্যাসদেব, ব্যাসের কুমার,
জনক মিথিলাপতি, যাজ্ঞবল্ক্য আর। ৩
অপরে শুনিয়া মাত্র কহেন আভাস,—
ব্যাস মুখে শুনি করি কিঞ্চিৎ প্রকাশ। ৪
ত্রিলোক-বিহারী হরি গোপের নন্দন
বেদশাস্ত্র-কামধেনু করেন দোহন,
পিয়ায় অর্জ্জুন-বৎস—সুধীগণ তায়
গীতামৃত-দুগ্ধপানে অমরত্ব পায়। ৫
ত্রিলোকের উপকার করিবারে যিনি
হইয়া পার্থের রথে সারথি আপনি,
বিতরিলা গীতামৃত, কৃপা-অবতার,
পরমাত্মা সেই কৃষ্ণে করি নমস্কার। ৬

সংসার সাগর ঘোর তরিতে যে চায়,
গীতা-তরি আরোহণে সেই পার পায়। ৭
গীতাভ্যাস্ না করি যে মোক্ষ বাঞ্ছা করে,
বালকেরা উপহাস করে সেই নরে। ৮
মধুময়ী গীতা যাঁরা দিবা বিভাবরী
করেন শ্রবণ পাঠ মনোযোগ করি,
তাঁহারা মানব নহে—দেবতা সকল,
অবনীতে অবতীর্ণ সাধিতে মঙ্গল। ৯
কমল-লোচন কৃষ্ণ কহি গীতা-জ্ঞান,
ধনঞ্জয়ে করিলেন পূর্ণ জ্ঞান দান;
পরম ভক্তির তত্ত্ব রহিয়াছে তায়,
সগুণ নির্গুণ তত্ত্ব নিহিত গীতায়। ১০
ভক্তি আর মুক্তি তত্ত্বে পরিপূর্ণ কায়,
অমৃতের অষ্টাদশ সোপান গীতায়,
সে সোপানে ক্রমে ক্রমে করি আরোহণ,
প্রেম ভক্তি কার্য্যে শুদ্ধ হয় প্রাণ মন। ১১
গীতারূপ নিরমল পবিত্র সলিলে
সাধুগণ সুখে অব—গাহন করিলে,
সংসারের পাপ তাপ দুঃখ দূরে যায়,
প্রফুল্ল কমল-আঁখি কৃষ্ণের কৃপায়।
স্নান করি, করী যথা অঙ্গে ধূলি লয়,
অভক্তের গীতা স্নান সেইরূপ হয়। ১২
যে না জানে গীতা পাঠ, পাঠ না করায়,
দুর্লভ মানব জন্ম বৃথা সে কাটায়! ১৩

নরাধম সেই, গীতা—জ্ঞান নাই যার,
ধিক্ তার দেহে জ্ঞানে কুলে শীলে আর। ১৪
গীতামর্ম্ম যে না জানে সেই নরাধম,
বৃথা তার সচ্চরিত্র বিভব আশ্রম। ১৫
বৃথা তার শুভাদৃষ্ট প্রতিপত্তি আর,
পূজা দান মহত্ত্বে বা কি ফল তাহার? ১৬
গীতায় না হলে মতি সকলি বিফল!
বৃথা গুরু ব্রত নিষ্ঠা তপস্যা সকল! ১৭
কখন গীতার্থ পাঠ হয় নাই যার,
নরাধম তার সম কেবা আছে আর?
গীতায় যে জ্ঞান-কথা বলা নাহি হয়,
অসুর-জ্ঞানের কথা সে সব নিশ্চয়,—১৮
শাস্ত্র বহির্ভূত তাহা, তাহে ধর্ম্ম হানি,
ধর্ম্মময়ী গীতা সর্ব্ব জ্ঞান-প্রদায়িনী। ১৯
সর্ব্বশাস্ত্র সারভূতা গীতা প্রশংসিত!—
যেই জন করে পাঠ হয়ে নিয়মিত,
শ্রীবিষ্ণুর পর্ব্বদিনে, শ্রীহরি বাসরে,
স্বপনে বা জাগরণে যেই পাঠ করে,—
উঠিতে বসিতে গীতা পাঠ করে নিত্য,
সে জন না হয় কভু শত্রু-পরাজিত। ২০
দেবগৃহে শিবালয়ে, নারায়ণ-স্থানে,
যেই জন গীতা পাঠ করে মন প্রাণে,
তীর্থে বা নদীতে গীতা পাঠ হয় যার,
সৌভাগ্যের সীমা আর নাহি থাকে তার। ২১

শ্রীকৃষ্ণ যেমন তুষ্ট গীতা পাঠে হন,
বেদ যজ্ঞ ব্রত তীর্থে না হন তেমন। ২২
ভক্তিময় ভাবে গীতা পড়েন যে জন;
হয় তাঁর পুরাণাদি বেদ অধ্যয়ন। ২৩
শালগ্রাম-সন্নিধানে আর সিদ্ধ পীঠে,
যোগস্থানে, যজ্ঞে আর ভক্তের নিকটে,
সাধুর সভায় গীতা পাঠ করে যেই,
চরমে পরমা সিদ্ধি লাভ করে সেই। ২৪
প্রতি দিন গীতা পাঠ, শ্রবণ যাহার,
সদক্ষিণা অশ্বমেধ যজ্ঞ-ফল তার; ২৫
যেই করে গীতা-অর্থ শ্রবণ কীর্ত্তন,—
শুনাইলে গীতা, মুক্ত হয় সেই জন। ২৬
ভক্তিভাবে গীতাদান করিলে সাদরে,
ভার্য্যা অতি প্রিয়া হন প্রেম ভক্তি ভরে; ২৭
সৌভাগ্য আরোগ্য খ্যাতি লভে সেই জন,
গৃহলক্ষ্মী রমণীর প্রিয় সর্ব্বক্ষণ। ২৮
মন্ত্রগুণে অভিশাপে যত দুঃখ হয়,
যেই গৃহে গীতার্চ্চনা, সে দিকে না রয়; ২৯
ব্যাধি বা ত্রিতাপ-দুঃখ নাহিক তথায়,
দুর্গতি নরক অভি—শাপ দূরে যায়। ৩০
গীতা-পাঠকের অঙ্গে পীড়া নাহি হয়,
কৃষ্ণ-পদে হয় দাস্য ভক্তির উদয়; ৩১
পূর্ব্বকর্ম্ম-ফল-ভোগ থাকিলেও আর,
গীতা পাঠে সর্ব্ব জীবে সখ্য ভাব তাঁর; ৩২

মহাপাপ অতিপাপ করিলেও তাঁর
ইহলোকে হয় সর্ব্ব পাপের উদ্ধার ;—
জলে যথা পদ্মপত্র সিক্ত নাহি হয়,
কর্ম্ম-ফলে লিপ্ত নহে তাঁহার হৃদয়। ৩৩
অবাচ্য কথনে আর অনাচার দোষে,
অভক্ষ্য ভক্ষণে আর অস্পৃশ্য পরশে,
জ্ঞান বা অজ্ঞান-কৃত ইন্দ্রিয়-জনিত,
যত পাপ প্রতিদিন হয় উৎপাদিত,
অচিরে সমস্ত পাপ বিনষ্ট তাঁহার—
প্রতিদিন নিয়মিত গীতা পাঠ যাঁর। ৩৪, ৩৫
সর্ব্বত্র ভোজন দান করিয়া গ্রহণ
গীতা-পাঠকারী পাপে লিপ্ত নাহি হন ; ৩৬
রত্নপূর্ণা ধরা করি অন্যায়াধিকার,
মুক্ত হন গীতা পাঠ করি একবার। ৩৭
গীতাতেই প্রীতিময় সদা যাঁর মন,
যথার্থ সাগ্নিক আর পণ্ডিত সে জন ;
তিনিই যথার্থ হন সদা-জপকারী,
তিনিই যথার্থ ভবে ক্রিয়া-অধিকারী ; ৩৮
তাঁকেই দর্শনে পুণ্য—যথার্থই তিনি
মহাধনে ধনী আর মহাজ্ঞানে জ্ঞানী ;
তিনিই যথার্থ যোগী, যাজ্ঞিক, যাজক ;
তিনিই যথার্থ সর্ব্ব বেদার্থ-দর্শক। ৩৯
নিত্য গীতা পাঠ যথা—গীতা-অবস্থান,
সেই স্থানে প্রয়াগাদি তীর্থ বিদ্যমান। ৪০

মন প্রাণে গীতা পাঠ করেন যে জন,
শরীর রক্ষক দেব ঋষি যোগিগণ
সর্ব্বদা করেন বাস শরীরে তাঁহার,
দেহান্তেও না করেন তাঁরে পরিহার। ৪১
ধ্রুব নারদাদি যত সহচর সনে,
গোপাল বালক কৃষ্ণ গীতাপাঠ-স্থানে
আসিয়া সহায় হন জানিবে নিশ্চয়,—
সেই স্থানে দেবশক্তি সত্বর উদয়। ৪২
যেই স্থানে হয় সদা গীতার বিচার,
সদা গীতা অধ্যয়ন, অধ্যাপন আর,
আপনি শ্রীভগবান আসি সেই স্থানে,
বিহরেন প্রাণাধিকা রাধিকার সনে। ৪৩

শ্রীভগবান্ কহিলেন--

শুন ধনঞ্জয়, গীতা আমার হৃদয়,
গীতা মম সর্ব্বোত্তম সার ভাগ হয়।
আমার প্রবল জ্ঞান গীতাই নিশ্চয়,
আমার অক্ষয় জ্ঞান গীতা মধুময়। ৪৪
আমার উত্তম স্থান গীতা মনোহর,
আমার পরম পদ অতীব সুন্দর;
মহাজ্ঞান গীতা মম—গোপনীয় অতি,
আমার পরম গুরু—গীতা মম গতি। ৪৫
গীতাই আশ্রয় মম—গীতা নিকেতন,
গীতার আশ্রয়ে করি ত্রিলোক পালন। ৪৬

গীতা মম পরাবিদ্যা, ব্রহ্ম-স্বরূপিনী,
বাক্যাতীতা নিত্যা মম অর্দ্ধাঙ্গ-রূপিনী। ৪৭
শুন পার্থ গোপনীয় গীতা-নাম যত,
সে নাম কীর্ত্তনে পাপ হইবে বিগত,—৪৮
গঙ্গা, গীতা, সীতা, সত্যা, নন্দা, পতিব্রতা,
ব্রহ্মাবলি, ব্রহ্মবিদ্যা, অর্দ্ধমাত্রা-চিতা,
সাবিত্রী, পরমানন্দা, বিমুক্তি-গেহিনী,
ত্রিসন্ধ্যা, ভবঘ্নি আর ভ্রান্তি-বিনাশিনী,
তত্ত্বার্থ-জ্ঞানমঞ্জরী, বেদত্রয়ী আর,
এ সব পবিত্র নাম হয়েছে গীতার। ৪৯, ৫০
এ সকল নাম জপি চিত্ত স্থিরতায়,
নিত্য জ্ঞানসিদ্ধি, অন্তে মোক্ষপদ পায়। ৫১
গীতার সম্পূর্ণ পাঠে অসমর্থ যিনি,
কেবল অর্দ্ধাংশ পাঠ করিবেন তিনি,—
শাস্ত্রেতে বর্ণিত যত গো-দানের ফল,
ইহাতে ফলিবে সেই পুণ্য নিরমল। ৫২
সোমযাগ করি হয় যে পুণ্য সঞ্চয়,
তিন ভাগ গীতা পাঠে সেই পুণ্যোদয়।
যেই পুণ্য হয় স্নানে পূত গঙ্গাজলে,
গীতার ষড়াংশ পাঠে সেই পুণ্য ফলে। ৫৩
অবাধে অধ্যায় দ্বয় নিত্য পাঠ যাঁর;
ইন্দ্রলোকে কল্পকাল বাস হয় তাঁর। ৫৪
একটি অধ্যায় নিত্য পাঠ করে যেই,
রুদ্রলোক-গণ মাঝে বাস করে সেই। ৫৫

তার অর্দ্ধ চতুর্থ বা নিত্য পাঠে নর
সূর্য্যলোকে করে বাস শত মন্বন্তর ; ৫৬
দশ সপ্ত পঞ্চ কিংবা শ্লোক চতুষ্টয়,
গীতার তিনটি শ্লোক কিংবা শ্লোকদ্বয়,
এক কিংবা অর্দ্ধ শ্লোক—যোগীন্দ্রের ধন,
মন-প্রাণ যোগে যদি করে অধ্যয়ন,
সে নর অযুত বর্ষ অবস্থিতি করে,
পাইয়া পরমানন্দ, পূর্ণ সুধাকরে। ৫৭
গীতার্থের এক পদ, অথবা গীতার
এক শ্লোক কিংবা এক অধ্যায় ইহার,
স্মরণ করিয়া যিনি দেহ ত্যজি যান,
যোগীন্দ্র-বাঞ্ছিত সেই বিষ্ণুপদ পান ! ৫৮
আসিবে প্রাণান্ত-কালে কৃতান্ত যখন,
গীতার্থ বা গীতাপাঠ শুনিলে তখন,
মহা পাতকীও যায় হইয়া উদ্ধার,
ভবের বন্ধন হতে চির মুক্তি তার ! ৫৯
যে সময় প্রাণবায়ু দেহ ত্যজি যায়—
সুখের সংসার-খেলা নিমেষে ফুরায়,
সে সময় সুধাময় গীতা-গ্রন্থ খানি,
পরম বান্ধব কেহ রাখে যদি আনি
মরণ-শয্যায় মাত্র করিয়া সংযোগ,
তখনি বিনষ্ট হয় সর্ব্ব কর্ম্ম-ভোগ—
বৈকুণ্ঠে বিমলানন্দে বাস হয় তাঁর,
বিষ্ণুর সহিত সুখে করেন বিহার ! ৬০

থাকিলে অধ্যায় মাত্র মরণ-শয্যায়
দুর্লভ মানব জন্ম পায় পুনরায়,
সুধাসম গীতাভ্যাস করিয়া আবার
চরমে পরমা গতি লাভ হয় তার। ৬১
ভব লীলা সাঙ্গ করি যাইবে যখন
আয়ুঃসূর্য্য অস্তাচলে করিছে গমন—
এমন সময় যদি সেই অভাজন
'গীতা' 'গীতা' এই কথা করে উচ্চারণ,
তখনি তাহার হয় সর্ব্ব পাপ ক্ষয়,
প্রাপ্ত হয় বিষ্ণু-পদ চিরশান্তিময়!
গীতা পাঠ কালে যে যে কর্ম্ম করা যায়,
নির্দ্দোষে পরমা সিদ্ধি লাভ হয় তায়। ৬২
শ্রাদ্ধ-কর্ম্মে হয় যদি গীতা অধ্যয়ন,
প্রীতিসহ পিতৃগণ স্বর্গবাসী হন। ৬৩
পিতৃগণ তৃপ্ত হন গীতা অধ্যয়নে,
স্বর্গে যান আশীর্ব্বাদ করিয়া সন্তানে; ৬৪
সুন্দর চামর সহ গীতা দান করি,
সে দিন কৃতার্থ হন পিতৃ-শ্রাদ্ধকারী। ৬৫
স্বর্ণসহ সৎ বিপ্রে করি গীতা দান,
ভক্তিমান নর পুনঃ জন্ম নাহি পান। ৬৬
শত খণ্ড গীতা দান যদি কেহ করে,
ব্রহ্মলোকে যায় আর ফেরেনা সংসারে। ৬৭
সপ্তকল্প কাল বাস হয় গীতা দানে
বিষ্ণুসহ বৈকুণ্ঠেতে, দেহ অবসানে। ৬৮

গীতাদান হয় যদি করিয়া শ্রবণ,
ঈশ্বর করেন তার অভীষ্ট পূরণ, ৬৯
দুর্লভ মানব দেহ করিয়া ধারণ,
ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ মাঝে যেই জন
অমৃত-রূপিনী গীতা শ্রবণ না করে,—
নাহি করে অধ্যয়ন প্রেম ভক্তি ভরে,
হাতের অমৃত ফেলি করি অনাদর,
হলাহল পিয়ে সেই হতভাগ্য নর। ৭০
সংসারের দুঃখে যার অবসন্ন মন,
গীতাজ্ঞান লাভে সুস্থ হবে সেই জন;
গীতামৃত পান করি ভক্তি লাভ হবে,
দুঃখ দূরে যাবে—পাবে সুখ শান্তি ভবে। ৭১
ইহলোকে জনকাদি নরপতি গণ
বিমুক্ত হ'লেন করি গীতা অধ্যয়ন। ৭২
গীতার সম্বন্ধ উচ্চ নীচ নাহি মানে,
সর্ব্ব লোক তুল্য হয় গীতা-অধ্যয়নে।
সর্ব্ববিধ জ্ঞানে গীতা তুল্যরূপ জানি,
অমৃতের খনি গীতা ব্রহ্ম-স্বরূপিনী।৭৩
অভিমানে গর্ব্বে গীতা নিন্দা করে যেই,
প্রলয় পর্য্যন্ত থাকে নরকেতে সেই। ৭৪
যে না মানে গীতা, সেই কুম্ভীপাকে রয়—
দুঃখ পায় যাবৎ না হয় কল্প ক্ষয়। ৭৫
গীতা-পাঠ-স্থানে থাকি না শুনে যে জন,
অতি নীচ পশুজন্ম করে সে গ্রহণ। ৭৬

গীতা চুরি করে যেই তার কিবা ফল!
বৃথা গীতাপাঠ তার, সকলি বিফল। ৭৭
গীতার্থ শ্রবণে যার আনন্দ না হয়,
বৃথা পরিশ্রম তার প্রমত্তের প্রায়। ৭৮
শুদ্ধ চিত্তে গীতা-পাঠ করিয়া শ্রবণ,
ভোজ্য দ্রব্য পট্টাম্বর বিশুদ্ধ কাঞ্চন,
পরমাত্মা প্রীতি তরে নিবেদন করি,
লভিবে পরমানন্দ ভক্ত নর নারী। ৭৯
গীতার পাঠক যিনি, ভক্তি ভরে তাঁরে
নানা দ্রব্য বস্ত্র দিয়া, বিবিধ প্রকারে,
আদরে পূজিবে, মন একনিষ্ঠ করি,
তাহে তুষ্ট হইবেন ভগবান হরি। ৮০

সূত কহিলেন—

কোটি পদ্ম বিনিন্দিত
কৃষ্ণমুখ- বিনিঃসৃত
গীতার মাহাত্ম্য এই অতি পুরাতন,
পাঠ করে যেই জন,
গীতা করি সমাপন,
তিনিই অপূর্ব্ব সেই ফলভাগী হন। ৮১
যে জন গীতার পরে
'মাহাত্ম্য' না পাঠ করে,
সে জন পাঠের ফল জানিতে না পায়,—
গীতাপাঠে ফল যাহা,
'মাহাত্ম্যে' প্রকাশ তাহা,

বৃথা শ্রম হয় পাঠে, ফল না জানায়। ৮২

গীতা করি সমাপন,
সে 'মাহাত্ম্য' অধ্যয়ন
করেন যে জন, মন প্রাণ ঐক্য করি,
আর, তাহা ভক্তিভরে
যাহারা শ্রবণ করে,
তাদের বৈকুণ্ঠ-বাস দিবা বিভাবরী। ৮৩

অর্থ সহ গীতা শুনি,
মাহাত্ম্য শুনেন যিনি,
তাঁর সম পুণ্যবান্ সংসারে কে আছে?—
সর্ব্ব সুখে সুখী হন,
সুশীতল প্রাণ মন!
ভকত-বৎসল হরি বান্ধা তাঁর কাছে!! ৮৪

গীতা-মাহাত্ম্য সমাপ্ত।

ইতি চতুর্থ সংস্করণ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা সমাপ্তা।

গুরোঃকৃপাহি কেবলম্।

শ্রী

তপোবন।

প্রার্থনা।

ভারতে প্রভাত নিশিথিনী, আসিবেন সুখদিনমণি,
জগৎ-গৃহিনী উষা, পরিয়া ধবল ভূষা,
অমানিশা অবসানে পশিলা রঙ্গিনী।
ভারতের ফরশা-প্রাঙ্গণ, ভরসায় বিহঙ্গমগণ
রজনী প্রভাত দেখে, প্রভাতি গাইছে সুখে,
সুখে শিখী শাখি শাখে করিছে নর্ত্তন!
আবার ফুটিছে ফুলকলি, আসিয়া জুটিছে যত অলি,
সুখ-সবিতায় হেরে, দিগঙ্গনা রঙ্গ করে,
বঙ্গের অঙ্গনা চাহে মুখপদ্ম মেলি!
ত্রিদিব-দুহিতা শ্বেতাননে, তব দয়া নিত্য দীনজনে
হের আমি বড় দুঃখী, সংসার-মরুতে থাকি,
আশা-মৃগ তৃষ্ণিকায় সিন্ধুবারি জ্ঞানে!

দীনতারিণি কই গো তোমায়, যাচিয়া লয়েছি দীনতায়,
কহিব কি, দীন দেখি, সবাই দিয়াছে ফাঁকি,
তাই নিরজনে থাকি ডাকি মা তোমায়!
এ কপাল কঙ্কালের খনি, শ্বেতাঙ্গিনি চিরদিন জানি,
তরুতলে নদীতটে, যে দিন যেথানে ঘটে,
তব পাদপদ্ম স্মরি কাটাই যামিনী!
এস বিদ্যে সেই দেশে যাই, জড়ের প্রভুত্ব যথা নাই,
এ ধূলার ঘর দ্বার, ভাঙ্গি যাবে কতবার,
তুমি আমি অবিনাশী, হেরি বসি তাই!
কৃপাকরি এস শ্বেতাননে, উর দেবি ডাকে দীন জনে,
ও তব করুণা বিনা কেমনে বাজিবে বীণা,
জুড়াইবে মাতৃভূমি বিভু গুণ গানে?
ভ্রান্ত মন সাহস কেমন, গাইলা যা মুনি ঋষিগণ,
ওরে সেই গীতামৃত, দৈত্য করে অপহৃত,
দানব দলিবে হায় নন্দন-কানন!
কিন্তু আশা তুচ্ছ তৃণদল, সুধাস্পর্শে অমর সকল,
অপাত্রে অমৃত পল, আশাতরু মুঞ্জরিল,
সেই বৃক্ষে ফলে যদি অমরত্ব-ফল!
পিয়ে রস তৃষ্ণাপূর্ণ করি, অমর হইবে নর নারী
তাই গো সাধনা করি, ক্ষণেক অমরাপুরী,
পরিহরি কৃপাকরি এস সুরেশ্বরি!
রত্নহার দিয়া বক্ষপরে, এস তুমি পীনপয়োধরে
ত্রিলোকতারণ গান, গাইতে ছুটিছে প্রাণ,
উৎকর্ণ ভারত ওই, উর বিম্বাধরে!

ভারত-সঙ্গীত-সুধা   তপোবন-কাহিনী
গাই দ্বারে দ্বারে কর   আশীর্ব্বাদ জননি।
মহা মূর্খ মহা কবি   হ'ল যাঁর প্রসাদে,
উর পুর মনোসাধে   সুখ দে মা সুখদে ;
বামনের জ্ঞান নাই,   মত্ত মদে, চাঁদে চাই!
অবাধে অবোধে হেন   বর দে মা, বরদে!
তপোবনে বসি গান   গাই মা খুলিয়া প্রাণ,
কাব্যের স্বর্গীয় সুরে   শুনাই অমর নরে—
বশিষ্ঠ সমান কার্য্যে,   রায় নারায়ণাচার্য্যে,
আর বর্দ্ধমান-সূর্য্যে—সূর্য্য-বংশ-দিবাকরে!
রণে বনে জলে স্থলে   রক্ষ মা, সর্ব্বমঙ্গলে!
সদা-শিব রাজেন্দ্রের   অশিব করুন দূর!
দেবোপম নৃপবর   বর্দ্ধমান-দিবাকর
জয় শ্রী-বিজয়-চন্দ্ মহ্তাব্ বাহাদুর!
পর-হিতব্রত-পথে   দারিদ্র-আঁধারে ঘেরি,
আসিয়া আতঙ্ক-রাহু   যদি বা আমায় ধরে ;
নিষ্কলঙ্ক নৃপবর,   বর্দ্ধমান-দিবাকর,
দেখো দেখো, অঙ্কে রেখ   এ কলঙ্কী সুধাকরে!
কোথায় বা দিবাকর ?   কোথায় বা সুধাকর ?
কেমনে একের দৃষ্টি   পড়িবে অপরে ?
পণ্ডিত জানেন সার—দিবাকর আছে তার
অন্তরে অন্তরে থাকি,   অন্তরে অন্তরে!

কীর্ত্তন।

নমো নমঃ পঞ্চানন, পঞ্চ ভূতের মাঝারে।
আত্মার স্বরূপ, একি অপরূপ, অরূপে কি রূপ বিহরে ;
কূটস্থ মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী, "জ্যোতিষা মপিত জ্যোতিঃ,"
পঞ্চকোষের অতীত ভাতি, দ্বিদলে দেখান দেখরে।
শ্যামা চরণের লেগেছে আভা, পঞ্চাননেব কতই শোভা,
ভূতগণ আছ যেথানে যেবা, চক্রে চক্রে নাচরে।
আবার, নয়ন বাঁকা, ভঙ্গি বাঁকা, জীবনসন্ধ্যা আঁধারে একা
দাঁড়ায়ে দেখায় ময়ূর পাখা, পাগল করিল আমারে।
ছাড়িয়ে তোমার রাখাল প্রজা, আর্য্যমিশনে হয়েছ রাজা,
আর কানু মাঠে সে বেনু বাজা, গোধেনু ফিরে যা শুনেরে।
কানু যমুনার যেথানে মিলন, দেবঘর মাঝে কুসুম কানন,
ফুলে ফুলে ফুলে নব বৃন্দাবন, সাজাও মোদের অন্তরে।
মোদের সর্ব্বস্ব দেহ প্রাণ মন, ধর ধর ধর বাবা পঞ্চানন,
পঞ্চভূতের এই নিবেদন, এ প্রপঞ্চ সংসারে।
আমাদের প্রাণ তোমার প্রাণে, গাঁথা আছে সংগোপনে,
কি সম্বন্ধ প্রাণে প্রাণে, মধুর মধুর মধুরে।

কে তুমি ?

ধরণী ব্যাপিনী হাসি, হাসি হাসি সারা নিশি,
ঢালিয়া কৌমুদী রাশি, ভুবন ভাসাও,
ঊষার শিশিরে পশি, কুসুমে সুষমা রাশি,
অরুণ কিরণ করে, কে তুমি মাখাও ?

মলয়-ফুৎকার দিয়া, শতদলে দোলাইয়া,
পদ্মপর্ণ কর নাড়ি, কে ডাক আমায়?
আমারে ভুলায়ে নিতে, কে তুমি চাহিছ দিতে,
রাঙ্গা রবি ছবি খানি, গগনের গায়?
হীরা মণি অলঙ্কারে, সাজাইয়া প্রকৃতিরে,
রূপ রস রব ঘ্রাণ পরস রসান
তাহাতে মিশায়ে দিয়া, করতালি দিয়া দিয়া,
কে নাচাও প্রকৃতিরে, নর্ত্তকী সমান?
অনন্ত অনন্ত ব্যোমে, অনন্ত মরুৎ ভ্রমে,
তেজঃ পুঞ্জ ক্রমে ক্রমে, পাইছে প্রকাশ;
অসীম সলিল ক্ষিতি, পশ্চাতে করিছে গতি,
পঞ্চভূত রসায়নে, আশ্চর্য্য বিকাশ।
কোটী কোটী গ্রহ তারা, ছুটিতেছে পথ হারা,
কে তুমি দেখাও পথ, অঙ্গুলি নির্দ্দেশে?
ধরায় রোপিছ চারা, আকাশে দিতেছ ঝারা,
কে তুমি করিছ এত মনের উল্লাসে?
কে তুমি আড়ালে বসি, মুখে মৃদু-মন্দ হাসি,
এত ভালবাসা বাসি, দেখাইছ মোরে?
পশিয়া আমার অঙ্গে, শোণিত তরঙ্গে রঙ্গে,
জীবন বায়ুর সঙ্গে, খেলিছ অন্তরে?
অভেদ্য অভ্যাসে ঢাকি, মানবের ক্ষীণ আঁখি,
সংসারে ভুলায়ে রাখি, ধুলার খেলায়,
কিছু না দেখিতে দিলে, আমার কি পুণ্য বলে,
আশ্চর্য্য মাধুর্য্য এত, দেখাও আমায়?

ওমা মা দেখ মা আসি, তোরে কত ভালবাসি,
তথাপি আমার মন ওর পানে ধায় ;
দিবারাত্রি মোরে পেয়ে, এক দৃষ্টে আছে চেয়ে,
একাকী পেলেই ধ'রে, কোলে নিতে চায়।
নিশায় ঘুমালে আমি, তখন ঘুমাও তুমি,
হঠাৎ জাগিয়া দেখি, ওই মাত্র আসি
আমার মুখের দিকে, এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে,
তাই যে মা তোরে চেয়ে, ওরে ভালবাসি।
বড় ভালবাসে মোরে, তাই ভালবাসি তারে,
আমি মা ছাড়িয়া তোরে, তার কাছে যাই,
তোরা পুনঃ যাবি যবে, সেই মার কাছে হবে
পিতা মাতা পুত্র কন্যা একত্র সবাই।

আনন্দ-আশ্রম-আবাহন।

অলসতা পরিহরি, বাজায়ে বিজয় ভেরী,
ভারতের নর নারী, দেখ সবে উঠিয়া,
কিবা কার্য্য আপনার, সংসারের কিবা সার,
উরসেতে যশোহার, রাখ রাখ ধরিয়া।
মিথ্যা জীবকায়া, মিথ্যা ভব মায়া,
অমূলক ছায়া, ঈশ্বরের দয়া নাই,
সংসার দুঃসহ, স্বল্পস্থায়ী দেহ,
মৃণ্ময় গেহ, কহিও না কেহ ভাই।
মৃত্তিকার অভ্যন্তরে, দেখ তন্ন তন্ন ক'রে,

পঙ্কজে পঙ্কিল সরে, পরিমল নিহিত,
মধুমত্ত ভৃঙ্গগণে, সে মধুর তত্ত্ব জানে,
হায়রে সে সুধাপানে, বায়সেরা বঞ্চিত।
বিদ্যা বুদ্ধি ধনে মানে, প্রণয় প্রমোদ জ্ঞানে,
মমতা পান ভোজনে, কি আনন্দ জান না,
স্বল্প স্থায়ী করি মনে, এ সব স্বর্গীয় ধনে,
তুলনা তাড়িৎ সনে, দিও নারে দিও না।
ক্ষীণ জীবি প্রাণী, সত্য বলি মানি,
চন্দ্র সূর্য্য জিনি, ক্ষমতা এমনি আছে,
অপার্থিব ধন, মানব-জীবন,
পেয়েছ যখন, ব'ল না তখন মিছে।
সংসার সমুদ্রতীরে, বসিয়া তরঙ্গ হেরে,
হায় ভুলি আপনারে, ক্ষুদ্র বলি ভেব না,
যারা অতি নীচ মতি, তাদের নরকে গতি,
"সহায় জগৎপতি," এ কথাটি ভুল না।
কর মিথ্যা পরিহার, ধর সত্য-তরবার,
ন্যায় যুদ্ধে কভু আর, ভয়ে ভঙ্গ দিও না,
ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, বিশ্বের কারণ ধরি,
যাও প্রাণ পণ করি, কিছু শঙ্কা ক'র না।
সাধিবারে কর্ম্ম, রাখিবারে ধর্ম্ম,
পর জ্ঞান-বর্ম্ম, আছে কোন কর্ম্ম আর?
পাপ চিন্তা ছাড়ি, পাহাড় উপাড়ি,
চন্দ্র সূর্য্য পাড়ি, সাধ কার্য্য আপনার।
জীর্ণ দেহ তুচ্ছ মানি, অমরাত্মা মনে জানি,

পরমাত্মরূপ যিনি, তাঁরে কভু ভুল না,
এ ভব বৈভব তব, অপার্থিব বস্তু সব,
সুখ বার্ত্তা কারে কব ! দুঃখ দেখা গেল না।
বিমানে বালুকা তুলি, নক্ষত্র টানিয়া ফেলি,
আশার আগুন জ্বালি, অগ্রসর সঘনে,
প্রচণ্ড প্রতাপ সহ, কর শ্রম অহরহঃ,
যে ক'দিন থাকে দেহ, অবহেলি শমনে।
যতক্ষণ প্রাণে সহে, শরীরে শোণিত রহে,
যতক্ষণ শ্বাস বহে, রাখ বক্ষ পাতিয়া,
অশনি সম্পাত শত, হয় হোক ক্রমাগত,
কর্ত্তব্যে বিরত হলে, কি হইবে বাঁচিয়া ?
পরব্রহ্ম নাম স্মরি, বাল বৃদ্ধ সঙ্গে করি,
সারি সারি নরনারী, সুমঙ্গল সাধনে,
সদা রত মন সুখে, উৎসাহ বচন মুখে,
দেখুক নির্ব্বোধ লোকে, সুরপুরি এখানে।
আনন্দের কথা, যে জন কহিবে, চরণে লোয়াব তার।
মাথায় আমার আনন্দ-মুকুট, গলায় আনন্দ-হার।
আনন্দ-বসনে আনন্দ-ভূষণে. আনন্দে চলেছি ভাই,
উঠিতে আনন্দ, বসিতে আনন্দ, শয়নে আনন্দ পাই।
আনন্দের কথা, দিন রাত ভাবি, আনন্দে হয়েছি ভোর,
সংসারের স্রোত, বহিছে উজান, ছিঁড়িছে মায়ার ডোর।
আমাদের শুভ, আনন্দ-জগতে, আনন্দ-প্রভাত কালে,
আনন্দ-কাননে, গাইছে কোকিল আনন্দ গাছের ডালে।
আনন্দে পাপিয়া, প্রভাতি ধরেছে, ললিত গাইছে পাখী,

উঠিছে অরুণ হাসিতে হাসিতে, আনন্দ বরণ মাখি।
বিষাদের রেখা যদি যায় দেখা, কাহারো নয়ন কোণে,
জানিব তখন মরেছে সে জন, পঠেছে নরক মনে।
ছিন্ন ভিন্ন করি মায়াব সংসার, আবার বেঁধেছি তায়
আনন্দের ডোরে, আনন্দ অন্তরে, আনন্দে পাগল প্রায়।
অজর অমর, আত্মা নিরন্তর, আনন্দে কোথায় যাই!
আনন্দে আনন্দে, আনন্দে আনন্দে, অজ্ঞান হয়েছি ভাই।
আনন্দে হৃদয়, উথলি উঠিছে, ছাপায়ে পড়িছে মোর,
আয় দীন দুঃখী, প্রাণ খুলে আয়, সুপ্রভাত আজ তোর।
পাপীতাপী যারা. সংসার মরুতে, ভাবিয়া হতেছ সারা,
অমূল্য রতন, সোণার পুতলি, বাহু তুলে আয় তোরা।
যোগের বিজ্ঞান, জ্বলেছে আগুন, মায়াবসংসার মাঝে,
চির অভিমানী, যত ধনী মানী, মাথা নোয়াইছে লাজে।
চির আনন্দের, ধীর বজ্র ধ্বনি, অনন্ত আকাশে হয়,
তার্কিক-পাণ্ডিত্য, চূর্ণ চূর্ণ করি, করিতেছে দিগ্বিজয়।
বাল-বৃদ্ধ আয়, নেচে আয় শিশু, বুকেতে রাখিব তোরে,
দীন দুঃখী চাষা, বুকে আয় তোরা, শীতল করে যা মোরে।
আয়রে দুঃখিনী বালা ছাড়িয়ে সংসার জ্বালা,
অবিশ্রান্ত আনন্দের দেশে,
আমার তোদের সনে, কি সম্বন্ধ মনে মনে,
বুঠারে চিরিয়া বক্ষ দেখাইব শেষে।

পাখী।

বিজন বিপিনে বসি, বিশ্ব বিমোহিয়া, কেন গাও পাখী ?
ছেড়েছি সংসার ঘর, শুনিয়া তোমার স্বর,
কি গান শুনালে পাখী, ফিরে গাও দেখি ?
মানুষ কথার ছলে, বরষে গরল, আশ্চর্য্য কৌশলে !
বড় দুঃখি আমি পাখী, সংসার মরুতে থাকি,
আশা-মৃগতৃষ্ণিকার, কুহকেতে ভুলে !
কি এক প্রণয় বায়ু, সময় বুঝিয়া, বহিল প্রবল !
আগুনের শিখা প্রায়, পরশি আমার গায়,
হায় হায় দেখ দগ্ধ, করেছে সকল !
মিটিল না মহা তৃষ্ণা, বিন্দু বিন্দু প্রায়, সম্পদ সলিলে !
পাখী তোর সাথে সাথে, ভ্রমিবরে পথে পথে,
পিয়ে সুধা স্নান করি নয়নের জলে !
বিধাতা সেধেছে বাদ নাহি অন্য সাধ ! হাদে দেখ পাখী
জর জর কলেবর, হুতাশে দহে অন্তর,
এবে মাত্র প্রাণ-বায়ু বাহিরিতে বাকি !
ওই যে সম্মুখ দিয়া, উড়ে যা'স চলে, পাখা দুটি তুলি,
মন যে কেমন করে, হঠাৎ হেরিয়া তোরে,
চড়াৎ করিয়া চিত্ত উঠে যেন জ্বলি !
সুদূর অম্বর পথে, বিদ্যুতের গতি, পাগলের প্রায়
ঢালি সুধা ডাকি ডাকি, বল্ দেখি বল পাখী,
আমাদের দিয়া ফাঁকি, যাস্‌রে কোথায় ?
আজ এ কানন মাঝে, সেই খোঁজে খোঁজে, আসিয়াছি আমি

মনে বড় সাধ করে, সেই সুখ ভুঞ্জিবারে,
ফাঁকি দিয়া যার তরে, উড়ে এস তুমি!
আমার মাথার কিরে, দেখ পাখী ফিরে, জনমের মত
মুগ্ধ হ'য়ে তোর রবে, ছাড়িয়া এসেছি সবে,
প্রাণের অধিক মোর, ভাই বন্ধু যত!
করিতেছে প্রাণাকুল, বকুল মুকুল কুল, ফল ফুল মাঝে,
পাখী-কুল চির আশা, বান্ধিতে সুখের বাসা,
তোর মত লোক যারা, তাহাদেরি সাজে!
মলয় বহিলে পরে, শরীর শীতল করে, দুঃখ দূরে যায়
হ'য়ে তুমি প্রতি বাসী, ডাক যদি কাছে বসি,
ভব-ধামে স্বর্গ সুখ অনুভব তায়!

বুলবুল্। (ভাবানুবাদ)

বুল্‌বুলরে কত সুখী তুই!
বসিয়া ঝোপের পরে, গান গাও মধুস্বরে,
চারি ধারে ফুটে কত জাতি জুতি জুই!
মনি মুক্তা রতন ভাণ্ডার
কিছু তোর নাই পাখী, অনন্ত সুখের সুখী,
তোরে দেখি প্রাণ মোর ছুটে বারংবার!
নাই তোর হল শস্য ভূমি!
কোন কাজে হিংসা দ্বেষ, নাই তোর এক লেশ,
শান্তি সুখে মধুস্বরে গান কর তুমি!
মন সুখে সঙ্গিনীর সনে,

না ভাবিয়া ভবিষ্যৎ, অজর অমর বৎ,
নিত্য সুখে সুখী পাখী, মত্ত সদা গানে!
প্রতি দিন কি কর আহার?
জিজ্ঞাসিলে বল তুমি, "তাঁর যত্নে বাঁচি আমি,
নিয়ত বাঁচান যিনি, নিখিল সংসার!"

সাবিত্রীর তপোবন দর্শন।

ছুটিছে সুরভি গন্ধ কনক আধারে
আমোদিয়া অন্তঃপুরি! শোভে চারি ধারে
কমল, সাবিত্রী বসি কমলা যেমতি!
সাজায়েছে সহচরী কবরী, আহরি
মহেশ-মন্দির হতে দেবার্চ্চনা পরে,
চন্দন চর্চ্চিত চারু চম্পক চামেলি,
কামিনী কুল কামনা! সুখে তমালিনী
করিছে অলক্তে রাঙ্গা চরণ অঙ্গুলি!
চুম্বিয়া শ্যামল দল নীরব অরণ্যে,
সর্ সর্-স্বনে মন্দ মলয় যেমতি,
জিজ্ঞাসিলা রাজবালা সম্ভাষি সাদরে
মধুস্বরে—বিধুমুখি! রম্য তপোবনে
কহ লো আছেত ভাল, ঋষি-কুলবালা?
তরলিকা তিলোত্তমা নলিনী-নয়না
তাপস-নন্দিনী সখি কেন না সম্ভাষে
আমায়? তারা যে বলে "রাজকন্যা" আমি!

লো সখি তাপস কুলে "মুনিকন্যা" তারা!
এ কেমন কথা দেবি? ভাগ্যবতী তুমি,
রাজবালা—তমালিনী কহিলা হাসিয়া
মৃদুহাসি। সুরবালা শোভে সুরপুরি,
নন্দন মন্দার শোভে চিকুর বন্ধন!
গন্ধর্ব্ব কিন্নর কন্যা কর্ণমূল-শোভা
কুটজ কুসুম গন্ধে নগেন্দ্রের দেখ
কি আনন্দ! চন্দ্রমুখি নিন্দ আপনায়
অকারণ; রাজগেহে রাজলক্ষ্মী তুমি,
বিধির লেখা আলেখ্য! লক্ষপতি পিতা,
যক্ষপতি যথা অলকায়! বনে সুখী
বনবাসী! কিন্তু দাসী, শশীমুখি, কভু
দেখে নাই, সত্য দেবি কহ যাহা তুমি,
তাল তমালেতে পূর্ণ হেন তপোবন!
সুধাইলা সুবদনি সে দিনের কথা,
গিয়াছিনু যবে মোরা করিতে ভ্রমণ
সে বনে, নয়ন মন মোহিত নেহারি
যে মাধুরি, বরাঙ্গনে, নিবেদি চরণে।
তপোবনে গিয়া হেরি, আদিত্য উদয়
হইল উদয়াচলে, দীপ্ত বন রাজি!
সুপ্ত জীব যত জাগে, একে একে যথা
সন্ধ্যায় নক্ষত্রোদয়; ফুলডালা করে
কুসুম চয়ন করে মুনি কন্যা যত।
করে করি কমণ্ডলু করিছে গমন

ঋষিকুল, কুলকুলে সুধা ঢালি যথা
চুম্বিছে উপল-কুল নির্ঝরিণী-বারি !
ডাকে পিক নাচে শিখী শাখায় শাখায়,
পাখায় বিচিত্র চিত্র, চিত্রভানু হেরি
মনোরঙ্গে। মনোরঙ্গে কুরঙ্গ নিকর
ছুটিছে শাবক সঙ্গে শ্রীফলের পাতা
মরমরি। হৃষ্ট মনে কৃষ্ণসার যত
হর্ষে আসি ঘর্ষে অঙ্গ তাল তমালেতে !
যে দিকে ফিরাই আঁখি, নিরখি কেবল
অপরূপ ব্রহ্ম ছবি ! ক্রীড়া করে যত
বনবাসী শিশুকুল তরু মূলে বসি।
কেমন তাপস কুল, কটি তটে বান্ধা
পল্লব, বাকল, চর্ম্ম ; ধর্ম্ম কর্ম্মে রত
সতত ! সতত বনে নিরখি নিরখি
হরিতকী আমলকী বয়ড়া বকুল
তরুলতা গুল্ম রাজি, জ্ঞান হয় মনে
সর্গের সংবাদ তারা কহিছে বিনয়ে !
পরিহরি রাজপুরি—পরিপূর্ণ যায়
পাপরাশি, প্রাণদণ্ড, প্রতারণা আর
দ্বেষ হিংসা অর্থ লোভ স্বার্থ লাগি সদা,
ইচ্ছি বাস তপোবনে।—শুনি গায় পিক ;
নাচে শিখী ; শাখী সখা , প্রতিবাসী যত
বিহঙ্গ কুরঙ্গ মরি ; সুখাসন কুশা ;
অশন সুপক্ক ফল, বসন বাকল,

বাসনা কেবল সেই অমৃতের ধারা
কামধেনু পয়ঃ পান, পিপাসায় পিয়ে
প্রবাহিনী পূত পানি পাতি পাণিযুগ,
পর্ণ শয্যা, লতাগুচ্ছ দিব্য উপাধান;
ব্যজনে চন্দন শাখা; শয়নে স্বপনে
ব্রহ্মানন্দ! এ আনন্দ মন্দমতি যারা
সন্ধান না পায়, মগ্ন সংসার-সাগরে!
সংসারের যত সুখ তাদের কপালে
খেলে যথা সৌদামিনী কাদম্বিনী কোলে!
সারাদিন নিরখিনু নন্দন-নিন্দিত
তপোবন। প্রায় সন্ধ্যা, হেনকালে হেরি
তরলিকা তিলোত্তমা তমালের তলে
নমিছে আদিত্য দেবে—প্রায় অস্তমতি,
আঁচল ভরা কুসুম। অদূরে নেহারি
তেজস্বী তপস্বী কত, ঊর্দ্ধজটা কেহ,
কেহ ঊর্দ্ধ বাহু শিরে জটা জুট ভার,
ঊর্দ্ধরেতা যতানিল ঈশান যেমতি!
ভস্মভূষা ভালে, তারা স্রোতস্বিনী তীরে
কমণ্ডলু করে করি করিছে গমন!

নামিল অরুণ রথ পশ্চিম সোপানে
দেখিতে দেখিতে, দেখা দিল গোধূলির
ধূসর বরণ! কত যে কুসুম দাম
ফুটে সে কাননে! গন্ধে আমোদিত বন!
হেন কালে আমাদের সম্ভাষিলা আসি

ঋষিসুতা যত, মুখে মৃদু মন্দ হাসি,
চন্দনের রেখা ভালে মন্দ মন্দ গতি!
তাদের দেখিয়া বনে, মনে যে কি বলে,
ব'লে কি জানাব আর! ছার গৃহবাস
ইচ্ছা করে ত্যজি যাই, পূজি ইষ্ট দেবে,
হৃষ্ট মনে বনে বনে করি বিচরণ
তুলি ফুল, ফলমূল আহরণ করি.
রক্ত চন্দনের ফোটা পরি ললাটেতে
আনন্দে, আনন্দে করি বাকল বন্ধন
অঙ্গে; মনোরঙ্গে শুনি বন বিহঙ্গের
সঙ্গীত; কুরঙ্গ সঙ্গে রঙ্গ করি বনে।
কিন্তু কহি চন্দ্রাননে, ইন্দ্রালয়ে যথা
ইন্দ্রাণীর সোহাগিনী সঙ্গিনী সকল,
আমরা কাটাই কাল চরণ ছায়ায়,
সুখ-সিন্ধু! নাহি জানি দুঃখের বারতা।
শুন কহি সুলোচনে, শুন নাই তুমি
আর কথা! তপোবনে শুভক্ষণে মোরা
গিয়াছিনু সেই দিন! তোমার প্রসাদে
ভাগ্যবতী মোরা দেবী; অপরূপ ছবি
দেখিনু যা এ নয়নে রম্য তপোবনে,
সে কাহিনী মন দিয়া শুন সীমন্তিনি;
সারাদিন মোরা যবে তপোবন দেখে
আইনু কানন প্রান্তে, তুলিতে তুলিতে
কুসুম, সুষমা এক সহসা সুন্দরি

সম্মুখেতে সমুদিত, হেম-কূট-শিরে
যেমতি কনক শৃঙ্গ, কানন মাঝারে
সাধু এক নেহারিনু প্রশান্ত মূরতি!
সে সম্বাদ, প্রিয়ম্বদে, ক'য়ে কি জানাব!
বচন অতীত কথা! নলিনী নয়ন
নিমীলিত, জপমালা জপিতেছে করে।
পরম সুন্দর কান্তি! নীলাম্বরে যথা
কাদম্বিনী-নীলাম্বরে বালার্কের ছটা
সমাবৃত, মরে যাই, হীন বেশাবৃত
সে বরাঙ্গে বরাঙ্গনে হেন হৈম ছটা!
কি সুঠাম, আহা দেবি, কি দিব তুলনা?
দিব্যভাব বিদ্যমান! ত্রিদিব ত্যজিয়া
আইলা বা অনন্তের অর্চ্চনার আশে,
আনন্দেতে তপোবনে, নন্দন-নিন্দিত,
কন্দর্প? গন্ধর্ব্ব কিংবা বুঝিতে না পারি!
নবীন বয়স আহা, কি বিরাগে জানি
বৈরাগী! কেন বা অঙ্গে মলিন বসন,
বনবাসী তপস্বীর বেশ? সে সুজন,
নর যদি, জ্ঞান হয় নরেন্দ্র নিশ্চয়!
নিত্যজ্যোতিঃ আদিত্যের প্রসন্ন বদন
মেঘে কি লুকায়? হ'ত কি সুখের দিন,
হেন বনফুল বিধি ফুটাইল যদি,
যদি রে ফুটিত ফুল সংসার-ললামে!
অথবা আবার ভাবি দূর সূর্য্য করে

ফুটে নাকি এ সংসারে কম কমলিনী?
   একি রঙ্গ? ব্যঙ্গ কর ছি ছি লো তরলে,
ঋষিবরে?—ধীরে ধীরে কহিলা সুন্দরী
ত্রিদিব অপ্‌সরা কণ্ঠে। সুখ-কণ্ঠমালা
গাঁথে সখি (শুনিয়াছি মুনি-কন্যামুখে)
রমণী-প্রণয়-সূত্রে সংসারী; সুন্দরি,
আনন্দে নিবাসি বনে তাপস-নন্দন
আজীবন মন্দ বলি নিন্দা করে তারে!
কহিব কি, কেহ কেহ (কহিয়াছে মোরে
তিলোত্তমা) রম্ভোত্তমা রামা মনোরমা
হেলায় ঠেলিয়া পায় হয় বনবাসী,
ভস্মরাশি মাখে গায়, খায় ফল মূল,
পিয়ে রস, বাস মাত্র বল্কল কৌপিন!
থাকে কি পিঞ্জর মাঝে কুঞ্জর স্বজনি,
দিবস রজনী যার বন পানে মন?
ধন্য সে তাপস সখি, দেখিয়াছ যারে
রূপবান্; এ পরাণ কাঁদে লো সতত
দেখিতে তপস্বি কুলে, দেব-আত্মা তাঁরা!
চল লো স্বজনি যাই জুড়াই জীবন
সে মুখ মঙ্গল-ছবি নিরখি নয়নে!
   প্রভাতিল বিভাবরী। প্রভাকর আভা
দাবানল-প্রভানিভ দূর শৈলেশ্বরে
দেখা দিল পূর্ব্ব ভাগে ডগমগ রাগে।
আহা মরি রত্ন-গিরি সুমেরুর শিরে

শোভে যেন সারি সারি কনকের চূড়া।
এতক্ষণে নীড় ছাড়ি ডালে আসি পাখী
ঝর্ঝরে ঝাড়িছে পাখা ; মহাসুখে বসি
শাখি শাখে শিখী নাচে, নিরখি নিরখি
রবির নবীন ছটা আঁখি-বিনোদন।
রাজ অন্তঃপুরে মরি ডাকিল মধুর
শারি শুক পোষাপাখী, পিঞ্জর-রঞ্জন,
কুমারী কর পালিত। রাজ কন্যা সুখে
চন্দন পালঙ্ক পরে পুষ্প উপাধানে
আনন্দে মেলিলা দুটি নলিনী নয়ন।
চমকি নাগরীকুল (সুখ সহবাসে,
বাসর আবাসে কেহ) স্থাপিল অঞ্চল
শূন্য বক্ষে। চক্ষে হাত, দুর্গাদুর্গা বলি
বিকট তাম্বূল ফেলি উঠে লজ্জাবতী।
পৃষ্ঠে দোলে কৃষ্ণবেণী, ধায় তমালিনী,
গরবে করভগতি! নিতম্বেতে দোলে
প্রফুল্ল কদম্বফুল বেণীমুখে বান্ধা।
দোলে দুটি কুরুবক কর্ণমূল যুগে,
কোমল কপোল প্রান্তে—ম্লান দরশন!
প্রলম্বিত সুচঞ্চল কাঞ্চন-অঞ্চল
সঞ্চালিত পৃষ্ঠদেশে, তড়িৎ-গগনে
উড়িছে মলয় ভরে, আভায় উজলি
চারিদিক। আচম্বিতে লাবণ্য ছটায়
চমকে সকল লোক ; যায় ইন্দু মুখী,

খল্ খল্ হাসি মুখে, রাজ অন্তঃপুরে!
উতরিলা তমালিনী চপলা যেমতি,
রাজবালা পদ প্রান্তে। রাজার নন্দিনী
মধুরে কহিলা তবে "সুখী সেই সখি,
আশৈশব সহচরী তোমা সমা যার!
যখন তাপিত মন রাজ অন্তঃপুরি
ছাড়ি যায় অবহেলি রাজার ভাণ্ডার,
অমূল্য রতন রাজি, বিধুমুখি, তব
সুখ সম্ভাষণে মাত্র জুড়াই পরাণ!
ত্বরায় চল লো এবে যাই সবে মিলি,
কর সজ্জা, হেরি গিয়া মুনি-তপোবন!"
মাতঙ্গিনী যূথ যথা কদলী কাননে,
সুমন্দ হেলনে, মাঝে রাজ কন্যা করি,
করে যত সহচরী রথ আরোহণ।
ফুলে ফুলে অঙ্গ সজ্জা; সুকোমল করে
প্রফুল্ল কমল-খেলা! মৃগ মদ সহ
সুগন্ধী কস্তুরিগন্ধে মলয় হিল্লোলে
আমোদিত চারিদিক! রঙ্গিনী সকল
মনোরঙ্গে করে যাত্রা। আনন্দে বিহ্বল,
খল খল হাসি-রাশি মধুর অধরে!
মহানন্দে হুলুধ্বনি পড়িল চৌদিকে,
ইঙ্গিতে চলিল রথ, মনোরথ-গতি।
ঘর্ঘরে ঘুরিল চক্র। দিগঙ্গনা গণ
ধরিল অপূর্ব্ব শোভা! অলকের দাম

তুলিয়া অপ্সরা যত শৃঙ্গধর শিরে,
চঞ্চল ভ্রূভঙ্গী স্থির—নেহারে কেবল
স্তব্ধভাবে রথগতি—আহা কি সুন্দর!
তপোবন প্রান্তে রথ চক্ষুর নিমেষে
উতরিল আসি, যেন নব সূর্য্যোদয়
হইল কানন প্রান্তে, উল্লাসে নাচিয়া
আইল হরিণ পাল তার চারি পাশে!
রতন কেতন হেরি উচ্চ চূড়া দেশে
ঝাঁকে ঝাঁকে বসে আসি ষড়্জ গায়ক
ময়ূর, প্রমত্ত মন রত্ন বিভা হেরি,
বিস্তারি পুচ্ছের ছটা, চারু দরশন!
নামিলা আনন্দময়ী সখীদল সনে
ভূতলে। অমনি যত মুনি-কন্যাগণ
হুলাহুলি দিয়া আসি সম্ভাষিল সবে!
বসিয়া তপস্বী কত, হেরিলা সুন্দরী,
তরুতলে যোগে মগ্ন, কৈলাস ভূধরে
ধূর্জ্জটীর ধ্যান যথা কঠোর। কোথাও
বিরলে কেহ বা বসি দুর্গম গহ্বরে
শৈলতলে; পালে পালে হিংস্র জন্তু কত
করে পাশে বিচরণ, হর্ষে পার্শ্বদেশে
ঘর্ষে আসি অঙ্গে অঙ্গ কুরঙ্গ নিকর
জড় জ্ঞানে, দীর্ঘকায়, মৃত কল্প যেন,
সহস্র বল্মিক পূর্ণ, জটা রাশি মাঝে
উড়িছে পতঙ্গপাল, না বহে একটি

নিশ্বাস। এহেনা বায়ু ভয়ে সে কন্দরে!
খেলিছে অদূরে কত তপস্বী কুমার,
শৈশব মাধুরি পূর্ণ, হাসি হাসি মুখ,
শিরিষ কুসুমসম সুকুমার বেশ,
শিরে বান্ধা পঞ্চ ঝুটি, পৃষ্ঠ দেশে বান্ধা
বল্কল; খেলার দ্রব্য বহু মূল্য জ্ঞান,
লতাপাতা গুল্মরাজি। বিরাজে যে কত,
দেখিলা রাজ নন্দিনী বন বিহঙ্গিনী,
উড়িছে পড়িছে, কভু বসিছে আসিয়া
নর অঙ্গে মনোরঙ্গে, কহিতে না পারি।
কোথাও কোন বা তরু, হেরি জ্ঞান হয়,
প্রসারি সুদীর্ঘ শাখা ঊর্দ্ধ শিরে সদা
কঠোর সাধনে রত। শ্যামল লতিকা
কোথাও তপস্বীকুলে করে বিতরণ
অকাতরে মধুফল! ফুল রাশি রাশি
পড়িছে তলায় কত! আসিছে ললনা
যতনে গাঁথিতে মালা, সাধু শত শত
তুলিতে পূজার ফুল, নাচিতে নাচিতে
খেলিতে আইল শিশু, দেখিতে দেখিতে
চলিল অঙ্গনাকুল ঋষি-কুল পাশে।
একে একে প্রণমিয়া লভি আশীর্ব্বাদ
ভ্রমিলা সকলে যত তপস্বী কুটীর,
ঋষি-পত্নীগণে করি সুখসম্ভাষণ
বরষি অমৃত ধারা তুষিলা সকলে!

বৃক্ষচ্যুত ফল কত শ্রীফল বয়ড়া
আমলকী হরতকী যায় গড়াগড়ি
তলায়, কুড়ায় কভু মুনি-পুত্র-গণ,
কভু বা চরণাঘাতে, কৃষ্ণসার যবে
করে আসি ছুটাছুটি, চূর্ণ হয়ে যায়।
ঋষি-পত্নী যত্নজাত রাম রম্ভা কত
চারিদিকে, শোভে তাহে কিবা স্বর্ণপ্রভা
কদলী! কুরঙ্গ পাল ছুটিছে উল্লাসে
হেরি পাশে দ্রাক্ষালতা। উপাদেয় ফল
কত সে কানন মাঝে, কহিতে না পারি!
কতই ডাকিছে পাখী, কত বর্ণ তার
কে বর্ণে! জুড়ায় কর্ণ শুনি দিবানিশি
আমরি কানন ভরা কুহু কুহু ধ্বনি!
আহা মরি, লক্ষ্য করি ধরি সহচরী
রাজ নন্দিনীর করে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে
সুন্দর তাপসে ওই দেখায় সুন্দরী,—
দেখ দেখ সুবদনি স্রোতস্বিনী তীরে,
ধীরে ধীরে ফেরে যথা সারস সারসী
খঞ্জন বলাক বঁধু ক্রৌঞ্চ সখসুখে,
নেহারি সুনীল বারি ছুটে ঊর্দ্ধমুখে
তরঙ্গ তাড়িত তটে তৃষ্ণাতুর যত
কৃষ্ণসার, হৃষ্ট মনে করে আস্ফালন
মীন কত কূলে কূলে, দেখলো নেহারি
কি মাধুরি হেন তটে রম্য তপোবনে!

পদ্মবনে হৃষ্ট মনে করি বিচরণ
সমীরণ, ধীরে ধীরে উতরিয়া তীরে
আন্দোলিয়া তরুরাজি, চুম্বিয়া আনন্দে
ফুলকুল দেখদেখি দেব-অঙ্গসম
ওই যে সাধুর অঙ্গে করিছে ব্যজন,
কেমন জুড়ায় অঙ্গ শীতল বাতাসে।
ও ললাটে স্বেদবিন্দু হেরি ইন্দু-মুখি,
কার না বিদরে হিয়া, কাঁদে না পরাণ?
চল চল চন্দ্রাননে পশি ও কাননে
জুড়াই নয়ন! আহা, নিলোৎপলনিভ
নিমীলিত ও নয়ন ক্ষণেকের তরে
হত যদি উন্মীলিত, দেখ ভাগ্যবতি,
পথ ছাড়ি মৃগপাল পলাইত দূরে,
নয়ন ভরিয়া মোরা হেরিতাম গিয়া!

লতাকুঞ্জ অন্তরালে পিয়ালের মূলে,
সাবধানে খেদাইয়া শশকের পাল
নব-দূর্ব্বাদল-লোভী, রাজার নন্দিনী
দাঁড়াইয়া সখীসনে, হেরিলা অদূরে
ভুবন-মোহনরূপ, প্রশান্ত ললাটে
মধ্যাহ্ন তপন-তেজ; তমোরাশি নাশি
প্রদীপ্ত করিছে বন যৌবনের বিভা।
আলিঙ্গিছে তরুবরে মলয়ের ভরে
ব্রততী বিনম্রমুখী, সম্ভাষয়ে যথা
বল্লভেরে সুধাস্বনে, দোলাইয়া শির

আন্দোলি পল্লবকর, সানন্দ অন্তরে
মধুস্বরে বিধুমুখী সুধাইলা এবে
যোগীবরে, যোগে মগ্ন বিজন বিপিনে—
কি যোগে যোগীন্দ্র আজ বিজন জঙ্গলে
মগ্ন দেব? কি বিরাগে বৈরাগী অকালে?
বিজ্ঞ তুমি, দেখ দেব, যে বর বিটপী
সুখের সংসার ত্যজি নিত্য বনবাসী,
যোগীসাজে অহরহঃ, সেও মনকথা
সুস্বনে আন্দোলি শাখা বন-লতিকারে
কহে নিরজনে তিতি শিশিরাশ্রু নীরে;
ও তব মনের কথা, কি কথা না জানি?
কি কথা কহ তা মোরে দাসী মনে করি।
কি আর তোমায় কব—যেরূপ সংসারে
আধারানুরূপ বারি, নারীকুল দেব
তেমতি। ত্যজিয়া দেশ ত্যজি রাজ্যসুখ,
সুখময়, ইচ্ছা হয়, হয় যদি তব
অনুমতি, সদাগতি ইচ্ছে তব সনে
এ দাসী; ভ্রমিতে সাধ, বড় সাধ মনে,
তব সনে বনে বনে। কাননে কাননে
দুজনে দেখিব দেব, আঁখিদ্বয় যথা
অবিরোধী নিরবধি বিধির বিধানে
মানব ললাট পটে, কাননের শোভা
মনোলোভা, পদ্মবন নদী নির্ঝরিণী
ফল ফুল বনরত্ন, বনজন্তু কত,

মাতঙ্গ কুরঙ্গ-রঙ্গ বিহঙ্গ নিকর।
বল্কল বান্ধিব অঙ্গে, নিত্য নিত্য উঠি
নিশান্তে, বসন্ত বাস নিত্য এ কাননে,
ফুল-সাজি করে করি তুলিব কুসুম
বনে বনে, ও চরণে দিব পুষ্পাঞ্জলি
প্রতি দিন, প্রীতি দানে তুষ' গুণমণি।
এত বলি সুলোচনা নিরবিলা যদি,
ধরিল মধুর গান ধীরে তমালিনী।
হিমাদ্রির শিরে বসি বিদ্যাধরী বালা
গায় যথা প্রেমগান, সুরের লহরী
বিমোহিল বনস্থলী, পূর্ণ অলিকুলে।
অমনি তাপস-কুল কুটির প্রাঙ্গণে
ফুটিল বকুল-ফুল; ফুল কুল মাঝে
গুন্ গুন্ রব ছাড়ি লুকাইল মুখ
ভৃঙ্গ বঁধু; নিরবিল বসন্ত সমীর
ক্ষণ কাল; প্রতিবিম্ব প্রতি তরু মূলে
দাঁড়াইল স্তব্ধ ভাবে শুনিতে সঙ্গীত
সুধাময়,—শুনিবারে রাজার আলয়ে
নাট্যশালে নৃত্য গীত, লোকারণ্য যথা।
দূর হ'তে করিযূথ শুনিয়া সঙ্গীত
দাঁড়াল কদলীবনে; আইল ছুটিয়া
দূববন ছাড়ি কত ঊর্দ্ধ কর্ণ করি
হরিণ, হরষে শির তুলিল অমনি
দোলাইয়া ফণিকুল, বিহ্বল সঙ্গীতে,

লক্‌লকি বিষ-জিহ্বা, ভস্মরাশি মাখা
যোগিকুল জটাজূট সানন্দে আন্দোলি,
ভাঙ্গিয়া বল্মীক বাসা—শম্ভুশিরে যথা
হেলে দোলে কালফণী জটার মাঝারে,
জগন্ময়ী জাহ্নবীর কুল কুল গানে।
ভাসায়ে বিপিন রাজি বহিল সঙ্গীত
কামিনী কোমলকণ্ঠে; গিরি গুহা ছাড়ি
ভুজঙ্গ মাতঙ্গ সিংহ বরাহ কুরঙ্গ
স্তব্ধভাবে কর্ণপাতি ঘেরি চারিদিকে;
মরি যথা মন্দাকিনী-তরঙ্গ নিকর
দাঁড়ায় অচল ভাবে, অনঙ্গ-মোহিনী
গায় যবে প্রেমগান মোহিতে অনঙ্গে
দেবেন্দ্র মন্দার বনে। নীরব ধরণী,
মধুরে মধুর তান উঠিল বিমানে।
দাঁড়াইলা ঋষিবালা ফুল ডালা করে;
দাঁড়াইল দূরে পান্থ; কোষাকোষী করে
নিরবিল মন্ত্রপাঠ জাহ্নবীর জলে
যোগী যত; ঘোর বনে চমকি অমনি
ভাঙ্গিল মুনির ধ্যান! কহে সত্যবান—
তপোবন দরশনে মর্ত্ত্যভূমে বুঝি
পরিহরি সুরেশ্বরী পুরন্দর পুরী,
দেব-কন্যাগণ সনে অবতীর্ণা আজ
এ কাননে? ও মাধুরি নেহারি নয়নে
বিস্ময় মানিল মন; পূর্ণ বনস্থলী

স্বর্গীয় সৌরভে যেন! আইল কি ছলে
গন্ধর্ব্ব কিন্নর কন্যা, রূপের কুহকে
টলাতে মুনির মন? এ হেন সঙ্গীত
কোথায় শুনিনু আহা? এখনো শ্রবণ
শুনিছে সে গীত-ধ্বনি চিত্ত-বিনোদিনী।
কি কুহকে কুহকিনী, না জানি বারতা,
যোগে মগ্ন যোগিকুল, কি কুহকে তুই
পশিলি নির্ভয়ে আসি ঋষি-তপোবনে
মায়াবিনি? কহ কিংবা বিম্বাধরে তুমি,
হও যদি সুরবালা, অপ্সরী কিন্নরী,
কিংবা লক্ষপতি, যক্ষ রক্ষ-সহচরী?
কহ শীঘ্র কোথা ধাম? কি নামে বিদিত?
কি কারণে তপোবনে? কেন বা আইলা,
কি মানসে ষোড়শিনি ঋষি কুল পাশে?
যোগে মগ্ন যোগী যত, জানিলে তাঁহারা,
মরামর যক্ষ রক্ষ লক্ষপতি যেই,
মুহূর্ত্তে হইবে ভস্ম তপস্বীর শাঁপে।
নহি মোরা বিদ্যাধরী অপ্সরী কিন্নরী,
যক্ষ রক্ষ লক্ষপতি, ক্ষম ক্ষমাশীল।
কর যোড়ে সহচরী কহিলা বিনয়ে
মধুস্বরে,—দেখ দেব না জানি কুহক,
সহজে সরলা মোরা নহি মায়াবিনী!
ইচ্ছ যদি, বিবরণ শুন তপোধন
দাসী মুখে, দাসী মোরা ঋষি-পদাম্বুজে।

ধূর্জটীর ধ্যান কথা শুনেছি পুরাণে
ধীরবর, শুনিয়াছি সে বৈরাগ্য কথা—
জটাজূট ভস্ম ভূষা, বাঘাম্বর বদ্ধ
কটি তট, ভূতনাথ বিভব বিরাগী ;
শুনিয়াছি রূপবান্ এ তিন ভুবনে
পার্ব্বতী অঞ্চল নিধি শূর কার্ত্তিকেয়
মদন মোহন বেশ, নৃত্য করে পাশে
ষড়জ গায়ক শিখী,—কিন্তু নাহি শুনি
ষড়ানন ধ্যানে মগ্ন ব্যোমকেশ বেশে !
ষণ্ড শূল হাড় মালা কোথা শূলপাণি ?
কোথা শিখী কহ কিংবা ? কি বিরাগে জানি
এ বেশে বিপিন বাস, কহ ইচ্ছাময় !
শুনিয়াছি স্মরবনে পর মর্ম্ম ভেদী
খর তর ফুল-শর বতিপতি করে ;
হে স্মরথী, এ কাননে দেখা দিলা যদি,
কোথা রথ মীনধ্বজ ? কোথা ফুল-ধনু ?
কোথা পতি প্রাণা রতি অভিন্ন-হৃদয়া
কণ্ঠাশ্লেষ-প্রণয়িনী ? কহ এ দাসীরে।
নাহি জানি কোথা বাস, নিন্দ অবস্থায়
কি কুহকে ? ক্ষমাশীল, কি কুহকে আসি,
পশিলা সাধুব বেশে গহন কাননে ?
সহজে অবলা মোরা, কহ দয়া করি।
দেখিলা সাবিত্রী তবে করি নিরীক্ষণ
বহুক্ষণ সত্যবানে। ক্রমে নিরখিলা,

সে অঙ্গে জুড়াতে অঙ্গ আতঙ্কেতে আসি
রুদ্রতেজ-ভস্মীভূত অনঙ্গ আপনি
লয়েছে আশ্রয় আহা শুদ্ধ প্রেমময়,
প্রেমাবেশে রসরঙ্গ অপাঙ্গের কোলে!
অজিন রয়েছে পড়ি পার্শ্ব দেশে, যেন
কুরঙ্গ ত্যজিলা অঙ্গ আঁখি ভঙ্গিমায়!
সর্ব্বদাই প্রেম-মন্ত্র জপে কর-মূলে!
মূর্চ্ছান্বিতা রাজবালা নিরখি সে রূপ।
কতক্ষণে মূর্চ্ছা ভাঙ্গি সান্ত্বনিল তায়
সখিকুল, ধীরে ধীরে লভিল জীবন
দেহ-লতা রম্য বনে, সুরবনে মরি
জীবে যথা স্বর্ণ-লতা, মন্দাকিনী-বারি
সিঞ্চে যবে সযতনে বিদ্যাধরী বালা।
গেল দিন, এল সন্ধ্যা, বেলা অবসান
হের গো আসিছে ওই ঋষি-কুলবালা
মুনি-পত্নীগণ সনে প্রবাহিনী-কূলে,
ঋষি-কুল সায়াহ্নের সন্ধ্যা সমাপনে,
করে করি কমণ্ডলু, কেহ কোষাকোষী,
খড়্গা-খড়্গা-বিনির্ম্মিত! রাজ হংস ওই
বিছিন্ন মৃণাল আঁশ ঝোলে চঞ্চুপুটে,
পদ্মবন পরিহরি ফিরিছে কেমন!
চল আজ গৃহে যাই, আসিব আবার।—
এত বলি ধীরে ধীরে রথের উপরে
তুলি রাজ নন্দিনীরে, আনন্দের ধ্বনি

করিল রজনী-যোগে নিতম্বিনী কুল,
খল্ খল্ হাসি রাশি বিকাশি কাননে।

রাজা শ্রীযুক্ত বনবিহারী কপূররাজা সাহেব বাহাদুরের নিকট প্রার্থনা।

প্রভাতিল বিভাবরী, শ্রীহরি স্মরণ করি,
রাজন্, আনন্দে উঠি দেখ একবার—
ত্রিদিব দুহিতা উষা, করি দিব্য বেশ ভূষা,
খুলিতেছে স্বরগের সুবর্ণের দ্বার!
রাজ্যের রক্ষক তুমি, ব্রাহ্মণ কুমার আমি,
দূর হ'তে আসিয়াছি আশীর্ব্বাদ দিতে,
কর পদ্মে নরনাথ, ধর করি প্রণিপাত,—
আছে রীতি শিরপাতি আশীর্ব্বাদ নিতে।
রত্ন মণি বিনিন্দিতা, শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা—
কৃষ্ণ বাক্য, বলেছেন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন,
সেই গ্রন্থ একখানি, আনিয়াছি নরমণি,
তোমার শ্রীকরপদ্মে করিতে অর্পণ।
রাজন্ এ অবনীতে অর্জ্জুনের ধমনীতে
কুরুক্ষেত্রে যে শোণিত ছিল প্রবাহিত,
সে শোণিত, হায় হায়! নাহি এই বাঙ্গালায়,—
তোমারি শিরায় সেই রক্ত বিরাজিত!
"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য, মামেকং শরণং ব্রজ।"

অর্জ্জুনেরে বলেছেন নিজে নারায়ণ,
সেই রাজনীতি ধর্ম্ম অন্যে কি বুঝিবে মর্ম্ম ?
তাই তাহা তব করে করি সমর্পণ।
গীতার "মাহাত্ম্যে" তিনি বলেছেন, নরমণি,—
"গীতা মে হৃদয়ং পার্থ, গীতা মে পরমা গতি!"
তাই তব করে ধরি, আমরা মিনতি করি,—
মহাযত্নে গীতা রত্নে রাখ মহামতি।

যাবৎ গগনে, শশাঙ্ক তপনে, দেখিবে নয়নে, মানব চয়,
তাবৎ জগতে, বিদ্যাদান দিতে, রবে বর্দ্ধমানে রাজবিদ্যালয়!
ছাত্রে নাহি দীক্ষা, অসম্পূর্ণ শিক্ষা, ধর্ম্ম নীতি-রক্ষা, কিরূপে হবে?
শুন মহামতি, গীতা ধর্ম্মনীতি, শিখাও সংপ্রতি, বালক সবে!
রাজন্ তোমার, দায়িত্ব অপার; "ধর্ম্ম অবতার" ধরেছ নাম,
গুরুপদ লও, শিক্ষা গুরু হও, ধর্ম্ম শিক্ষা দাও, থাকুক নাম।
কল্পনা ত নয়— রাজ বিদ্যালয়, ধর্ম্মের আলয়, যখন হবে,
গীতা হাতে করি, তোমাকেই ঘেরি, গাবে "জয় জয়!" যুবক সবে।
স্মরি কৃষ্ণনাম, উঠ গুণধাম, হইওনা বাম—বিষম কাল!
গেল বঙ্গদেশ! কিবা হবে শেষ!— পাদ্রি পেতেছে বিষম জাল।
"হিন্দু ছাত্র" গেছে, নাম মাত্র আছে! সহরে যাদের দেখিতে পাই,
ধর্ম্ম হীন তারা, প্রায় দিশাহারা, ঘোরে যেন কারো মা বাপ নাই!
কৃষ্ণ নাম স্মরি, বীরেন্দ্র কেশরী, উঠ একবার, দেখিব আমি,
সুবর্ণ উষ্ণীষ, বামেতে হেলায়ে, কোটি বন্ধ আঁটি দাঁড়াও তুমি!
কোষ- বদ্ধ অসি, দোলাইয়া পার্শ্বে, অশ্ব রশ্মি ধর, একটি করে,
আর করে ধর, ভগবদ্গীতা, মুখে "কৃষ্ণ নাম" গাও উচ্চ স্বরে!
ভুবন বিজয়ী, নেপোলিয়ানের, রয়েছে বিখ্যাত, একটি কথা,

"বাইবেল সাথে, তরবারি হাতে, হইব বিজয়ী, যাইব যথা!"
তুমিও তেমতি, উঠ মহামতি, রাজ ধর্ম্ম নীতি, পালন কর—
"দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন" গীতার আশ্রয়ে, ত্রিতাপ হর!
রক্ষ হে নরেশ, রক্ষ বঙ্গদেশ! গীতা ধর্ম্ম নীতি শিখাও ভবে,—
এ সংসার রণে, রিপুগণ সনে, সমর করুক যুবক সবে।

শ্রীশ্রীবিজয়-চাঁদের রাজ্যাভিষেক।

(তরলিকা ও অম্বালিকা, বিমান-চারিণীদ্বয়ের কথোপকথন)

অম্বালিকা :—সখিরে,

চন্দ্রলোক হ'তে যবে, আশুগতি-গতি রে,—
ত্রিদিবের পথে,
লঙ্ঘি তপোবন গিরি, বিমান বিদারি রে,
মনোরথ-রথে,
চলিনু সে দিন আমি ঊর্দ্ধ হতে ঊর্দ্ধে রে,
মহিতল-মায়া ছায়া পদ তলে ফেলিয়ে,
ভব তলে ভাবি কর্ম্ম মানবে যা ভাবে রে,
মহাকাশে ছায়া ভাসে, হাসি তাই হেরিয়ে।
মানব-মানস পটে কত ফুল ফোটে রে,—
মধু লোটে কারা?
দেব-ভাবে ফোটে যদি মধু লোটে তারা রে,
ব্যোম-চারী যারা!
বর্ষ পরে দেব গণ সিংহাসন দিবে রে,
শ্রীমান্ বিজয়-চাঁদ মহাভাব, ধীমানে,—

সর্ব্ব-মঙ্গলার ঘরে পড়িতেছে ছায়া রে,
হেরি তার সূক্ষ্ম ছায়া সূক্ষ্মতম বিমানে!
দূরতার দূর দিয়া ঊর্দ্ধতার ঊর্দ্ধে রে,
ভ্রমিতে ছিলাম,
ঘৃতাহুতি-গন্ধ সহ দেব ধ্বনি-শিখা রে
দেখিতে পেলাম!
সেই জ্যোতিঃশিখা ধরি বিদ্যুতের গতি রে,
ঊর্দ্ধ হতে অধঃ আসি হিমাচলে বসিয়ে,
বর্দ্ধমানেশ্বর-ছায়া নিরখি গাঁথিনু রে,
"চন্দ্রচুড় চূড়া" এক চন্দ্রকর ধরিয়ে!
গাঁথিতে গাঁথিতে চূড়া চিত্তপটে হেরি রে
ভবিতব্যতায়!
শোভিতেছে বর্দ্ধমান শ্যাম বঙ্গাকাশে রে,
শশাঙ্ক-প্রভায়!
সর্ব্বাগ্রে নিরখি সখি রাজপুরি পার্শ্বে রে
সর্ব্ব-মঙ্গলায় আর মহেশ্বর ঈশানে,
লক্ষ্মী-নারায়ণ জাগে পুর-দ্বার ভাগে রে,
পবিত্রতা জাগে যথা আমাদের বিমানে!
দেখি বর্দ্ধমানে গিয়া একাকিনী আমি রে,
তোমা-ধনে ফেলি!
বিজয় চাঁদেরে সবে রাজ্যপাট দেয় রে,
আর্য্যগণ মিলি!
সূর্য্যবংশ অবতংশ নব নরবর রে,
বর্দ্ধমান-রাজকুলে ষোড়শ সে নৃপতি!

নব রাজ্য-অভিষেক দেখিলাম গিয়ে রে,
করিয়াছে লোকারণ্য বাল বৃদ্ধ যুবতী।
রাজপথ ধারে ধারে তরুলতা শোভে রে,
যতদূর যাই,
রতন কেতনে তার চারিধার ঘেরা রে,
দেখিবারে পাই।
শ্বেত নীল পীত বর্ণ কুসুমের হার রে,
গলে গলে, দলে দলে, থরে থরে শোভিছে।
খচিত কাঞ্চন মণি রমণী-অঞ্চল রে,
শত শত সৌধ শিরে সমীরণে উড়িছে।

তরলিকাঃ—সখি রে—
রাজাদের, উৎসব অনেক,—
দেখিয়াছি ধরাতলে, হয়েছে যতেক।
সে বড় হাসির কথা, কি কহিব সখি রে,
বিমান-বাসীরা হাসে, হেরিলে বারেক।
ধরণীর,— ধনী মানী গণ,
রূপ মান লাগি ক্ষয় করে ধন মন।
পোড়া রূপ মান লাগি হয় তারা সর্ব্বত্যাগী,
অভিমানে, বিমানে না করে নিরীক্ষণ।
মৃন্ময়,— কণ্ঠে রাখে গাঁথি,
মৃন্ময় হীরা মণি, মুকুতার পাঁতি।
রূপে মানে মত্ত, হায় মহত্ত্বের পরিচয়
গোটা কত মৃন্ময় ঘোড়া আর হাতী।
উল্লাসে,— উৎসবে সবে ধায়,

"ধনাৎ ধর্ম্ম" হেন ধন, বিফলে উড়ায়!
অনলের খেলা দিয়া গগন ছাইয়া রে,
কতস্ফূর্ত্তি! রাখে কীর্ত্তি, পাগলের প্রায়!

অম্বালিকা :—সখি রে,
ছিছি ছিছি! হেন কথা, মুখাগ্রে তুলনা রে,
বর্দ্ধমান-পতি!
দেবোপম নৃপ-বর, দেবের অন্তর রে,
দেবোপম গতি!
হীরা মতি মুক্তা পাঁতি অঙ্গে অঙ্গে গাঁথি রে,
যাচে কি সে রূপ-মান ধন রাশি ছড়ায়ে?
ব্যভিচারিণীর ন্যায় মৃদু মন্দ জ্যোছনায়
রাজ পথ ধারে আসি থাকে কি সে দাঁড়ায়ে?
রাম-নারায়ণাচার্য্য আর্য্য-কুল-মণি রে,
বীর্য্যবান্ অতি!
ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দেন ঐশ্বর্য্যের মাঝে রে,
সেই মহামতি!
গুরুর গুরুত্ব যাহা, তাঁহাতেই আছে তাহা,
মহা পুরুষের ন্যায়, যোগীশ্বর যেমতি!
পরহিত-ব্রতে রত প্রসন্ন বদন রে,
রাজার রক্ষক আর শিক্ষক সে সুমতি!
শোন্ সখি মন দিয়া সে পবিত্র কথা রে,
দেখিলাম যত—
শ্যাম-সরোবর ধারে কি বিচিত্র লীলা রে,
কহিব তা কত!

কি পবিত্র সরোবর, পবিত্র পুলিন রে !

যমুনা-পুলিনে যেন নব মেঘ-মালিকা,—

শত শত তরু লতা সারি সারি গাঁথা তথা

নাচে মূলে বাহু তুলে ফুল্ল বাল-বালিকা !

রাখাল কাঙ্গাল অন্ধ, কত যে দেখিনু রে,

শত শত শত !

অঞ্জলি পূরিয়া অন্ন— পরমান্ন-পুরী রে,

পায় অবিরত !

নব বস্ত্র ভারে ভারে আনি আনি অকাতরে

দীন দুঃখী নারী নরে দুই করে বিতরে !

'জয় শ্রীবিজয় চাঁদ' উঠিয়াছে ধ্বনিরে—

কত শত দেব-ছায়া সেই স্থানে বিহরে !

ঈশানে ঈশানেশ্বর— মহেশ-মন্দির রে,

অপূর্ব্ব দর্শন !

স্তবস্তুতি বেদ মন্ত্র শত সাধু মিলি রে,

করে উচ্চারণ !

আশ্চর্য্য কি কব সখি, কত যোগী ঋষি দেখি,

উদাসী পরম হংস বসি সেথা আসনে !

তার মাঝে সূক্ষ্ম কায়া, দেখিলাম দেব-ছায়া,

কৃতার্থ করিতে ভূপে এসেছেন গোপনে !

হেন আর দেখি নাই অন্য কোন্ স্থানে রে,

দেব বিচরণ !

বিমানে সপ্তম স্তরে জ্যোতিঃ তার হেরি রে,

ফিরিনু যখন।

করিবারে রাজেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ রে,
আসেন ঈশানেশ্বরে কত সাধু গোপনে!
কৃতার্থ হইনু সখি, ঈশানের স্থান দেখি,
রাজার অন্তর-লক্ষ্য পড়িয়াছে সেখানে!
রাজধানী-অগ্নিকোণে দেখিলাম সখি রে,
সর্ব্ব-মঙ্গলায়!
নৈঋতে রাধা-বল্লভ অন্ন-পূর্ণা হেরি রে,
কত দেবতায়!
বায়ু কোণে দৃষ্ট হয় কত শত শিবালয়!
হেরি রম্য সরোবর উপবন কাননে!
'রমণার বন' আর নন্দন কানন রে,
অদূরে গোলাপ-বাগ, পশু শালা যেখানে!
সিন্দুরে সাজিয়া রাখে, রাজপথ গুলি রে,
ধারে ধারে তার,
সারি সারি শোভিতেছে অশোক বকুল রে,
কুসুম-আগার!
শ্যামাঙ্গিনী সন্ধ্যা সাথে সে নির্জ্জন পথে পথে,
ভ্রমিছে ভাবুক কত উপবন কাননে,
প্রেমিক প্রেমিকা মিলে প্রাণের ঘোরে মন খুলে,
সন্ধ্যার অঞ্চল তলে আবরিয়া আননে!
কৃষ্ণ-সরোবর সখি, সেখানে হেরিনু রে,
হ্রদের আকার!
চারি ধার শোভে তার, রম্য তরু লতা রে—
কুসুম সম্ভার!

নির্জ্জন সে পথ গুলি　　　　নাই সেথা ধূলি বালি,
　　সুশ্যামল দূর্ব্বা দল দল মল দুলিছে !
দেবতা-বাঞ্ছিত স্থান　　　　নিরখি জুড়ায় প্রাণ !
　　বিমান-চারিণী আমি, মোর প্রাণ টানিছে !
মানসে মানস-সরে,　　　　স্মরি সখি দেখরে,
　　　　কৃষ্ণ-সর তাই।
গিরি-সম তীর ভূমে　　　　বন উপবন রে,
　　　　তুল্য তার নাই।
শত অলি, শত পাখী　　　　পথিকেরে ডাকি ডাকি
　　পত্র পুষ্প মাঝে থাকি, করিতেছে আরতি !
কত যোগী ধীরে ধীরে,　　　　ফিরিতেছে তীর তীরে,
　　মানস-সরের ধারে তপস্বীরা যেমতি।
রমণীর নিশি-পথ　　　　তার প্রান্তে প্রান্তে রে,
　　　　রমণীয় অতি,—
সমীরণ সেবি করে　　　　যামিনী যাপন রে,
　　　　যুবক যুবতী।
প্রিয় সনে প্রিয়া আসি,　　　　তুলি ফুল্ল ফুল রাশি
　　পুষ্প-তটে বান্ধা ঘাটে মালা গাঁথে দু'জনে,
অনঙ্গের সঙ্গে যেন　　　　বরাঙ্গনা রতি রে,
　　মন্দাকিনী-তীরে বসি মন্দারের কাননে !
কৃষ্ণ-সর হতে সখি　　　　বায়ু কোণে দেখি রে,
　　　　নভঃস্থলে আভা !
অষ্টোত্তর শত শিখা　　　　উঠেছে গগনে রে,
　　　　দেব-মনোলোভা !—

নীরব নিশিথ কালে তেজস্বী তপস্বী রে,
অষ্টোত্তর শত মালা জপে যবে বিরলে,
পর-ব্যোমে তার ভাতি অষ্টোত্তর শত জ্যোতিঃ
পড়ে যথা, হেরি মোরা ব্যোমচারী সকলে—
কাদম্বিনী মাঝে যথা সৌদামিনী গতি রে,
সেই গতি নিয়া,
অষ্টোত্তর শত গাঁথা মহেশ-মন্দির রে,
হেরি তথা গিয়া!
প্রান্তরে সে দেব-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে রে,
দেব অংশে জন্মি কোন্ সূর্য্য-বংশ-নৃপতি!
বৰ্দ্ধমান-রাজ বংশ ধরাতলে ধন্য রে,—
ধন্য তারা পূজে যারা দেব-দ্বিজ-অতিথি!

তরলিকা :—

রাজপুরি মাঝে বল্, সখি রে কি, বিরাজে?
অভিষেক-রম্যস্থান হরিল কি তোর প্রাণ?
কেমন দেখিলি সখি, মহারাজ ধীরাজে?

অম্বালিকা :—

বিপিনের পথ ছাড়ি বিপণির পথে রে
চলিনু যখন,
সম্মুখেই সহচরি, রাজপুরি হেরি রে—
দেবেন্দ্র-ভবন!
স্বর্গীয় সৌরভ ঢালি আমোদিয়া পুরি রে
সংগোপনে সিংহদ্বারে পশি দেখি স্বজনি,
ফিরিতেছে শান্ত্রী দল প্রহরে প্রহরে রে,

অবিরাম জন-স্রোত বহে দিবা রজনী!
রাজা মহা রাজ কত সাজিয়ে এসেছে রে,
মিটাইতে সখ!
অনেকেই তার মাঝে পরিয়ে হীরক রে—
হংস মধ্যে বক!
করি-যূথ বাজি-রাজি- পৃষ্ঠোপরে সাজি রে,
দেখাতে এসেছে তারা হীরা মণি, স্বজনি,
নব ভূপ সমাদর করেন তাদের রে,
শূন্য-গোলা তোপ গুলা ছাড়ি দিবা যামিনী!
অভিষেক স্থানে গিয়া জুড়াইল হিয়া রে,
অপূর্ব্ব দর্শন!
স্বর্ণ সিংহাসনে বসি নব নৃপবর রে,
দেবেন্দ্র যেমন!
দুই পার্শ্বে বসি যত রাজ-কুল-মণি রে,
সূর্য্যবংশ চন্দ্রবংশ অবতংশ যাহারা!
অভিষেক-যজ্ঞভূমি- সম্মুখেতে দেখি রে—
বল্‌ দেখি প্রাণ-সখি, সেথা বসি কাহারা?
যাইনু যে দিন সখি, তুমি আর আমি রে,
চন্দ্রলোক-পথে,
অশরীরী ঋষি এক আসিতে ছিলেম রে,
মনোরথ-রথে;
তাঁর মুখে যাহাদের শুনেছিলি নাম রে,
সে সব তপস্বী ঋষি—সুপণ্ডিত সকলে
দেখিনু সেখানে সখি, বেদ মন্ত্র পড়ি রে

বাহু তুলি করিতেছে আশীর্ব্বাদ ভূপালে!

তন্ত্র মন্ত্র বেদ বিধি, বিমান বিদারি রে
শত কণ্ঠে পাঠ!
প্রবেশে তাপস শত, সুকৃতির বশে রে
রোধ করি বাট!
মধ্যে স্থিত হোম-কুণ্ড, চৌদিকে স্থাপিত রে
আগ্রহে বিগ্রহ যত রাজ-পুরে পূজিত।
হোম-কুণ্ডে ঘৃত ঢালে, যোগী ঋষি যতি রে,
স্বর্গীয় সৌরভ সেথা সমীরণে বাহিত!
চলেছে অপ্‌সরা কুল সুরেন্দ্র-আবাসে লো—
খল্ খল্ হাসি,
নিম্ন ব্যোমে আছি মোরা, হেথা হ'তে চল লো,
দেখিবে কে আসি!
রাজার রূপের কথা যেতে যেতে বলি রে,
চিদানন্দ-বৃন্দাবনে গিয়ে গাঁথি মালিকা;
ওই দেখ্ কত শত, উড়িয়া আসিছে রে,
নৃত্যপরা বিম্বাধরা বিদ্যাধরী-বালিকা।
মন্ দিয়ে শোন্ সখি দেখিলাম যাহা রে,
অপরূপ রূপ।
স্বর্ণ-সিংহাসনে বসি, সুরেন্দ্রের সম রে,
বর্দ্ধমান-ভূপ।
ভূপের রূপের কথা কি কব? শশাঙ্ক কোথা!
সবিতা নিশিতে বৃথা লুকান লজ্জায় রে;
দেবতা ত্রিদিব-চ্যুত!— সেও নহে মনঃপুত,

আশ্বিনে অম্বিকা-সুত যাইতে না চায় রে।

মূর্ত্তিমতী পুণ্যজ্যোতিঃ নৃত্য করে ধরি রে,

নলিনী-নয়ন ;

সৃষ্টি অতিক্রমি দৃষ্টি অনন্তের পানে রে,

প্রশান্ত বদন।

দেহ, কল্প-তরু যথা ; তাহে নাচে পবিত্রতা,

অহমিকা-দুষ্টা লতা পদ-বিদলিতা রে,

বিজয়-শ্রী বর্দ্ধমানে, রূপে গুণে যশে মানে,

মিথিলার সিংহাসনে মৈথিলীর পিতা রে !

নিরখিয়া নর-বরে দেব অংশ জানি রে,

অলক্ষ্যে তখন

অন্তরীক্ষ হতে সখি দিনু তার শিরে রে,

অমূল্য রতন !

চন্দ্র-চূড়-চূড়া যথা সাজান যতনে রে

বিজয়া জয়ার সনে ত্রিনয়না আবেশে,

চন্দ্র-চূড়-চূড়া দিনু বিজয়ের শিরে রে,

সর্ব্বমঙ্গলার আর ঈশানের আদেশে !

তরলিকা :—

কেহ কি, দেখেনি তোরে, রাজ-পুরে স্বজনি ?

বিমান-চারিণী গণে কেহ কেহ দেখে ধ্যানে

সহসা মানস-পটে,—মেঘে যেন দামিনী !

অম্বালিকা :—

ব্রাহ্মণ কুমার এক ধ্যান-মগ্ন ছিল রে

হইয়া নির্ব্বাত !

সে চিত্ত-দর্পণে হল এ চিত্ত-পটের রে
প্রতিবিম্ব পাত!
আনন্দ-আশ্রম প্রান্তে তপোবন মাঝে রে
মোক্ষ পথে লক্ষ্য দিয়ে বসেছিল কি ক্ষণে!
জড়-জ্ঞানী বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাহীন হয়ে রে,
অন্তরীক্ষ-বক্ষ যথা দেখে দূর-বীক্ষণে।
সে যদি না দেয় ব'লে লোকালয় মাঝে লো,
কে বলিবে আর?
কৃষ্ণ-প্রিয়াদের গতি কৃষ্ণ-প্রাণা বিনা লো,
জানে সাধ্য কার?
বৃন্দাবনে সহচরি চল গিয়ে সেবা করি
গোবিন্দের পাদ-পদ্ম উচ্চ তম বিমানে,
প্রাণেশের পদ সেবি করিব লো দীর্ঘ-জীবী
শ্রীমান্ বিজয়-চাঁদ মহাতাব্ ধীমানে!

সেই বৃক্ষতলা।

শৈশব সুখের সিন্ধু মাতৃ-অঙ্ক ছাড়ি
তখনও খেলিতাম তরু তলে গিয়া,
বান্ধিতাম সেথা কত ধুলা ঘর বাড়ী,
তার পরে মাতিলাম দারাপুত্র নিয়া!
এত দিনে ধুয়ে ফেলে সংসারের মলা,
আবার দেখিতে সাধ "সেই বৃক্ষতলা!"

কেটেছে কিশোর কাল রাজার প্রাসাদে,
সৌহৃদ্য রাজার সনে, রাজ ভোগে থাকি,
তখনই রাজযোগ শিখি সাধে সাধে—
তরু তলে বসি কভু বিশ্বনাথে ডাকি!
এত দিন পরে পুনঃ জুড়াইতে জ্বালা
দেখিতে এলাম আজ, "সেই বৃক্ষ তলা!"
যৌবনে যামিনী দিবা কামিনী কাঞ্চন!—
দেবতা-দুর্লভা নারী সেবে সর্ব্বদাই!
তখনও ভাল বাসি বন উপবন,
ক্ষণে ক্ষণে জুড়াইতে তরুতলে যাই!
ভুলিয়া সে চন্দ্রমুখ—পূর্ণ ষোলকলা,
দেখিতে এসেছি ফিরে "সেই বৃক্ষ তলা"।
শৈশবের কৈশোরের জুড়াবার স্থল,
যৌবনের বার্দ্ধক্যের সুখশান্তি-ভূমি,
কত অশ্রুপাতে চিত্ত করেছি শীতল!
বৃক্ষতলা "স্বর্গাদপি গরীয়সী" তুমি!
জগদীশ, এই দেখ, গেল না ত ভোলা—
"সেই তুমি, সেই আমি, সেই বৃক্ষ তলা"!

শ্রীশ্রীবর্দ্ধমানাধিপতির রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে দেবালয়ে প্রার্থনা।

আজ রাজ-সিংহাসনে বসিলা পবিত্র মনে
রাজশ্রী বিজয় চাঁদ মহাতাব্ ভূপতি ;

আজ এত দিন পরে কি আনন্দ ঘরে ঘরে,
পাইল রাজ্যের রাজা প্রজাকুল সংপ্রীতি।
নৃত্য গীত বাদ্যে ওই বর্দ্ধমান জাগিছে,
ব্রাহ্মণ কুমার এক এই ভিক্ষা মাগিছে।—
জয় লক্ষ্মী নারায়ণ, কমলা কমলাসন,
এ দীনের নিবেদন শুনিবে কি শ্রবণে ?
যজ্ঞসূত্র করে ধরি কৃতাঞ্জলি কার হরি,
একান্ত প্রার্থনা করি দেবারাধ্য চরণে,—
দীর্ঘজীবী হন যেন, পাদ-পদ্মে মিনতি,
রাজশ্রী বিজয় চাঁদ মহাতাব্ ভূপতি।
আছে যাঁর অনুক্ষণ দ্বারে লক্ষ্মী-নারায়ণ,
কভু যেন তাঁর মন স্বার্থ পানে ধায় না,
বহিবারে রাজ্যভার, করিবারে সুবিচার,
বিলাস আলস্য তাঁর মন যেন চায় না।
হন যেন জনার্দ্দন, সুশীল ও সুমতি,
রাজশ্রী বিজয় চাঁদ মহাতাব্ ভূপতি।
রাজত্বে গুরুত্ব কত, রাজত্বের "মহাব্রত"
শিখাও সতত নব বর্দ্ধমান-তপনে,
আদর্শ রাজর্ষি করি, ভারতে দেখাও হরি,
এ মিনতি লক্ষ্মীপতি ধরি রাঙ্গা চরণে।
গায় যেন বাল বৃদ্ধ, যুবক ও যুবতী,
জয়শ্রী বিজয়চাঁদ মহাতাব্ ভূপতি।
দেবকুল আছ কোথা, অলসতা-বিষলতা,
দেখো যেন না জড়ায় নব তরুবরকে,

নিষ্কর্ম্মা করিয়া তাঁকে, ফেলিও না কুম্ভীপাকে,
ভারতে ভূপতি কত পতিত যে নরকে।
মিত্র, রাজ্য, রাজকোষ রক্ষা তরে—মিনতি,
প্রাণের মমতা ছাড়ি দেন যেন নৃপতি।
মনে রাখি পরমার্থ, ভুবন-মঙ্গল অর্থ,
যতনে রক্ষার্থ যেন হয় তাঁর কামনা;
জ্ঞাতিগণ রক্ষা তরে, চিন্তা দিও সে অন্তরে,
কখনো না হয় যেন পর-ধনে বাসনা;
সুমিষ্ট সামগ্রী নিয়া, একা যেন খান না,
করিতে বিষয় চিন্তা একা যেন যান না।
দেবতা তেত্রিশ কোটী, চরণের তলে লুটি,
যোড় করে গল-বস্ত্রে জনে জনে মিনতি,
এই ক'র দেবগণ, নৃপ যেন ধন্য হন,
পূজা করি আজীবন দেন দ্বিজ অতিথি।
আর যেন সর্ব্ব উচ্চ স্থান দেন মানসে,
ভারতের সাধু সাধ্বী, মুনি ঋষি তাপসে।
এ মিনতি বৃহস্পতি, আমাদের মহীপতি,
বুঝিতে পারেন যেন বিন্দুমাত্র শুনিয়া,
অথচ বধির মত, শুনি শুনি অবিরত,
বহুক্ষণে প্রত্যুত্তর দেন যেন জানিয়া;
জিজ্ঞাসিত না হইলে, কভু যেন কাহারে,
বৃথা বাক্য না বলেন রাজ-সভা মাঝারে।
ঋষিগণ দেখো তাঁকে, ক্ষমা যেন তাঁর থাকে
রাজ্যের শাসনে কিংবা আহারে কি বিহারে,

যেন চির-সহচরী, হয় সে সুর-সুন্দরী,
নিরুপমা ক্ষমা যেন নিত্য সেবে তাঁহারে।
দ্যূত-পান দোষে যেন নাহি হয় বাসনা,
নিঠুর দণ্ডাজ্ঞা যেন করে না সে রসনা।
ঈশ্বর 'ঈশানেশ্বর' যোড় করে মাগি বর,
যান যেন নরবর করিবর যেমতি,
অধমা গরিমা-লতা, পদে দলি যথা তথা,
সুশীলতা নম্রতার পদ্ম-বনে সংপ্রতি!
তাঁতে যেন রক্ষা পায় স্বধর্ম্ম ও সুনীতি,
উমাপতি, তব পদে প্রণতি ও মিনতি।
আর, বিভো কি কহিব মহেশ শঙ্কর শিব,
কি আছে তোমায় দিব, আছে মাত্র ভকতি,
কায়-মনো-বাক্যে তাই, তব পদে ভিক্ষা চাই,
দেহ দেব নর-দেবে দেহ-মনে শকতি,
খেলাইতে বাম করে রাজনীতি-শলাকা,
উড়াতে দক্ষিণ করে ধর্ম্মনীতি-পতাকা।
নব ভূপে রাখি লক্ষ্য, রণে বনে রক্ষ রক্ষ ;
চিরি বক্ষ, বিরূপাক্ষ, দিব তব শ্রীপদে,
ভক্তি মাখা রক্ত-ধার, যদি কভু ঘটে তাঁর
অশিব অশুভ, বিভো, পড়ি কোন বিপদে ;
উষা কালে আসি যেই পূজা করে তোমারে,
বিপদে 'ঈশানেশ্বর' পদে রেখ তাঁহারে।
শঙ্করি গো, যত্ন নিও, এ রত্নে সুশিক্ষা দিও,
হয় না আদর্শ শিক্ষা, মাতৃশিক্ষা ব্যতীত,

থাকি মা তোমার অঙ্কে, তোষামোদ-পাপ-পঙ্কে
ক্ষত্রিয়-মাতঙ্গ যেন নাহি হন পতিত।
স্তাবক-মশক-পাল গুন্‌-গুন্‌ ধ্বনিলে,
উড়াইয়া দিও মাগো অঞ্চলের অনিলে।
কর্ণ-সার অন্ধ মত, করিতে দিও না মাতঃ
দর্শনের কর্ম্ম যত কর্ণ-পথে সমাধা,
বিশেষ কার্য্যের কালে, যেন রাজ-সভাতলে,
দেখি পূজ্য মন্ত্রিদলে, শ্বেত-শ্মশ্রু সুমেধা;
আর্য্যের মর্য্যাদা রক্ষা হয় যেন সভাতে,
আমরা বিজয়-গান করি যেন প্রভাতে।
রণে বনে জলে স্থলে, রক্ষ মা সর্ব্ব-মঙ্গলে,
জননি তোমারি কোলে ভূপাল সুপালিত,
শ্রীপদ-শীতল ছায়া দিও তাঁরে মহামায়া,
তোমারি করুণা-পথে যেন হন চালিত।
তোমা বই কেবা তাঁরে ভুলাইবে অভয়ে?
মাতা হ'য়ে মাতৃস্নেহ দিও তব বিজয়ে!
শত স্বর্ণ বিল্বদল, শত ভার গঙ্গাজল,
ঢালিব তোমার শিরে, মাগো সর্ব্ব-মঙ্গলে,
নব ভূপে দেখো দেখো, অন্তরালে সঙ্গে থেক,
চরণ ছায়ায় রেখ, এই বিশ্ব মণ্ডলে;
বিধি মিলাইল নিধি আমাদের কপালে!
আনন্দে, আনন্দময়ি, রেখো নব ভূপালে।
কমলার পদতলে, কুড়াইয়া কুতূহলে,
ধান্য তণ্ডুলের কণা, নিন্দি রত্ন ধনে;

যাহে মোরা প্রতিপাল্য, ত্রিজগতে নাই তুল্য,
গাঁথিয়া অমূল্য মাল্য, নির্ম্মাল্যের সনে,
পরাইল রাজ গলে. ব্রাহ্মণ কুমার,—
রাজগৃহে থাক চির কৃপা কমলার।

বর্দ্ধমান রাজ কলেজে পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে প্রার্থনা।

আজ রাজ বিদ্যালয়ে পবিত্র হৃদয় লয়ে
সবে সমবেত হয়ে, বসেছেন হরষে,
শিক্ষক ও ছাত্রগণ আর যত সভ্য জন
ফুল্ল মন সুপবিত্র সমীরণ পরশে।
হেরি ওই শুভ্রতম রজত গিরির সম
দেবোপম নরবরে মনকথা কই রে?
দেখ দেখ ছাত্র গণ কি পবিত্র দরশন!
অনাথের অন্নদাতা বিদ্যাদাতা ওই রে!
বিদেশী স্বদেশী মম অন্তরের প্রিয়তম
প্রফুল্ল কুসুম সম ছাত্রগণ সুমতি,
কৃতজ্ঞ হৃদয় খুলি বল আজ সবে মিলি,
জয়শ্রী বিজয় চাঁদ মহাতাব্ ভূপতি!
জ্ঞানধন উপার্জ্জন করিবারে ছাত্র গণ
তোমরা যে আগমন করিয়াছ এখানে,
সে কথা স্মরণ রেখ, নিজের চরিত্র দেখ,

সুশিক্ষা সেথানে মাত্র সুচরিত্র যেথানে।
রাজ বিদ্যালয়ে আসা. শিখিবারে রাজভাষা,
দেশের ভরসা আশা তোমরাই চরমে,
অহো ভাগ্য আমাদের! বিদ্যালয়ে ছাত্রদের
যে দুর্দ্দশা চরিত্রের স্মরি মরি মরমে!
কুপল্লীতে বাস করি চুরটে পকেট ভরি
এ দাতব্য বিদ্যালয়ে কত ছাত্র মরেছে!
কি হবে বিদ্যার ফল? রাখিয়া 'চরিত্র বল'
অমর-মুকুট শিরে ভিখারিও পরেছে!
ধর্ম্ম-নীতি শিখিবারে চরিত্র গঠন তরে
বিদ্যার মন্দিরে যদি সদুপায় না থাকে,
সে বিদ্যা অবিদ্যা ভাই, আমরা তা নাহি চাই,
নীতিশিক্ষা হলে বলি বিদ্যালয় তাহাকে।
বিশ্ব বিদ্যালয়ে যদি কর্ত্তৃপক্ষ নিরবধি
ধর্ম্মনীতি-হীন বিদ্যা শিক্ষা দেন বালকে,
বিষময় ফল তার ফলিবেই অনিবার,
দেখিবে নরক দ্বার ও বিদ্যার আলোকে।
যাদের পবিত্র মন, এস সেই ছাত্রগণ,
জানাই এ বিবরণ বর্দ্ধমান-অধিপে,
নিঃসহায় আমাদের ধর্ম্মনীতি চরিত্রের
শিক্ষার বিধান চাই মহারাজ সমীপে।
দেবোপম নৃপবর বর্দ্ধমান অধীশ্বর!
তাঁহার অবিনশ্বর এই কীর্ত্তি-মন্দিরে,
শিখাইতে ধর্ম্ম-নীতি অবশ্যই মহীপতি

সদুপায় সুব্যবস্থা করিবেন অচিরে!
তা না হলে চির দিন এই যত ভাগ্যহীন
কুচরিত্রে দিন দিন যাবে কাল-কবলে!
যতেক চরিত্র-হীনে কি ফল ও বিদ্যা দানে?
বিদ্যা দেখি কাঁদে যদি পিতা মাতা সকলে!
বিদেশী স্বদেশী মম, অন্তরের প্রিয়তম
প্রফুল্ল কুসুম সম ছাত্রগণ সুমতি,
কৃতজ্ঞ হৃদয় খুলি বল আজ সবে মিলি—
"জয়শ্রী বিজয় চাঁদ মহাতাব্ ভূপতি"!

বর্দ্ধমান, আনন্দ-আশ্রম ও গীতা-বিদ্যালয়ের বিবরণ।

কুলটা কুটীর পাশে কুহকের জাল,
তথায় পবিত্র-কায় ছাত্রদের বাসা,
সিগারেটে পুড়িতেছে তাদের কপাল,—
ধু ধূ ক'রে পুড়ে যায় স্বদেশের আশা!
সমুদ্র তরঙ্গে তৃণ হয়েছে আশ্রয়,
"আনন্দ-আশ্রম আর গীতা-বিদ্যালয়"।
নীরবে নিরখি, করি নীরবে রোদন,—
কাঁদিতে আমার সাথে জন প্রাণী নাই।
ধরি আনি গুটি কত মা-বাপের ধন,
নীরব কুটীরে মম পালিতেছি তাই।
এত দিন তাহাদের করিতে পালন,
হয়েছে সর্ব্বস্ব হীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ!

স্বদেশের মেরুদণ্ড— ছাত্র-পবিত্রতা,
বিষম চরিত্র-দোষ কীটে জর্জ্জরিত!
তথাপি নীরব দেশ— একি বিচিত্রতা!
জিজ্ঞাসিতে কেহ নাই, কাঁদি অবিরত!
ছাত্র-দুঃখে দুঃখী মাত্র আছে এক জন,—
বর্দ্ধমানে দেবোপম 'রাম-নারায়ণ'!
গুটি কত ছাত্র মাত্র রাখি ভিক্ষা করি,
ভাবি মনে—হেন জনে কোথা পাব গুরু!
কে বা আছে বর্দ্ধমানে— কিছু কিছু করি,
মাসে মাসে দিয়া পোষে দাতা কল্পতরু!
নিশার স্বপনে হেরি ভরসার ছবি—
সুপ্রভাতে সমুদিত "বর্দ্ধমান-রবি"!

নীরব প্রার্থনা।

ইন্দীবর চেয়ে থাকে সবিতার ছবি,
সুধাকর চেয়ে থাকে বর্দ্ধমান রবি!
নীরবে শুকায়, ঝরে, মরে ইন্দীবর,—
মরিলেও কথা নাহি কহে সুধাকর।

দেবী-দর্শন।

"অহো বয়ং ধন্যতমা, যেষাং ন স্তাদৃশী স্ত্রিয়ঃ।
ভক্ত্যা যাসাং মতির্জাতা,অস্মাকং নিশ্চলা হরৌ"॥ (ভাগবত ১০ম)

ত্রিতাপ করিতে ধ্বংস, পরা প্রকৃতির অংশ, পড়িল ধরায়,
ব্রহ্ম-কুলে অবতরি, শোভিল স্থবর্ণ পুরী, খ্যাত মদিরায়।

ধরিয়া দেবীর বেশ ধন্য করি বঙ্গদেশ,
প্রেমের প্রতিমা আসি ধরাতলে দাঁড়াল,
ভব জন মনোলোভা যার মুখচন্দ্র-শোভা
আমার মানস-গঙ্গা সত্ত্ব গুণে ভাসাল!
করিতে মহীতে দেবী দয়া বিতরণ,
যোগমায়া সঙ্গে রঙ্গে দিলা দরশন!
প্রাতঃ সন্ধ্যা ধরি যারে, ঘেরি থাকে অকাতরে, দীন হীন যত,
দিবানিশি 'মা' 'মা' বলি, ডাকে যারে বাহু তুলি, দুঃখী শত শত!
পীড়িতে আরাম দিতে মৃতকল্পে বাঁচাইতে
আইলা যে অবনীতে মহা ব্রত লইয়া,
যার আশা-মুখ হেরি শত শত নর নারী
মুছিল নয়ন বারি রোগ শোক ভুলিয়া,
নির্ম্মল স্ফটিক-স্বচ্ছ হৃদয়ে তাহার
দেখিলাম কি অনন্ত প্রেম-পারাবার!
সুখ দুঃখ অভিমান, পদতলে দলি রে, বাহিরিলা সতী!
শরণ লইলা মাত্র, হরি পাদ-পদ্মে রে, অগতির গতি।
কঠিন কুটিল বক্র, সংসারের মায়া চক্র,
যার জ্যোতিঃ অঙ্গ-ভাতি পরশিতে নারিল,
পরা প্রকৃতির সাথে নিত্য বান্ধা হাতে হাতে,
শুদ্ধ সত্ত্বগুণে যার চিত্ত মোর ভরিল,
ত্রিদিবের দেবীরূপা প্রতিমা তাহার,
সেবিব অনন্ত কাল হৃদয়ে আমার!
দেবীর ত্রিদিব-রূপ, নিরখি নিরখি রে, জনমিল জ্ঞান!
ক্রমে হল অপরূপ, চিন্ময় সে রূপে রে, বিশ্বরূপ ধ্যান

পুনঃ যোগমায়া বশে ডুবি স্নেহ-প্রেম-রসে
সংসারের ধূলা খেলা ভাবাবেশে করেছি !
দেখিয়া হৃদণ্ডপরে অন্তরের অন্তস্তরে
বিশ্ব বিমোহিনী রূপ, স্পন্দ হীন হয়েছি !
নিঃস্পন্দ সমাধি-শেষে করেছি বিশ্বাস,—
নারী নহে, এ যে "পরা প্রকৃতি প্রকাশ !"
দয়ার্দ্রা দীন-পালিনী, বিদুষী বিদ্যা-দায়িনী, বীণা পাণী সমা
অনাথে অন্নদায়িনী, মাতৃহীনে "মা-জননী", লক্ষ্মীরূপা বামা !
"পঞ্চানন"-পদ-রবি দেখায় চিন্ময়ী ছবি,
তাই দেখি দেবীরূপ ! ছিল বুঝি সুকৃতি !
যোগেতে বিগত-শ্বাস হ'লেই হবে "বিশ্বাস"
নারী দেহে করে বাস, "পরাৎপরা প্রকৃতি !"
শিব উক্তি "নারী শক্তি," মুক্তি তাহে পাই,
শক্তি দেও, মহাশক্তি, মুক্তি পথে যাই !
নিত্য কর্ম্মশীলা তুমি, নিষ্কর্ম্মা পুরুষ আমি, পরুষ আচার !
দাঁড়াইতে স্থান নাই, বল গো কোথায় পাই, আশ্রয় আমার ?
সুপ্রকৃতে, সুখে থাকো, নিরাশ্রয় মোরে রাখো,
নির্গুণ পুরুষে ঢাক তব স্নিগ্ধ ছায়াতে,
দেখাইতে অবনীতে প্রেমময়ী সুপ্রকৃতে,
নির্গুণেরে গুণে বান্ধ তব যোগ-মায়াতে।
জুড়াক জগৎ-বাসী তব নাম শুনে !
"নির্গুণে" বিকায়ে যাক "ত্রিগুণার" গুণে !

বুদ্ধদেব-কাব্য।

উপহার।

মোক্ষ পথে লক্ষ্য কলেজ অধ্যক্ষ,
বর্দ্ধমান নৃপতির
সুনীতি শিক্ষক চরিত্র রক্ষক
রাজেন্দ্র-আচার্য্য ধীর,
সতত পবিত্র মধুর চরিত্র
পরহিত ব্রতে মত্ত,
অভিমান মুক্ত পণ্ডিত-শ্রী যুক্ত
রাম নারায়ণ দত্ত,
দীনে দেন দীক্ষা, শিক্ষকেরে শিক্ষা,
এই ভিক্ষা কাছে তাঁর,
ঋণে এই দীন বান্ধা চিরদিন—
কি দিয়া শোধিবে আর?
গাঁথিয়াছি তপোবনে বনফুল মালা,
জুড়াবে জীবের যাতে ত্রিতাপের জ্বালা,
বুদ্ধদেব কাব্য খানি ক্ষুদ্র উপহার,
পরশি করুন শ্রম সার্থক আমার।

(ইতি গ্রন্থকারস্য)

বুদ্ধদেব।

আদি লীলা—জন্ম।

ভাসিল তপন, হাসিল জগৎ, তুলিয়া ঈষৎ আন্ধার মুখ!
লুকায়ে কোকিল, বকুল শাখায়, মুকুল মুখেতে, দিতেছে কুক!
থল থল জল, কমল কলি ঈষৎ নয়ন ঠারে,
ফুল্ ফুল্ ফুল্, ফুলের বাগান, শোভিল কুসুম হারে!
নীরদে মাখিয়া, কণকের কুচি, গাঁথিয়া গাঁথিয়া, সোণার থর,
বাড়াইয়া শোভা, নাচে দিগঙ্গনা, পাপিয়া গাইল, মধুর স্বর।
উদয় অচলে, চাহিলা মিহির, তিমির ছাড়িল, নয়ন-পথ;
এস দেব এস, আর একবার, বিমানে চালাও, রজত রথ।
মম মনোরথে, বিমানের পথে, টানিছে বাসনা, মরাল-কুল,
সবেগে ছুটিছে, ফুটেছে নেহারি, নীল নভো-জলে, কমল-ফুল।
উর মনোরথে, কহ অংশুমালী, বিনাশি অজ্ঞান-আঁধার রাশি;
কার জ্যোতি-বলে, তুমি জ্যোতির্ম্ময়, তোমার জ্যোতিতে যেমন শশী?
এত তেজোরাশি, বিকাশি ভুবনে, করে করে ধরি, রেখেছ ধরা;
কত তেজ তার, যার করে ধরা, কোটি কোটি ধরা, এমন ধারা?
কোথায় সে জন, জান কি তপন, যার পদতলে, হইয়া রেণু,
গড়ায় কেবল, তোমার মতন, কোটি কোটি কোটি, অবাক্ ভানু?
তোমার প্রসাদে, জাগিল জগৎ, নয়ন হেরিল, আঁধার পথ,
জ্যোতি দান ক'রে, অজ্ঞান কুমারে, কহ কোন পথে চিদানন্দ সৎ?
যার স্থূল দেহ, করিলে কল্পনা, পরমাণু বৎ, তোমায় দেখি!
আমিও যেমন, তুমিও তেমন, উভয়ে অবাক্, হইয়ে থাকি!

পল অনুপল, মুহূর্ত্ত যেমন, অনন্ত কালের, একটি অণু,
অনঙ্গ যেমন, ধূর্জ্জটির চক্ষে, ধ্যান ভঙ্গে যবে, চাহিলা স্থাণু;
সিন্দুরের বিন্দু, সুন্দরীর ভালে, তব পাশে যায়, যেমন দেখা,
সেই রূপ যার, নাম উচ্চারণে, সমান তোমার, থাকা না থাকা;
যার সূক্ষ্ম দেহ, করিলে ভাবনা, কালের প্রবাহ, পবন কায়া,
ধরিত্রীর ন্যায়, গুরুবোধ হয়, গিরিসম গুরু, অণুর ছায়া;
কেমন সে জন, জ্বলন্ত তপন, জগৎ লোচন, তোমায় বলে,
পার কি দেখাতে? আর্য্য ঋষি গণে, দেখালে যেমন গগনতলে?
কি ধনী দরিদ্রে, পাপী পুণ্যবানে, কীটাণু কীটেতে সমান দয়া,—
এমন যে জন, বুঝিনু তপন, তুমিই তাহার, দেখাও ছায়া!
জড় চক্ষু যার, চাহে নিরন্তর, হেরিবারে সেই, জ্যোতির জ্যোতিঃ
তোমায় হেরিয়া, সে ধন লভিয়া, চরিতার্থ হয়, মানব মতি!
তেজঃ পুঞ্জ তুমি, মহা ভয়ঙ্কর, তথাপি অন্তর, কমল সম;
অজ্ঞান তিমির, বিনাশ মিহির, বিকাশি হৃদয়, কুসুম সম!

ভাসিছে জগৎ-রাশি, অনন্ত আকাশ মাঝে,
প্রবল কাল-প্রবাহে ভাসিয়া চলিল!
কোটি রবি শশী তারা, দিক দিগন্তরে সব,
এক সূত্রে গাঁথি কেবা সাজায়ে রাখিল!
অনল-অনিল-ক্ষিতি সলিলের বাষ্পকণা,
কোথায় নীরবে মিশি, হ'ল বিন্দুপ্রায়—
তাহাতে গঠিত গাত্র, বায়ুর হিল্লোলে মাত্র
বাঁচে প্রাণ; মায়া-বন্ধ বাঁধা দুই পায়;—
এই সে মানব দেহ আঁটিতে না পারে কেহ,
ভয়ঙ্কর অহঙ্কারে উন্মত্তের মত,

হুই-হুই থই-থই,— ধরা পৃষ্ঠে নাচে ওই,
হায়রে, কীটাণু কোটি, স্বর্গ-নিপতিত।
এ জগৎ-কারাগারে, এহেন প্রমত্ত নরে
নিরখি যাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল,
অচৈতন্য জগতেরে, চেতনা দিবার তরে
অবিশ্রান্ত আঁখি যাঁর অশ্রু বিসর্জ্জিল,
হেন বুদ্ধ-দেব-কীর্ত্তি, জগৎ-মঙ্গল হেতু
জগতে মঙ্গলময় তুমি বিভাসিলে,—
আমি অন্ধ জ্ঞান নাই, জ্যোতির্ম্ময় ডাকি তাই,
সবিতৃ স্বরূপ বিভো! সবিতৃ মণ্ডলে।

হিমাচল নাম গিরি তুঙ্গ শৃঙ্গ স্কন্ধে ধরি,
দ্বারী সম ভারত উত্তরে;
অভ্র ভেদী মেঘ বর্ণ, দানব দুর্ব্বার যেন
করে ধরি অম্বর বিদরে!
শিখর শিখর পরে, যেন ধায় ধরিবারে
হিংসা বশে মধ্যাহ্ন তপন,
চাহি দিক্ দিগন্তরে মুহুর্মুহুঃ রোষ ভরে
দাবাগ্নি করিছে উদ্গীরণ।
প্রস্রবণ উচ্ছ্বাসিত, উৎস যত উৎসারিত,
ঘর্ম্ম যেন ছুটে সর্ব্ব কায়,
তুষারে মণ্ডিত শির, দিগ্বিজয়ে মহাবীর
ধরে শুভ্র মুকুট মাথায়।

দিগঙ্গনা গণ ডরে, কাঁপিতেছে থর থরে,
বসুন্ধরা কাঁপে পদ ভরে!
শিখরে অপ্সরা কুল, উড়িছে এলায়ে চুল
দেব কন্যা যেন দৈত্য করে!
শাল তাল চারু দারু, সুদীর্ঘ সহস্র তরু
দাঁড়াইয়া মেরু পৃষ্ঠ পরে,
দীর্ঘশাখা বিস্তারিয়া বাঞ্ছা—ধ'রে কর দিয়া
রাজ ছত্র সবিতার শিরে!
যেন সে খগেন্দ্র পাখা দিয়াছে অরুণ ঢাকা,
বসুন্ধরা তায় অন্ধকার;
হিমাদ্রির পাদ দেশে, একটি রশ্মি না পশে,
দীপ্ত তথা দ্বিতীয় ভাস্কর!
কপিল মুনির নামে গিরিতলে হ'ল ক্রমে
নগর কপিল-বস্তু নাম;
অপূর্ব্ব সে রাজধানী, ক্ষত্রিয় কুলের মণি
শুদ্ধধন ধনেশের ধাম।
রজত প্রাচীর তায়, শোভে মেখলার ন্যায়,
বেষ্টিয়া সুবর্ণ সিংহদ্বার,
অমর বৃন্দের সনে যেন স্বর্ণ সিংহাসনে
বসিয়া দেবেন্দ্র দিয়া বার!
রাজপথ চারি ধারে তরুলতা শোভা করে,
ফল-ফুল-ভারে দুলিছে শির!
কোথাও মুঞ্জরি হেরি গুঞ্জরে গুঞ্জরি মরি,
ঝির্ ঝির্ করি বহে সমীর!

নিরন্তর চ্যুত শাখে পরভৃতগণ ডাকে
শ্যামল পল্লব সকল ঠাঁই,
তুলিছে রসাল ফল, ফুটন্ত ফুলের দল,
ভ্রমর মলয়ে বিরোধ নাই!
মণি জ্বলে সৌধভালে, দেউলে চপলা খেলে
রবিকর লাগি রতন পরি!
সতত নগর মাঝে, মধুর মৃদঙ্গ বাজে,
উঠিছে সঙ্গীত লহরি ধরি!
ক্রীড়য়ে নাগরী কুল, কর্ণমূলে স্বর্ণফুল,
সুকোমল করে ফুল্ল পয়োমত্ত নলিনি!
মধুর মধুর হাসি, অধীর অধরে আসি,
খেলে, যথা সৌদামিনী জন-মন মোহিনী!
লম্বিত কুন্তল বেণী, চমকিছে গাঁথা মণি,
অধো ধায় কালফণী যেন যায় বাঁকিয়া!
রত্নহার থরে থরে বক্ষপরে শোভা করে,
কুটজ কুসুম যেন হেম কুটে ফুটিয়া!
হেসে খেলে, সন্ধ্যা হলে, কুল বধূ যায় জলে—
অমানিশিতেও হাসে কুমুদিনী নেহারি,
পোহাইলে বিভাবরী, কমলিনী ফুটে হেরি
অবগুণ্ঠনেতে মুখ যায় নারী আবরি!
নিশি-পথে কামিনীর, বহে সুসমীর ধীর,
মরমরে পাতা, ফুটে যূথি যাতি মালতী!
কামিনী অঞ্চল স্পর্শে, কামিনী কুসুম হাসে,
কদম্ব বিকাশে হেরি উরসের উন্নতি!

রূপবতী গুণ যুতা সুপ্রবুদ্ধ রাজ সুতা
মায়াদেবী মহীপাল বামে ;
সুখের করিলা শেষ, না জানি দুঃখের লেশ,
রোগ শোক পশে না সে ধামে !
হিমাদ্রি সদৃশ দেশে, ইন্দ্র পুরী সম বাসে
শুদ্ধধন রাজেন্দ্রের বাস,
সদানন্দে রাজা রাণী সাজাইলা রাজধানী,
হিমালয়ে দ্বিতীয় কৈলাস !
কালে রাণী গর্ভবতী, রাজ স্থানে ধায় দূতী
সংবাদ কহিলা ভূপতিরে,
শুনি নৃপ হর্ষ যুত, বিতরে রতন কত,
পূজা দিলা শিবের মন্দিরে।
মরু মাঝে সরোবর, অমারাত্রে সুধাকর,
মুমুর্ষুর মোক্ষ আশা যথা,
ক্লান্ত পান্থে ভাল বাসা, মাতৃ হীনে ভালবাসা,
অপুত্রকে পুত্র আশা তথা।
মাঝে মাঝে অকস্মাৎ প্রতিদিন দিন রাত
গর্জ্জে করি নিনাদি ভীষণ,
জ্যোতিষে পণ্ডিত কয়, করিবেক সুনিশ্চয়
বীর পুত্র জনম গ্রহণ।
কামনা কোমল তুলি, মানস পটেতে তুলি,
মনোমত ছবি আঁকে মন,
ভূপতি জরায়ু বিন্দু ভাবি কোটি শরদিন্দু,
ব্রহ্মপদ করিছে অর্পণ !

এক দিন নিশি শেষে রম্য বনে রাণী এসে
শাল তরু-চারু কিশলয়
যেমন ভাঙ্গিতে যান, ব্যথায় অস্থির প্রাণ,
উপস্থিত প্রসব সময় !
ক্রমে নিশি ভোর ভোর চারিদিক ঘোর ঘোর,
দেখা দিল উষার আভাস ;
ব্যথায় অধীর রাণী, করে সবে কাণাকাণি,
ক্রমে দেখে ফরসা আকাশ !
পাপিয়া প্রভাতী ধরে, পিক-রাজ কুহু স্বরে,
গান করে বুঝিয়া সময়,
তরুণ অরুণ আভা পূর্ব্বদিক করে শোভা,
হয় হয় আদিত্য উদয়,
আচম্বিতে বারংবার, হুলুধ্বনি সপ্ত বার
করিল অঙ্গনা কুল যত,
প্রসূন-আসার বর্ষে, মঙ্গল গাইল হর্ষে,
আচম্বিতে দ্বিজ শত শত !
উদ্যানে বিকাশে ফুল, বিপিনে বিহগ কুল
ডাকি উঠে কল কল করি ;
প্রাচীর উপরে বসি, নৃত্য করে কেকাভাষী,
পিঞ্জরে ডাকিল শুক শারী !
প্রিয়ম্বদা হর্ষে ভাসি, কহিছে ছুটিয়া আসি,
মহারাজ শুন সমাচার,
গেল দুঃখ এত দিনে, শুভদিন শুভক্ষণে
ভূমিষ্ঠ হইলা সুকুমার !

সন্তান সম্ভব শুনি আনন্দে সে নৃপমণি
যত্নে রত্ন করে বিতরণ ;
বেণু বীণা সপ্তস্বরে শ্রবণ বধির করে,
দান করে বধিরে শ্রবণ !
হেরিলা ভূপাল আসি, কোটি শরতের শশী
অঙ্কে বসি দিক্ আলো করে !
শিশুর মাধুর্য্য রাশি, হেরি সুখী প্রতিবাসী,
মাতা পিতা সপ্ত স্বর্গ পরে !
মহামায়া-বিশ্বপাশে, ভ্রান্তি মরীচিকা ফাঁসে,
মায়াদেবী মহিষীর মন
বদ্ধ হল অনুক্ষণ, দেখিছেন শুদ্ধধন
"চিদাকাশে কুসুম কানন" !
সবিস্ময়ে অকস্মাৎ, উৎপত্তি বিপত্তি-পাত,
ভ্রান্তি-মেঘে সুখের চপলা
সংসার-বিমানে কবে স্থির থাকে এই ভবে ?—
সপ্তম দিবসে শেষ বেলা,
লীলা খেলা ফুরাইল, ঘোর ঘোর সন্ধ্যা হল,
ডুবু ডুবু রক্তিম তপন,
মায়াদেবী ত্যজি প্রাণ করি গেলা সপ্রমাণ
"এ সংসার নিশার স্বপন !"
রাজা যায় গড়াগড়ি, ধূলায় আছাড়ি পড়ি,
তাড়াতাড়ি ধরিছে সকলে !
অজ্ঞান-প্রণয় পাশ, মানবের সর্ব্বনাশ !
কাঁদি রাজা বিনাইয়া বলে,—

শিশু না শরৎ শশী, অরণ্যে পড়িয়া খসি,
পড়িয়াছে বামনের করে ;
কেন হেন রত্ন ফেলি, ত্রিদিবে যাও চলি
এ রতন দিয়া গেলে কারে ?
রাজার আলয় ফেলে, পদ্ম যথা ভাসে জলে,
ফুটে ফুল বিজন জঙ্গলে,
করেছেন বিশ্বময় এ পুত্র-নক্ষত্রোদয়,
খদ্যোতের পত্র অন্তরালে !
কহে রাজা, কাল-বশে যেই রত্ন যায় ভেসে,
অমূল্য রতন সেই কে পায় ফিরিয়া ?
স্মৃতি পথে পুনরায়, যখনি উদয় হয়,
ফিরি আসি যায় মাত্র মর্ম্ম বিদারিয়া !
হায় সে স্মৃতির পথে বিস্মৃতি কপাট দিতে
পরাণ ধরিয়া বল কে পারে জগতে ?
তুমি অখিলের পতি, অনন্ত কালের গতি,
বিশ্বনাথ, সুখ দুঃখ সকলি তোমাতে !
না জানি হে ইচ্ছাময় সৃজিয়াছ কি ইচ্ছায়,
সংসার মরুর মাঝে তৃষিত মানব !
না জানি কি মনে করি প্রেরিয়াছ তাহে হরি,
এ বিরহ মায়া মোহ—মরীচিকা সব ?
না জানি কি অভিলাষে ফুটন্ত গোলাপ হাসে,
হাসা'লে আকাশে শশী আনন্দ-ব্যঞ্জক ?
পুনঃ বসি সংগোপনে সৃজিলে কি ভাবি মনে,
শশাঙ্ক উদ্দেশে রাহু গোলাপে কণ্টক !

ইচ্ছাময় জগৎ পিতঃ কবিলেই পারিতে ত

অনন্ত সুখের সৃষ্টি দুঃখ পরিহরি ?—

অবিচ্ছেদ সম্মিলন জরামৃত্যু বিসর্জ্জন,

অমরকিন্নর-নর, বিদ্যাধরী-নারী !

কারে দিয়ে কারে মার, কারে বা পালন কর,

কোন সূত্রে কর্মক্ষেত্রে কি কর ঘটন,—

আগে করি প্রাণপণ অন্বেষয়ে অন্ধ জন,

অন্তিমে অবাক্ হয় অর্ব্বাচীন মন !

বিত্ত পেয়ে যার চিত্ত নিত্য থাকে মদমত্ত,

অথবা দুর্ব্বৃত্ত যেই, সব তৃণ জ্ঞান,

উচ্চ শির মহাবীর সেও হয় নতশির,

হেরে যবে গ্রীবা-স্পর্শী কৃতান্ত কৃপাণ !

বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ ধর হে কলঙ্কী চাঁদ,

ত্রাসে লোক নিজ পাপ না করে গোপন ;

রবির দাসত্ব হেরি অলসতা পরিহরি,

ভয়ে লোক জড় সড়, নিজ কর্ম্মে মন !

ধরায় রোপেছ চারা আকাশে দিয়াছ ঝরা,

তোমার ইয়ত্তা করা কারো সাধ্য নয় !

নিশায় আকাশ পটে, অত তারা কেন ফোটে ?

কেন ফোটে, কি উদ্দেশ্য ! জান ব্রহ্মময় !

জানি না হে বিশ্ব নাথ কেন হয় দিন রাত ?

কেন ঘোরে মাস পক্ষ বর্ষ ঋতু যত ?

এত কষ্ট লোকে পায়, তবুও বাঁচিতে চায়,

কি আশায় রোগ শোক ভোগ করে এত ?

কে জানে মহিমা তব হে ভবেশ শম্ভু শিব,
অচিন্ত্য অব্যক্ত রূপ ধরেছ ধরায়,
কারো বা সাজাযে রাজা আপনি দেখিছ মজা,
আকাশ ভাঙ্গিয়া কারো ফেলিছ মাথায়।
হায় তবু ভ্রান্ত জনে, ভাবে বসি মনে মনে,
আমারই সাবধানে সব রক্ষা হয়;
এই করি এই হ'ল, এই করা ভাল ছিল—
ভেবে ভেবে এ সংসার করে দুঃখময়!
ওহে অখিলের পতি, মানুষ অবোধ অতি,
ভাবিয়া না দেখে কভু স্থির চিত্ত করি,—
বৈশাখী রৌদ্রেতে হায়, পাহাড় ফাটিয়া যায়,
কেমনে যে রক্ষা পায় কুসুম মুঞ্জরি!
হে বিধাত ইচ্ছাময়, তোমারি ইচ্ছায় হয়
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সকল,
ধরায় রোপিয়া চারা, আকাশে দিয়াছ ঝরা,
যে বাসনা করিতে সফল,
পূরাইতে সে বাসনা, বিতরিয়া কৃপাকণা,
অসহায় শিশুর জীবন,
রাখ হে করুণাসিন্ধু, কৃপা-পদ দীনবন্ধু
দীন জনে কর অরপণ!—
বিনাইয়া নানা ছাঁদে, ভূপতি কতই কাঁদে
সবে শান্ত করে ধরি তায়!
"যত দিন হয় গত, বিষাদ পাশরে তত"
বিধাতার এ বিধি ধরায়!

যতনিতে সুকুমারে, ধাত্রিকায় আনি ঘরে
বঙ্ক রাজা পরিণয় পাশে ;
বাড়ে সৌন্দর্য্যের ভরা, সে শিশু নয়ন তারা
তরুণ অরুণ স্নেহাকাশে !
সুসময়ে অন্নাশন, দিলা নৃপ হৃষ্ট মন,
সন্তানের চিন্তা মাত্র সার ;
ধর্ম্মেতে সুসিদ্ধ হবে, নরবর তাই ভেবে,
নাম রাখে সিদ্ধার্থ তাহার !

দ্বিতীয় লীলা।

বিবাহ ও বৈরাগ্য।

কুমারে শিক্ষার তরে সমর্পি শিক্ষক করে
নিশ্চিন্ত হইলা মহীপাল,
সতত সুশিক্ষা পায়, সিদ্ধার্থ সন্তুষ্ট তায়
নাহি হয়,—যায় কিছু কাল ;
সেহালে শিক্ষক তার, শিক্ষা অতি চমৎকার,
হেরি হা'র মানে গুরুজন ;—
না হ'তে টঙ্কার শ্রুত, বাণ যথা বিন্ধে দ্রুত,
হেন ধায় সিদ্ধার্থের মন !
গ্রন্থের প্রথম পাতা, না পালটি শেষ কথা
একি প্রথা শিক্ষার সময় ?

সাত পাঁচ ভাবি মনে ক্ষান্ত দিলা গুরুজনে,
মগ্ন সদা সিদ্ধার্থ চিন্তায় !
সকল বালক আসি করতালি দিয়া হাসি
ধায় সবে খেলিবার তরে ;
সিদ্ধার্থে ডাকিলে তারা শিশু যেন পথ হারা,
কোথা যায় কিবা চিন্তা করে !
গাত্রে যত অলঙ্কার মণি মুকুতার হার,
না চাহিতে দেয় দীন জনে.
নিষেধ করিলে কেহ ধূলায় লুটায় দেহ,
কান্দে পড়ি না যায় ভবনে !
কিছু দিন গত করি যজ্ঞ সূত্র গলে ধরি,
সিদ্ধার্থ ধর্ম্মেতে দিলা মন ;
নানা শাস্ত্র পাঠ করে সত্য আহরণ তরে,
দলে দলে দ্বিরেফ যেমন।
ভ্রমে সদা উপবনে, কভু হেরে এক মনে
কেমনে ফুটিছে ফুল কুল ;
গোলাপে কণ্টক হেরি মনে মনে হাস্য করি
কভু ধরে বিধাতার ভুল !
বিচরণে শ্রান্ত হলে আসিয়া বকুল তলে
দূর্ব্বাদলে করয়ে শয়ন ;
ধীর সমীরণ হেরে, মনে মনে চিন্তা করে—
কেবা করে মধুর ব্যজন !
শাখায় কোকিল গায়, কুমার ভাবিছে হায়—
কেবা গায়, কে শিখায় তারে ? .

গীত সুধা বরষিয়া শীতলিতে দগ্ধ হিয়া
কেন গায়, গায় কার তরে ?
এইরূপ চিন্তা করি ধনজন পরিহরি
কুমার বেড়ায় উপবনে ;
এক দিন, যায় দিন, ভুবন আলোক হীন
রাজপুত্র না আসে ভবনে।
ভূপতি চিন্তিত অতি ধেয়ে যায় দ্রুতগতি
রাজদূত ছোটে চারি ভিতে,
কেহ কোথা নাহি পায় রাজা করে হায় হায়।
দ্রুত গতি ধায় উদ্যানেতে।
দেখিলা সেথায় গিয়া ঘন পত্র শাখা দিয়া
লতা মণ্ডপের অভ্যন্তরে,
বান্ধিয়া খেলার ঘর, জোড় করি দুটি কর,
নয়নে কুমার খেলা করে।
খেলা ভাবি রাজা গিয়া নীরবেতে দাঁড়াইয়া,
অনিমেষে নেহালে বদন,
নিরখিয়া মনোদুঃখে, পাষাণ বাজিল বুকে,
দীর্ঘশ্বাস ছাড়িলা তখন !—
সিদ্ধার্থের আঁখি জল, বহে তিতি গণ্ডস্থল,
ছল ছল নয়নের তারা,
ঊর্দ্ধ মুখে জোড় করে, যেন সে ডাকিছে কারে,
জ্ঞান হয় যেন জ্ঞান হারা।
দ্রুত হাত দিয়া গাত্রে ডাকে রাজা রাজপুত্রে,
কান্দি কহে,—উঠরে কুমার,

একি বিপরীত রীতি, শিখ আসি রাজনীতি,
ডাকিতেছে জনক তোমার।
ত্যজি রাজ্য সুখ সব, শৈশবে কি অসম্ভব ?
তোর ভাব ভাবিয়া না পাই,
কি অভাবে এ বিরাগ, কার পরে হ'ল রাগ,
বল বাছা, কিবা তোর চাই ?
চলরে নয়ন মণি, গৃহে গিয়া সব শুনি
বুক ফাটে তোর শয্যা হেরি ;
কেন রে ভূতলে পড়ি দুর্ব্বাদলে গড়াগড়ি,
সোণার পালঙ্ক পরিহরি।
রাজপুত্রে করে ধরি, প্রবোধিয়া কত করি,
রাজপুরি প্রবেশে নরেশ,
বসাইয়া সিংহাসনে স্নেহময় আলাপনে,
রাজনীতি কহিলা বিশেষ।
নিশিশেষে নৃপ বর, বহির্দ্দেশে দিয়া বার,
কহিলেন সভাসদ সবে,
"পুত্রের বিরাগ যবে, পিতার কর্ত্তব্য তবে
বয়ঃপ্রাপ্তে পরিণয় দিবে।"
সুধাইয়া সবে ধীর, সুপাত্রী করিলা স্থির
যশোধারা দণ্ডপাণি-সুতা ;
রূপে কন্যা নিরূপমা গুণে সুরস্বতী সমা,
সুষমা উপমা স্বর্ণলতা।
সুপণ্ডিত দণ্ডপাণি সিদ্ধার্থের নাম শুনি,
অত্যল্প বয়স জানি তার,

বাল্য পরিণয় তরে অন্তরে সন্দেহ কোরে
হেরিবারে চলিলা সত্বর।
উতারি হিমাদ্রি দেশে উপনীত রাজবাসে,
রাজপুত্রে হেরিলা তথায়,
অপরূপ রূপবান নিরখি জুড়ায় প্রাণ,
সুন্দর কন্দর্প কান্তি তায়।
বৰ্দ্ধিষ্ঠ বলিষ্ঠ তনু, দীপ্ত যেন চিত্র ভানু,
স্পর্শে জানু ভুজ-পদ্মাকর,
প্রশস্ত ললাট তটে, আকর্ণ নলিনী ফুটে,
পটে যথা আঁকে চিত্রকর।
মার্ত্তণ্ড মুখ মণ্ডলে, তা দেখি কর্ণ কুণ্ডলে
ঝুলিতেছে চতুর্থীর চাঁদ,
শত স্বর্ণ ভূষা হেন, সুষমা সাগরে যেন,
দিয়াছে লাবণ্য স্রোতে বাঁধ!
বুধসম সাধুভাষে, সকলে সম্ভাষি তোষে,
পরিতুষ্ট হেরি দণ্ডপাণি;
পরিণয় আয়োজন, আরম্ভিলা সর্ব্বজন,
রাজপুরে তনয়ায় আনি।
দেখি লোকে চমৎকার, তনুরুচি তনয়ার,
মায়ার তুলিতে কি সুছাঁদে
আঁকিয়াছে, হয় ভ্রান্তি, কষিত কাঞ্চন কান্তি,
শান্তির চন্দ্রিকা মুখ চাঁদে!
উজ্জ্বল করেছে ধরা, অঙ্গলাবণ্যের ভরা
বঙ্গাঙ্গনা-নিলোৎপল আঁখি,

মণিমুক্তা রত্নপাঁতি বরাঙ্গে খদ্যোত ভাতি,
কৌমুদী ছড়ায় চন্দ্রমুখী!
যেন উচ্চ নভঃস্থলে, নিষ্কলঙ্ক চাঁদ দোলে,
চতুর্দ্দোলে তুলি তনয়ারে,
স্বর্ণ প্রদীপ-তারা দ্বিগুণিল শোভা তারা,
নিলা সবে পুরীর মাঝারে।
মহানন্দে হুলুধ্বনি, চৌদিকে ধ্বনিল শুনি,
সবে বলে কুমারের এবে,
ফুরাল বৈরাগ্য যত— দেখেছি ওরূপ কত,—
দিন দিন সব দূরে যাবে!
ঊর্দ্ধ বাহু রুক্ষ ভাতি, বনবৃক্ষ-কুলপতি
আভরণ দলে পদতলে;
আবার কোকিল বঁধু, দূর বনে বসি শুধু
ডাকে যদি কুহু কুহু ব'লে,
পরে তরু অলঙ্কার, হেমলতা-স্বর্ণহার,
মুকুল-মুকুট চারি ধারে,
ভ্রমরার প্রেমগান, শুনি করে মধুদান,
ডাকে পক্ষী মধু-মক্ষিকারে!
সুখসরে পুরবাসী ভাসিতেছে দিবানিশি,
রাজ-পুত্রবধূ যশোধারা,
সখীসহ অন্তঃপুরে মহাসুখে কাল হরে,
নৃপতির নয়নের তারা!
হল সুখ পরিণয়, ক্রমে দিন গত হয়
সিদ্ধার্থ সন্তুষ্ট নয় তাহে,

নিত্য বসি নিরজনে, কি যে চিন্তা করে মনে,
অবিরাম অশ্রুধারা বহে!
সুধাইলে কোন জন কহে এই বিবরণ—
এ জীবন ইন্ধন সমান,
জলদে চপলা প্রায়, ঘর্ষণে উৎপত্তি হয়,
করে পুনঃ চকিতে প্রস্থান!
জলবিম্বে ছায়া প্রায়, জগতে পদার্থ চয়
ভুলায় জীবের মন যত,
এই আছে এই নাই, এই দেখিবারে পাই,
বাদিত্রের ঝঙ্কারের মত!
কোথা হ'তে আসে যায় কেহ না উদ্দেশ পায়,
ধায় লোক তাহারি পশ্চাতে,
হারায়ে নয়নতারা, হায় তারা দিক্ হারা,
অন্ধ সম দেখে দুই হাতে!
না জানি কোথা এমন, নিত্য সুখ প্রস্রবণ,
সত্য যাহা অনিত্য সংসারে;
পড়িয়া মায়ার ফাঁদে, নিয়ত পরাণ কাঁদে,
হরি যথা আনায় মাঝারে!
ইথে যদি মুক্তি পাই কিছু আর নাহি চাই,
যাই চলি বিজন কাননে,
প্রান্তরে পর্ব্বত পাশে, তটিনীর তটে ব'সে,
নিত্যসুখে স্থির করি মনে!
অন্তর স্বাধীন করি, যদ্যপি ভ্রমিতে পারি,
মুক্তি পদ করি আবিষ্কার;

ভ্রান্ত জীব লক্ষ লক্ষ, তা হলে পাইত মোক্ষ
মুক্ত হ'ত ত্রিদিবের দ্বার !
ক্রমে ক্রমে যায় দিন, যশোধারা দিন দিন
শুক্ল পক্ষ বিভাবরী প্রায়.
হসিত যৌবন ভাতি আমরি বিকাশে সতী !
মতিগতি পতি রাঙ্গা পায় !
সভয়ে না কয় কথা, পাছে পেয়ে মনে ব্যথা,
পতির বিরাগ হয় মনে !
সাবধানে সদা রয়, সাবধানে কথা কয়
পাছে যায় ভ্রমিতে উদ্যানে !
সন্তানের সম্ভাবনা, দিনে দিনে গেল জানা,
সবে করে আনাগোনা, ক্রমে পূর্ণ মাস ;
তারাকারা যশোধারা এখন আলস্যে ভরা,
উত্থান শকতি হারা, বহে দীর্ঘ শ্বাস।
কালে পুত্র সম্ভবিল দুঃখ রবি অস্তে গেল,
রাজপুরী পূর্ণ হল, আনন্দের রোলে,
চড়াৎ করিয়া বুক উঠিল, সিদ্ধার্থ মুখ
মলিনিল, বজ্র যেন পশে মহাশৈলে !
উর্ণনাভ ফাঁদ পাতি বাধায় পতঙ্গ জাতি,
পঙ্কেতে মাতঙ্গ মরে পঙ্কজের বনে ;
বিচারিলা রাজপুত্র শিহরিয়া উঠে গাত্র,—
পতত্রী বাগুরা দেখে ব্যাধের ভবনে !
কুমার যে জ্ঞান হারা, ভাবিয়া হইল সারা,
শান্তনিলে যশোধারা কহে ধীরে তায়,

"পুত্রমুখ হেরিব না, কে যেন করিছে মানা"—
মৃগেন্দ্রের আনাগোনা নিরখি আনায়!
কভু বা আদর করি প্রিয়ার বদন ধরি,
রাজপুত্র কহে প্রিয় ভাষ,—
"গৃহে থাক চন্দ্রাননে আমি যাই ঘোর বনে,
বন মম সুখের আবাস!"
শুনিয়া শিহরে ধনী রাখিয়া যুগল পাণি,
কুমারের চরণযুগলে,
মুখেতে না সরে বাণী কান্দে বালা কথা শুনি,
তিতে অঙ্গ নয়নের জলে!
ক্রমেতে নিশীথ কালে, শশী যায় অস্তাচলে,
অঙ্গ জ্বলে নিদাঘ জ্বালায়,
অনাবৃত সৌধশিরে স্বাধীন সমীর ভরে,
রাজপুত্র বসিলা তথায়;
পাশে পাশে যশোধারা নিম্নভূমে জলধারা—
আসি বসে পতি বাম দেশে,
চিন্তিত নেহারি নাথে চরণ পরশি হাতে,
কান্দে কত অর্দ্ধস্ফুট ভাষে।
কতই কান্দিলা সতী, সিদ্ধার্থ সুধীর মতি
কহে মাত্র মুখে মৃদু হাস,—
"গৃহে থাক চন্দ্রাননে, আমি যাই ঘোর বনে
বন মম সুখের আবাস!"
শুনিয়া কাঁদিছে ধনী, কপালে যুগল পাণি
হানি বলে, কহ কান্ত মোরে,

কেন হ'ল পরিণয়,　　কেন হ'ল প্রেমোদয় ?
এ প্রলয় কেন অতঃপরে !
আকাশে শশাঙ্ক হেরি,　　সাগরে অনন্ত বারি,
একবারে উথলয়ে যথা,
নিরখি শ্রীমুখ তব,　　সুখসিন্ধু, কারে কব,
অন্তরেতে উচ্ছ্বসিত তথা !
যেমতি সমীর পর্শে　　লতা পাতা নাচে হর্ষে,
পরাশলে বরাঙ্গ তোমার,
কি আনন্দ হয় মনে,　　জানি মাত্র মনে মনে,
প্রকাশে কি সাধ্য রসনার !
এত সুখ দিলা বিধি,　　কেন তবে গুণনিধি,
আমায় ত্যজিয়া যাবে বনে ?
কহ নাথ বিবরিয়া　　কিবা সুখ বনে গিয়া
কি বা ধর্ম্ম হবে সে কাননে ?
প্রবোধিতে প্রিয় জনে,　　সিদ্ধার্থ আনন্দ-মনে
প্রিয়ভাষে বুঝায় তখন,—
শুন তবে বিম্বাধরে,　　ছুটে প্রাণ কার তরে,
কার তরে পাগল এ মন !
অতল জলধি আর　অনন্ত আকাশ,
অবিশ্রান্ত কালস্রোত,　পবনের গতি,
কত দূরে হয় রবি　শশীর প্রকাশ,
যদিও গণিতে পারে　কোন মহামতি,
ইয়ত্তা না পায় কিন্তু　মানুষের মন,
প্রেমের কোথায় অন্ত　কোথায় সৃজন ?

কবি-কল্পনার লক্ষ যোজন অন্তরে,
চিন্তার অনন্ত সীমা অতিক্রম করি,
বহুদূর—বহুদূর! দূরতার দূরে
বিধির সৃষ্টির সীমা রেখা চিহ্নপরি,
স্বর্গের আনন্দ-গিরি- ধবল শিখরে,
দম্পতি-প্রণয়-সুখ অবস্থিতি করে!
একমাত্র সুপবিত্র সুখ নিরমল,
সেই সুধাকর সম স্বর্গের বিমানে,
দিক দিগন্তর, কোটি কোটি ভূমণ্ডল,
স্বর্ণময় হ'ল যার বিমল কিরণে;
সে সুখের অবিশ্রান্ত প্রেম প্রস্রবণ—
অযোনি সম্ভব সেই ব্রহ্ম সনাতন!
দেখ তবে বিশালাক্ষি, লক্ষ্মীরূপা তুমি,
অনন্ত স্বর্গীয় সুখ এ মর ধরায়,
আইল খুঁজিয়া কোথা আছি তুমি আমি,
শীতল করিতে এই তোমায় আমায়!
আপনি আসিয়া নিজে হয় বিতরিত
হেন মতে এ সংসারে সুখ আছে যত!
এইত স্বর্গের শোভা সাজান সংসারে,
শুন পুনঃ সুবদনি, দুঃখের কাহিনী
উত্তাল তরঙ্গ সম, পর্ব্বত আকারে,
বিমান বিদীর্ণ করি দিবস রজনী
ছুটিছে প্রবাহ যার, তাহার কথায়
শিহরে পরাণ প্রিয়ে কহিনু তোমায়।

শুন শুন সুলোচনে, সে দুঃখ-সলিলে
জীব যত, কব কত তাহাদের কথা,—
সিংহদ্বার অতিক্রমি যাই অশ্বযানে,
নিরখি তাদের দশা পাই মর্ম্মব্যথা।
সে দিন ভ্রমিতে যাই পূর্ব্ব দ্বার হ'তে,
দেখিনু স্থবির এক পড়িয়াছে পথে!
শিথিল সকল চর্ম্ম জীর্ণ কলেবর,
অস্থিসার, উঠিবার শক্তি নাহি হয়,
দৃষ্টি হীন অতি দীন ক্ষীণ কণ্ঠস্বর,
থর থর কাঁপে শির ধরি জানুদ্বয়!
দুরন্ত মাঘের হিমে বস্ত্র নাহি গায়,
ছল ছল আঁখি জল জঠর জ্বালায়!
দেখ দেখি শশিমুখি এ সুখ ধরায়,
একি কাণ্ড? এ ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ জীব যত
সকলেরি এই দশা! যৌবন সময়
বিলম্ব না সয়, নাম উচ্চারণে গত!
জীবের যৌবন যায় অতি দ্রুত গতি,
কুসুম সুষমা ময় শুকায় যেমতি!
এই যে নরের গর্ব্ব যৌবন সময়,
এই যে যৌবন সুখ অনুভূত হয়,
ভাবি দেখ চারুনেত্রে সে সুখ এ নয়,
যে সুখ অনন্ত কাল অন্তরেতে রয়!
নিত্য সুখ তবে প্রিয়ে আছে সুনিশ্চয়,
অস্থায়ী আভাস যার যৌবন সময়!

আর এক দিন শুন, পীন-পয়োধরে,
দক্ষিণ দুয়ার হ'তে হইয়া বাহির,
দেখিনু পড়িয়া এক পান্থ পথ পরে,
থর থর কাঁপে তার কঙ্কাল শরীর!
ছট্‌ ফট্‌ করে ভূমে ব্যাধির জ্বালায়,
জল জল করি তার বুক ফেটে যায়!
অসহায় নিরাশ্রয় ঘন বহে শ্বাস,
মূর্ত্তিমান মৃত্যু যেন কণ্ঠরোধ করে,
থেকে থেকে মনোভাব করিছে প্রকাশ,
নিরখিতে প্রাণাধিক পুত্র পরিবারে!
"কোথা প্রিয়ে" বলি তাব কান্দি উঠে প্রাণ,
"সংসার স্বপন মাত্র" করে সপ্রমাণ!
পশ্চিম দুয়ারে যাই আর এক দিন,
সেবিতে সমীর ধীর, আনন্দিত মনে,
প্রফুল্ল সকল লোক দেখি প্রতিদিন,
সে দিন কাঁদিছে তারা ব্যথা পেয়ে মনে!
এ নগরে এত দুঃখ কভু দেখি নাই,
ভাগ্য দোষে বুঝি আসে, তেঁই ব্যথা পাই?
মৃত দেহ স্কন্ধে করি ভাই বন্ধু যত,
আশায় নিরাশ হয়ে হাহাকার করে,
কেবল নয়ন জল বহে অবিরত,
অসার সংসার তারা বুঝে অতঃপরে!
শবকান্ধে, সবে কাঁদে! সকলি বিফল।
হরিধ্বনি মাত্র শুনি শেষের সম্বল!

এমন যৌবন যদি জরাগ্রস্থ হ'ল,
হেন দেহ হ'ল যদি ব্যাধির মন্দির,
দেখিতে দেখিতে যদি জীবন ফুরাল,
কেমনে ধৈরজ ধরি মন রহে স্থির?
চঞ্চলা চপলা হেরি এই মনে হয়,
জ্যোতির আকর ওই মেঘ সুনিশ্চয়!
ছাড়িয়া উত্তর দ্বার উদ্যানেতে যাই
এক দিন, দেখি এক দরিদ্র সুজন,
করঙ্গ করেতে করি, অন্য কিছু নাই,
শত ছিদ্রান্বিতা কন্থা অঙ্গের ভূষণ!
শুনিলাম আসিয়াছে ধন জন ছাড়ি,
মুখে মাত্র হরি নাম ফেরে বাড়ী বাড়ী!
সুধাইয়া সারথিরে শুনি বিবরণ,—
ভিক্ষুক তাহার নাম ভিক্ষা মাগি খায়;
মায়া-মোহ-শোক-তাপ দিয়া বিসর্জ্জন,
করিয়াছে একমাত্র ঈশ্বর সহায়!
জগতের সুখে তার নাহি ধায় মন,
লভিবে অনন্ত সুখ করিয়াছে পণ!
যে দিন দেখিনু সেই বিরাগ মুরতি,
বলিব কি, চারু আঁখি, করিয়াছি পণ,
সাক্ষী তুমি বিশালাক্ষি, কহি পুনঃ সতি,
অনন্ত স্বর্গের দ্বার করি উদ্ঘাটন,
দেখা'ব জগৎ জীবে, দেখা'ব তোমায়,
জীবের অনন্ত সুখ রয়েছে কোথায়!

মুক্তির প্রশস্ত পথ আবিষ্কার করি,
পরিষ্কার করি দিব জগতের তরে ;
পাপী তাপী জরাগ্রস্থে নিজ হস্তে ধরি,
আনিব মুক্তির পথে কহিনু তোমারে !
দেখাতে তোমায় প্রিয়ে, ছুটে যায় মন,
অনন্ত শান্তির বারি সুখদ কেমন !
শুনিয়া স্বামীর মুখে স্বর্গের সংবাদ,
প্রিয়ংবদা রাজবধূ পতিমুখ পানে
অনিমেষে নিরখিয়া পাশরে বিষাদ,
অপূর্ব্ব প্রেমের ভাতি শোভিল আননে।
অনুপম মুখশোভা প্রফুল্লতা ভরে,
নৃত্য করে পবিত্রতা নেত্র যুগ পরে !
মুছিয়া নয়ন নীর কহে যশোধারা,—
প্রাণেশ, বাসনা তব হোক ফলবতী,
রোগ শোক পাপে তাপে কাঁপে বসুন্ধরা,
কর নাথ ত্বরা করি অগতির গতি !
কিন্তু যেন থাকে মনে, চরণে তোমার
এই ভিক্ষা, হয় যেন দাসীর উদ্ধার !
যদি কান্ত হই আমি ভারতের সতী,
একান্ত চরণে তব থাকে যদি মতি,
দয়ার সাগর যিনি অখিলের পতি,
প্রবাসে সদয় যেন হন তব প্রতি !
গৃহে বসি দিবানিশি এ দাসী তোমার
একান্তে ডাকিবে তাঁরে এ বিশ্ব যাঁহার !

নিরখিলা রামা যদি, সিদ্ধার্থ তখন
প্রিয়ার বদন পানে নেহালে কেবল,
ঝটিকার পূর্ব্বে ঠিক প্রকৃতি যেমন,
অধীর স্বভাব এবে হ'ল অচঞ্চল!
কতক্ষণে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া তখন,
কি জানি ভাবিয়া মনে, মুছিলা নয়ন!
কহিলা তখন, ধীর জলদ যেমতি
গরজে প্রাবৃট কালে—বুঝি এত দীনে
পোহাল বিষাদনিশা, ধন্য তুমি, সতি,
সুদিন-আশার উষা কিরণিল মনে;
গৃহে থাক চন্দ্রাননে হ'য়না নিরাশ,
অচিরে মুক্তির দ্বার করিব প্রকাশ!
যাই তবে যামিনী যে অবসান প্রায়,
যাই প্রিয়ে, থাক গৃহে, এ নিশান্তে তুমি
মম কথা প্রকাশিয়া কহিও পিতায়,
একদা যে কথা তাঁয় কহিয়াছি আমি!
গৃহে থাক হেন পাছে কহেন আমায়,
সঙ্কুচিত তাই চিত লইতে বিদায়!
এখনি লইব অশ্ব অশ্বশালা হ'তে,
ছাড়িব পিতার রাজ্য থাকিতে রজনী,
সৌধশির হ'তে ক্রমে দেখ রাজপথে,
কেমনে প্রস্থান করি, দেখ নিতম্বিনি!
এত বলি দোঁহে দিলা প্রেম আলিঙ্গন,
চলিলা কুমার দ্রুত অশ্বের কারণ!

কোমল মতির প্রাণে ব্যথা যদি পায়,
তেঁই বুঝি ত্যজিল না স্বর্ণ অলঙ্কার!
বুঝিল না বুঝি সতী, বুঝিল না হায়!
কোথায় চলিল ওই প্রাণপতি তার!
নীরবে কহিয়া গেল উদাস নয়ন,—
"কেবা কার, কে তোমার, নিশার স্বপন!"

তৃতীয় লীলা।

সংসার ত্যাগ।

লইয়া সুন্দর অশ্ব বিদ্যুতের গতি,
রক্ষক লইয়া সাথে সিংহ দ্বার দিয়া,
রাজ পথে বাহিরিলা কুমার সুমতি,
জ্বলিছে সুবর্ণ দীপ দিক উজলিয়া।
দেখিতেছে যশোধারা, নীরব রজনী,
ধীরে ধীরে বাহিরিল নয়নের মণি!
চারিদিক অন্ধকার নীরব সকল,
না নড়ে একটি পাতা, গাছ পালা যত
গাঁথা যেন ধরা সঙ্গে, স্থির, অচঞ্চল,
যোগী যত যেন যোগ সাধনেতে রত।
দেখিতেছে যশোধারা ওই অশ্ব যায়,
ক্রমে দূর—ঘোর ঘোর, দেখা নাহি যায়।

তখন শুনিছে মাত্র স্থির কর্ণ করি,
ব্যগ্রতা হৃদয় মাঝে হয়েছে উদয়।
চৌদিকে নীরব শুধু দড় বড় করি
ঘোটকের-পদধ্বনি দূর পথে হয়!
শির পরে শোভা করে অনন্ত গগন,
আঁধারে ফুটিছে তারা হীরক যেমন!
চৌদিকে আঁধার রাশি আবরে অবনী,
অশ্ব-পদধ্বনি আর শুনা নাহি যায়;
শ্রবণ বিবরে আর পশিছে না শুনি,
হাহাকার করি ধনী পড়িলা তথায়!
চলি গেলা রাজপুত্র দেশ দেশান্তরে,
মূর্চ্ছান্বিতা যশোধারা দূর সৌধশিরে!
ধন্যরে বিধির বিধি! এ মর ধরায়
ধার্ম্মিকের এই পথ! ধন্য যশোধারা!
যে জন চলিল ওই উপেক্ষি তোমায়,
যাহারে ভাবিছ তুমি নয়নের তারা,
কেবল তোমার তরে নহে সে সুজন,
প্রাণ তার কান্দে সর্ব্ব জীবের কারণ!
সখীসনে বহুক্ষণে পাইয়া চেতন,
কাঁদে রাজকুলবধু, প্রভাত রজনী,
কাঁদে আজ রাজপুরী সিদ্ধার্থ কারণ,
উঠিলা বিরাগ রাগে ধীরে দিনমণি!
যাও তুমি রাজপুত্র যথেচ্ছা এখন,
যে কাঁদে কাঁদুক, তব বিমুক্ত বন্ধন।

এখন পোহাল নিশি, জাগিল জগৎ,
উপনীত রাজপুত্র গিয়া বহুদুর ;
শুনিলেন সেই কুশি নগরের পথ,
পঞ্চবিংশ ক্রোশান্তরে সে গোরকপুর,
এ স্থলে ভূতলে পদ রাখিলা কুমার,
খসাইয়া ফেলে যত স্বর্ণ অলঙ্কার !

খুলিয়া সুবর্ণ বেশ এক এক করি,
দিলা সব বিলাইয়া অশ্ব রক্ষকেরে ;
কহিলা বিনয়ে তায়, অশ্ব সাথে করি,
ফিরিয়া যাইতে নিয়া আপনার ঘরে !
আপনি প্রফুল্ল মুখে বেশভূষাহীন,
বান্ধিলা কটিতে আঁটি সুন্দর কৌপীন !

নিরাশ্রয়, শ্রেয়ঃ মাত্র অভীষ্ট সাধন,
নিঃসম্বল, বল মাত্র দুর্ব্বলের বল
একাকী সে রাজপুত্র চলিলা তখন,
যে দিকে নয়ন দেখে বিজন জঙ্গল !
ক্রমে ক্রমে ঘোর বনে করিলা প্রবেশ,
আর কেহ সিদ্ধার্থের না পায় উদ্দেশ !

কাঁদে রাজা, কুমারের উদ্দেশ না পায়,
বিষাদে আকুল আজ হল রাজপুরী ;
অন্ধকার সে নগর করে হায় হায় !
কাঁদে বসি যশোধারা দিবস শর্ব্বরী !
কোথায় সিদ্ধার্থ এবে কে বলিতে পারে,
দিন দিন ডোবে বিশ্ব বিস্মৃতি-সাগরে !

একে একে যায় দিন এক এক করি
ক্রমে ক্রমে যত লোক ভুলে যায় কথা।
বর্ষ পরে হর্ষ হয়, সবাই পাশরি
একাধারে বৃদ্ধি করে মরমের ব্যথা।
পাশরে সবাই, ধন্য জগতের গতি!
কাঁদে মাত্র অহোরাত্র, পতিপ্রাণা সতী।
ক্রমেই বৎসর চক্রে হয় আবর্ত্তন,
কত রবি শশী তারা উঠিলা গগনে,
কত কথা কতজন হ'ল বিস্মরণ,
নূতন আশার বাসা মানস-কাননে;
প্রান্তরে রাখাল কহে কথায় কথায়
"সিদ্ধার্থের মত বাঘে গিলিবে তোমায়!"
হেথায় বিঘোর বনে প্রবেশিয়া পরে,
মনঃসুখে পূর্ব্ব মুখে, মহা যোগিবেশ,
চলিলা সিদ্ধার্থ; মরি ধরাঙ্গে না ধরে
অপূর্ব্ব তাপস সম সুষমা অশেষ!
বহু দূর গিয়া পরে দেখিলা তথায়
শাক্যবংশ সমুদ্ভূতা ব্রাহ্মণী আশ্রয়!
আছিল আরেক বনে পাতার কুটীর,
তথায় রৈবত মুনি সারা দিন রত,
যাগ-যজ্ঞ অনুষ্ঠানে, বিশীর্ণ শরীর,
সেখানে সিদ্ধার্থ গিয়া বড় আনন্দিত!
ধর্ম্ম কথা আলাপনে রৈবতের সনে,
রহিলা কিঞ্চিৎ কাল একত্র দুজনে।

বৈশালী নগরে গুরু আরাধকলাম,
তিন শত শিষ্য যার চৌদিকে বেষ্টিত,
মহাজ্ঞানী জিতেন্দ্রিয় ভাবি পরিণাম,
কঠোর তপঃ সাগরে নিমগ্ন সতত।
লভিতে দারিদ্র্য-রত্ন জিতেন্দ্রিয় মন,
শিক্ষা হেতু শিষ্য বেশে ফেরে মুনি গণ!
সেথানে সিদ্ধার্থ গিয়া গুরুর চরণে,
বাসনা সুসিদ্ধ হ'তে করিলা প্রকাশ;
বিস্ময় মানিলা গুরু নেহারি নয়নে
সে বরাঙ্গে মোক্ষোচিত দারিদ্র্য আভাস।
অপূর্ব্ব বৈরাগ্য ছটা বিমল বদনে
আবরে আবরে যেন অর্দ্ধ আবরণে।
পদতল বিদলিত শ্যাম দূর্ব্বাদল
ধরাতলে চারুশোভা বিকাশে যেমন,
ধূম্র মেঘে ছিন্ন করি চারু বক্ষঃস্থল
দেখায় যেমতি উচ্চ সুনীল গগন,
সে হেন পবিত্র ছটা—গঙ্গাজলী শোভা,
তরঙ্গ তুলিছে অঙ্গে, অতি মনোলোভা!
সেথানে শিক্ষার লাগি ভিক্ষা মাগি খায়,
পরমার্থ-তত্ত্ব নিয়া করিলা বিচার,
শাক্য-মনে গুরু-বাক্য ঐক্য নাহি হয়,
মনোগত শুদ্ধ নিত্য সত্য আবিষ্কার।
সে বিচারে সত্য যেন মেঘে সৌদামিনী,
দেখিয়া বেসাধ ছাড়ি চলে শাক্য মুনি!

ছাড়িয়া বৈশালী এবে চলিলা ত্বরায়
ঋষিশ্রেষ্ঠ, চেষ্টামাত্র অভীষ্ট সাধন;
পশিয়া মগধে আসি ভ্রমিয়া বেড়ায়,
রাজধানী রাজগৃহ করি দরশন।
রহিলা তথায় ঋষি, ভিক্ষা করি খায়,
পাণ্ডব পাহাড়ে আসি যামিনী কাটায়!
ভাতিছে যৌবনজ্যোতিঃ পূর্ণ কলেবরে,
তাহে উদাসীন বেশ, আসীন ধরায়,
মদমত্ত করী যথা ভ্রূক্ষেপ না ক'রে
রাজদত্ত মুক্তামালা, মাটি মাথে গায়!
রাজপুত্র, উদাসীন—বয়সে যৌবন,
ঝঞ্ঝাবাতে বনরাজি বসন্তে যেমন।
নিরখি নগরবাসী মোহিত অন্তর;
শুনিয়া সিদ্ধার্থ-নাম সিদ্ধ হইবারে
চলে বৃদ্ধ; পরীক্ষিতে ভণ্ড যোগিবর
যায় যুবা; যুবতীরা পতি পুত্র তরে;
সন্ন্যাসী দেখিতে শিশু; নরনারী যত
দিবস শর্ব্বরী ধরি চলে অবিরত।
এতেক শুনিয়া কর্ণে চলিলা তখন
ধরাপতি বিম্বিসরা ধার্ম্মিক প্রবর,
পাণ্ডব পাহাড়ে গিয়া করিলা দর্শন,
যেমতি সে জনশ্রুতি করিল প্রচার,
প্রণমিয়া মুনিবরে কহে নৃপবর—
শিষ্য হয়ে সেবি পদ বাঞ্ছা নিরন্তর।

হাসিয়া তখন শাক্য করিলা উত্তর,
কি কহিলা ক্ষিতিপতে, অসম্ভব কথা,
আমি হইবারে শিষ্য চেষ্টিনু বিস্তর,
অযোগ্য বলিয়া মনে পাই বড় ব্যথা!
শিষ্যের অযোগ্য যেই তার কাছে পুনঃ
কহ তুমি ধরাস্বামী শিষ্য হবে কেন?
তথায় আছিল এক মহর্ষি-আশ্রম,
রুদ্রক মহর্ষি নাম রামের তনয়;
শিষ্যগণে উপদেশ দেন মনোরম—
"মানসে উৎপত্তি পৃথ্বী মানসে প্রলয়!"
হেন শাস্ত্র নিয়া নিত্য করিছে বিচার,
শত শত শিষ্য তার ঘেরি চারিধার!
নেত্রে হেরে মহর্ষিরে সিদ্ধার্থের মন
উতলা চপলা সম, মন করি স্থির
রুদ্রকের শিষ্য গিয়া হইলা তখন,
শিখিয়া অনেক শাস্ত্র দেখিলা সুধীর—
তার্কিক সিদ্ধান্ত তর্ক পাণ্ডিত্য প্রকাশ
ধর্ম্মের কণিকাশূন্য গণিকা-বিলাস!
নিরখি সিদ্ধার্থে নিত্য সত্য পরায়ণ,
পাণ্ডিত্যের অভিমান দিয়া বিসর্জ্জন,
শাক্য সনে রুদ্রকের শিষ্য পঞ্চজন
পশ্চিম দক্ষিণ দিকে করিলা গমন;
মগধের এক অংশ গয়ানাম খ্যাত,
বিম্বিসরা-অধিকার, তাহে উপনীত।

গয়াশীর্ষ গিরি তথা, ব্রহ্মযোনি নাম
খ্যাত যার চরাচরে, তাহার উপর
নিশায় ছ'জন মিলি করিলা বিশ্রাম,
কিছু দিন এই ভাবে যায়, অতঃপর
পুনর্ব্বার সংশয়ের হইল উদয়,
ব্রহ্মযোনি ছাড়ি সবে যায় পুনরায়!
সন্নিকটে বনময় উরুবিল্ল গ্রাম,
প্রকৃতির চারুশোভা করিছে বিকাশ,
তাহে কত যোগী ঋষি জপে ব্রহ্মনাম,
সুবাস বহিছে বনে মৃদুল বাতাস।
যতেক তীর্থিকগণ করি প্রাণপণ
কঠোর তপঃসাধনে সঁপিয়াছে মন।
কেহ করে উপবাস, নিয়মু পালন,
কেহ খায় সিদ্ধি গাঁজা সিদ্ধ হবে বলে,
কেহ করে হোম যজ্ঞ কাষ্ঠ আহরণ,
লভে মোক্ষ কেহ দেহ মগ্ন করি জলে!
ফুল জল বিল্বদল নিয়া কত জন
অনিমিখে নিরখিছে সবিতৃবদন।
কেহ পূজে বটবৃক্ষ, কেহ ভাঙি বন,
কেহ খায় ফল মুল, কেহ অনাহারে,
কেহ বসি জপে নাম শ্রীমধুসূদন,
অন্নশূন্য শীর্ণ তনু, প্রেম অশ্রু ঝরে!
কথা না কহিছে কেহ আছে কত কাল,
কেহ মাত্র ব্যোম ব্যোম, বাজাইছে গাল!

কেহ ঊর্দ্ধ বাহু করি আরাধিছে তাঁয়,
এ বিশ্ব সংসার যাঁর, না পেলে দর্শন
করিবে না হেঁট মুণ্ড, কিংবা বাহুদ্বয়
করিবে না নত আর কবিয়াছে পণ।
যোগাসনে শূন্যে কেহ বসি অচেতন,
দেখে হয় জড় প্রায় মানুষেব মন!
কেহ সাধে জলধরে সোমরস পানে,
মল মূত্র মাঝে কেহ অঙ্গে মাখে মাটি,
কেহ না দৃক্‌পাত করে রমণীর পানে,
কঠিন শৃঙ্খলে আঁটি বান্ধিয়াছে কটী।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ লাভ হবে জানি,
কেহ কেহ করে পান অঞ্জলিতে পাণি!
কেহ বা বান্ধিয়া পদ গাছেব শাখায়,
আছে সদা অধোমুখে, রুধিরের ধাবা
ক্ষরিছে নিয়ত মুখে নেত্রে নাসিকায়,
যায় যায় ছুটে যেন নয়নের তারা!
এহেন যন্ত্রণা সয়ে ত্যজিবে পরাণ,
অথবা লভিবে মোক্ষ, এই ধ্রুব জ্ঞান।
দেখি উরুবিল্ল গ্রাম সিদ্ধার্থের মন
মোহিল, দেখিলা যত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান,
করিতে পারিলে হেন কঠোর সাধন
পায় মোক্ষ, হেন তার হয় অনুমান।
এত ভাবি মনে মনে করিলা নিশ্চয়,
সাধনিব মানবের অসাধ্য যা হয়।

এ সব তীর্থিকগণ দেখিনি স্বপনে,
শুনেনি শ্রবণে কভু এ হেন সাধন
সাধিব, না হয় নহে ক্ষুণ্ণ প্রাণদানে,
ইষ্টলাভে কষ্ট হলে, কে করে গণন ?
হেন মানি মহামুনি, অতঃপর করে
ষড় বার্ষিকীব ব্রত, খ্যাত চরাচরে।
আস্ফানক-ধ্যান যারে, কহে সর্ব্বলোকে,
অসাধ্য সাধন সেই, তপস্যার সার,
যে হেন সাধন করে, কোন কালে তাকে,
সংসারের মায়া মোহ, পরশে না আর !
সর্ব্ব চিন্তা পরিহরি, মতি গতি স্থির,
না বহে নিশ্বাস বায়ু, বসিলা সুধীর।
আত্মতত্ত্ব মাত্র চিন্তা, করে এক মনে,
অন্য জ্ঞান শূন্য, ঠিক বজ্রাহত প্রায়
দেখা যায়, নাহি আর পলক নয়নে,
অতি কষ্টে উপবিষ্ট, অভীষ্ট আশায় !
দেখাতে ধৈরয কত, মানবের মনে,
বসিলা এরূপে এক, নিরজন স্থানে।
কত ধরে সহগুণ, মানবের কায়া,
কত আছে দেববল, ঘৃণে যার বলে
নরকুলে অমরেরা, বিমোহিনী মায়া
কতই কঠিন পাশে বাঁধে ধরাতলে
জীবাত্মারে ; দেখিবারে, ডুবে মহাজন
অনন্ত যোগসাগর করিতে মন্থন।

দারুণ মাঘের হিমে গত অষ্ট নিশি
হেনমতে, কষ্টে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়
না বহে নিশ্বাস বায়ু, জড় বস্তুরাশি
নাহি হয় দরশন, অচেতন প্রায়,
যত শব্দ সব স্তব্ধ, শুনিছে কেবল,
অনাহত শব্দ যেন, জলে চিতানল!
নিরখি নয়নে হেন দেহ-নির্যাতন,
কার না বিদরে হিয়া, নিখিল জগতে?
তেত্রিশ দেবতা সহ দেব পুত্র গণ
অনুবেদনায় তেঁই চলিলা কহিতে,
পরলোকে, পুত্র কথা জননীর পাশে,
মায়াদেবী-আত্মা যথা বিমান প্রদেশে!
শুনিয়া দেবের মুখে পুত্রের বারতা,
জননী অমনি ধায়, অস্ফুট আরাব
শুনি দূরে বৎসমুখে পয়স্বিনী যথা,
নয়নেতে নীর, মুখে প্রফুল্লতা ভাব!
অতিক্রমি বহুদেশ উতরিলা পরে,
তনয় যথায় মগ্ন সাধন সাগরে।
নীরব নিশীথঃকাল, শান্ত নিরমল,
যোগাসনে যোগী করে, যোগীন্দ্রের ধ্যান;
একে একে মিলাইয়া, স্বর্গ মহীতল
চিন্তাসূত্রে গাঁথে মালা, সুচি দিব্যজ্ঞান।
ডাকি নৈরঞ্জন নদী, কুল কুল স্বরে,
নিশিপথে পথিকেরে মধুদান করে!

না হ'তে মুহূর্ত্ত গত নৈরঞ্জন তটে,
উতরে বিদ্যুৎগতি, সুরগতি এবে,
মায়াদেবী, মরি যথা আঁখির পালটে,
দূর পথে মনোরথ উতরে নীরবে।
হেরিলা, সিদ্ধার্থ বসি অর্দ্ধ অচেতন,
কীটরাশি অঙ্গে বসি, করিছে দংশন।
হেন সংঘটন দেখি অস্ফুট আরাবে
কহে দেবী সিদ্ধার্থেরে পশিয়া অন্তরে,
কহ রে কুমার ভবে, কিসের অভাবে,
এ ভাবে যাপিছ দিন ক্লান্ত কলেবরে!
সপ্ত দিবসের শিশু তুই যাদুমণি,
তখন ত্যজিল তোরে অভাগা জননী।
ধ্যানচক্ষে একবার দেখ নিরখিয়ে
সিদ্ধার্থ, যদিও মন পরমার্থ ধ্যানে,
জননীরে; হেরি তোরে কহ রে কি করে,
মৃতকল্প তুই এবে,—বুঝাই এ প্রাণে।
কি অর্থ বুঝিল তুই পরমার্থ-ধ্যানে
বালক, তাজিবি প্রাণ তেঁই অনশনে?
শুনিলা অন্তর মাঝে মায়ের বচন
মহামুনি! মনে জানি মনোভাব তাঁর,
উত্তরিলা ধীরে ধীরে,—কহ কি কারণ
ব্যথিত অন্তর এবে জননী তোমার?
উড়ে যবে বিহঙ্গিনী অনন্ত বিমানে,
ফেরে কি সে সুধাইতে বর্দ্ধিষ্ঠ সন্তানে?

কহ মাতঃ, জানি তুমি দ্যুলোক-বাসিনী
কেন এ ভূলোক মাঝে? এ মর সন্তানে
দর্শনে কলঙ্ক তব! এ পাপ মেদিনী
পরিহরি যাও ত্বরা আবাস যেখানে।
না হলে সাধন শেষ, কহিনু নিশ্চয়,
এ তব তনয়-তনু হবে না বিলয়!
যে আনন্দে মন তব নিত্য নিমগন
লভিব তা এ জীবনে, করিব সফল
যত শ্রম, নব স্বর্গ করিব সৃজন
ধরায়, করিব দূর দুরিত সকল!
কি আর কহিব মাগো সহে না অন্তরে,
মর্ম্মভেদী দুঃখ যত জগৎ-সংসারে!
এতেক শুনিয়া তবে কহিলা তখন
মায়াদেবী,—ধন্য তুই সিদ্ধার্থ আমার!
অচিরে হইবে তোর বাসনা পূরণ!
আশীর্ব্বাদ করি তোরে, শুনরে কুমার,—
জগৎ বিপথগামী, সাধনে তোমার
যেন রে মঙ্গল পথে ফেরে পুনর্ব্বার!
এত বলি মায়াদেবী হয় অন্তর্দ্ধান;
দৃঢ় ব্রতে ব্রতী সদা শাক্য মহামুনি;
অন্তরে অটল তাঁর অমরতা-জ্ঞান,
ক্ষুধার্ত্ত সিদ্ধার্থ এবে মনে অনুমানি
করিলা প্রতিজ্ঞা "যায় যাক এ জীবন,
আপন সাধন বলে ত্যজিব অশন!"

রহিবারে নিরাহারে প্রথম তক্ষণ
বদরিকা মাত্র এক, দিবা অবসানে,
আরম্ভিলা; দিন দিন মৃতের লক্ষণ
দেখা দিলা আসি, শেষে শো-শো-শব্দ কাণে!
ক্রমেতে পঞ্জর সার হয় কলেবর,
ক্রমেতে নির্ভর এক তণ্ডুলের পর!
* তেয়াগি তণ্ডুল কণা, তিল মাত্র লয়ে
একটি, দিনান্তে পিয়ে, একাঞ্জলি পাণি;
হেন মতে অভ্যাসেতে কিছু দিন যেয়ে,
নিরম্বু রহিলা এবে শাক্য মহামুনি।
ঝড় জল রৌদ্র যত মস্তকের পরে,
কভু বা দারুণ হিমে দেহ বিদ্ধ করে।
না নড়ে একটি কেশ নচ নেত্র পাতা,
হর্ষে মৃগ ঘর্ষে আসি গাত্রে গাত্র তার,
যেন সে বিশীর্ণ তনু পাথরেতে গাঁথা,
কামক্রোধ-বিষদন্তে বিদারে না আর!
এ হেন যোগ-সাধনে ষড় বর্ষ গত,
মনের প্রবৃত্তি যত শাসনে সংযত!
দেখিলা বিচারি তবে আপনার মনে
মহাবল, রিপুদল হীনবল এবে,
আত্মাধীন; ক্ষীণবল তনু এত দিনে
পোষিলা নামাত্রাশনে; বিচারিয়া তবে,
এত দিন পরে পুনঃ, মন করি স্থির,
ইচ্ছায় আহার এবে করিলা সুধীর!

দেখে যবে পঞ্চ শিষ্য এ হেন ঘটন,
ভক্ষণ করিলা শাক্য,—যথেচ্ছা আচার,
দিনান্তে না করে আর ভজন সাধন,
টলিল তাদের মন হেরি ব্যবহার!
সিদ্ধার্থের কাণ্ড যত বালকত্ব জ্ঞানে
ত্যজি তারা পশে কাশি-মঞ্জু কুঞ্জবনে।

ত্যজি গেলা পঞ্চ শিষ্য ঘৃণা করি মনে;
প্রবেশিলা সবে গিয়া পুণ্য কাশিধাম.
এবে আর নাহি কেহ সিদ্ধার্থের সনে,
মনে বাঞ্ছা ত্যজিবারে উরুবিল্ব গ্রাম!
এবে এই সুখ-স্থান বুদ্ধ-গয়া খ্যাত,
বিচিত্র রচনা যার জগতে বিদিত!

এত দিনে শাক্যসিংহ যোগাসন ছাড়ি,
উঠি দাঁড়াইলা পুনঃ মেদিনীর পরে,
সহসা স্তবধ বায়ু কানন আলোড়ি,
ঘূর্ণ পাকে ছিঁড়ি লতা উঠিলা অম্বরে!
ঘর্ষিয়াছে অঙ্গে অঙ্গ কুরঙ্গ সকল,
এবে সে উঠিল দেখি নেহালে কেবল!

হয়েছে সাপের বাসা আসনের পাশে;
উর্দ্ধ অঙ্গে বান্ধি নীড় ছিল বিহঙ্গিনী,
স্কন্ধেতে উলুক অন্ধ লুকা'ত দিবসে,
পদতলে শিরোমণি রাখিত সাপিনী,
উঠিয়া যাইতে এবে নিরখিয়া তায়
সকলে গণিল মনে, ঘটিল প্রলয়।

উঠি এবে ঋষিশ্রেষ্ঠ ভাবিলা অন্তরে—
যথা নর সুপ্তোত্থিত—কে আছে কোথায় ;
অমনি আসিল আগে মানস মাঝারে
নরনারী সবে যারা যত্নিলা তায়
একদা, আহার দানে অন্তরের সহ,
বাসনা সাধনা-শিক্ষা করে অহরহঃ।
ধর্ম্মশীলা কুলবালা অবলা রতন,
সুজাতা সরলা বালা করিত প্রার্থনা
ঈশপাশে বিশালাক্ষী বসি সর্ব্ব ক্ষণ,
সিদ্ধার্থ সাধনে সিদ্ধ হইবে কামনা।
আনন্দেতে নন্দবালা ইন্দু-নিভাননী,
দীন দেখি বিতরিত নব বস্ত্র আনি।
দেহ শীর্ণ, জীর্ণ বাস গিয়াছে কোথায়!
পশিবারে লোকালয়ে চাই পরিধান,
ভাবি মনে মনে মুনি চলিলা ত্বরায়
নগরাভিমুখে বস্ত্র করিতে সন্ধান ;
সন্ন্যাসী তপস্বী মুনি যেবা যার মনে ;
কে যায় উলঙ্গ অঙ্গে অঙ্গনা-অঙ্গনে!

চতুর্থ লীলা।

প্রত্যাবর্ত্তন।

দোলাইয়া দীর্ঘ জটা ধীরে চলে মুনি,
ফেলাইয়া দিয়া যেন ব্যাঘ্র চর্ম্ম খানি,
শূলপাণি ব্যোমকেশ; যাইতে অদূরে
পাইলেক যন্ত্র এক মৃত কলেবরে।
হেথা বসি দিবানিশি সুজাতা সুন্দরী
পূজা করে মহেশ্বরে, দুঃখ পরিহরি!
সে কৃশাঙ্গী কোমলাঙ্গী পীতবাস-ছলে,
নিন্দে হাসি রাশি রাশি পলাশের ফুলে;
মালা গলে কিবা দোলে বনফুলে গাঁথা;
বিনা ধর্ম্ম নাই কর্ম্ম, কহে মর্ম্ম-কথা।
দূরি জ্বালা ঝাঁপ দিলা পবিত্রতা-জলে,
তুল হয় আঁখি দ্বয় সরসীর ফুলে;
রক্ত চন্দনেতে মাখা চম্পকের কলি,
উমা-পায়, তুলনায় চরণ-অঙ্গুলি!
কি বিকাশে কেশ-পাশে, কান্দে কাদম্বিনী!
ওষ্ঠে বিম্ব; কি নিতম্ব শুম্ভ-বিঘাতিনী!
মৃগাসনে সদা ধ্যানে থাকে সেই বালা,
সখী শত সুবেষ্টিত, যথা শশীকলা!
যোগে যাগে যদি কভু যোগী জনে পায়,
সতত নীযুক্ত সতী অতিথি-সেবায়!

সাধুজন আগমন বাঞ্ছা বড় চিতে,
সদা বলে সখী দলে পথ নিরখিতে।
নিশাকালে তরুমূলে আছে শাক্যমুনি,
আসি বলে কুতূহলে প্রিয়ংবদা শুনি ;
সে সংবাদে প্রাণ কাঁদে, সুজাতার মনে
সাধ অতি, ধীরমতি সিদ্ধার্থ সুজনে
স্বভবনে অন্নদানে পরিতুষ্ট করে,
সিদ্ধার্থেরে সেবা ক'রে সিদ্ধ হইবারে ;
সে অন্তর নিরন্তর দিব্য জ্ঞান চায়.
সাপিনীর কামিনীর শিরোমণি প্রায়।
সুজাতার নাই আর বেশ ভূষা করা,
শত সখী কাছে থাকি সজ্জা করে তারা—
ঐ আবার ফুলহার পরিল মালতি ;
লবঙ্গ দোলায় অঙ্গ মনোরঙ্গে মাতি।
হেরি ঊষা-বেশভূষা কুমুদিনী তারা
প্রভাতীরে আঁখি ঠেরে লুকাইল তারা।
কমলিনী বিনোদিনী হাসি হল খুন,
হীরা মতি লজ্জাবতী মুখ করি চুণ।
চাঁপা উঠে, গন্ধ ছুটে, করিছে আলাপ ;
বুঝি হেন, মাথে যেন আতর, গোলাপ।
মল্লিকেরে ফুল্ল হেরে মাধবীর হাস,
এল তথা স্বর্ণলতা উড়াইয়া বাস।
কি আনন্দ মাখি গন্ধ কুন্দ করে ঝাঁক,
যার বাসে ছুটে আসে গুঞ্জরীর ঝাঁক।

খেয়ে গালি কৃষ্ণকেলী কয় না কথা আর ;
সেফালিকে মনোদুখে খোলে অলঙ্কার !
কুঞ্জবনে শুনি কানে বৈতালিক গান,
সুজাতার শারিকার অধীর পরাণ !
অতঃপরে সজ্জা করে পূর্ব্বাবাস হ'তে,
কিরণ-মালা, স্বর্ণ থালা সাজাইয়া মাথে,
ধীরে ধীরে আলো ক'রে উঠিতেছে ওই,
সখী আসি বলে,—নিশি প্রভাতিল সই।
লো উত্তরা; ওঠ তোরা, বাসরে কি শুয়ে ?
মুখপাশে, রৌদ্র আসে, দেখ্‌বি নাত চেয়ে !
উত্তরার চমৎকার লাগে দেখি বেলা,
সসম্ভ্রমে, আঁচল টেনে বক্ষ পরে দিলা !
চমকিয়া বান্ধে নিয়া আলু থালু চুল;
ফেলে ঝাড়ি তাড়াতাড়ি কবরীর ফুল।
সুজাতার পূজিবার বেলা হল ব'লে,
উর্দ্ধশ্বাসে তার পাশে যত সখী চলে।
হেরি পরে উত্তরারে সুজাতা তখন,
কহে ধীরে করিবারে যত আয়োজন।
স্বর্ণ থালে সুতণ্ডুলে পরিপূর্ণ করি,
রস ফল, হিম জল দুগ্ধ ভাণ্ড ভরি,
এক স্থানে সযতনে আনি সমুদায়,
মৃগাজিনে হৃষ্ট মনে বসিয়া তথায়;
কহে পরে উত্তরারে মধুর বচন,—
সখি গিয়া আন গৃহে সিদ্ধার্থ সুজন।

আজ্ঞা পেয়ে সখী গিয়ে কঙ্কুভের তলে,
নিমন্ত্রণ তত ক্ষণ করে কুতূহলে।
বলে—মুনি, সে ভগিনী সুজাতার কথা
পাশরিয়ে বনে গিয়ে ছিলে বল কোথা?
আজ চল বেলা হ'ল সুজাতার বাসে,
পথপানে নিরীক্ষণে আছে বালা ব'সে।
এত শুনি শাক্যমুনি করিলা গমন,
ক্ষণ পরে সুজাতারে করে দরশন।
কুতূহলে ভগ্নী ব'লে সম্বোধিলা তায়,
মনোগত ছিল যত কহিলা উভয়।
হৈম থালে সতণ্ডুলে করপদ্মে করি,
মুনি বরে দান করে সুজাতা সুন্দরী;
এবে শাক্য নাই বাক্য লক্ষি হেম থালা,
কহে পরে মৃদু স্বরে—হের, রাজবালা,
লক্ষপতি যে সুমতি তারি শোভা পায়,
হেন পাত্র, নহে পাত্র তপস্বী নিশ্চয়!
আছে যার, হয় তার নিত্য প্রয়োজন;
না থাকিলে কোন কালে চা'হ না তা মন।
দেহ তারে বিধি যারে দিয়াছে যেমন,
অন্ধকারে অন্ধ নরে নহে ক্ষুণ্ণ মন!
দীন জনে ধন দানে অনর্থ ঘটন!
ধনী জানে ধন জন সুখদ কেমন!
এত শু'নে সে কামিনী হেঁট কৈলা মাথা,
কত ক্ষণে সযতনে ধীরে কহে কথা,—

হের মুনি, অভাগিনী রমণীর মন,
এই ধর্ম্মে, এই কর্ম্মে, দামিনী যেমন !
সত্য জ্ঞান, ভাগ্যবান, অবলার মনে
নহে স্থির শুন ধীর, উপদেশ বিনে।
স্বর্ণ থালে তেয়াগিলে নাহি কোন ক্ষতি,
সেই মতে গ্রহণেতে দোষ কি সুমতি ?
হেম থালে তৃণ দলে তুল্য যার জ্ঞান,
বিসর্জ্জন কি গ্রহণ, সকলি সমান !
কেন পাত্র দিতে পাত্র যোগ্য বট তুমি,
কেন বাম গুণধাম, কি করিনু আমি !
তুষিবারে অবলারে তাপস তখন,
স্বর্ণথালা দিলা বালা, করিলা গ্রহণ।
আলাপনে বহু ক্ষণে থালা নিয়া করে,
ধীরে ধীরে গেলা ফিরে নৈরঞ্জন-তীরে।
করে নদী নিরবধি কুল কুল গান,
শুনি তায় ছুটি যায় সিদ্ধার্থের প্রাণ।
মেঘ-বারি নেত্রে হেরি স্নান করিবারে,
ধায় জলে হৈম থালে রাখিয়া উপরে ;
ডুব দিয়া দেখে গিয়া উঠিয়া তখন
কি সুন্দর মনোহর স্থান দরশন !
নদী-তীরে শোভা করে, অপরূপ মানি,
রত্নাসন, হরে মন রক্তরাগ মণি।
জিনি শত শতদল নিরমল শোভা,
বাল রবি-ছবি যেন জন-মনোলোভা।

মল মল দূর্ব্বাদল সুকোমল করে
বিছাইয়া, তাহে নিয়া পাতি যত্ন ক'রে
সে আসন, প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষিছে পাশে,
নিরুপমা দেবীসমা নাগকন্যা ব'সে।
উড়ি আসি কেশরাশি পড়েছে ধুলায়,
বিনা সূতে মালা গেঁথে পরেছে গলায়,।
নাহি রঙ্গ ব্যঙ্গ, অঙ্গ উলঙ্গ সকল,
নেত্র দুটি পদ্ম ফুটি মুখ নিরমল।
সুতরল টল মল শিশিরের কণা
যেন দোলে দূর্ব্বাদলে, পরশিতে মানা!
নাগিনীর শিরোমণি যেন ফেলি গেলা
জ্ঞান হয়, ভ্রম হয় নহে নাগবালা।
কাছে এসে মৃদু হাসে দিগঙ্গনা গণ,
অচঞ্চলা নাগবালা না কহে বচন॥
কত ক্ষণ নিরীক্ষণ করি তুনয়নে,
কহে নারী বিদ্যাধরী সম আলাপনে,—
হের হের মুনিবর আসনেতে আসি
খাও ফল, পিও জল, মনসুখে বসি।
এত শুনি মহামুনি নারী-আবাহন,
বসি তায় সমুদায় করিলা ভক্ষণ।
অ'শেষে অনায়াসে ফেলি দিলা জলে
স্বর্ণ থালা—ষোলকলা অস্ত নভস্থলে!
নিরখিলা নাগবালা, মানিলা বিস্ময়,
ক্ষুদ্র নয় মুনিবর নহে সুনিশ্চয়।

ভাবি মনে এত ক্ষণে কহিলা বচন—
বোধিসত্ত্ব নাম সত্য শুনেছি যেমন!
নমি আমি ঋষিস্বামী চরণ কমলে,
মম ভিক্ষা কর রক্ষা, রাখ পদতলে!
মহামুনি নাম শুনি নাগিনীর মন
বিচলিত,—আছ জ্ঞাত, রমণী কেমন!
দূর গিরিশৃঙ্গ পরি করি আমি বাস,
ফুল ফুটে গন্ধ ছুটে সম বার মাস!
ফুল তুলে নদীকুলে নিত্য আমি আসি,
পূজা করি পার্ব্বতীর দ্বিপ্রহর বসি,
পরে যাই অন্য ঠাঁই, নাই অন্য কাম;
গিরি পরে কি প্রান্তরে তৃপ্ত করি কাম!
মনোমত সাধু যত সজ্জন সুমতি,
দেখা পেলে কুতূহলে দান করি রতি!
পাপ ভয় যার হয়, রোগ শোক মায়া
পর্শে যারে, হেরি তারে পরশি না ছায়া!
মহামুনি তুমি জানি বৈরাগ্য মূরতি,
মিলিপ্ত প্রবৃত্তি-মার্গে স্বর্গে কর গতি।
এত শুনি শাক্য মুনি গণিলা প্রমাদ,
ভয় হয় পাছে হয় নারী সহ বাদ,
সুধাইলা—নাগবালা, কি নাম তোমার?
জান নাকি হে সুমুখি, সাধন আমার?
সর্ব্ব নরে বলে যারে মন্দ আচরণ
সিমন্তিনি, কহ শুনি এ আর কেমন?—

হে ধার্ম্মিকে, কে তোমাকে কহিলা নিশ্চয়
তুষ্ট করি কাম-অরি স্বর্গ লাভ হয়?
ষড় বর্ষ নাহি পর্শ করি অন্ন জল;
বনে বনে কায় মনে সাধন কেবল
করি পরে, এ সংসারে করিয়াছি জয়
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মহা শত্রুচয়;
ক্ষুদ্র নারী, হে সুন্দরি তুমি নাগবালা,
কিবা ধর্ম্ম কিবা কর্ম্ম কি জানে অবলা?
ভবতলে, হে সরলে, দেখনি সকল
ইন্দ্রিয় সুখের বৃক্ষে ফলে কিবা ফল?
উত্তরিলা নাগবালা হাসিয়া তখন,
নর তুমি, তেঁই জানি বিভ্রম এমন!
ফুলে মধু, তেঁই শুধু থাকে ভৃঙ্গ মাতি;
বসন্তে কোকিল-বধূ, যৌবনে যুবতী!
বিধাতার এ বিচার অবিচার যদি,
বিজ্ঞ বট হে কপট, তুমি গুণনিধি!
কি কহিব, হে পার্থিব, এ তব যৌবন,—
এ রতন কি কারণ দিলা বিসর্জ্জন?
হের কিবা স্বর্গ-শোভা বিকচ কমল,
কীট ভয় যার হয় সে জন পাগল!
পরিণয় যার হয় (হায়রে কি রীতি!
বিচারি সমাজ নীতি আর রাজনীতি)
তার কথা বলা বৃথা। বন্দী যেই জন,
সে জানে কি স্বর্গ সুখ সুখদ কেমন?

কি বিহঙ্গ কি কুরঙ্গ গন্ধর্ব্ব সকলে,
কি অমরী কি অপ্সরী প্রকৃতির কোলে,
কি নাগিনী কি যোগিনী সুরবালা গণ,
কিবা যক্ষ কিবা রক্ষ লক্ষপতি জন,
সমাদরে পরস্পরে সম ভাবে তারা,
ব্যোমচর, ঋষিবর, জলচর যারা
কুতর্ক-গরল হীন, স্বভাব সরল,
নীচ উচ্চ নচ বাচ্য পবিত্র সকল।
সেবি মোরা অনন্তের স্বাধীন মলয় ;
নিশ্চিন্ত অন্তরে নাহি কৃতান্তের ভয়।
যারে প্রাণ চায় দান করি আলিঙ্গন,
গিরি পরে কি প্রান্তরে সুখদ শয়ন।
অধীনতা-বিষলতা স্মরি প্রাণে মরি,
বসুধার সভ্যতায় ধার নাহি ধারি।
দীনতার অধিকার এক দিন তরে
নাহি জানি নচ শুনি নাগিনী-অন্তরে।
স্বাধীনতা-গুণে গাঁথা মনোবৃত্তি মালা,
যারে দেখি করি সুখী, নাহি জানি জ্বালা।
মন দুঃখে যার মুখে বিষাদের রেখা,
প্রাণ পণে তার সনে নাহি করি দেখা।
যদি হেরি শোক বারি নয়নে কাহার,
এ জীবনে মুখ পানে নাহি চাহি তার।
বিষণ্ণতা থাকে কোথা জীবনে না জানি,
প্রফুল্লতা হৃদে গাঁথা দিবা নিশিথিনী।

এ অন্তর নিরন্তর স্বর্গ-সুখ চায় ;—
কাম ক্রোধ লোভ মোহ কি করিবে তায় ?
ইচ্ছা যাহা করি তাহা, স্বভাব স্বাধীন ;
যে স্বভাব সেই ভাব থাকে চিরদিন।
অহঙ্কার নিত্য যার হৃদয়েতে জ্বলে,
কে নাশিবে সে স্বভাবে কৃতান্তে না নিলে।
সিদ্ধ হব, স্বর্গে যাব, যশোহার পরি,
ভাবে যেই মরে সেই আপনা পাশরি।
অমরতা পাবে কোথা, হের হের ঋষি,
নিষ্কাম প্রবৃত্তি-মার্গে হও স্বর্গবাসী।—
সুমিলনে আলিঙ্গনে জানেন ঈশ্বর,
পাপ নহে শুন ওহে অর্ব্বাচীন নর !
হায়, জিনি কাদম্বিনী, মার্ত্তণ্ড উদয়
সুকঠিন চির দিন যেমতি নিশ্চয়,
হেট মুখে মুনি দেখে কি উপায় করি,
মায়াবিনী এ রমণী নহে নাগনারী !
ভাবি মনে এত ক্ষণে সিদ্ধার্থ তখন,
প্রভাতিরে কহে ধীরে মধুর বচন,—
জাহ্নবীর স্রোত নীর খরগতি যত,
মীন তত ক্রমাগত হয় ঊর্দ্ধগত।—
আমি জানি নিতম্বিনি জগতের কথা,
পদে পদে কি বিপদ, বিনা সতর্কতা ;
ধন্য তুমি, মূঢ় আমি ! এ হেন জীবন
পুণ্যবলে চারুশীলে করিছ যাপন,

স্বভাব-সুলভ তব নির্ব্বিকার মন,
মিলিবে না নরে, বিনা কঠোর সাধন ;
কাম-অরি যদি পারি করিতে শাসন,
মিত্র ব'লে নিয়া কোলে দিব আলিঙ্গন ,
জলে গেলে অঙ্গ জলে যার সুকেশিনি
স্নান তরে কেন তারে প্রবোধিছ শুনি ?
মন জানে সুলোচনে, না করি প্রকাশ,
ধরা পরে নরে করে নরকেতে বাস ;
অপবিত্র তব নেত্র কেন কর শুনি
মর্ত্ত্যনরে নেত্রে হেরে, স্বর্গ-নিবাসিনি !
এ জীবন সমর্পণ করিয়াছি আমি
উদ্ধারিতে এ জগতে, জান নাকি তুমি ?
আপনাকে তুষ্ট ক'রে তুষ্ট নহে মন,
কাঁদে মন অনুক্ষণ জীবের কারণ!
কেন আনি মায়াবিনি মায়ার বাগুরা,
বান্ধিবারে মূঢ় নরে হও জ্ঞান হারা ?
যে প্রাণ করিনু দান জগতের তরে,
সহস্র নাগিনী তায় ফিরাতে না পারে !
অমর কিন্নর নর নাগিনীতে মিলে
যক্ষ রক্ষ লক্ষপতি (ক্ষম ক্ষমাশীলে)
আসিলে সকলে, বলে অথবা কৌশলে,
ধরাতলে রসাতলে দেয় যদি ফেলে,
দিতে পারে, কিন্তু মোরে, কহ বিম্বাধরে,
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি যার, কি করিবে তারে ?

কেন বৃথা বসি হেথা ? যাও সুলোচনে,
পশুবৃত্তি চরিতার্থ কর অন্য স্থানে।
ঈষৎ রক্তিম রাগে নয়ন যুগল
আবর্ত্তিলা, নাগবালা শুনিলা সকল,
থর থর বিম্বাধর ঈষৎ কাঁপিল,
আকর্ষিয়া মুক্তাসন প্রভাতি কহিল—
স্বভাবে অভাব যার এ ভব মণ্ডলে,
বুঝে বিপরীত, হিত উপদেশ দিলে,
বসি ঋষি দিবা নিশি সহস্র বৎসর
ভাব যদি নিরবধি, না পাবে ঈশ্বর।
না পাইলে ভবতলে স্বাধীন অন্তর,
সাধন বিফল তার হয় নিরন্তর।
মিলিবে না কৃপাকণা, কহিনু নিশ্চয়,
নাগিনীরে ক্ষুণ্ণ ক'রে দিলে পরিচয়।
তোর কর্ম্ম কোন ধর্ম্ম ? ওরে মূঢ় মতি,
অজ্ঞ হয়ে বিজ্ঞ ভাবি ঘৃণ নারী-জাতি ?
সহস্র সাধন যদি করিস্ পামর,
যদিও হইস্ সিদ্ধ, জানিস্ ঈশ্বর,
তোর নামে ভবধামে কলঙ্ক রটিবে ;
নাস্তিক বলিয়া তোরে জগৎ ঘুষিবে !
এত বলি গেল চলি নাগিনী তখন,
যত্নে ধরি, করে করি রতন আসন ;
যোগী ঋষি যথা বসি করিতেছে ধ্যান,
অন্বেষণে ক্ষুণ্ণ মনে করিল প্রস্থান।

হায় যেন জ্ঞান হেন হ'ল ততক্ষণ,
কমল মুদিল আঁখি,—আন্ধার ভুবন !

পঞ্চম লীলা।

—:*:—

কাম-কামিনী সমর।

বোধিসত্ত্ব ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া,
এত ক্ষণে মনে মনে আপনা বুঝিয়া,
দ্রুত চলে অন্য স্থলে করিতে বিশ্রাম,
হেরে পরে আছে দূরে বোধিমণ্ড নাম,
মনোরম নিরুপম বিরামের স্থান,
বোধিসত্ত্ব করে দ্রুত তথায় প্রস্থান।
আগমনে সেই স্থানে হেরে মহামুনি
আছে এক মহাতরু বোধিবৃক্ষ শুনি।
প্রতি পত্র হেরি নেত্র হয় সুশীতল,
দান করে বহু দূরে শোভা নিরমল।
হেথা এবে শান্ত ভাবে তরু তলে বসি,
সিদ্ধার্থ অনন্ত মুক্তি ভাবে দিবা নিশি।
হেরি স্থান হরে প্রাণ! মন করি স্থির
সাধনায় পুনরায় বসিলা সুধীর।
বসিবারে বাঞ্ছা করে তৃণদল পাতি,
তৃণ আশে চারি পাশে চাহে মহামতি।

নিরখিতে চারি ভিতে শক্র নিজে আসি,
তৃণ কাটি বান্ধি আঁটি অপেক্ষিছে বসি,
সেবিবারে শাক্যবরে শক্র করি মন,
বিছাইয়া দিলা নিয়া তৃণ তত ক্ষণ।
ফুল্ল মনে দুর্ব্বাসনে মহাযোগী বেশে
মহা যোগ সাধনায় মহা মুনি বসে।
বসি সুখে, পূর্ব্ব মুখে দৃঢ় ব্রতে ব্রতী,
মনে মনে এ প্রতিজ্ঞা করে মহামতি,
যদি হয় অঙ্গ ক্ষয় বসিয়া হেথায়
হোক তাই ক্ষতি নাই নাহি তাহে ভয়।
অস্থি চর্ম্ম মেদ মাস মেদিনীতে লয়,
ছোটে যদি প্রাণ-বায়ু শ্বাস বন্ধ হয়,
শক্তির অস্তিত্ব বিনা প্রলয় ঘটিবে,
সিদ্ধার্থ সুসিদ্ধি বিনা কভু না উঠিবে।
অনন্ত মুক্তির দ্বার হইলে প্রকাশ,
শান্তির সাগর আছে করিব বিশ্বাস;
নতুবা কেশাগ্র হ'তে চরণ অঙ্গুলি,
এই স্থানে মন প্রাণে দিব জলাঞ্জলি।
অস্তিত্বের সত্য যদি বুঝা নাহি যায়,
নাস্তিকতা-মহাব্যোমে পশিব নিশ্চয়।
হেন মতে সাধনেতে জীবন অর্পণ
করে শুনি মহামুনি, স্বর্গ দূতগণ
চারিভিতে আচম্বিতে পুষ্পবৃষ্টি করে,
নন্দন-মন্দার গন্ধ আমোদে অম্বরে

ঝাঁকে ঝাঁকে নীলকণ্ঠ সহসা উড়িল,
মনোরঙ্গে শাক্য অঙ্গে আসিয়া পড়িল!
আচম্বিতে নৃত্য করে বাম নেত্র পাতা,
শুভ গণি হর্ষে ভাসে দণ্ডপাণি-সুতা।
একাসনে এক মনে শাক্য করে ধ্যান;
জগতে মহাত্মা যত লভিবারে জ্ঞান,
সবে আসে শাক্যপাশে, করে আরাধনা
ফুল জলে বিল্বদলে, নাহি শুনে মানা।
কেহ পিয়ে পদামৃত, কেহ মাখে মাটি,
রোগশোকশূন্য হবে জানিয়াছে খাঁটি।
সুরঙ্গে মৃদঙ্গ সহ কেহ করে গান,
শাক্যনামে সে সঙ্গীত হরে মন প্রাণ।
কত সাধু আসি শুধু নিরখে বয়ান,
রাশিকৃত ভস্মাবৃত ইন্ধন সমান।
কেহ করে পদ সেবা শিরে ঢালে জল,
শ্রীমুখ দর্শনে ভাবে মহা তীর্থ ফল।
উচ্চ রবে করে সবে শাক্যের কীর্ত্তন,
বোধি-সত্ত্ব বুদ্ধ নাম প্রকাশ তখন।
হেন মতে সাধনেতে দিন হয় গত,
নৃত্যপরা বিম্বাধরা অপ্সরারা যত,
ভাঙ্গিতে মুনির ধ্যান, হ'য়ে জ্ঞান হারা,
কল কণ্ঠে তুলি তান গান করে তারা।
নন্দন কাননে বসি কন্দর্প আপনি,
করিছেন রণসজ্জা, সাজে অনীকিনী॥

গেল দিন এল, তারাপরা নিশি, পোহাল আবার, শর্ব্বরী।
জাগিলেন উষা, জগৎ গৃহিণী, কোলে বাল ভানু, হাসিছে ॥
লতা কোলে দোলে, কুসুমের শিশু, হাসি হাসি মুখ, নিরখি।
বনদেবী-পোষা, সমীর-শাবক, পাখা তুলি এস, খেলিছে ॥
ধরিত্রী শিহরে, চমকিয়া অসি, হুঙ্কারে কামের, সেনানী।
কাঁপে থর থর, চমকে অম্বর, যেমতি জীমুত, মন্দ্রেতে ॥
শাল তাল দারু, বিশাল তরুর, উরসে আন্ধারি, নীরবে।
আস্তে গিয়া যথা, অস্ত অংশুমালা, বাস্তে স্বর্ণ ঢালে, সুকরে ॥
তথা বীরজায়া, বীর ভর্ত্তাকুলে, সাজাইছে আজ, আনন্দে।
রঙ্গে বীর অঙ্গে, বর্ম্ম চর্ম্ম বান্ধি, স্বর্ণ চূড়া দিয়া, মুকুটে ॥
কায়া পার্শ্বে জায়া, ঝুলাইয়া দিয়া, স্বর্ণকোষে অসি, দেখিলা।
রসাল কায়ায়, সুবর্ণ লতায়, কেমন দেখায়, কাননে ॥
রাজপথে আর, যাতায়াত ভার, মার মার মার, ধ্বনিছে।
হাতে হাতে হাতে, কুসুম সজ্জায়, উলঙ্গ কৃপাণ, চমকে ॥
দড় বড়ি ঘোড়া, হ্রেষিছে ভীষণ, চিবায়িছে মুখ, লালায়ে
করীন্দ্র গর্জ্জন, গিরীন্দ্র গহ্বরে, মৃগেন্দ্র হুঙ্কার, যেমতি ॥
জনস্রোত মাঝে, শান্তি-রক্ষকেরা, ভয়ঙ্কর গোল, তুলিছে।
সেতু বন্ধে হেরি, তোল পাড় যথা, তরঙ্গের রঙ্গ,সাগরে ॥
বাজে জয় ঢক্কা, রণ ডঙ্কা ঘোর, নিঃশঙ্ক হৃদয়, নাচিছে।
তড়বড়ি কাড়া, বাড়াইছে রোল, ঝড় সহ বর্ষে, বরষা ॥
লক্ষ লক্ষ সেনা, আলেখ্য যাদের, লক্ষ-পতি ত্রাস, পশিছে।
রক্ষচমূ সম, বক্ষ প্রসারিয়া, ঐক্য বাক্য চঞ্চু, চরণে ॥
উলঙ্গ নগীন, উত্থিত কৃপাণ, শিরে স্বর্ণ শিখা, হেলিয়া।
নন্দন কাননে, কণ্টকের বনে, কুসুম কেশর, ফুটিল ॥

রাজসভা তলে, মূর্ত্তিমান্ আজ, কামরাজ্য-বল, উদিত।
অপূর্ব্ব সে সভা, বিচিত্র গঠন, খচিত কুসুম, কাঞ্চনে॥
স্বকর-সুষমা, ফুলকুলেশ্বরী, অকাতরে যথা, বিতরি।
কতই সাজায়, দিবাকর-দীপ্ত, স্বর্ণ-শির ঊর্ম্মি, নিকরে॥
রাজরাজেশ্বরী, কামের কামিনী, মহিষীকুলের গরিমা।
স্বচ্ছ সভাতলে, রূপরাশি দোলে, স্বকরে সাজান, বাহিনী॥
সুর বালা সমা, অনুপমা রূপে, শত সহচরী, নিকটে।
রণ-সভাতলে, মহিষী-হৃদয়, তরঙ্গে নলিনী, নাচিছে॥

প্রদ্যুম্নের বহ্নিরাগ বস্ত্র পরিধান;
করে করে সৈনিকের কুসুম-কৃপাণ।
দিব্য রথে আবির্ভূত সে মীন-কেতন,
ফুলবাণে যারে হানে করে অচেতন।
মনোহর পঞ্চশর, পুষ্পধনু গাঁথা;
মুখে মাত্র হাসি রাশি নাহি কোন কথা।
হেরি দূরে সিদ্ধার্থেরে মনোমত বাণ,
বাছি যত মনমথ করিছে সন্ধান।
ধ্যানপথে নিরখিতে হেরে ঋষিবর,
উপনীত আসি মার করিতে সমর।
ধীরগতি রতিপতি, মর্ম্মরিছে পাতা,
পুষ্পরথে চারি ভিতে দোলে স্বর্ণলতা!
অগ্রসরি শম্বরারি শাক্য পানে ধায়,
নিরখিয়া কাঁপে হিয়া উপজিল ভয়।
মার মার শব্দে মার ফুল শর মারে,
অবশাঙ্গ শাক্যসিংহ কাঁপিতেছে ডরে।

পলাইতে চায় মুনি ছট ফট প্রাণে,
সম্বরিতে শম্বরারি পিছে ধরি টানে।
মহা ঋষি ভাবে বসি উপায় না পায়,
সহসা মানসে আসি হইল উদয়,
অব্যর্থ মহাস্ত্র সেই যতনেতে ছিল,
জ্ঞানের ত্রিশূল ভীম এবে মনে প'ল।
মহাবলে সেই অস্ত্র পুরিলা সন্ধান,
স্মরশরে একেবারে করে খান খান।
ভাঙ্গি প'ল ফুলধনু কন্দর্প তখন
ঊর্দ্ধশ্বাসে কোন দেশে করে পলায়ন।
অনঙ্গ লুকায় অঙ্গ ভঙ্গ দিয়া রণে,
শাক্যের অন্তর-সরে শান্তিবারি অতঃপরে
উথলিল, নিবারিল, দুরন্ত পবনে।
মনসিজ বুঝি নিজ হীন বলে চলে
দ্রুতগতি যেই স্থানে প্রিয়া বসি ফুল্ল মনে
নন্দন-আনন্দ-বনে, মন্দারের মূলে।
ফুলময়ী কাম প্রিয়া মন্দারের তলে গিয়া
অঞ্চলে প্রসূন নিয়া মালা গাঁথে বসি;
দেখি পরে সহচরী দুই জন আহা মরি,
দুই পাশ আলো করি, বসিয়াছে আসি।
সকাতরে কাম গিয়া মর্ম্মব্যথা বিবরিয়া,
মন্দারের ছায়া নিয়া, জুড়াইল প্রাণ;
হেরি রতি পারিজাতে গাঁথি মালা নিয়া হাতে
ব্যঙ্গ করি প্রাণনাথে মালা দিলা দান।

দন্তে টিপি বিম্বাধরে কহে রতি আঁখি ঠারে
বিমোহিতে যোগীবরে কে পারে সুন্দর ?
যেও নাহে প্রাণসখা, শঙ্করেতে গেছে দেখা !
অবলা কপালে লেখা, তব অত্যাচার।
তিষ্ঠ তবে মনমথ, জ্ঞান শক্তি ভাল মত,
যে বলে বেন্ধেছি নাথ, মদন রাজায়,
নরকুলে মর্ত্ত্যবাসী, দুদিন হয়েছে ঋষি !
নারী মাত্রে মরে হাসি, তোমার কথায় !
চলিলাম আমি এই, দেখিব কেমন সেই
তোমারে জিনেছে যেই বৈরাগ্যের বলে,
একটি ত্রিশূল হেরি, শঙ্কিত হে সম্বরারি,
সহস্র ত্রিশূল নারী সহে বক্ষঃস্থলে।
পদ বিদলিতা লতা, থাকে পড়ি যথা তথা,
সহ্য করি কত ব্যথা, পাইলে সময়,
বল বা কৌশল ক'রে মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ করে,
আলিঙ্গিয়ে তরুবরে, এ কথা নিশ্চয়।
বৃক্ষপাশে বৃক্ষ গেলে, ঘর্ষণে আগুন জ্বলে,
না জানে সে কোন কালে প্রেমের সন্ধান,
হৃদয় আরশি করি, পুরুষে ভুলায় নারী,
স্ববলে হৃদয়ে ধরি, মোহে মন প্রাণ।
আমি রতি নাম ধরি, আছে দুই অনুচরী,
আসক্তি প্রবৃত্তি, মরি ! চল সখি তোরা,
কেমন তপস্বী সেই, প্রাণনাথে জিনে যেই ?
রতি কি জীবিত নেই, ভাবে সন্ন্যাসীরা ?

এত বলি কামপ্রিয়া, অনুচরী সঙ্গে নিয়া,
উপনীত হয় গিয়া, বোধিসত্ত্ব পাশে,
বোধিবৃক্ষ ছায়াতলে, গিয়া সবে কুতূহলে,
সিদ্ধার্থেরে হেরি বলে, মধুমাখা ভাষে,—
কেও হে, সাধকবর ! হয়ে মর্ত্ত্যে মর নর,
কেমনে হে পঞ্চশর, জিনিয়াছ রণে ?
অবলা বুঝিতে নারে, আসি রণ দেহ তারে,
কন্দর্পে জিনিতে পারে, কে আছে ভুবনে !
ফিরিয়া উত্তর দিকে, সিদ্ধার্থ রতিরে দেখে,
বিশ্ব-বিমোহিনী যাকে, সর্ব্ব জন বলে ;
কি কব রূপের কথা, যেন সে কনক-লতা,
চমকে চপলা যথা, সুখমালা গলে।
নিরখিয়া মহামুনি, আবার প্রমাদ গণি
সুধাইল বল শুনি, বল কামপ্রিয়া,
নিষ্কাম তপস্বী জনে, কেবা আছে এ ভুবনে
ভুলাইবে প্রলোভনে, মোহ প্রদানিয়া ?
আসক্তি প্রবৃত্তি সনে, শুনি রতি এত ক্ষণে
খুলি দিয়া মন প্রাণে, ধরিলা সঙ্গীত,
কলকণ্ঠে আহা মরি, বিমান বিদীর্ণ করি
উঠে জন-মুগ্ধকারী অঙ্গনার গীত।
নীরবিলা রামাগণ, নীরব হল গগন,
বিমোহিল জনমন, মধুর সঙ্গীতে ;
তখন উত্তারি পাশে, কহে রতি মধুভাষে,
দোলে বেণী পৃষ্ঠদেশে আঁখি ভঙ্গিমাতে।—

রমণী হে গুণনিধি, বিরলে বসিয়া বিধি
সৃজিলেন নিরবধি, করিয়া যতন ;
জগতে নরকবাসী কি সংসারী কি তপস্বী,
দূরিতে দুরিত রাশি নারীর সৃজন।
নরকাগ্নি-কুণ্ড হ'তে ত্রিদশ-আলয় পথে,
নারকী নরের যেতে কামিনী সোপান,
গ্রহ-তারা নভঃস্থলে, যে শক্তির বলে চলে
সে শক্তির আজ্ঞা বলে, যৌবন বিধান।
যদি থাকে পবিত্রতা, যুবতী-যৌবনে গাঁথা,
সাক্ষী জগতের পিতা, শুদ্ধ মন যার,
দেখুক যে আঁখি ধরে, শুদ্ধমনা কামিনীরে,
পারে কিনা পারে নরে, করিতে উদ্ধার।
দেখ ওহে প্রিয়তম, স্ফটিক হৃদয় মম,
স্বর্গের দর্পণ সম, কলঙ্কের রেখা,
কেমন তা নাহি জানে, বিমানে বিহঙ্গগণে
লক্ষ বার বিচরণে, নাহি থাকে লেখা।
এ করে কদম্ব ফুল, কর্ণে দোলে কুন্দ ফুল,
চুম্বিছে কবরী-চুল আলিমালিনীরে ;
আমি ওহে মহাঋষি, পুরুষেরে ভালবাসি,
তেঁই এ কাননে আসি, সাধি সন্ন্যাসীরে।
ত্রিদিব-নিবাসী যারা, আমায় নেহারি তারা,
সমাদরে নিরধারা, করে সুযতন ;
কেমন তপস্বী তুমি, বুঝিতে না পারি আমি,
ছি ছি তব ঋষিস্বামী, অপবিত্র মন!

এতেক শুনিয়া পরে, সিদ্ধার্থ সুধীর স্বরে,
উত্তরিলা কামিনীরে, স্থির মন করি,—
পুরুষের যে কি ধর্ম্ম, বাঞ্ছে তারা কোন কর্ম্ম
বুঝিবে কি তার মর্ম্ম, কোমলাঙ্গী নারী ?
শুন ওহে কামাঙ্গনা, মম মনে যে বাসনা
অঙ্গনা নহে কামনা, কহিনু তোমায় ,
জগতের পাপরাশি, বিনাশিতে দিবানিশি
বৃক্ষমূলে আছি বসি, মুক্তি প্রার্থনায় ।
মনুষ্য-মানসবলে, জগৎ চলে না চলে,
ভাবিব বসি বিরলে, করিয়াছি মন ;
অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করি, পাপী তাপী নর নারী
চালাতে পারি না পারি, দেখিব কেমন ?
করতল-ন্যস্ত এই, আমলক দেখ যেই,
মুক্তির বিধান হেন, করিব সুলভ ;
লক্ষ লক্ষ জীবকুল, পাথারে না পেয়ে কুল
আসিবে হয়ে আকুল, যখনেতে সব,
শিরে সিঞ্চি শান্তিজল, প্রদানি স্বর্গীয় বল
খাওয়াইব মুক্তি-ফল, জুড়াইব প্রাণ,
কেন তুমি ঘরে ঘরে, পশুবৃত্তি তৃপ্তি তরে
জ্বালাতন কর নরে, বিনাশি কল্যাণ ?
জগতের মুক্তিজ্ঞান, আমিই করিব দান ,
চাহ যদি রে কল্যাণ, দূর বিলাসিনি ;
অথবা অভিসম্পাতে, সাধ যদি ভস্ম হ'তে,
আমার নয়ন-পথে, চাহরে কামিনি !

সহসা কামিনী কুল, হইলা যেন আকুল
শুকায়ে কবরি-ফুল, পড়িল ভূতলে।
যেন অনলের শিখা, চতুর্দ্দিকে যায় দেখা,
কি জানি কপালে লেখা, ভাবিল সকলে।
ঝর্ঝরিল পাতাকুল, শাখা ছাড়ে পাখিকুল
কামিনী মাথার চুল এলায়ে পড়িল!
কাঁপে যেন বসুমতী, সভয়ে পলায় রতি
যুবক যুবতী-মতি ক্ষণ শান্তি পেল।

ষষ্ঠ লীলা।

সিদ্ধি লাভ।

শান্ত মনে বোধিসত্ত্ব, ভাবে বসি মুক্তিতত্ত্ব
চিন্তা করি পরমার্থ, শূন্য বাহ্যজ্ঞান,
গভীর যোগ-সাগরে, ধ্যান পথে ধীরে ধীরে
নিমগন একেবারে, চাহি পরিত্রাণ।
দেখিতে দেখিতে এবে, রক্তিম তপন ডুবে,
কুলায়ে পশিল সবে, বিহঙ্গম গণ;
যে যার আলয়ে গেল, বিশ্বপুরি নিরবিল,
জগতে বিদায় নিল, এবে সর্ব্বজন,
কেবল সে বৃক্ষতলে, বসিয়া জগৎ কোলে
শাক্যসিংহ কুতূহলে, করে নিরীক্ষণ,

আদি অন্ত পৃথিবীরে, হেরি তন্ন তন্ন করে
উঠিয়া বিমান পরে নিরখে গগন।
গরাসিল বসুধারে, অমানিশি অন্ধকারে,
নিদ্রাদেবী ক্রোড়ে এবে, সুপ্ত জীব যত ;
সিদ্ধার্থ সিদ্ধির তরে, ক্রমে মন স্থির করে,
ক্রমে ক্রমে ধরিত্রীরে, হইলা বিস্মৃত।
রজনী প্রহর গত, চিন্তার বিষয় যত
উষার আন্ধার মত, আভাসিল মনে,
ক্রমে এক পুণ্য-জ্যোতিঃ নিশার্দ্ধে সিদ্ধার্থ প্রতি
আলোকিল, সিদ্ধমতি হেরিলা নয়নে।
তৃতীয় প্রহর যায়, দিনার্দ্ধ-মার্ত্তণ্ড প্রায়,
মহা জ্ঞানের উদয় হৃদয়-আকাশে,
ক্রমে যত নিশি শেষ, সিদ্ধার্থ উন্মত্ত বেশ,
ঈষৎ লোহিত লেশ, গগনে প্রকাশে।
মাতঙ্গ প্রমত্ত মদে, তেমন নয়ন মুদে
মহর্ষি হেরিছে হৃদে, কতই কি হ'ল।
চির নিমীলিত আঁখি, সহসা যেন কি দেখি
(কাব তার জানিবে কি !) অমনি মেলিল !
আচম্বিতে সেই দৃষ্টি, যেই নিরখিল সৃষ্টি
স্বর্গ হতে পুষ্পবৃষ্টি, হইলা অমনি ;
দেবকন্যা সবে মিলি, দিলা সবে হুলাহুলি
অর্পিলা কুসুমাঞ্জলি, বনদেবী আনি।
শিরে লয়ে পাপ-ভরা, সহসা কাঁপিল ধরা,
ক্ষণকাল জ্ঞানহারা, হ'ল সর্ব্ব জন ;

ধীরে দেব দিনপতি, অনতি প্রখর জ্যোতিঃ
বিকাশি বিমান-গতি, উদিল তখন।
স্রোতস্বতী বহে ধীরে, মহাপাপী থর থরে
কাঁপিল যেন কি স্বরে, করে হায় হায়!
পাথরেতে ঘর্ম্ম ছুটে, দাম্ভিকের বল টুটে,
সহসা দাঁড়াল উঠে, মহাযোগী চয়।
আচম্বিতে যশোধারা, হয় যেন জ্ঞানহারা!
সাথে সাথে সখি যারা, নেহারে তখন,
যশোধারা বাম আঁখি নৃত্য করে থাকি থাকি
দেখি বলে যত সখী—সখি সুলক্ষণ!
নাচিল কুরঙ্গ বনে, হাসে শিশু ফুল্ল মনে,
গাইল বিহঙ্গ গণে, বিটপীর শাখে;
আঁখি মেলি শাক্যমুনি, কর্ম্মক্ষেত্র চিত্রখানি,
বসুধা উপরে আনি, রাখিলা সম্মুখে।
দিগ্বিজয় করিবারে, মানচিত্র খানি পরে
অনিমেষ নেত্রে হেরে, শাক্যসিংহ বসি;
কিবা করে কোথা যায় মানচিত্রে দেখি লয়,
সেই স্থানে সমুদয়, স্থির করে ঋষি।
ক্রমে এই সমাচার, সর্ব্বত্র হল প্রচার,
হেরিবারে বাঞ্ছা যার, সেই জন ধায়,
সিদ্ধার্থ সুসিদ্ধ হ'ল, পরিত্রাণ প্রচারিল—
হৃৎসিন্ধুরে জ্ঞানশুক্তি, মুক্তিমুক্তা তায়।
অমরা অপ্সরা নারী, যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধরী,
দেবতা গন্ধর্ব্ব মরি, সকলেতে আসি,

কেহ নাচে কেহ গায়, কেহ বসি অর্চ্চনায়,
ফুল জল ঢালে পায়, প্রেম-নীরে ভাসি।
কেহ বলে শাক্যমুনি, কারো মুখে বুদ্ধ শুনি
গৌতম নামের ধ্বনি, শুনি শত মুখে,
সুসিদ্ধ সিদ্ধার্থ স্থলে, বোধিসত্ত্ব কেহ বলে
শত নাম কালে কালে, সবে গায় সুখে।
এবে দেব প্রকাশিলা— বাড়িতে লাগিল বেলা,
মুক্তিতত্ত্ব এই বেলা, শুন সর্ব্ব জন,
অবিদ্যা সংস্কার হতে; জ্ঞান জন্মে সংস্কারেতে
নাম রূপ, জ্ঞান হতে হয় নির্ব্বাচন।
নাম রূপ হতে হয়, ষড় আয়তন চয়
ষড় আয়তন হয়, স্পর্শের কারণ;
প্রবোধ বেদনা আর, স্পর্শই কারণ তার,
বেদনাই বাসনার করে উৎপাদন।
উৎপত্তি বাসনা হ'তে, সৎভাব উৎপত্তিতে,
জন্মে জন্ম সৎভাবেতে, খণ্ডান না যায়;
জরামৃত্যু গুরুভার, জন্মই কারণ তার
এ দুঃখ মোচনে আর, নাহি অন্যোপায়!
যত দুঃখ ভুঞ্জে লোকে, অবিদ্যা সংস্কার থেকে
সব ঘটে, ঘট নষ্ট মৃত্তিকার দোষে;
মহাজ্ঞান সুপ্রকাশে, মানবের চিদাকাশে,
অবিদ্যা-আন্ধার রাশি, বিনাশে নিমেষে,
মহাজ্ঞান যোগপথে, সাধনে পারিলে যেতে
অদ্বিতীয় এক বিন্দু, মহাবল নাম,

পরশনে হয় সুপ্তি, সাধারণে বলে মুক্তি,
একাগ্রতা নাম ভক্তি, যাহে পূর্ণকাম।
ছাড়িয়া অজ্ঞান পথে, বিন্দু হতে নির্ব্বিন্দুতে
সাধনে উতারি যেতে, সক্ষম যে জন,
হুতাশনে ঢালি জল, নির্ব্বাণ পেয়েছে ফল,
পুনর্জ্জন্ম পরকাল, করেছে খণ্ডন।
আত্মবোধ নিয়া কথা, উৎপত্তি বিলয় তথা,
উৎপত্তি সহজ জ্ঞান, বিলয় কঠিন,
ভাঙ্গিয়া সাকারাকারে, পশিবারে নিরাকারে
যে দিন পারিবে নরে, অমর সে দিন।
এই রূপ নানা কথা, প্রকাশিলা বুদ্ধ তথা,
সেই স্থলে গত বসি, সপ্ত দিবানিশি;
অষ্টমে উষার সনে, গন্ধর্ব্ব কিন্নর গণে
গন্ধজলে, বৃক্ষমূলে, স্নাত করে আসি।
নানা যোগ নানা কথা, বসিয়া প্রকাশি তথা
সর্ব্ব লোকে সন্তোষিয়া, পর সপ্ত দিন,
বুদ্ধদেব নির্ব্বিকারে, সতত ভ্রমণ করে
এবে নিরীক্ষণ করে, যেন জ্ঞানহীন।
তৃতীয় সপ্তাহ পেয়ে, অনিমিখে নিরখিয়ে
রহে বোধিমণ্ড পানে অবিচল দেহে;
পূরব সাগর ধ'রে, পশ্চিম সাগর পারে
সীমান্তেতে চিন্তা করে, চতুর্থ সপ্তাহে।
পঞ্চম সপ্তাহে উঠি, যোগীন্দ্র চলিলা হাঁটি
হেরে দূরে পরিপাটি, বাটী সুশোভন,

মুচিলিন্দ নামগুনি, নাগরাজ-রাজধানী,
রাশি রাশি দীপ্ত মণি, যেন দরশন।
সহসা নাশিতে সৃষ্টি, মুষলে বহিল বৃষ্টি,
চারি ভিতে অন্ধ দৃষ্টি ঘন আড়ম্বরে ;
কড় কড় করি বেগে, বিজোরি ঝুরিছে মেঘে,
বিপত্তে বিতাক্‌ লাগে, ভ্রান্ত পান্থবরে।
সেখানে তিষ্টিয়া মুনি, ন্যগ্রোধ-পাদপ গুনি,
বঞ্চিলা সপ্তাহ ষষ্ঠ, সেই তরুতলে ;
সপ্তমে আনন্দ ভুঞ্জে, ক্ষীরিকা তরুর কুঞ্জে,
বঞ্চে নিশি তারায়ণ বিটপীর মূলে।
ত্রপুষ, বল্লিক নাম, সাধুদ্বয় গুণধাম
পূর্ণ করি মনস্কাম, দক্ষিণ সাগরে,
সাজায়ে সহস্র যান, স্থল পথে আগুয়ান,
ধনধান্য পূর্ণ করি, ফিরিতেছে ঘরে।
যান স্কন্ধে,দ্রুত ধায়, সবল বলদ দ্বয়
অনন্ত ধবল কায়, শিব-ষণ্ড সম,
অবিশ্রাম পরিশ্রমে, বিশ্রামে না কোন ক্রমে
পথে না দাঁড়ায় ভ্রমে, ভ্রমে নাহি ভ্রম!
নামেতে সুজাত কীর্ত্তি, দুটি বৃষ সদা স্ফূর্ত্তি,
চালাইছে রুদ্রমূর্ত্তি, সুচতুর চাষা,
তর্জ্জনিছে, কি কহিব! না জানে যা মনোভব
মাঝে মাঝে অভিনব, প্রকাশিছে ভাষা।
হের পুনঃ কি বিরাজে, অনুপম বৃষরাজে
মহাগুণ নিজ কাযে, ব্যস্ত নাহি তায়,

কিন্তু বিপদের স্থানে, কিংবা শুভকার্য্য জেনে
দাঁড়াইবে উর্দ্ধকাণে, চিত্রার্পিত প্রায়।
পাথরের মূর্ত্তি গাঁথা, এ হেন দাঁড়ায় যথা
সেই স্থানে আর বৃথা, সহস্র তাড়না।
না সাধিলে মনোগত, অশনি সম্পাতে শত,
না নড়িবে ক্রমাগত, হেন আছে জানা।
এখন চলিতে পথে, সাধুবর যায় সাথে,
যেন বা কি নিরখিতে, বৃষভ চমকি,
দাঁড়াইলা আচম্বিতে, চমকিলা সাধু চিতে
পান্থ যথা প্রান্তরেতে, উর্দ্ধফণ দেখি।
প্রমাদ মানিয়া মনে, ডাকি অনুচর গণে,
সদাগর তত ক্ষণে, করিলা আদেশ,
দেখ রে প্রহরী বর্গ, জল স্থল শূন্য মার্গ,
থাকে যদি শত্রু-দুর্গ, কররে নিঃশেষ;
অথবা কি পাপাচার, কিংবা হয় অবিচার,
যদি মন্দ ব্যবহার, হয় কোন স্থানে,
শীঘ্র দেহ রে সংবাদ, করি তার প্রতিবাদ
ঘুচাইব সে বিষাদ, বুঝে হর্ষ দানে।
ছোটে যত, শত শত, যমদূত-কায়,
ঘাটে মাঠে, তটে বাটে, নাহি পায় কায়।
বনে বনে, জনে জনে, কায় মনে পাশি,
প্রাণ পণে, অনুন্ধানে, অদর্শনে আসি
ভাবে বসি, কেহ অসি, নিষ্কোষিয়া ধায়,
মুখে বলে, অরি দলে, দেখা পেলে হয়!

গিরি গুহা, পায় যাহা, দেখে তাহা ভালে,
না পাইলে, সবে বলে, আছে কিবা ভালে।
তরু'পরে, সরোবরে, নদী তারে ফেরে,
হেরে যারে, মারে ধরে, ফেলে তারে ফেরে!
শব্দ যথা, ধায় তথা, গুল্ম লতা পাতা,
একে একে, দেখে দেখে, করে পাতা পাতা।
ঝরে পত্র, ঘোরে নেত্র, কাঁপে গাত্র রাগে।
উড়ে পাখী, তা নিরখি, আঁখি রক্ত রাগে।
খাল বিল, জল ঝিল, তিল তিল করি,
খানা গর্ত্ত, করে তত্ত্ব, যেন মত্ত করী!
সর্ব্ব স্থানে, জনে জনে, প্রাণ পণে হেরি,
আসি শেষে, বলে হেসে, অনেক প্রহরী,

দেখ্‌লাম—

এক গাছের তলায়, হেরি হাসি পায়, লম্বা জটায় ঝুঁটি,
বলা অনুচিত, তার শবোচিত, মুদিত নয়ন দুটি।
দেব কি দানব, নয় সে মানব, নীরব হয়ে ব'সে,
দেখে জ্ঞান হয়, বুঝি বা গাঁজায়, দম দিয়েছে ক'সে।
আসে পাশে, ব'সে ব'সে, হাসে দেবের কুল,
পায়ের তলে, সবাই মিলে, দিচ্ছে ঢেলে ফুল।
যেমন, বাগানে, মৃগ সন্ধানে, ছুটে রাজার পাল,
তেমন করে, ঘেরেছে তারে, দিয়ে বেড়া জাল।
পোড়ে' ফাপরে, বুঝি বা মরে, চল সত্বরে সবে;
যত দুষ্ট, কর্‌লে নষ্ট, বৃষ তুষ্ট তবে।

শুনি সদাগর, চমৎকার, যোগীবর জানি;

চলে, সবে মিলে, মুখে বলে, দেখা পেলে মানি,
দেখে, তরু তলে, দেবদলে, দৈব বলে বলী,
বসি, মহামুনি; ধনী মানী করি কৃতাঞ্জলি;
হয়ে, জ্ঞানহারা, নেত্রে ধারা যথা নীর ধারা,
ক্ষুদ্র, কি মহৎ, জনস্রোত, বহে নিরধারা।
কেহ, মাথে ধূলি, কৃতাঞ্জলি ফুল ডালি শিরে,
দেয়, হুলাহুলি, করতালি, নৃত্য করে ধীরে।
কেহ, বাজাইছে, গাইতেছে, বুদ্ধদেব নাম,
যেন, বৃক্ষ তলা, ধর্ম্মমেলা, পুণ্য কাশিধাম।
যথা, অবিরল কোলাহল, বিশ্বেশ্বর-ঘরে,
আছে, বৃক্ষ কোথা, সে জনতা, প্রান্তরে না ধরে।
হেরি, সদাগর, অগ্রসর হয় ধীরে ধীরে,
লয়ে, মধু চিনি, মহামুনি, সম্মুখেতে ধরে।
নাই, ভিক্ষা পাত্র, বৃক্ষপত্রে, নিলা মধু চিনি,
ইথে, বৈশ্রবণ, বিরূপাক্ষ, সাধুদ্বয় জানি,
দিলা, বুদ্ধকরে, সুপ্রস্তরে, সুনির্ম্মিত কায়,
দুটি মনোহর, ভিক্ষাধার, চারু শোভাময়।

ভিক্ষাপাত্র আছে করে, কভু না যাচঞা করে,
মহাযোগী এবে ফিরে, গৃহেতে আইল,
কপিল-বস্তুর লোক, হেরি পাশরল শোক,
সর্ব্বাগ্রে স্বজন কত দীক্ষিত হইল।
করে লোক যোগ শিক্ষা, বৌদ্ধ ধর্ম্মে হয় দীক্ষা,
যুবা দলে গৃহে রক্ষা, করা হল ভার,
যেই পথে বুদ্ধ যায়, গৃহ ছাড়ি লোক ধায়,

পিতা মাতা ভাই বন্ধু করে হাহাকার!
ক্রমে দেশ দেশান্তরে বুদ্ধদেব ফিরে ফিরে
স্বধর্ম্ম প্রচার করে, শত কোটি লোকে
শিখিল বুদ্ধের যোগ, গেল সব দুঃখ ভোগ,
বৌদ্ধ ধর্ম্ম ব্যাপ্ত হল, ক্রমে সর্ব্ব লোকে।
শিক্ষা দিলা বুদ্ধদেব নগরে নগরে,
সুখ দুঃখ ভুঞ্জে লোক কর্ম্ম অনুসারে।
আপন আদর্শ আর আপন আশ্রয়
আপনি যে জন, সেই চিরানন্দময়!
যাচিবে না কিছু মাত্র অযাচিত দানে,
যাপিবে জীবন যত বৌদ্ধ যতি গণে।
সত্যেই আনন্দ মাত্র সত্য পথ লবে,
পিপাসা বাসনা সত্বে নির্ব্বাণ না পাবে।
না হইলে হীন বীর্য্য নিয়ম পালনে
অমর-আনন্দ লাভ করে প্রতি জনে।
পরিবর্ত্তনের তলে সমস্ত সংসার,
টলিবে না কিন্তু ভবে এ শিক্ষা আমার।
পার্ব্বত্য প্রদেশে বীজ নিষ্ফল যেমন,
নির্ব্বাণে পতিত দুঃখ বিলয় তেমন।
নির্ব্বাণ পথিক যেই সে বুঝে নির্ব্বাণ,
নির্ব্বাণ অনন্ত শান্তি সাধন প্রধান।
শরীর সমুদ্র মাঝে, আসে যায় বান,
নিশ্বাস প্রশ্বাস বায়ু—প্রাণ ও অপান,
সে বান সুস্থির করি নির্ব্বাণ সাধন

প্রাণায়াম যোগে সদা করেন যে জন,
সদ্‌গুরুর কৃপাবলে সিদ্ধি হয় যাঁর,
অমরত্ব ঈশ্বরত্ব লাভ হয় তাঁর।
শত শিষ্য সাথে সাথে; ভ্রমে বুদ্ধ পথে পথে
বৃক্ষমূলে দূর্ব্বাদলে সুখে করে বাস;
এক দিন অবশেষে, বয়স অশিতি বর্ষে,
বো-বৃক্ষের মূলে ব'সে, নাহি বহে শ্বাস,
বুদ্ধ দেব শেষ কথা, প্রকাশিলা বসি তথা,
হইল বুদ্ধের যোগে পবিত্র সে স্থান,
চিরানন্দে পূর্ণ স্ফূর্ত্তি, স্থির হল বুদ্ধ-মূর্ত্তি,
নির্ব্বাণে মিশিয়া গেল জন্ম-মৃত্যু-বাণ!!
ইতি শ্রীবুদ্ধদেব কাব্য সমাপ্ত।

যোগ-বিজ্ঞান।

রাজন্! শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় যাহা কিছু লেখা আছে, সমস্তই যোগান্তর্গত। কিন্তু আধুনিক শিক্ষিত সমাজ প্রাচীন যোগের সহিত পরিচিত নহেন। অধিকন্তু অনেকে যোগের বিরুদ্ধে কতকগুলি কুসংস্কার হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন। এরূপ স্থলে যোগ সম্বন্ধে দুই একটি কথা প্রকাশ করা অসঙ্গত নহে।

"শ্রদ্ধয়া লভতে জ্ঞানম্"—আর্য্য ঋষিদের উপর যাঁহাদের অচলা ভক্তি আছে, যোগ সম্বন্ধে তাঁহারা না বুঝিয়াও নিঃসন্দেহ। কিন্তু আধুনিক শিক্ষিত লোকের নিকট বিজ্ঞান সমা-

দৃত হইতেছে, এজন্য যোগের একটু বৈজ্ঞানিক আভাস প্রকাশ করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

যোগবিজ্ঞান গুরু-পথ ধরিয়া বহু কালে ব্রহ্মদেশের একমাত্র দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে—যতই দূরে ততই ভিন্ন রূপ; ব্রহ্মদেশের যতই নিকটবর্ত্তী, ততই একমাত্র ভাবে পরিণত হইয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রদ্ধেয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ মৃত্তিকার উপরে যথেষ্ট শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন ও মৃন্ময় রাজ্যের মঙ্গল-হেতু নানা কার্য্য কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন ও করিতেছেন সত্য; কিন্তু অপার্থিব রাজ্যেও যে মানবের প্রবেশাধিকার আছে, তাহা তাঁহাদের অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হওয়া আবশ্যক, কেন না, এই মলবাহী কীটাণু মানবই ত্রিলোক-বিজয়ী ব্যোমচারী অসামান্য মহাপুরুষ।

"আদি মধ্যান্ত মুক্তোঽহহং ন বদ্ধোঽহহং কদাচন।
স্বভাবনির্ম্মলঃ শুদ্ধ ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ॥" (দত্তাত্রেয়)
"শুদ্ধঃ বুদ্ধঃ স্বরূপ স্তং মা গম ক্ষুদ্রচিত্ততাম্॥" (অষ্টাবক্র)

রাজন, লৌহবর্ত্ত ও তড়িৎবার্ত্তা অতি সামান্য বিজ্ঞান। পিপীলিকার পাখা দোলাইয়া স্বর্গাভিযানের ন্যায় আধুনিক ব্যোমযান হাস্যোদ্দীপক। যথার্থ ব্যোমযান কি?—যোগ রাজ্যে তত্ত্ব লও। বিজ্ঞান রাজ্যের মুকুটমণি আর্য্যযোগিগণ ব্যোমরাজ্যের ও বায়ব বিজ্ঞানের গূঢ় রহস্য বলিয়া দিবেন। ঐ দেখ ইউরোপ ও আমেরিকার অধ্যাত্মবিদ্যানুশীলনকারী পণ্ডিতগণ জীবন সার্থক করিতে দলে দলে ভারত দর্শনে আসিতেছেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন—'ভারতবর্ষের যোগিঋষিগণ জ্ঞানবিজ্ঞানের চরম করিয়াছেন।"

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে লাহোরের হরিদাস যোগীর যোগবিজ্ঞানের অচিন্ত্য প্রভাব দর্শনে মহারাজ রণজিৎ সিংহ ও লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক, ম্যাক্‌গ্রেগর, ম্যাক্‌নাটন, ডাক্তার মরে ও জেনারল ভেঞ্চুরা প্রমুখ পাঁচ ছয় শত ইউরোপবাসী স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। হিমালয়ের মহাত্মগণের যোগবিজ্ঞান দর্শনে থিয়সফিষ্টগণ আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

বিজ্ঞানের চরম সীমাই যোগ। সেই যোগের একমাত্র সারই প্রাণায়াম। প্রণায়ামই বায়ব বিজ্ঞান—প্রাণবায়ুর স্থিরতা দ্বারা তাহার বৃদ্ধি করার নাম প্রাণায়াম।—

বায়ু রায়ু র্বলং বায়ু র্বায়ু র্ধাতো শরীরিণাং।
বায়ুঃ সর্ব্বমিদং বিশ্বং বায়ুঃ প্রত্যক্ষ দেবতা ॥
যাবদ্বায়ুঃ স্থিতো দেহে তাবজ্জীবন মুচ্যতে।
মরণং তস্য নিষ্‌ক্রান্তি স্ততো বায়ুং নিরোধয়েৎ ॥
চলে বাতে চলং চিত্তং নিশ্চলে নিশ্চলং ভবেৎ।
যোগী স্থাণুত্বমাপ্নোতি ততো বায়ুং নিরোধয়েৎ ॥

এই প্রাণায়ামের প্রভাবে মানব সর্ব্বজ্ঞ ও ব্যোমচারী হইয়া থাকে এবং ক্রমশঃ ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হয়। ষাট হাজার বৎসর তপস্যায় যে এরূপ হয় তাহা নহে। বি, এ, পাশ করিতে যে সময়, চেষ্টা ও পরিশ্রম আবশ্যক, এই প্রাণায়ামে সিদ্ধ হইতে ততদূর আবশ্যক হয় না। ইহা গরিবেরও সুলভ।

যোগ করিলে কঠিন পীড়া হয়—এই এক ভয়ানক কুসংস্কার এ দেশে প্রচলিত আছে; তাহার কারণও আছে। হটযোগের ভয়ঙ্কর ক্রিয়াদি ও রেচক পূরক কুম্ভকের প্রাণায়াম ভারতে কিছুদিন প্রাধান্য করিয়াছে, সদ্‌গুরু অভাবে তাহাতেই দুর্ব্বল লোকের অনিষ্ট

আশঙ্কার সম্ভাবনা হইয়াছিল। কিন্তু ঐ প্রাণায়ামাদি ক্রিয়া ভারতের অবনতির সময় প্রতিষ্ঠিত —

"বালবুদ্ধিভিরঙ্গুল্যাঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নাসিকাছিদ্রমবরুধ্য যঃ প্রাণায়ামঃ ক্রিয়তে স খলু শিষ্টৈঃ ত্যজ্যঃ।" (ঋগ্বেদভাষ্য)

বালক বুদ্ধি লোকেরা অঙ্গুলি দ্বারা নাসিকা আটকাইয়া যে প্রাণায়াম করেন তাহা শিষ্টগণের ত্যজ্য। উহা করা ঠিক নহে।—

রেচকং পূরকং ত্যক্ত্বা সুখং যদ্বায়ুধারণম্।
প্রাণায়ামোঽয়মিত্যুক্তঃ স কেবল ইতি স্মৃতঃ।

রেচক পূরক না করিয়া সুখের সহিত যে বায়ু ধারণ, সেই প্রাণায়ামের নাম "কেবল প্রাণায়াম।" তাহাই "কৈবল্য।" ইহাই শিষ্টজন অবলম্বনীয়। সকলেরই সুসাধ্য। এই সমস্ত বিষয় বিশদরূপে বুঝিতে হইলে সদ্‌গুরুর আবশ্যক। আন্তরিক ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকিলে যথা সময়ে সদ্‌গুরু লাভ হয়, ইহাই সাধুগণের অভিমত। পা-তলের পুরুষ আর রসিয়ার রমণী একমাত্র ইচ্ছা ও চেষ্টার বলেই ভারতীয় দুর্লভ গুরু লাভ করিয়াছেন। ভারতের নরনারীর গুরু লাভের ভাবনা কি?

আর এক কুসংস্কার এই যে, যোগ করিতে বনে গিয়া ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে---পুনরায় সেই যোগাভ্যাসে মহানিষ্ট ঘটিবে। এই ধারণা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। এক্ষণে দেখা যায়, অনেকেই অজ্ঞানতাবশতঃ ধর্ম্মপথের পথিক হইয়াই সংসারকার্য্য একেবারে পরিত্যাগ করেন। করাই সম্ভব—কেন না, "ধান নাই, চা'ল নাই, আন্দিরাম মহাজন" আর "শাস্ত্র নাই, গুরু নাই, পরমানন্দ পরমহংস।" তাঁহারা অবগত নহেন যে গীতা প্রভৃতি উচ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্মই হইতেছে কর্ম্মশীলতা (Activity)। নিজে এই কর্ম্ম

শীলতা দেখাইয়া শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে কর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন। শ্রীভগবান এরূপ বলেন নাই যে 'হে অর্জ্জুন, বনে যাও।" তবে ধর্ম্ম বিপ্লবের সময় শাস্ত্র বুঝিতে নানারূপ গোলযোগ হওয়া অসম্ভব নহে। এক্ষণে আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, পূর্ব্বের অবনতির চিহ্নস্বরূপ ঐ সকল কুসংস্কার দূর করিয়া ভারতের ভীষণ অন্ধকারাচ্ছন্ন খনির মধ্য হইতে যোগ-মণি উদ্ধার করিয়া লইব। ইহাই যথার্থ "ভারত উদ্ধার।" অনেকেই যোগকে কল্পনাসম্ভূত বিবেচনা করেন। কিন্তু বাহ্য বিজ্ঞানের ন্যায় এই অধ্যাত্ম বিজ্ঞানও যে স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষী ভূত হইয়াছে তাহা অনেকেই বিশ্বাস করিতে পারেন না।

"নবছিদ্রান্বিতাঃ দেহাঃ স্রবন্তে জালিকা ইব।"

আমাদের দেহের নবদ্বার দিয়া স্থিরতারূপ মহাভাব সর্ব্বদাই বাহির হইয়া যাইতেছে। সেই স্থিরতা অভ্যাস না করিলে যোগের ফল হয় না।—অর্থাৎ নিজবোধরূপ আত্ম বোধের উদয় হয় না। কিরূপে স্থিরতা হয়?—"চিত্তবৃত্তি নিরোধ" দ্বারা। নিরোধ কি?—বিপথে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়পথে মন না যায়। তাহাতে কি হয়? বিপথ রোধ হওয়ায় স্বপথে অর্থাৎ আত্মার পথে (সুষুম্নার পথে) গতি হয়। বৃত্তি নিরোধ কিরূপে হয়?—কর্ম্মের একটি "সুকৌশলের" দ্বারা। সে কৌশল কি?—প্রাণায়াম "কেবল প্রাণায়াম।" তাহার ফল হবে কি?—"জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ।" ইহাই উৎকৃষ্ট বিজ্ঞান পথ। ভারতের হৃদয়কঙ্কালে এই মহা বিজ্ঞান অবিনাশীরূপে অঙ্কিত আছে—ইহা যে কত কাল পরে আবার ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিবে, তাহা অন্তর্যামী ভগবানই জানেন।

রাজন্, আমাদের মস্তিষ্ক অদ্ভুত পদার্থ। ইহার শক্তি অনি-

র্বচনীয় ও অচিন্তনীয়। আমাদের অভ্যন্তরে ইহা মলিনতাবৃত হইয়া আছে মাত্র। মস্তিষ্ক যতই পরিষ্কার সবল ও সতেজ হইবে, ততই ইহার শক্তি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আয়ত্ত করিয়া বসিবে। যোগাভ্যাসে মস্তিষ্ক পরিষ্কার সতেজ ও সচ্ছ হয়—স্থির জলে পূর্ণচন্দ্রের প্রতিবিম্বের ন্যায় অনন্ত বিশ্বের গূঢ় রহস্য সেই স্থির মস্তিষ্কে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে।

বালক কালের ক্রীড়ার কথা বৃদ্ধকালে কখন কখন স্মরণ হইয়া থাকে। অনন্ত বিষয়, অনন্ত কথা, অনন্ত শিক্ষা স্মৃতির ভাণ্ডারে আজীবন সঞ্চয় করিয়াছি; সেই রাশি রাশি স্মৃতির বোঝা সরাইয়া সুগভীর তলদেশ হইতে ৫০ বৎসর পূর্ব্বের স্মৃতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ৮ বৎসর বয়ঃকালের কথা যদি ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমে আপনিই বিদ্যুতের ন্যায় আসিয়া আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হয়, তবে যাঁহারা যোগাভ্যাসে মস্তিষ্কের সর্ব্বাঙ্গীন সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের পূর্ব্ব জন্মের এবং সৃষ্টির আদি কারণের কথা কেনই বা অনায়াসে স্মরণ হইবে না?

এই মস্তিষ্ক পরিপুষ্ট, সবল, ও সতেজ রাখিবার জন্যই ব্রহ্মচর্য্য, ইন্দ্রিয়সংযম, ও ঘৃতভোজনাদি আবশ্যক হয়। যোগিগণের এই সকল কার্য্যই অসম্ভবকে সম্ভব করিবার সহায়তা করে। ইন্দ্রিয়দোষেই যে মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, ইহা কে না প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? যোগক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক সুকৌশলেই ইন্দ্রিয় সংযম হইয়া থাকে। "ইন্দ্রিয় সংযম কর," "ইন্দ্রিয় সংযম কর" এইরূপ শত উপদেশেও শত-হস্তী-বলশালী ইন্দ্রিয়-বেগ অবরোধের সম্ভাবনা কোথায়?

ব্যোম বা ইথারের মধ্যে অতি অল্প দৃষ্টিতেই বহুদূর পর্য্যন্ত

দর্শন হয় এবং অতি সামান্য শব্দে বহুদূর পর্য্যন্ত সে শব্দ প্রবাহিত হয়। ইথার বা ব্যোম, মস্তিষ্কের অভ্যন্তর দিয়া সর্ব্বত্রই সমভাবে অবস্থিত, সুতরাং মস্তিষ্কে যে সকল চিন্তার উদয় হয়—সূক্ষ্মত্ব ও অনবরোধ হেতু ইথারের মধ্যে তাহার বহু দূর বিস্তৃত প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়। এই সূত্র অবলম্বন করিয়াই যোগিগণ অপর মনের চিন্তা ও সর্ব্বত্রের সংবাদ জানিতে পান।

জড় বিজ্ঞানই ক্রমে সূক্ষ্ম তত্ত্বে প্রবেশ করিতে করিতে জড়াতীত মহাতত্ত্বে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ভারতগৌরব জগদীশ চন্দ্র যে সমস্ত সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছেন, তাহাই চরমে জড়াতীত যোগতত্ত্বে পরিণত হইয়া যাইবে। ভারতবাসিদিগেরই এই সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করা অধিক সম্ভব। ধন্য ভারতের মস্তিষ্ক! ধন্য ভারতের বিজ্ঞান! যে আলোকবিজ্ঞানের অতুল প্রভাবে "রন্‌জেন্ রেজ্" (বা এক্‌স্ রেজ্) আবিষ্কৃত হইয়াছে, যোগিগণ মস্তিষ্কের কূটস্থ-জ্যোতিতে তাহার চরম করিয়া গিয়াছেন। এই "রন্‌জেন রেজ" দ্বারা নরদেহের অভ্যন্তরে দৃষ্টি চলে মাত্র, কিন্তু কূটস্থের জ্যোতিঃ হিমালয় বসুধা ও গ্রহ নক্ষত্র ভেদ করিয়াছে। এই অপূর্ব্ব কথা যে সত্য, তাহা প্রমাণিত হইবার সময় আসিতেছে। যাঁহারা তাহা প্রত্যক্ষ করিবেন তাঁহারা ধন্য। আর্য্য ঋষিগণ পরিভ্রমণ দ্বারা পৃথিবীর গোলত্ব দর্শন করেন নাই, তাঁহারা তাহা কূটস্থ অভ্যন্তরে দর্শন করিয়াছেন। সাধারণের ইহা জ্ঞাতব্য যে বর্ত্তমান সময়ে অনেক লোক আছেন যাঁহারা দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত এই তত্ত্বের অনুসরণ করিতেছেন।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত যেমন শূন্যস্থিত ইথারকে

কম্পিত করিয়া বায়ুর মধ্য দিয়া সংবাদ প্রেরণের অলৌকিক কৌশল উদ্ভাবন করিতেছেন, জগৎগৌরব যোগিগণ অনির্ব্বচনীয় অসীম মস্তিষ্কের তেজে (যোগবলে) সেই বায়ু—শূন্য বা ব্যোম (ইথার) অভ্যন্তরে দৃষ্টি শ্রুতি প্রবিষ্ট করাইয়াছেন, তাহাতেই শত যোজন দূর হইতে তাঁহাদের দর্শন শ্রবণ হইয়া থাকে।—সর্ব্বজ্ঞতা লাভের ইহাই সূত্র মাত্র। কেন না, সে অবস্থায় গিয়া পরে আরও বুঝিতে পারা যায় যে, ব্যোম হইতেও সূক্ষ্মতম যে পরব্যোম তাহা অখণ্ডিত ভাবে—অবিচ্ছেদে অবস্থিত; তাহার মধ্যে 'দূরতা' নাই। "কাল ও ব্যবধান" সেখানে অস্বীকৃত হইয়াছে। ধন্য ভারতের যোগিগণ! তাঁহারাই ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

রাজন্, দৈহিক শক্তির আধিক্য ও রক্ত বৃদ্ধিই বাঞ্ছনীয়—এই সিদ্ধান্ত করিয়া ইউরোপীয়গণ যেমন শরীর-বিজ্ঞানসম্বন্ধে বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধেও তাঁহারা "অতি চিন্তাশীল হওয়াই উত্তম"—সিদ্ধান্ত করিয়া সেইরূপ মহা ভ্রম করিয়াছেন। পাশবশক্তি ও রক্তাধিক্যে যেমন দৈহিক ও মানসিক অনিষ্ট করে, সেইরূপ অতি চিন্তায় মস্তিষ্কের ও দেহের একান্ত দুর্ব্বলতা ও সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে; ইহাই আর্য্য ঋষিগণের অভিমত। এই হেতু নিরুদ্বেগ, শান্তিময়, পরমানন্দরূপী "স্থিরতাই" কেবল মস্তিষ্ককে সবল, সতেজ ও পূর্ণ করিতে সক্ষম। মূলধন মস্তিষ্ক ক্ষয় করিয়া ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদ্‌গণ অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছেন সত্য; কিন্তু ইন্দ্রিয়-ভোগে সংযমী হইয়া, সেই অমূল্যধন মূলধনের সঞ্চয়, বৃদ্ধি রক্ষা ও তাহার অপূর্ব্ব শক্তির পূর্ণত্ব সাধনে কত দিনে তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িবে?

"বায়ু-মন্থন কৌশলে, চিবায়ু-অমৃত ফলে।
যেমন দুগ্ধ মন্থনে, নবনী-অমৃত আনে,
প্রাণের মন্থন দণ্ড, প্রাণায়াম সুকৌশলে॥
নিশ্বাসেই আছে প্রাণ, তার মাঝে দিব্যজ্ঞান।
পরমাত্মা পরব্রহ্ম, স্বপ্রকাশ সারধর্ম,—
শ্বাসের স্থিরতা হ'লে সে অবস্থা বিদ্যমান।"

রাজন্, উক্তি-মালাই তপোবনের সার তত্ত্ব। আনন্দ-আশ্রম ও গীতা-বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থিগণকে ইহাই শিক্ষা দেওয়া হয়। চিরদিন তাহারা ইহাই শিক্ষা করিয়া মানব জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিবে এবং চিরতৃপ্ত ও চরিতার্থ হইবে।

বায়ব বিজ্ঞান-বিষয় বিবেক-বৈরাগ্য সহকারে একান্ত স্থির চিত্তে শ্রবণ করিতে হয়। শ্বাস বায়ু অমূল্য ধন। ইহার বিষয় অনির্ব্বচনীয়। শরীরের অভ্যন্তরে বায়ু মণ্ডল আছে; শ্বাস বায়ুই তাহার মূলাধার। 'বায়ুর্বায়ুর্বলং বায়ুঃ বায়ুর্ধাতা শরীরিণাম্।'

এই বায়ুর দুইটি অবস্থা, স্থূল বা চঞ্চল, আর সূক্ষ্ম বা স্থির। স্থূল বায়ু সূক্ষ্ম বায়ুর আবরণ মাত্র। আবরণটির উপর দৃষ্টি দিলে ক্রমে অভ্যন্তরে সার বস্তুতে দৃষ্টি পড়ে, কিন্তু স্থির দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। জীবের সর্ব্বস্ব যে আয়ু সেই আয়ুর সর্ব্বস্বই বায়ু, দেহস্থ বায়ুর সর্ব্বস্বই শ্বাস। এই শ্বাসই জীবের সর্ব্বস্ব। শ্বাসই চৈতন্য, শুদ্ধশ্বাসই শুদ্ধচৈতন্য, এই প্রাণ বায়ুই জীবের জীবত্ব। মহা শ্বাস আছেন তাই আমি আছি, তাই দেহ আছে, মহাশ্বাস সেই মহাচৈতন্য; তিনি আছেন তাই চেতন আছি, তিনি গেলেই আমি অচেতন। নাসিকা দ্বার এক দণ্ড রোধ করিয়া দেখি— আমার চৈতন্য কোথায়? আমার অস্তিত্ব কোথায়? শ্বাসই

সর্ব্বস্ব। এই শ্বাস জলে পচে না, কর্দ্দমে মলিন হয় না, অস্ত্রে ছিন্ন হয় না, অগ্নিতেও দগ্ধ হয় না। ইনিই আত্মা; এই শ্বাস দর্শনই আত্ম দর্শন।

পঞ্চানন কন, জীবের তরে, ত্রিনয়নার সঙ্গে নিয়ে—
'নিশ্বাস শ্বাস রূপেণ মন্ত্রোহয়ং বর্ত্ততে প্রিয়ে।'

'আমি কে?' আমি শ্বাস, শ্বাস ভিন্ন আমার দাঁড়াইবার স্থান নাই। আমি থাকি বা না থাকি কিন্তু শ্বাস আছে; আমি সমস্তই করি শ্বাস তুলি, শ্বাস ফেলি, কিন্তু নিদ্রাকালে শ্বাস আপন ইচ্ছায় চলে, আমাব ধার ধারে না। আপন ইচ্ছায় যখন চলিয়া যাইবে, দেহ ও আমি সঙ্গে যাইব না। দেহ পচিবে, আমি মরিব। দেহের সঙ্গে আমি জড়িত থাকিলে, দেহ চিন্তায় মগ্ন থাকিলে, দেহেতে আমি-জ্ঞান থাকিলে, দেহের সহিত মরিতে হইবে। সংসারে যেমন লোক হাহাকার করিয়া মরে সেইরূপ মরণ হইবে। একটি জলৌকাব ন্যায় এই শ্বাসের এক চরণ জীব-বক্ষে আবদ্ধ থাকে; অপব চবণ নাসা-পথ দিয়া প্রসারিত হইয়া নাসিকার বাহিরে অবস্থিত। ভিতরের চরণ তুলিয়া মহাশ্বাস বাহিরের চরণ চাপিয়া দাঁড়ান, আবার বাহিরেব চরণ তুলিয়া একবার ভিতরের চরণ চাপিয়া দাঁড়ান, অবিরত এইরূপ করিতেছেন। এই শ্বাস-চৈতন্য একবার আসেন, একবার যান, আবার আসেন আবার যান, এইরূপ করিতে করিতে একবার যে ভিতরের পা তুলিয়া গেলেন আর ভিতরে পা দিলেন না। কাহার সঙ্গে আমরা যাব? শ্বাসের সঙ্গে যাব। 'একা আসা একা যাওয়া' আর বলিতে হইবে না। যাহার সঙ্গে আসিয়াছি তাহারই সঙ্গে যাইব, যাহা লইয়া আসিয়াছি তাহাই লইয়া যাইব।

এই একটি শ্বাসে অর্থাৎ প্রাণসূত্রে জীবমালা গ্রথিত রহি-য়াছে—'সূত্রে মণিগণা ইব।'

এই দেহ রাজ্যের অধীশ্বর মহাশ্বাস দেহ-মণিমন্দির মধ্যে বিরা-জিত আছেন। নাসা-পথই তদীয় মন্দিরের স্বর্ণসিংহদ্বার। ঐ দ্বার দিয়া তিনি বাহির হন ও ভিতরে প্রবেশ করেন। আমার মন নাসা-সিংহদ্বারে দ্বারপাল এবং অষ্ট-প্রহরী হইয়া হুজুরে হাজির থাকে। যখন তিনি বাহিরে যান তখন সেবক মন অভিবাদন করে, আবার যখন ভিতরে আগমন করেন তখনও অভিবাদন করে এবং রাজ দর্শনে নিমগ্ন থাকে। পাহারার ক্রটি নাই, মন সততই জাগরিত অবস্থায় থাকে। ইহাই "কেবল-প্রাণায়ামের" অবস্থা। এই পরমানন্দময় সহজ অবস্থাকে লোকে ভীষণ করিয়া তুলিয়া যোগ বলিতেই জুজুর ভয় প্রদর্শন করিয়াছে। তবে যাহারা যোগাবলম্বন করিয়া ব্যাধিগ্রস্থ হন বা কষ্ট পান, সে কেবল গার্হস্থ্য-ব্রহ্মচর্য্য ও সাত্ত্বিক আহারের প্রতি অবহেলা-জনিত মাত্র।

'দেহে আমি' এই বোধ ছাড়িয়া 'শ্বাসে আমি' এই বোধ ধরিয়া, শ্বাসের সেবায় অর্থাৎ শ্বাসে দৃষ্টি দিয়া, শ্বাসে মন দিয়া থাকিলে শ্বাসের প্রতি মমতা জন্মিবে। দেহের প্রতি দৃষ্টি রাখায় জড় দেহে যদি একান্ত মমতা হয়, তবে চৈতন্য-রূপ শ্বাসে মন রাখিতে রাখিতে শ্বাসের প্রতি অত্যন্ত মমতা কেন না হইবে? জড়ের সঙ্গে নশ্বর বস্তুতে মায়া হয়, ক্ষণিক ভালবাসা হয়; চৈতন্য স্বরূপ শ্বাসরূপী প্রাণের সঙ্গে, সেই স্থিরস্থায়ী অবিনশ্বর প্রাণের সহিত মনের মিলন করিয়া রাখিলে অপূর্ব্ব চিরানন্দময় প্রেম-প্রতিষ্ঠা কেন না হইবে? ইহাকেই মনে প্রাণে এক করা কহে। আমি চেতনাযুক্ত, অচেতন দেহের সহিত ভালবাসা করিয়া ঐ দেহের

সহিত শ্মশানে কেন মরিয়া থাকিব? নিত্য শুদ্ধ চেতনা স্বরূপ আমার মহাচৈতন্য যে মহাশ্বাস তাহার সঙ্গে 'আমি আমি' বোধ রূপ আমার যে চেতনা, তাহার চির প্রেম প্রতিষ্ঠিত হইলেই, সেই আত্ম ভাবে, ভগবদ্ভাবে বা কৃষ্ণ-প্রেমের গূঢ় রহস্যের ভাবে নিত্য সত্য চির প্রেমানন্দে "অনুভব পদে" প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিব। শ্বাসই সেই সচ্চিদানন্দ নিত্য সত্যের অংশ বা স্বরূপ। তিনি জীব-শরীরে স্বয়ং দাঁড়াইয়া থাকিয়া খাটাইতেছেন তাঁহার নিয়োগে আমি খাটি। চির সত্য শুদ্ধ চেতনাস্বরূপ যে শ্বাস পুরুষ তাঁহার প্রকৃতিরূপা আমি যদি তাঁহার দিকে অষ্ট প্রহরই স্থির নয়নে চাহিয়া থাকি, তবে খাটুনি সজোরে, উৎসাহের সহিত কতই সুন্দর হয়, কতই মধুর হয়। অনিমেষ মনোদৃষ্টির দ্বারা শ্বাসকে দেখি, ধীর করি, স্থির করি, যত্ন করি এবং আরামের সহিত সুন্দর দীঘল দীঘল করিয়া, ধীরে ধীরে সুকোমল করিয়া সুপ্রশান্ত ভাবে উঠাই নামাই, মনপ্রাণে চির-মিলিত হইয়া সমাধিস্থ হই।

আত্মা নারায়ণ সাক্ষী, কায়াই প্রকৃতি লক্ষ্মী,
ব্রহ্ম-সমুদ্রের নীরে, কারণ-বারির পরে,
আত্মানারায়ণ-জায়া, অর্দ্ধাঙ্গী হইয়া কায়া,
বিষ্ণু-পদ বক্ষে নিয়া, করিছেন আত্ম ক্রিয়া;
কায়া দিয়া আত্ম সেবা, এ তত্ত্ব বুঝিবে কেবা?
প্রাণেশের পদ সেবা, করিছেন ক্রিয়াবান,
অনন্ত শয্যায় শায়ী, রয়েছেন ভগবান্।

রাজেন্দ্র, সিংহাসনারূঢ় হইবার প্রাক্কালেই, যে সুকৃতিশালী নরপতির পবিত্র-কণ্ঠ-দেশে শত গজমতি-বিনিন্দিত এ হেন

উক্তি-মুক্তামালা পরিশোভিত হয়, সেই নৃপকুল-তিলক রাজ কার্য্যে সতত বিব্রত থাকিলেও, রাজর্ষি জনকের ন্যায় কখনও দুশ্ছেদ্য কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না এবং তদীয় রাজ্যে পাপ তাপ বা অকাল মৃত্যু সংঘটিত হয় না। সেই পুণ্যময় রাজগৃহে চিরদিনের জন্য রাজলক্ষ্মী অচলা হইয়া অবস্থিতি করেন।

উক্তি-মুক্তামালা।

প্রথম ভাগ—মুক্তিতত্ত্ব।

প্রথম আভাস।

কেবা গায় বিভু গুণ গান? কার তরে দিবে প্রাণ দান?
দান-যোগ্য পাত্র কেবা ভবে? বিপদে নিকটে কেবা রবে?
কে পার করিবে ভবসিন্ধু? জগৎ, পালক, দীন, বন্ধু। ১

মোক্ষ পথের, রেলের গাড়ি, উক্তিমালা এই,
ট্রেণ ফেল্ তাদের, যাদের গুরুর টিকেট নেই। ২

অনেক বল্যে অনেক বৃথা—অল্পে বল্‌বে খাঁটি কথা। ৩

সময়ই মানবের অমূল্য রতন,
সময়ই পরমায়ুঃ জীবের জীবন।

চব্বিশ ঘণ্টার মাঝে প্রাণেশ্বরে গিয়া
পূজা কর পরমায়ুঃ এক ঘণ্টা দিয়া।
এক ঘণ্টা না করিলে ঈশ্বরের নাম,
যথার্থ কৃপণ তুমি নিমক-হারাম। ৪

সঙ্গোপনে শক্তি বাড়ে, মন্ত্র গোপন তাই,
বহু কাল সঙ্গোপনে রাখ্‌তে কিছু নাই।
গোপন হতে হতে হয় সঙ্গোপনে লয়,
এতই গুপ্ত যোগক্রিয়া—নাই বলিলেই হয়। ৫

সাধন ভজন পথে, লজ্জা ভয় থাকে আগে,
এগিয়ে গেলে যোগে যাগে, মধুর ছিটে ক্রমে লাগে। ৬

দেহ মহা যন্ত্র, বাজে গুরু মন্ত্র।
মনকে যাতে করে ত্রাণ, মন্ত্র বলে তারে,
জীবের চঞ্চল মন স্থির হ'তে নারে।
অন্তর্বায়ু স্থির,—ত মনটি হ'ল ধীর।
"মন স্থিরতা" মনের ত্রাণ, তাতেই পুষ্ট "মহাপ্রাণ।"
প্রাণায়ামে সেইটি হয়, তাকেই মহা মন্ত্র কয়।
পঞ্চানন কন, জীবের তরে, ত্রিনয়নায় সঙ্গে নিয়ে,
"নিশ্বাস শ্বাসরূপেণ মন্ত্রোঽয়ং বর্ত্ততে প্রিয়ে"। ৭

যোগ ক্রিয়ায় 'স্থিতি' হলে 'অনুভব পদ' তারে বলে
অলৌকিক জানা যায়—কিরূপে, না বলা যায়। ৮

চলে যাচ্ছে যা, কাল শব্দে তা।
কালের সঙ্গে হায়, মন যেন না যায়।
তারে ধরে রাখ, স্থির নয়নে দেখ।
মন প্রাণ যদি পড়্‌ল ধরা, তবেই "অমর" নইলে মরা। ৯

একান্ত স্থিরতা হলে, মনকে তখন আত্মা বলে॥
চঞ্চল বায়ু জীবের ধর্ম্ম, স্থির বায়ুই চৈতন্য ব্রহ্ম॥
স্থিতিচ্যুত হয় মন প্রাণ, তাতেই জীবের নানান্ থান॥
অস্থির হন মহা প্রাণী, তাতেই জীবের ছট্ ফটানি॥১০

হে আকাশ চৈতন্যময়, তোমারি বিশ্ব আর কারো নয়॥
সমস্ত বিশ্ব তোমার পানে, চেয়ে আছে স্থির নয়নে,
যে তোমায় অন্তরে নিয়ে, ধরেছে স্থির দৃষ্টি দিয়ে,
সব অভাব তার গেছে ধুয়ে, স্পর্শমণি তোমায় ছুঁয়ে। ১১

লক্ষ্য যদি স্থির হল, মোক্ষ পথে পা প'ল। ১২

ইংরাজি পণ্ডিতে কেহ বুঝ্‌বে না এ ধাঁধা,
ভুক্ত দ্রব্যের অণুর সঙ্গে ধর্ম্মের অণু বাঁধা॥ ১৩

দ্রব্য হতে দ্রব্যান্তরে সুখ অন্বেষণ করে,
অযোগীর লৌকিক স্বভাব,
যোগীদের ভাব ভিন্ন এক ভিন্ন নাহি অন্য,
ধন্য ধন্য অলৌকিক ভাব। ১৪

এক পাকে এক্ বেলা খাবে, মহাবল সে বল্‌ব কি ?
আগে থাকে গব্য ঘৃত শেষে যদি আমলকী। ১৫

এই দেহ দধিভাণ্ড, মথন-কাষ্ঠ মেরু দণ্ড।
ব্রহ্ম অণু মথনেতে, ঊর্দ্ধে উঠে মস্তকেতে॥
ষট্ চক্রে প্রাণায়াম কর মেরু দণ্ড ধরি,
সংসার-দধির ঘৃত উঠাও নির্ম্মল করি। ১৬

"সগুণ" সুপক্ক হ'লে "নির্গুণ" অবস্থা পায়,
কাঁচা আম পাকা হ'লে বোঁটা সব খসে যায়।
সগুণ নির্গুণ তত্ত্ব বুঝে রাখ মোটামুটি —
কাঁচা আর পাকা মাত্র একের অবস্থা দুটি। ১৭

রস কস নাই গন্ধ ছাড়ে, কুক্কুর চিবায় শুষ্ক হাড়ে॥
মুখ কেটে পড়ে রক্ত ধার, সুখ লেগেছে বড়ই তার॥
মায়ায় বদ্ধ মানব সবে, ক্ষণিক সুখ সব চিবায় ভবে॥
রক্ত উঠে কি দুর্গতি! তবু যায় না সে দুর্ম্মতি।
তুচ্ছ সুখের হাড় খানাকে, চিবায় যাবৎ গন্ধ থাকে। ১৮

কাঠের আগুণ জ্বলে উঠে, কথায় কথায় যেমন কথা,
তিলের তৈল, দধির ঘৃত, ঘর্ষণে উৎপত্তি যথা,
যোগ-ক্রিয়ায় সেই রূপ, ব্রহ্মে প্রাণ সংঘর্ষণে,
আত্মার উৎপত্তি হয়, "অনুভব পদ" গনে। ১৯

কুসুম কোরকে গন্ধ, লুক্কায়িত আছে যথা,
শিশুতেই পুরুষত্ব, মানুষে ব্রহ্মত্ব তথা। ২০

কভু এটা কভু সেটা ন্যাংটা খোকা খেল্‌চে ভবে,
বিষ্ঠা মূত্র গায় মেখেছে—ক্রিয়া পেলেই ব্রহ্ম হবে। ২১

মানুষের ব্যাধি দুঃখ তাবৎ রবে বিদ্যমান,
হৃদয় হতে, যাবৎ না যায়, "আমি মানুষ' এই অভিমান। ২২

চিদাকাশে ধ্যান-মগ্ন যথার্থ যে ক্রিয়াবান্,
আপনি দেবতা হয়ে দেবতা দেখিতে পান। ২৩

কিবা দিব প্রাণেশ্বরে, কিসে তুষ্টি হবে তাঁর ?
"প্রাণ বায়ু" বিনা আর সর্ব্বোত্তম কি আমার ?২৪

যোগক্রিয়া করি করি হেন এক দেশ পাবে,
পূর্ণ দশেন্দ্রিয় যথা স্বপ্রকাশ হয়ে যাবে।
পূর্ণ স্বপ্রকাশ সব হলেই দেখিবে তুমি
সিন্ধুতে মিলিয়ে যাবে সেই এক বিন্দু "আমি" ।২৫

দেখ্‌রে ভোলা এই বেলা, জলকেলি আর ঝাঁপখেলা।
ভবপারের উচ্চ ঘাটে, মরণ সিঁড়ি বেয়ে উঠে,
ধাপে ধাপে ধপাধপ্, ঝাঁপ দিয়ে পড় ঝপাঝপ,
ভব সাগরে ডুবে যারে, কেউ না খুঁজে পাবে তোরে !
ভুস করে ফের ভেসে ওঠ, বার বার এই মজা লোট। ২৬

শুকায় নারে ফুল ফল, আন্‌তে যায় সব নূতন বল।
মানুষ মরেনা, মরণ যোগে, ভাঙ্গা মানুষ সব জোড়া লাগে

সবি প্রতিষ্ঠিত প্রাণে, শরীর আধার ভাই ;
সকলের করে ধরি এই ভিক্ষা করি তাই—
দীক্ষা শিক্ষা করি কর প্রাণ রক্ষা অবিরত,
আমারে কিনিয়ে লও অনন্ত কালের মত। ২৮

বৈজ্ঞানিক যোগ-ক্রিয়া চির সত্য বিদ্যমান,
"অমৃত" জানিয়া তারে প্রাণপণে কর পান।
শোক তাপ জরা ব্যাধি, দেখে ভয় পাও যদি,
কর এই প্রাণ-ক্রিয়া, সর্ব্বরোগে "মহৌষধি"। ২৯

সেবকের নিবেদন অবনত ভাবে,
সবে যাও ক্রিয়া লও, অমরত্ব পাবে।
দেব-ঘরে পুষ্পাগারে কর গিয়ে দরশন—
"সুরধুনী" শিরে ধরি যোগ মগ্ন "পঞ্চানন"। ৩০

দ্বিতীয় প্রকাশ।

উদ্যান সৃজনে কিংবা প্রান্তর ভ্রমণে,
মল্লক্রীড়া, বাল ক্রীড়া, কীর্ত্তন নর্ত্তনে,
সর্ব্বোপরি মুদ্রাসন যোগের ক্রিয়ায়,
প্রত্যহ ব্যায়াম কর দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়।

য়াম করিলে কভু আরাম না আসে,
অশীতি বর্ষের বৃদ্ধ পূর্ণানন্দে ভাসে। ৩১

পূর্ব্ব স্মৃতি ভোলা চাই, নইলে জীবের শান্তি নাই॥
বিনা নেশায়, হাঁরে ভোলা, দুঃখ জ্বালা যায় কি ভোলা?
যোগের নেশা অতি কম, তাইতে এত গাঁজার দম? ৩২

সুচিন্তা দুশ্চিন্তা নিয়ে কোথাও কি আর শান্তি পাবে?
চিন্তাশীলের যোগ হবে না, চিন্তা শূন্য হতে হবে। ৩৩

বচন দাসের বিদায় নগদ—কেউ তারা নয় কাজের কাজী,
কথার বেলায় মাতায় জগৎ—কাজের বেলায় হয় না রাজি। ৩৪

কারো কিছু দোষ নাই, ঘটে যা সংসারে,
নিয়তি নীরবে সব সংযোজনা করে। ৩৫

বিষয়-নেশায় নরক-গতি! মদের নেশায় কতই ক্ষতি? ৩৬

গৃহস্থ ছাড়্‌রে উপস্থ-ক্ষুধা, বসুধা দেখবি শুধুই সুধা। ৩৭

"স্বাধীন" হওয়া বিষম ধাঁধা। সত্যের দুয়ারে হাত পা বাঁধা। ৩৮

চঞ্চল নয়ন দর্শন ছলে, নাচায় কামনা-কামিনী দলে! ৩৯

বাসনা কি কুহকিনী, "কামরূপ" বাসিনী!
নরে করে "মেষ শিশু," দিনে করে যামিনী! ৪০

থাকি থাকি মন-পাখীটা, মায়ার ছাতু খায়।
আকাশ পানে ছেড়ে দেই ত—পিঁজরে পানে চায়! ৪১

মানবের দেহভার চমৎকার যন্ত্র,
কারো বাজে কামরাগ, কারো গুরু-মন্ত্র। ৪২

সৃষ্টিকালে দৃষ্টিপথ বিধি করে বন্ধ!
বাহ্য চক্ষু দিয়া করে অন্তরেতে অন্ধ! ৪৩

শ্রীরামের অভিনয় মহামূল্য যত
বানরের অভিনয় মূল্যবান তত!৪৪

ধনী আর মানীদের স্থান কেন মন্দ?
পচা গোবরের মত গরবের গন্ধ! ৪৫

ভোলা তাঁতি ভাল সূতো বেছে বেছে নিয়ে,
অদৃষ্টের বস্ত্র বোন্ কর্ম্মসূত্র দিয়ে। ৪৬

চিকিৎসক হও যদি, কও দেখি মোরে,
একান্ত দুঃখের শান্তি কি ঔষধে করে? ৪৭

ধ্যান ধারণা নাই যেখানে, রিপু-স্রোত বয় সেখানে,
খড় নাই যার ঘরের চালে, ভেসে যায় সে বৃষ্টিজলে। ৪৮

স্ত্রী, পুত্র, ধনের নেশায়, সোণার জীবন কালো,
এর চাইতে ভাঙ্গ্, ধুতুরা, আফিং গাঁজা ভাল। ৪৯

মুনি ঋষি মৌনী যারা, দেশের হিত কি কল্যে তারা?
বুঝ্‌তে ত না পারি আমি, কি কল্যে তৈলঙ্গ স্বামী।
যাহোক অনেক কল্লেন তবু কেশব, সুরেন্দ্র বাবু।—
রেলে কিংবা প্যায়ে চলে, হাত নেড়েনেড়ে কথা ব'লে,
হিত করেন'না পাগল পারা, ঈশ্বর কি দেবতারা!
আসাযাওয়ার, কথাকওয়ার, ধারধারেনা "উইল্‌পাওয়ার।"

আত্মাই কেবল গুরু সর্ব্ব জীবে রন,
যাঁর আত্মা প্রস্ফুটিত তিনি গুরু হন। ৫১
যারে ইচ্ছা গুরু কর—সাধনের সুরু,
সাধনেই আসবেন জগন্ময় গুরু। ৫২

সাধনের সার জপ—সর্ব্ব যজ্ঞ সার.
জপেই অজপা আসে তুল্য নাই যার। ৫৩

বুদ্ধিহীন, শুদ্ধিহীন, থাক্‌বে অজ্ঞান,
যত দিন না জান্‌বে বায়ব বিজ্ঞান। ৫৪

বহুত্বে একত্ব ধ্যান—মৃত্যুঞ্জয় সেই জ্ঞান। ৫৫

বাল্য কথা মনে যথা বৃদ্ধ কালে আসে,
পূর্ণ মস্তিষ্কেতে তথা পূর্ব্ব জন্ম ভাসে। ৫৬

মনের স্থিরতা প্রাণ, প্রাণ-স্থির আত্মা,
স্থির আত্মাই পরমাত্মা চরাচর সত্তা।
যেই মন সেই আত্মা,—কাঁচা পাকা ফল,
যে নর কীটাণু সেই ব্রহ্ম নিরমল। ৫৭

আত্ম দরশনে দূরে যায় রূপ রং,
প্রাণ মাঝে বাজে শুধু সো'হং সো'হং। ৫৮

মস্তিষ্কের সনে গাঁথা শুক্র আর প্রাণ,
এক ক্ষয়ে আর ক্ষয়—সাধু সাবধান। ৫৯

খুব সাবধান ধ্যানের সময়, মন যেন না কথা কয়। ৬০

মনরে সোণা, মাণিকধন, চুপ কর আজ, ধ্যানে বসি,
কাল তোমারে, ক'রবো রাজা, এনে দেব, রাজ মহিষী। ৬১

মমতার অহি-ফেণ খেয়েছে সে যেখানে,
ধ'রে ধ'রে তুলি আর ঢলে পড়ে সেখানে। ৬২

আঁখি মুদে যোগে থাকে, আর কিছু চায় না,
বিষয়েতে মত্ত নর তার তত্ত্ব পায় না। ৬৩
যাতনা কোথা, কন্না কথা, প্রসন্নতা দুনয়নে—
সে বুঝি সেই গুপ্ত ধনে, টের পেয়েছে মনে মনে। ৬৪
আঁধার ঘরে, ধূপ জ্বালিয়ে, থাকবি কোরে চুপ,
দেখ্তে দেখ্তে, দেখতে পাবি, ভুবন-ভরা রূপ। ৬৫

সর্ব্ব শাস্ত্রের মূলে আছে মহাজন কথা,
মনিট যেমন, বুঝবে তেমন, কথার নাম লতা। ৬৬

দেখে সবে "বাসনারে" বিষয়-বাজারে,
ভুলে গেল "ধর্ম্মনিষ্ঠা" সহধর্ম্মিনীরে। ৬৭

বাসনা-রূপসী রূপে আলো করে ভাল,
চিন্তা নামে সুতা তার ভয়ঙ্কর কালো। ৬৮

নাচেরে মায়ার কোলে কামনা-কামিনী,
কাদম্বিনী কোলে যেন, খেলে সৌদামিনী। ৬৯

সুখ দুঃখ অন্তে চির আনন্দ প্রকাশ,
নিম্নে মেঘাচ্ছন্ন ঊর্দ্ধে নির্ম্মল আকাশ। ৭০

অল্পাগুণে অন্ন সিদ্ধ—হয় কি ?
ধপ্ধপিয়ে ধরা চাই ;—নয় কি ?

গীতার আগুন, ঠিক, যেন দীপ কাটি,
কাঠ ধরিয়ে, দেওয়া চাই—নয় মাটি!
টীকা কত, ব্যাখ্যা কত,—জ্বলে না!
'মাহাত্ম্যে'র একটি কথাও—ফলে না!
যাদের কথায় আগুন জ্বলে, তারাই আগুন ধরায় জলে!৭১

শোকের কারণ কিবা হয়েছে?
মায়া মোহ তাপ তন্দ্রা, মরণের মোহ নিদ্রা,
চির দিন তরে তার এতক্ষণ ঘুচেছে! ৭২
একটু মরণ নিদ্রা হবে আর যাবে,
সূক্ষ্মবেশে দেবদেশে চিরানন্দ পাবে।
একে একে যাবে সব আত্মীয় স্বজন,
সেই খানে মরণের নিশ্চয় মরণ। ৭৩

পুনর্জন্ম নাই ভাই—পুনর্জন্ম হবে কার?
দারা পুত্র ধন সুখে চিরমত্ত মন যার! ৭৪

দুঃখের অন্ত আছে কিন্তু সুখের অন্ত নাই ভাই!
অনন্ত স্বরগ আছে অনন্ত নরক নাই! ৭৫

জন শূন্য হলে তারে বলে না "নির্জ্জন",
"নির্জ্জন" আপন মনে চিন্তা-বিসর্জ্জন। ৭৬

আম মিষ্ট মালদোয়ে, ফজলি বোম্বাই,
নানা ধর্ম্মে নানা রস, দ্বেষ কেন ভাই? ৭৭

সাধন ভজন একি দায়? পাকা গুটি কেঁচে যায়!
স্পষ্ট হয় আত্ম বোধ, যায় না তবু কাম ক্রোধ! ৭৮

অজ্ঞানিত পুরুষত্ব শিশুতে যেমন,
মানবেতে ব্রহ্মভাব রয়েছে তেমন।। ৭৯

দৈবই "পুরুষ চেষ্টা!"—কর্ত্তা মোরা নয়,
ঈশ্বর করান যা, তাই "চেষ্টা" হয়। ৮০

এক সুধাসিন্ধু "আমি"—সুধা অংশ সব,
সুধার তরঙ্গ ভবে "আমি আমি" রব! ৮১

শুভাশুভ দুই ভাই,—এক ভস্ম আর ছাই। ৮২

গ্রন্থ পাঠে হয়না জ্ঞান, জ্ঞান চাও ত শেখ ধ্যান। ৮৩
হাজার জ্ঞানে জ্ঞান হবে না, ধ্যান বিনে জ্ঞান দাঁড়াবে না ৮৪

ধ্যানেতে যা হয় দর্শন, রাখ্‌ল টুকে ষড় দর্শন। ৮৫

তৃণ সূর্য্য নিয়ম ময়, নিয়ম ছাড়া মৃত্যু নয়। ৮৬

মৃত্যুর কথা বলা যায়,—যোগ জ্যোতিষে জানা যায়। ৮৭

তুচ্ছ হ'লে দেহ-ধাম, "গৃহত্যাগী" তার নাম। ৮৮

কেবা গৃহত্যাগী কেবা গৃহ নিবাসী,
সন্ন্যাসেও গৃহী আছে, গৃহে সন্ন্যাসী। ৮৯

মানুষ-গরু পশু-পাখী—এই জাতি ভেদ উঠাও দেখি। ৯০

মানুষ গরু কীট পতঙ্গে একই প্রাণের চলাচল,
পুকুর নদী গঙ্গা গড়ে, মাটির ভিতর একই জল। ৯১

অংশও যা, পূর্ণওতা, ঈশ্বরে ভিন্নতা নাই,
যা করে সে অগ্নিরাশি, অগ্নি কণা করে তাই। ৯২

ব্রহ্মাগ্নির বিন্দু স্পর্শে, পাপ রাশি ভস্মসাৎ,
"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" ৯৩

দ্রুত-কর্ম্মার কর্ম্ম দেখে দীর্ঘ-সূত্রীর হায় হায়!
পরলোকে লাভবান্ কে হয় কি বলা যায়? ৯৪

প্রাণের সার পরব্রহ্ম, দেহখানি তার খনি,
ময়লে ঢাকা মণি যেমন, নষ্ট দুধে ননী। ৯৫

নিরোধ দ্বারা, ইন্দ্রিয়মারা, সুখটি কেমন ধারা?
দুখটি মেরে, ক্ষিরটি করা,—সুখটি বাটি ভরা। ২৬

দেখ্‌রে সেই, প্রাণের প্রাণ, সংসারের সেই সারাৎসার,
চিন্তা-সূতে তাঁত বোনা জীব, ক্ষান্ত দেরে একটি বার। ২৭

তৃতীয় প্রকাশ।

প্রিয়তম দেবগণে ডাকিবিশ্বরাজ,
কহিলেন কে সাধিতে যাবে মম কাজ?
কাটিয়াছি কূপ কোটি যোজন গভীর,
চারিদিকে মেঘবর্ণ অপূর্ব্ব প্রাচীর।
দেখেএস প্রিয়তম সাজানু কি করে,
দেখলেই ভুলে যাবে, প্রিয়তম মোরে!
না, না, বলি দুর্ব্বলেরা করে পলায়ন,
তব সাধ পুরাইব, কহে শ্রেষ্ঠগণ।
তবে কি তোমার কাছে, আসিবনা আর?
ঈশ্বর কহেন শুন গুপ্ত কথা তার,—
লোহার শিকলে এই বান্ধিনু সকলে,
মার ঝাঁপ এই কূপে, দুর্গা দুর্গা ব'লে।
ক্ষয় হ'লে ক্রমে ক্রমে শিকল লোহার,
রূপার শিকল রবে অন্তরে উঁহার;
রূপার শিকল ক্ষয়, ক্রমে ক্রমে হবে,
সোণার শিকল মাঝে দেখিবারে পাবে

সে শিকলে ক্রমে তুমি দিবে যত ঝাঁকি,
শিকল টানিব আমি ব্রহ্মলোকে থাকি।
দেখে ফিরে এস সব প্রাণাধিক ধন,
ঝপাঝপ্ মারে ঝাঁপ, দেবশ্রেষ্ঠ গণ,
প্রিয়তম পরব্রহ্মে ভুলে গেল তাই,
সেই দেব-শ্রেষ্ঠ এই আমরা সবাই।
ওই দোলে সত্ত্বগুণ সোণার বন্ধন,
টান্‌লেই টান্‌বেন ব্রহ্ম-সনাতন। ৯৮

আমার শিকলে পড়চে টান, ঊর্দ্ধদিকেই উঠ্‌চে প্রাণ।
উঠতে চাওত হাতটি ধর, হাত দোলায়ে চলি।
দুল্‌চে আমার দক্ষিণ হস্ত, সুধাকর গ্রন্থাবলী। ৯৯

শুনতে এলাম তোমার কাছে, আমাতেও কি ব্রহ্ম আছে?
ব্রহ্ম কি আর গাছে ফলে? তোমাতেই ত যাদু!
পঙ্কে যেমন পঙ্কজিনী, মাছির কাছে মধু। ১০০

ভয় হয় যে, মরণ হলে, দেহের গতি, কি হবে?
দাঁত পড়ে সে, দাঁতের গতি, ভাবে কেউ কি এ ভবে? ১০১

আমি নয়ত কায়া, কায়া আমার ছায়া!
কায়া গেলে কি ভয়? ছায়া বইত নয়! ১০২

প্রাণ যার যেতে চায় ভব-সিন্ধু পারে,
বসুধার সভ্যতার ধার সে না ধারে। ১০৩

ইহলোক ভোলে লোক, পরলোকে গিয়ে,
ভোলে যথা পূর্ব্ব পক্ষ, নব ভার্য্যা নিয়ে! ১০৪

যে যাহা বুঝে সার, তার কর্ম্ম তাই,
কর্ম্ম ব্রহ্ম, কর্ম্মে সুখ কর্ম্ম কর ভাই। ১০৫

যত কর আয় বৃদ্ধি, বৃদ্ধি হবে দুখ,
অর্থের আবশ্যকতা কমিলেই সুখ। ১০৬

ঈশ্বরে বিশ্বাসী জীব, জেন এই সার—
হতেছে ভোগের ক্ষয় বৃদ্ধি নয় আর। ১০৭

অজ্ঞের উপরে রোষ—বিজ্ঞের বিশেষ দোষ। ১০৮

কামিনীরা কর্ম্ম করে—প্রকৃতি চঞ্চল,
পুরুষ নিষ্কর্ম্মা, শুদ্ধ জ্ঞানেতে অটল;
অতুল ঐশ্বর্য্য মাঝে গৃহিনীরে রাখ,
নিজে নিত্য মেরুমাঝে তপস্যায় থাক। ১০৯

যে চিন্তা করেছি পূর্ব্বে দিবস নিশায়,
মূর্ত্তিমান সেই চিন্তা আমরা ধরায়। ১১০

রাজার যে রাজ্য জয়—কিছুই সে নয়,
বাসনা বিজয় হ'লে জগৎ বিজয়। ১১১

সাধুর নিন্দায় শুধু নিজ নিন্দা বাড়ে,
আকাশে ফেলিলে থুথু গায়ে এসে পড়ে। ১১২

চঞ্চল মনের সাথে দুঃখ ক্লেশ ফেরে,
অশ্বের পশ্চাতে যেন রথচক্র ঘোরে! ১১৩

ধর্ম্ম পথে হলে গতি, রাজ্য লাভ তুচ্ছ অতি। ১১৪

ঘুচাও সুকর্ম্ম দিয়ে কুকর্ম্মের ফল—
কাঁটা দিয়ে কাঁটা খোলা উপায় কেবল।১১৫

যাবৎ নাশায় চলে নিশ্বাস প্রশ্বাস,
আপন মনেরে নর কোরোনা বিশ্বাস। ১১৬

হাটে মাঠে দেখে ছিলাম নরনারী যত,
সাধনে দেখায় যেন দেবদেবী মত।১১৭

অস্থি মজ্জা শীরা স্রোতে শোণিতের বিন্দু,
তার মাঝে জ্যোতিঃ জিনি কোটি শরদিন্দু! ১১৮

মায়া-যবনিকা-মাঝে ক্ষীণ রূপে একা
ত্রিদিব ছুহিতা "শান্তি" দুলাইছে পাখা। ১১৯

ঈশ্বর পুরুষকার দুটিই এক দিক,
তোমার চেষ্টাই তাঁর চেষ্টা, চেষ্টা করাই ঠিক। ১২০

ওই যে হর-মনোমোহিনী, আমার মনোমোহিনীর অন্তরালে,
কেবলে সে আমার নারী, বুঝতে নারি, এমন নারী কোথা মিলে। ১২১

দুগ্ধবতীর দুগ্ধ কত, দেখাইতে বৎস বান্ধি,
তারা তোর স্তনপানে বঞ্চিত করেছে বিধি। ১২২

মানুষের কাছে চেওনা সাধু, গাছের কাছে চেও,
গাছের মত মানুষ আছে, তারই কাছে যেও। ১২৩

মায়ার দংশনে হইচি বিজ্ঞ। করছি জন্ম-জয়ের যজ্ঞ।
ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমাঝে হতেছে নির্ম্মূল,
পুড়ি পুড়ি মায়া মোহ কালসর্প কুল। ১২৪

রাগ চণ্ডাল ছুলে তোরে। স্নান ক'রে তবে আসবি ঘরে। ১২৫

মন্ত্রে পূজা দশভুজা তাতেই দিচ্চেন সাড়া,
নিবেদনই বলিদান, মানবের ভক্তই খাঁড়া। ১২৬

বিলাতে যেও না খোকা,—কেন কর রাগ?
আমাদের ছারপোকা, বিলাতের "বাগ"। ১২৭

শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনিমাত্র শুদ্ধ করে বায়ু,
না বুঝেই গীতা পাঠে বৃদ্ধি করে আয়ু।
না বুঝেই করা ভাল যোগ ক্রিয়া একাদশী,
'আবৃত্তিঃ ধর্ম্মশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী'।১২৮

শরীর উন্নত নয়, তাতে কিবা ক্ষতি?
উন্নত করবে শুধু শুদ্ধ মাতৃভক্তি।
বিশ্বজয়ী বোনাপার্ট জাপানের টোগো,
সিজার দেখিতে ক্ষুদ্র—বীরত্বে সে কি গো? ১২৯

মোদের সংসারাশ্রম নহে কোন ক্রমে,
দেব দ্বিজ সেবা মাত্র সংসার আশ্রমে।
এ নয় সংসার ধর্ম্ম—মরণের সূত্র,
বন্য শূকরের পাল—চেঁচামিচি মাত্র। ১৩০

চিন্তা-মূষিক নড়ে। প্রাণের ভিত্তি খোঁড়ে॥
কুচিন্তায় সুচিন্তায় ফাঁক কত দূর?
কাল ছুঁচো আর পাহাড়ে ইন্দুর। ১৩১

ঈশ্বরকে ভয় কর—বিশ্বরূপ দেখা চাই,
আগে যদি প্রেম কর—স্বেচ্ছাচারী হবে ভাই।

অর্জ্জুনের স্বেচ্ছাচারী কৃষ্ণ-প্রেম গেল ভেসে,
ভয়ে থরহরি কম্প "বিশ্বরূপ" দেখে শেষে।
প্রাণেশের মাধুর্য্যের গন্ধে অন্ধ হও ব'লে,
"ঐশ্বর্য্য" আইরণ চেস্ট্ দিওনায়ে জলে ফেলে। ১৩২

যে আসনে স্থির থাক সেই যোগাসন,
প্রাণ স্থির হবে হ'লে জপে নিমগন।
বিষ্ণুতেই চিত্ত রাখ – কহে আর্য্য গুরু,
বিষ্ণু শুদ্ধ সত্ব গুণ—কণ্ঠ হতে ভুরু। ১৩৩

যার যোগ, তার প্রেম, তার ব্রহ্ম জ্ঞান,
সবাই কি কত্তে পারে একাধারে ধ্যান? ১৩৪

কি আর দেখিব, কি আর শুনিব?
কি আর বলিব?—যাইব বা কোথা?
কেমনে ছাড়িব স্থির যৌবনারে?—
ছাড়ে না যে "শান্তি" বৈজয়ন্ত-সুতা। ১৩৫

ঐ দেখ চন্দ্রোদয় ভবসিন্ধু পার—
কোটী ইন্দু বিনিন্দিত রূপ চমৎকার! ১৩৬

যোগী হ'তে যাচ্ছ কোথা? ভোগের শেষে যোগের কথা! ১৩৭

এই খানে এই বায়ুর মাঝে, এই যে নিত্য নিরঞ্জন।
সূক্ষ্ম বায়ুর ভিতর দিয়ে চালাও তোমার সূক্ষ্ম মন। ১৩৮

বুঝে জান্‌বে জান্‌বে তাবৎ, "কিছুই জাননা" না জান যাবৎ।১৩৯

বায়ু যদি স্থির হয় শূন্য তার নাম,
সেই ত চৈতন্য ব্রহ্ম পূর্ণানন্দ ধাম। ১৪০

চিদাকাশে দেখা দেল দেবদেবী যত,
সকলি ব্রহ্মের রূপ শক্তি নানা মত। ১৪১

ক্ষমাশীল সদা ধন্য! ক্ষমাই জ্ঞানের চিহ্ন। ১৪২

চলে গেল "ভূত কাল" গেল কোন খানে?
যায়নি সে, চিরস্থির, আছে এক স্থানে।
আসচে ওই "ভবিষ্যৎ" অন্ধকারে ঢাকা;
আসে না সে, মানুষের মনে শুধু আঁকা।
নাম করলেই, মরে যায় "বর্ত্তমান" বিন্দু,
জন্মই মরণ তার,—কিছুইত নাই আর।
পুরিছে কালের মধ্যে "অতীতের" সিন্ধু। ১৪৩
কাল নাই, উদয়াস্ত হিসাবের ফল।
এল এল! গেল গেল!—মনেতে কেবল!
চিরস্থির "মহাভাবে"; চিত্ত স্থির যাঁর,
সেই ত কালের কাল; মৃত্যু নাই তার। ১৪৪

চতুর্থ প্রকাশ।

শ্বাস স্থির, দৃষ্টি স্থির—তবেই হবে মন স্থির।
কাল মিথ্যা, সে থাক্‌বেনা ; তিলার্দ্ধও দাঁড়াবে না।
গতি শীলই—"মৃত" বিপরীত—"অমৃত"।
সকলেতেই "গতি" তদ্বিপরীত"স্থিতি"।
"স্থিতিই" অমৃত ব্রহ্ম—কেবল "চৈতন্য ধর্ম্ম"।
ধরে শ্বাস মনের গতি, সদাই কর মনের স্থিতি।
মনের গতি "জীব", মনের স্থিতি "শিব"।
মনে মাত্র কালের গতি, "কাল-মনেতে" ধরাও স্থিতি
কাল-সঙ্গে মন মরে—"স্থিতি-ব্রহ্মে" প্রাণ করে।
গুরু দেবের উক্তি—এই ত জীবের মুক্তি। ১৪৫

চিদ্বিমুখ হয় যারা, পুনর্জন্ম পায় তারা। ১৪৬

গগন-বিহারী আমি, জড় দেহে সব দুখ্।
মৃত্যুই অপার শান্তি, গগনে অনন্ত সুখ। ১৪৭

এত কষ্ট দিয়ে মৃত্যু, কেন বা আমায় নেবে?
গগন-বিহারী ক'রে অনন্তের "শান্তি" দেবে। ১৪৮

যোগ-ক্রিয়ায় দেখা পায়, ব্রহ্মচৈতন্যেতে যায়।
সে ক্রিয়া পরম ধর্ম্ম—"প্রাণায়ামঃ পরব্রহ্ম"। ১৪৯

কুয়ারার জল উঠছে ঠেলে, কত লোক তায় দিচ্ছে ফেলে,
তোমার যে "সত্ত্বা-প্রাণ," সেও সেইরূপ চলায়মান।
বিষয়-বাসনা ফুয়ারা উঠে, ইন্দ্রিয়-নালায় যাচ্ছে ছুটে।
যোগ-ক্রিয়ায় আটক রবে, "সত্ত্বা"র বেগ অধিক হবে।
যথা তথা আজ্ঞাকারী—আটকান বেগ নিতে পারি।
যথা তথা যায় সুকৌশলে, প্রাণ-সত্ত্বা যে সর্ব্ব স্থলে।
স্থির হয় না তোমার মন, "সত্ত্বা" শিথিল সে কারণ।
"সত্ত্বা" যদি ধরতে পার, যা ইচ্ছা হয় করতে পার।
"অনিচ্ছার ইচ্ছা" তথা—অনির্ব্বচনীয় কথা। ১৫০

চুম্বকেতে লোহা ঘোসে চুম্বক কোয়ে ব'স,
সর্ব্বগুণ-স্থিতিব্রহ্মে প্রাণ-বায়ুকে ঘ'স;।
তারই নাম তাই, "প্রাণায়াম" রে ভাই।
স্থিরবায়ু-চিৎব্রহ্মে আকৃষ্ট হয় প্রাণ,
তাতেই হয় সর্ব্ব ব্যাপী, সর্ব্ব শক্তিমান। ১৫১

অসীম সে ব্রহ্ম বল, ব্রহ্মজ্ঞেরও সেই ফল।
পুত্রাদি জনমে যথা ঈশ্বর ইচ্ছায়,
"অলৌকিক অনুভব"যোগের "ক্রিয়ায়"।
হেন "অনুভব পদ" প্রকাশিত যার,
'অসীম বলের" কথা বোধগম্য তার। ১৫২

অন্তর্বায়ু-শ্বাসক্রিয়া অচঞ্চল যার,
ক্ষুৎপিপাসা-প্রাদুর্ভাব হবে না ত তার।

যোগক্রিয়া-ব্রহ্মধ্যানে "অনুভব" যে হয়,
"অলৌকিক অনুভব"—পার্থিব সে নয়। ১৫৩
এই ব্রহ্মে "লীন" পুনঃ এই "অনুভব,"—
এক যায় আর আসে, এক সঙ্গে সব। ১৫৪

"ক্রিয়া" শেষে আসে এক অবস্থা সুন্দর,
"পরাবস্থা" বলে তারে অতি মনোহর!
"ক্রিয়ার সে পরাবস্থা" আমি-জ্ঞান নাশে,
"অনুভব-পদ" তার মাঝে মাঝে আসে। ১৫৫

"ক্রিয়ার যে পরাবস্থা" "স্থিরা স্থিতি" তাই,
সর্ব্বদা চলায়মান্ কাল সেথা নাই। ১৫৬
"পরাবস্থা" নহে কাল, পরাবস্থাই কালের 'কাল'।
মানুষ মোলে, কালের জয়! কাল মোলে নর অমর হয়। ১৫৭

"পারাবস্থার" নিম্নে স্থিতি, সুষুম্নায় সূক্ষ্ম গতি,—
"অনুভব পদে" লক্ষ্য, সেইটি হল "জীবে মোক্ষ।" ১৫৮

ব্রহ্ম হতে অনায়াসে, কূটস্থ চৈতন্য আসে,
কূটস্থ হইতে শূন্য, তা হ'তে বায়ু উৎপন্ন ;
বায়ু হ'তে মূর্ত্তি কত, আপনা আপনি সমুদিত,
দেবতা যদি দেখ্‌তে চাও, স্থির বায়ুর মধ্যে যাও। ১৫৯

ক্রিয়ার যে পরাবস্থা হৃদে দেখ্‌তে পাই,
পরাবস্থাই পরব্রহ্ম—অহং ব্রহ্ম তাই।

"অহং" "ব্রহ্ম" দুই জনা—"অহং ব্রহ্ম" সম্ভবে না,
"অহং ব্রহ্ম" এক যেখানে, ব'লবার কেউ আর নাই সেখানে।১৬০

অযোনিজ যাঁরা, আপনি আসেন তাঁরা।
দেব শক্তি—সূক্ষ্মদেহ, জন্ম যাঁদের নাই,
পরাবস্থায় কূটস্থে বা শূন্যে দেখতে পাই। ১৬১

যেমন বৈশাখী রৌদ্রে শীতল জলে স্নান,
ক্রিয়া-স্নানে "পরাবস্থায়" তেমনি জুড়ায় প্রাণ। ১৬২

এখন আমি যে ব্রহ্মে, "পরাবস্থায়" সেই ব্রহ্মে।
এখন অজ্ঞান, ইন্দ্রিয়দাস; তখন সজ্ঞান ব্রহ্মে বাস।১৬৩

মহাভূতের স্বল্পমাত্রে মানবের ক্ষমতা এত,
মহাভূত-পূর্ণায়ত্ত মহাপুরুষেরা যত!
তাঁদের ক্ষমতা কত? তাঁরা কত শক্তি ধারী?
কিবা না সম্ভবে তাঁদের, মুক্তি যাঁদের দ্বারের দ্বারী!
সকাম নিষ্কাম ভাব, সাকার বা নিরাকার,
স্থূল দেহ সূক্ষ্ম দেহ সবই তাঁদের অধিকার। ১৬৪

যতই স্বতেজে বসি, ক্রিয়া করি অবিরত,
অলৌকিক গুণ সব চিদাকাশে প্রকাশিত। ১৬৫

যোগ ক্রিয়া করি করি কত দেব দেবী হেরি!
মিথ্যা নয় সত্য কায়া—আত্মাতে আত্মার ছায়া। ১৬৬

যোগীরা নির্গুণে যান, তখন নির্ব্বাণ পান—
দেখেন না, শুনেন না, করেন না, বলেন না।
মন অনাসক্ত ক'রে, দেখেন শুনেন ফিরে।
দেখ্‌ব ব'লে দেখেন না, ক'রব ব'লে করেন না।

চিদাকাশে কতই ভাসে, দেখেন যদি সামনে আসে।
ক'বব ব'লেও করেন কেহ—তাঁদের সাধ্যস্ত দেহ। ১৬৭

"সৎ" যা তা বস্তু বটে— বাক্যে কথনীয়;
"অসৎ" অবস্তু নয়—অনির্ব্বচনীয়। ১৬৮

যে জিনিষে মন দেও, তারই রং ধরে মনে,
আগুনেরও রং ধরে মিলিলে গন্ধক সনে।
বিষয়ে আসক্তি হ'লে মানসে যে রং ফলে,
পঞ্চানন বলেছেন—তাকেই "প্রপঞ্চ" বলে। ১৬৯

নিব্র হ্ম-জগৎ মিথ্যা, মিথ্যা ইন্দ্রজাল বৎ।
সত্য সত্য সত্য কেবল "সর্ব্বং ব্রহ্ম ময়ং জগৎ"। ১৭০

কূটস্থের তেজ হেরি দূরে যায় লজ্জা ভয়,
মস্তিষ্ক শুক্রের বৃদ্ধি, বাসনা বিলয় হয়। ১৭১

ক্রিয়ার যে পরাবস্থা তাতে হয় সৃষ্টি লয়,
"অনুভব পদে" সৃষ্টি অনাদি অনন্ত ময়। ১৭২

ক্রিয়ার যে পরাবস্থা— মুখে নাহি বলা যায়,
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দুটি সমতা পেয়েছে তায়।
আসক্তিতে দেখি না অথচ সে দেখি সব,
শব্দ মাত্রে অনাহত শুনচি ওঙ্কার রব।
কিছুই দেখিনা তবু সকলি দেখিতে পাই—
ভেবে চিন্তে বুঝে সুঝে বলার উপায় নাই। ১৭৩

ক্রিয়া পরাবস্থা পেয়ে থাকে ব্রহ্ম সহবাসে,
"পরাবস্থার পরাবস্থায়" ধীরে শেষে নেমে আসে।
"পরাবস্থার পরাবস্থায়" আসক্তি আসিতে নারে,
সৃষ্টি স্মৃতি ব্রহ্মস্মৃতি জেগে থাকে একাধারে।

"পরাবস্থার পরাবস্থা"—জীবন্মুক্ত ভাব সেই,
সম্পূর্ণ সমাধি ভঙ্গে, সাধুদের ভাব এই। ১৭৪
প্রকৃতি পুরুষ দুটি পূর্ণ বসে উঠে ফুটি,
দুই অর্দ্ধ এক হয়ে "ক্রিয়া-পরাবস্থা" হবে,
পরাবস্থার পরাবস্থায় আবার বিভিন্ন দুটি,—
"নব দম্পতির ভাব" ভাবুক দেখিছে ভবে। ১৭৫
তুষের মাঝে মেজের চা'ল, অবিদিত কার কাছে ?
প্রকৃতির গর্ভে তেমনি উত্তম পুরুষ আছে! ১৭৬
ক্রিয়াতে প্রবৃত্তি হলে ঈশ্বর দেখিতে পাই,
পরাবস্থা ব্রহ্মমাত্র—সেথানে ঈশ্বর নাই,
ক্রিয়ার যে পরাবস্থা তাতে ব্রহ্মে সমাহিত,
"পরাবস্থার পরাবস্থায়" নিত্য শুদ্ধ গুণান্বিত।
তখনই দেখে জীব সর্ব্ব চিন্তা পরিহরি,—
"কেবল সচ্চিদানন্দ লীলা-রসময় হরি।" ১৭৭

পঞ্চম প্রকাশ।

করি যা তা দেখবার কত লোক আছে,
বলি যা তা শুনবার লোক আছে কাছে।
মনে মনে যা যা বলি তাকি কেহ শুনে না ?
চিত্ত পটে যা যা আঁকি, তা কি কেহ দেখে না ? ১৭৮
হয় যদি ব্রহ্মচারী কে আঁটিবে তাকে ?
অসাধ্য সাধিবে, যদি বীর্য্য বদ্ধ থাকে। ১৭৯
মাটির উপর টাকার খেলা—এ আনন্দেই আটখানা ?
তবু দেখনি বিশ্বরাজের রাজ প্রাসাদের কারখানা। ১৮০

মনটা অজ্ঞান আঁধার-রাশি, "জুজুর" ভয় তাই দিবানিশি।১৮১

মায়ার আঁধার জঙ্গল থেকে, আসচে জুজু ধ'রবে তোকে।১৮২

ধর্ম্মের চিহ্ন ধরবে শুধু—ক্ষমাও দীনতা, মধুরে মধু। ১৮৩

জগতে ধর্ম্মের মর্ম্ম—কেবল নিষ্কাম কর্ম্ম,
ঈশ্বরের তরে কর্ম্ম—ধর্ম্ম মনোহর।
কর্ম্মের যে পরিণাম, পরব্রহ্ম তার নাম,
কর্ম্ম কর—কর্ম্মে বাড়ে ব্রহ্ম-কলেবর। ১৮৪

কেমন সুখের এ ঘর বাড়ী? মাছি পেয়েছে মধুর হাঁড়ি।
কেমন সুখের দারা পুত্র? জড়িয়ে মড়িয়ে মরার সূত্র।
সুন্দর নয় কি ভালবাসা? 'সুঁদর বনে' বাঘের বাসা। ১৮৫

মদ তৈয়ারি কোথায় খাঁটি! কামিনী-কামনা মদের ভাঁটি।১৮৬

দেহ সুখ যত টুকু তত টুকু ক্ষয়,
জ্ঞানজ চিন্ময় সুখ অনন্ত অব্যয়। ১৮৭

ব্রহ্মাণ্ডকে অণ্ড বলো, গোল ব'লেই কি অণ্ড হ'ল?
ও কথাটা কিছুই নয়—গোল হলেই কি অণ্ড হয়?
ব্রহ্মাণ্ডটা লাগ্‌চে হেন, ডিমের ভিতর বাচ্চা যেন!
পাথায় ঢেকে ব্রহ্মবাপ, ডিমে দিচ্ছেন ত্রিতাপ-তাপ।
ব্রহ্মবাচ্চা ফুটবে যেই. মোক্ষপথে উড়বে সেই। ১৮৮

ডিমের ছানা ভেবেও পায় না, ডিম ভাঙ্গলে বাঁচ্‌বে কিনা?
ডিম ভাঙ্গলে জগৎ খোলে— ভাব্‌লে হয় তার যম-যাতনা।
তেমনি নরে, ভেবে মরে, দেহপিণ্ড-অণ্ডে ব'সে—
হ'লে অণ্ড পিণ্ড পণ্ড—না জানি কি কাণ্ড শেষে? ১৮৯

ভাঙ্গলে ভয় কি করে কেহ, বালির বাঁধ এই ক্ষণিক দেহ।১৯০

যে দিন মন্ত্র দিলেন গুরু, সেদিন হতেই জপের সুরু।
সাধন যখন হল খাঁটি, জপ যজ্ঞই আঁটা আঁটি।
শেষটা স্থির বাহ্য হীন, অজপা জপ রাত্রি দিন।
আগা গোড়া জপের কাণ্ড, সাধন অঙ্গের মেরুদণ্ড।
মেরুদণ্ড ভাঙ্গল যদি, উত্থান-শক্তি ঐ অবধি।
জপ-যজ্ঞই সাধন-মূল, আর যত তার পত্র ফুল। ১৯১

অচল বীর্য্য সাত্ত্বিক ভোক্তা, আর্য্য যোগীর, নিত্য কার্য্য। ১৯২

"আমার" কর্ম্ম, সবি ব্যক্ত, "আমি" গুপ্ত, ব্যক্ত নেই।
বিভুর মত, আর্য্যগণের, কার্য্য করার কায়দা এই। ১৯৩

পুড়াইছে ধু ধু ক'রে বিত্ত, বুদ্ধি, অঙ্গ,
কামিনী-কাঞ্চনানলে সংসারী পতঙ্গ। ১৯৪

হোক্ না পণ্ডিত নর-পুঙ্গব, কামিনী-কাঞ্চনে মজাবে সব।
বুদ্ধেরো থাকে না দিক্-বিদিক্, কামিনী-কাঞ্চন সাংঘাতিক। ১৯৫

জুজুর ভয়টা দেখ্‌লে কোথা ?—যেখানে আঁধার দুর্ব্বলতা। ১৯৬

যোগ সাধনটা জানবে খাঁটি, মনোযোগটার আঁটা আঁটি। ১৯৭

যোগ সাধনে কি হয় প্রাণে, কই কেমনে, বল ভাই ?
মনোভাবের ভাষা আছে, আত্মভাবের ভাষা নাই। ১৯৮

এ সংসারে সই, মরণ দেখছিস্ কই ?
ত্রিতাপ তাপে ওই—ধানটা ফুটে খই। ১৯৯

চেষ্টার ধর্ম্ম—শাস্ত্র খোঁটে, স্বভাব-ধর্ম্ম আপনি ছোটে। ২০০

ঔষধ কি ? একান্তই যাতে ঘুচে রোগ।
ধর্ম্ম কি ? একান্ত যাতে ঘুচে দুঃখভোগ ? ২০১

নীরোগ হলেই বুঝি ঔষধেরই মর্ম্ম—
অমরত্ব অমৃতত্ব—না হ'লে কি 'ধর্ম্ম' ? ২০২

মাঝখানে সদা রও—চিন্ময় জগতে ওই
অন্ধোর বাহির হই, দেহ বাড়ী ছাড়ি;
যেমন মাটির গায় সতর্ক শামুক যায়,
ভয়ে ভয়ে ফিরে চায় পিঠে লয়ে হাঁড়ি। ২০৩

কভু দেখি আমিই ব্রহ্ম, তবে কেন হরি ভজা?—
রাজ পুত্র ভাবেন যেমন "আমি রাজা কি বাবা রাজা!" ২০৪

এসেছি কিছুই নয়ত নিতে,—ভব-ভয়ে চির অভয় দিতে। ২০৫

'পর-সেবা' বলে নারী, 'আত্ম-সেবা নরে',
পুরুষত্ব থাক্‌লে পরে দাসত্ব কি করে? ২০৬

মানুষ গরু কীট পতঙ্গ যোগ সাধে এক, গাছের তলায়,—
কেউ বা মূলে কেউ বা ডালে, কেউ পাতায় কেউ গাছের ডগায়। ২০৭

ভাব্‌ছে—ম'লে "যাব পুড়ে"। আমি ভাব্‌ছি—"যাব উড়ে" । ২০৮

মরণ 'তরণ'—কঠিন নয়, শীতের সিনান, ভাব্‌লে ভয়। ২০৯

ভক্তি-রস ব্যঞ্জনটি, ব্রহ্ম জ্ঞানটি নুন,
প্রেমটি সাঁচি পানের খিলি, জ্ঞানটি তাতে চূন। ২১০

ক্রমাগত কর্ম্মসূত্রে জড়ায় জোগায়,
পাকা গুটি হ'লে, কেটে পোকা উড়ে যায়।
কাঁচায় কেটে, যায় যে উড়ে, পাখা হয় না ভুঁয়ে পড়ে। ২১১

মায়া আছে, লোভ আছে, ভোগ সুখে আশা,
না থাক ডাকাতি চুরি—ডাকাতের বাসা। ২১২

বাপ বাপ বাপ!—ভোগ বাসনাই পাপ!
যদিও ডাকাত চোর পায় বা উদ্ধার,
পারে না মায়ার দাস নরকে নিস্তার! ২১৩

জাতি উচ্চে উঠ্‌লে রথ, যে দিক যাবে সে দিক পথ। ২১৪

যে খানটায় সূর্য্য ঢাকা, সেই খানটায় ছায়া,—
যে খানটায় আত্মা ঢাকা, সেই খানটায় মায়া।
যেটি ছায়া— সেইটি মায়া,
সেইটিই ত "আমি আমার" সেইটিই ত কায়া। ২১৫
জড়তাই কায়া—মূর্খতাই মায়া।
জড়তা মূঢ়তা জুট্‌ল আর, উঠ্‌ল শোকের হাহাকার। ২১৬
মর্দ্দ কি বাত, হাতিকা দাঁত।—কৃষ্ণের নিষেধ "বিন্দুপাত" ২১৭
"মুষিক বৃদ্ধ" আমরা নয়, দেখতে শূকর, "গজ ক্ষয়"! ২১৮
ধরা ভরা পাপ তাপ, রোগ শোক ভয়—
জলধি করেছে বিধি লবণাম্বু ময়! ২১৯
ঈশ্বরের ভয়ে থাকে কঠিন কর্ত্তব্যে রত,
কাঁচাপ্রেমে বয়ে যায় আদুরে ছেলের মত! ২২০
প্রণাম কর দিন রাত—মেয়ে মাত্রে মায়ের জাত! ২২১
কেন খোঁজ শাস্ত্র ঝুলি, এখন "কেবল-নামে" মজ,
শাস্ত্রের যত টীকা গুলি, ধরিয়ে ধরে তামাক সাজ! ২২২
দৈবে মন্দ কর যদি, তাতে কিছু হবে না,
এক বিন্দু মন্দ ভাবো, ঈশ্বরে তা সবে না। ২২৩
সব সাধ্য যদি থাকে— ব্রহ্মচর্য্য-ধন,
নারী স্পর্শে সব অসাধ্য—আত্মার পতন! ২২৪
ত্রিকালজ্ঞ যোগিগণে ব্রহ্মচর্য্য বল;
ইতরের তরে শুধু সাংখ্য পাতঞ্জল। ২২৫
গুরু মুখে শিশু বুঝে সাংখ্য-বেদান্তেরে,
'ছেলে চেয়ে পিলে দড়' টীকাকারে করে। ২২৬

নিয়তই নেত্র পাতা তোল আর ফেল,
স্থির কর, চক্ষু দুটি ব্যথা হয়ে গেল।
রাত্রি দিন তোল ফেল শ্বাস অনিবার,
বিষম বিরক্তি বোধ হয় না তোমার? ২২৭

জ্ঞান বুদ্ধির প্রেরয়িতা অন্তরেতে যিনি,
"নিয়তি, পুরুষ-কার" একই মাত্র তিনি। ২২৮

ঈশ্বর জাগেন মনে যে কর্ম্মে কেবল,
সে কর্ম্মই কর্ম্ম, আর কুকর্ম্ম সকল! ২২৯

খেয়ে দেয়ে হেসে খেলে যে সুখ পায় চাষার ছেলে,
অধিক পান না রাজপুত্র, মনেই মাত্র সুখের সূত্র। ২৩০

যদিও বালক বৃদ্ধ এক ধর্ম্ম শেখে,
ঔষধের মাত্রা দিবে বাল বৃদ্ধ দেখে। ২৩১

উন্নতি দেখো না, দেখ কত দূর অবনতি,
যত টুকু দেখ তাই, তত টুকু উন্নতি। ২৩২

খাদ্যাখাদ্যে কি সম্বন্ধ? মনেই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত!
খাদ্যজ দেহের ভাবে মনোভাব যে সংগঠিত! ২৩৩

ওটা কেন খেটে মরে, তুমি কেন থাক বোসে?
ওর কর্ম্ম বাকী আছে, মোর কর্ম্ম গেছে খোসে। ২৩৪

পুরুষ হতে চাও যদি, শেখ পরব্রহ্ম ধ্যান,
প্রকৃতিই কর্ম্মশীলা, নিষ্কর্ম্মা পুরুষ জ্ঞান। ২৩৫

মাতৃগর্ভের আগের কথা স্মরণ করা চাই,—
তেমন সবল সুস্থ স্মৃতি শক্তি নাই।
শৈশবের কথা হয় বার্দ্ধক্যে স্মরণ,
জন্মের পূর্ব্বের কথা জানে না কি মন?

জন্ম-পূর্ব্ব মৃত্যু-পর অবস্থা সকল
স্মরণের তরে চাই মস্তিষ্কের বল।
মস্তিষ্ক সবল পূর্ণ, ব্রহ্মচর্য্যে হয়,
সাত্ত্বিক ভোজন বিনা বীর্য্য হয় ক্ষয়।
দেবত্ব ব্রহ্মত্ব-পদ ব্রহ্মচর্য্যে গিয়ে;
শেষে কিন্তু হায় হায় গোড়া ছেড়ে দিলে! ২৩৬

নারীর নিশ্বাস বায়ু অঙ্গে যদি লাগে,
পুরুষের পরমায়ু ধোরে টানে আগে।—
বুদ্ধিমানে বেদবাক্য ব'লে মানে তায়,
শুনলে হাসবে সভ্য নব্য সম্প্রদায়। ২৩৭

গুহাতে নিহিত যিনি— অতীত মনের,
অবিচার্য্য আচার্য্য সে "আর্য্য মিশনের,"
জগন্ময়ী "সুরধুনী" শিরে ধরা যাঁর,
ত্রিকালজ্ঞ "পঞ্চাননে" কোটী নমস্কার। ২৩৮

মনটি কেমন—শুনবে তুমি? ছয় পুতুলের রঙ্গভূমি।২৩৯
"বদ্ধ" জীবে দেখে—সরবে সেখান থেকে। ২৪০

দেশাচারে অন্ধ যারা, মাতৃগর্ভে নয় কি তারা?
বুঝেছে কি—"ধর্ম্ম ছাড়ি, মামেকং শরণং ব্রজ"?
লোক সমাজের ডরে কাঁপে যারা থর থরে,
অশুস্থ সে জড়পিণ্ড পায় কি কৃষ্ণ-পদ-রজঃ? ২৪১

আমিই প্রকৃতি, আমিই পুরুষ, ঘুচাই ত্রিতাপ তাপ,
যুগলে দাঁড়ান বামে আমারি "বেটার হাফ্‌"। ২৪২

দেব দেবী শাস্ত্রে ব্রহ্ম যে জন না মানে,
হিন্দু ধর্ম্ম সুধাসিন্ধুর বিন্দু নাহি জানে। ২৪৩

শাস্ত্রে দেখে, গুরু মুখে, যেটা লোকে শেখে
ব্রহ্মজ্ঞানে যোগধ্যানে প্রত্যক্ষ তা দেখে। ২৪৪

যদি সত্য সুখ চাও, রেখ এই নিষ্ঠা,—
জড় জগতের সুখ দেবতার বিষ্ঠা। ২৪৫

বিনা উপার্জ্জনে ঘরে বোসে কেন মন্দমতি ?
"আত্ম তৃপ্তস্থ ধীরস্থ কথমর্থার্জ্জনে রতিঃ ?
কোণে কেন নিরবধি ?—"অরতির্জ্জন সংসদি। ২৪৬

কুষ্মণ্ড তণ্ডুল আর দাস দাসী ব্যবহার,
পুরাণ হলেই আদর বাড়ে, যতদিন না গন্ধ ছাড়ে।২৪৭

লোকের মাঝে থাক্‌লে পরে, খ্যাতি পাবার ঝোঁকটা ধরে।
আরো সেখানে বাতাস মন্দ, কামিনী কাঞ্চনে দুর্গন্ধ। ২৪৮

ভবের শান্তি সবি ভ্রান্তি তোমরা শান্তি বল কাকে ?
তিনি নাই তাই শান্তি নাই, তিনি থাক্‌লেই শান্তি থাকে।২৪৯

বাঁচতে চাও ত জানবে সার, সুখভোগ, দুঃখ—রোগের দ্বার।২৫০

অগ্নিমান্দ্য,—ঘৃত্ত বন্ধ বেদান্ত বাগীশ,
সবলের ঘৃত সুধা, দুর্ব্বলের বিষ। ২৫১
দুর্ব্বলের ত্রাণ— দগ্ধ ঘৃত-ঘ্রাণ।২৫২

উচ্চ উচ্চ সাধু যত উচ্চ কথা কয়,
আমাদের স্মরণীয়— করণীয় নয়। ২৫৩

তিন ভাগ মন্দ যার সিকি ভাগ ভাল,
সিকি শিরে ধরি সব ধুয়ে মুছে ফেল। ২৫৪

বহু শ্রম বহু কর্ম্ম— বহু দিন হয়,
সকলি চিন্ময় শেষে আনন্দ অক্ষয়।২৫৫

কত মিষ্টি পায় মন রক্ত-মাংসে এসে,
তার চেয়ে মিষ্ট আত্মা চিদানন্দ দেশে। ২৫৬
অৰ্দ্ধ শত বর্ষে মোর সার শিক্ষা এই—
ইহ পরত্রের সুখ বিন্দু-ধারণেই। ২৫৭

হরি একজন ব্যক্তির মতন, তবে কেমনে বিশ্বময় ?
চিন্তা সমষ্টি, আমারি সৃষ্টি, আমিও আমার সৃষ্টিময়। ২৫৮

মধু চেন না মধুব্রত ? বিষ দেখাচ্চে মধুর মত। ২৫৯
মনের ঘরে বারে বারে, যেতে দিওনা যারে তারে,
আসচে যাচ্চে, যা'চ্চে তাই !—মনের দোরে কবাট নাই ?২৬০

"যোগ সঙ্গীত তারাই গায়, সুরটি যাদের লাগে;
এ শরীর তানপুরা বান্ধতে শেখ আগে। ২৬১
গুরু দেন যোগকর্ম্ম, সেইটী গীতার ধর্ম্ম। ২৬২
ব্রহ্ম কর্ম্ম, কর্ম্ম ব্রহ্ম, কিছু নাই কর্ম্ম বিনা।
"ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্ম কর্ম্ম সমাধিনা। ২৬৩

জিজ্ঞাসি তাই 'জীবে দয়াই' কেন হয়েছ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ?
নিজের জীবটাই উদ্ধার করাই, জীবে দয়ার গূঢ় মর্ম্ম। ২৬৪

"শুক্র মধ্যে ক্রোধ হলে, জলে ওঠে শুদ্ধ রজঃ।
ঘৃত মাঝে অগ্নি প'লে, অগ্নি হন চতুর্ভুজ। ২৬৫
ইহ পরত্রের স্বার্থক্ষয়—'নিষ্কামের' অর্থ নয়।
"নিষ্কাম" অর্থে "মুক্তির আশ—অনাবশ্যক ইচ্ছা নাশ
এই অর্থই মুক্তির দ্বার,—অন্য অর্থ বচন সার। ২৬৬
কার দেহ ? কি আশ্চর্য্য, আহা মরি মরি।
মানুষের কি দেহ থাকে ?—দেহধারী হরি। ২৬৭

'তিন গীতা' 'তিন বন' নিত্য পাঠ নয়,
এ ভবে নিশ্চয় হবে অজর অমর।২৬৮
'তিন গীতা' 'তিন বন' নাশে ভবক্ষুধা,—
দীন দুঃখী পান কর সুধাকর সুধা। ২৬৯
ধরা যায় না পূর্ণব্রহ্ম—সর্ব্বব্যাপীর সীমা নেই,
যেদিক চাই সে দিক কৃষ্ণ—"সর্ব্বব্যাপীর" সহজ এই। ২৭০
কি আশ্চর্য্য এ জীবন।— কে মারে কে রাখে ?
থাক্ বল্যেই যায় আর যাক বল্যেই থাকে। ২৭১
বাবুর দেহ মোটা গোটা— সেটা অতি তুচ্ছ !
মনটা নড়ে চড়ে যেন—বরাহের পুচ্ছ। ২৭২
কভু জ্ঞান কভু কাম জোর করে মোর,—
একই ঘরে বসত করে সাধু আর চোর ! ২৭৩
বাড়ী যে বৈকুণ্ঠ ধামে, "কলের গাড়ী কি যেতে পারে ?
দেখরে ছুট্‌ছে 'কলের গাড়ী' তিন দিনেইত যাব বাড়ী।২৭৪
চিত্তটি স্থির হয়ে এল, হোয়াইট ওয়াসটি হয়ে গেল,
কেউ চিন্ময় চিত্র আঁকে, কেউ ধব্ ধব্ সাদাই রাখে।২৭৫
পার্থিব মায়াই পাপ— পাপ নাই আর;
মায়া ব্যাধি—চৌর্য্য আদি উপসর্গ তার। ২৭৬
একটি খেলেই "একাহার"—একবেলা নয় মানে তার। ২৭৭
দু তিন বার সত্ত্ব কিছু, খেয়ে ছাড়বে কচু ঘেচু।
একরকমে সত্ত্ব ফোটে, তিনটী খেলেই ত্রিগুণ ছোটে।২৭৮
হাজার খেয়ে মরচি পুড়ে, হাজার বুদ্ধির হাতে পড়ে। ২৭৯
শান্তি পাবে, ক্রমে যাবে চটফটানি-বাই—
দেখতে পাবে সবি নিত্য, অনিত্য কিছুই নাই। ২৮০

তেজোবান বর্দ্ধমান আলোক পালক
ফাটান পাষাণ ভবে ফুটান কোরক। ২৮১

স্বার্থের কথা যতক্ষণ পাপপুণ্য ততক্ষণ।
স্বার্থসব ঘুচে এল—পাপপুণ্য মুছে গেল। ২৮২

পুলিস ম্যানের লাশ পাহারা, বড়ই হুঁসিয়ার,
আমার যেথা মৃতদেহ—এ দেহ আমার। ২৮৩

গীতার শ্লোক ইক্ষুখণ্ড, গিলিলে আস্বাদ নাই;
সাধু সঙ্গে ব'সে ব'সে সরসে চিবান চাই। ২৮৪

জীবন্মুক্ত যারা, তারা দেখে হ'য়ে যুক্ত,
ছড়ান রয়েছে কত বেনা বনে মুক্ত। ২৮৫

মায়ার ফাঁসে ভয়— নইলে ও ত নয়?
গলায় ফাঁস দিলে দিলে, গের দিও সব ঢিলে ঢিলে। ২৮৬
হিন্দু যবন কর্ত্তা ভজা—একটি নিয়েই সকল মজা। ২৮৭

ওই দেখ অরূপের রূপ চমৎকার!
গুহাতে নিহিত তত্ত্ব বুঝে উঠা ভার। ২৮৮

আনন্দ আশ্রমে, আটটি দশটি; ছাত্র মাত্র শিক্ষা হয়,
'গ্রন্থাবলীই' আনন্দাশ্রম, 'গীতাই' গীতা-বিদ্যালয়। ২৮৯

অনস্থস্থিরতা, উপর বিমান—ক্রমেই নিম্নে কর্ম্মের তুফান!
ছুটিই যায় যার পষ্ট দেখা—কপালে নাই আর কষ্ট লেখা। ২৯০

মায়াতে মোহিত আছে সকলে কেমন?
নয়নে লোহিত কাচে জগৎ যেমন। ২৯১

মায়াটা বড়ই মন্দ— সন্দেহ কি আছে?
বিদ্যালয় কি মন্দ নয় বালকের কাছে? ২৯২

'মণিপুরের' অধোদেশে, সদাই মন যার 'অধম' সে ?
ঊর্দ্ধতম শীর্ষে মন, উৎ-তম সে 'উত্তম' জন। ২৯৩

'খ' মানে আকাশ ব্রহ্ম, সুখ দুঃখের বুঝ মর্ম্ম ;
সুন্দর খ 'সুখ' সেই, দূরেতে খ 'দুঃখ' এই। ২৯৪

যাবে যদি নিত্যধাম, রেলের গাড়ি "প্রাণায়াম"। ২৯৫
রেলে বিপদ—টাকা ঢালা ; গোগাড়ি নেও—জপের মালা। ২৯৬

সকল কাজই তাঁর কাজ—মহামায়ার পূজা ;
"আমার" "আমার" শুনলেই খড়্গ দেখান দশভুজা। ২৯৭

আকাশেও জীব যাচ্চে দেখা, আগুনে যেমন আগুনে পোকা। ২৯৮

করতে হলে দেশের কার্য্য—ধরতে হবে ব্রহ্মচর্য্য। ২৯৯

চন্দন পাষাণে ঘষি ক্ষয় করে দেহ,
ভক্তের এ কৃষ্ণ সেবা দেখেছ কি কেহ ? ৩০০

ভক্তেরা কি পাবে আর ?—চন্দনের পুরস্কার ! ৩০১

ইতি শ্রীউক্তি-মুক্তামালা ১ম ভাগ সম্পূর্ণ।

শ্রীতপোবন সমাপ্ত।

অশোক বন।

বাঙ্গালীর বঙ্গভাষা বেশ ভূষা হীন,
শ্রীহীনা, বিলাতি বেশে নবীনা দুর্দিন।
বড় আশা মাতৃভাষা—ভাষাকুল দেবি,
দেব নাগরিক রত্নে পাদপদ্ম সেবি!
কি অমৃত স্তরে স্তরে সেই রত্নাকরে!
মৃত সঞ্জীবনী সুধা অক্ষরে অক্ষরে!
বঙ্গসর-ইন্দীবর বৰ্দ্ধমান-প্রভাকর
স্বধৰ্ম্ম-সাগর-প্রাতঃস্নাত,
রাজাধিরাজের করে অকপট শ্রদ্ধাভরে
অর্পিলাম শ্রমফল যত।
ধরিত্রী-ক্ষত্রিয় কুল সুপবিত্র কারী,
অধ্যাত্ম-কমল-বন পরিমল-হারী,
নিরমল সুবীরত্ব সুধীরত্ব ধারী,
শ্রীল শ্রীযুক্ত সদা শ্রীঅঙ্ক-বিহারী,
শ্রীশ্রীবিজয় চাঁদ মহতাব্ শূর
বৰ্দ্ধমান-অধীশ্বর নৃপ বাহাদুর!
অভিষেক-কালে তাঁর শুভযোগ জানি,
উপহার দিতে তাঁরে চয়নিয়া আনি,
দেবেন্দ্র-মৌলি-মন্দার বিনিন্দিত ধন,
তাহাতে অমূল্য মালা করিয়া গ্রন্থন,
রাজগলে পরাইয়া দিল মালাকর,
অধ্যাত্ম-মালঞ্চে যার কুসুম-আকর।

অশোক বন।

[শোকনাশক কাব্য]

মণিরত্ন-মালা।

ভবার্ণবে ডুবে মরি কহ গুরু কৃপা করি
কি বা করি? আশ্রয় কোথায়?
ধর বৎস দৃঢ় করি হরি-পাদপদ্ম-তরী,
আর নাই তরিতে উপায়! ১

বিষম বন্ধন কাহারে বলি? অনুরাগ মাখা বাসনা গুলি॥ ২
কহ গুরু হয় মুক্তি কিসে? হইলে বিরক্তি বিষয় বিষে॥ ৩
কই সে নরক সংসার-বন্দীর! ওই যে শরীর ব্যাধির মন্দির॥
স্বর্গ সুখ আর কাহাকে কয়? বিষয়-বাসনা বিষের ক্ষয়॥ ৫
হিতকারী কিবা? কিসে বা মোক্ষ? শুধু আত্মবোধে সদাই লক্ষ্য॥

কই ভয়ানক নরক দ্বার? ওই নারী, কাম বিলাস যার॥ ৭
শান্তিসুখ কিসে পাইবে সবে? অহিংসা কেবল সুখদা ভবে॥
সুখের শয়ন হয়েছে কার? ধ্যান ধারণায় সমাধি যার॥ ৯
জীবন-যামিনী জাগিছে কে? হিতাহিত-বাতি জ্বেলেছে যে॥
মহাশত্রু কারা আপন গেহে? অজিত ইন্দ্রিয় আপন দেহে॥
মিত্র কারা ভবে করিবে ত্রাণ? বিজিত ইন্দ্রিয় বাঁচাবে প্রাণ॥
যথার্থ দরিদ্র নামটি কার? বিশাল বিষয় বাসনা যার॥ ১৩
বড়ই সুন্দর সুশ্রী কে? সদাই সন্তোষ পেয়েছে যে॥ ১৪
জীবনে মরণ হয়েছে কার? উৎসাহ উত্তম গিয়াছে যার॥
কিছুতেই নাই মরণ কার? দুরাশা, সদাই বৃদ্ধি যার॥ ১৬
কোনটি সংসার-বন্ধন শুধু? মম মম—এই মমতা মধু॥ ১৭
অন্ধ হতে অন্ধ কে বা সে জন? কামে বিদ্ধ যার নয়ন মন॥
জীবন থাকিতে মরণ কার? সবে অপযশ ঘোষিছে যার॥
কেবা গুরু? যিনি হিতোপদেষ্টা। কেবা শিষ্য যার গুরুতে নিষ্ঠা॥
মহা বিজ্ঞতম কহি বা কারে? মায়ার পিশাচী বঞ্চেনা যারে॥
কিবা মহাব্যাধি? সংসার-রোগ। কি ঔষধ তার? বিচার-যোগ॥
ভূষণ হতেও ভূষণ কার? বিমল চরিত্র ভূষণ যার॥ ২৩
সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ তীর্থ কই? শুদ্ধ শান্ত মনটি ওই॥ ২৪
সাধুর ঘৃণিত কিবা? কামিনী-কাঞ্চন-ভোগ।
জীবের বন্ধন কিবা? রমণী-রঞ্জন-যোগ॥ ২৫

সদাই শুনিবে কিবা মনে করি ঐক্য?
অসার সংসার সার গুরু-বেদ-বাক্য। ২৬
নরকের দ্বার কই? মায়াবিনী-অঙ্গ।
কোন সুখ হেয় মানি? মায়াবিনী-সঙ্গ। ২

মদ্যপান কারে বলে? মায়াবিনী যুক্ত।
বিজ্ঞতম কোন্ জন? মায়াবিনী-মুক্ত। ২৮
ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয় কিবা তার হেতু?
সংসার-সাগর মাঝে সাধুসঙ্গ-সেতু,—
নিষ্কাম সাত্ত্বিক দান সন্তোষ সকল,
আর পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান বিচার কেবল। ২৯
এ সংসারে কারা হন সাধু নামে উক্ত?
বীতরাগ গতমোহ ভগবদ্ ভক্ত। ৩০
যথার্থ কার্য্য কি?—ইষ্ট দেবের ভজন।
যথার্থ জীবন কিবা?—পবিত্র জীবন। ৩১
যথার্থ বিদ্যা কি?—যাহে পায় ব্রহ্মধন,
যথার্থ বোধ কি?—যাহা মুক্তির কারণ। ৩২
যথার্থ লাভ কি?—যাতে আত্মজ্ঞানোদয়,
বিশ্বজয় কার?—যার মনোরাজ্য জয়। ৩৩

বিষম জ্বর কি? চিন্তা জ্বর। কে মূর্খ? বিচারবিহীন নর॥
শূর হতে শূর জগতে কেবা? কাম বশীভূত হয় না যেবা।
ধীর শান্ত প্রাজ্ঞ কাহাকে কহে? যে নারী-কটাক্ষে মোহিত নহে।
বিষের বিষ কি? বিষয়-রস। সদা দুঃখী কেবা? বিষয়-বশ।

ধন্য কেবা?—যার পরচিত্ত-ধ্যান।
পূজ্য কেবা?—যার আত্মতত্ত্বে জ্ঞান। ৩৮

জ্ঞানীর কি করা উচিত নয়? যাতে পাপ তাপ সমস্ত হয়।
জ্ঞানীর কর্ত্তব্য কি আছে আর? সদা শাস্ত্র পাঠ ধর্ম্মাচার।
কিবা সে অসারসংসার-মূল? "আমার আমার"—মায়ার ভুল॥ ৪১

শৃঙ্খল কোথায়? কামিনী-গাত্র। মহাব্রত কিবা? দীনতা মাত্র॥
ঘরের মধ্যে পশুটা কই? বিদ্যা-বিহীন লোক্‌টা ওই॥
থাকিবেনা কার সঙ্গে কহ? মূর্খ পাপী খল নীচের সহ॥

মুক্তি চাই—কি কর্ত্তব্য সত্বর তখন?
সাধুসঙ্গ হরিভক্তি মায়া-বিসর্জ্জন। ৪৫
নীচতার মূল কোথা?—পরমুখ চাওয়া।
উচ্চতার মূল কোথা?—স্বাবলম্বী হওয়া। ৪৬
সত্য জন্ম কার?—নাই পুনর্জ্জন্ম যার।
সত্য মৃত্যু কার?—যার মৃত্যু নাই আর। ৪৭

বোবা কেবা? যেবা বলেনা কোথা, যোগ্য কালের যোগ্য কথা॥
জগতে যথার্থ বধির কেবা? সত্য হিত কথা শুনেনা যেবা॥
কাহাকে বিশ্বাস করাই ভুল? অজিত-ইন্দ্রিয়া কামিনী কুল॥
এক তত্ত্ব কিবা?—অদ্বৈত বুদ্ধি। নরে কি উত্তম?—চরিত্র শুদ্ধি॥
কোন্ কর্ম্মে কিছু শোচনা নাই? পরাৎপরের পূজাই তাই॥
অতি বড় শত্রু আছে ক' জনা? কাম ক্রোধ লোভ প্রবঞ্চনা॥
বিষয়ে পূরণ হয় না কার? কাম ক্রোধ লোভ মিথ্যাচার॥
কিবা সে নিখিল দুঃখের মূল? মম মম—এই মমতা-ভুল॥
মুখ-শোভা কি বা?—শাস্ত্র-ভাষ। সত্য কি বা? জীব-অশিব-নাশ॥
কি ত্যাগ করিলে ঘুচিবে দুখ্? মায়া-মোহ-খনি কামিনী-সুখ॥
দানের মধ্যে কি শ্রেষ্ঠ দান? ভব-ভয়ে চির অভয় দান॥
হৃদে করি বাস, কে করে বিনাশ? আপন মনের মোহ;
ত্রিজগতে আর, ভয় নাই কার? মমতা-মুক্ত দেহ।
শোক-দুঃখ-কারী সুখ শান্তি-হারী, সর্ব্বোপরি শল্য কিবা?
মূর্খতা আপন, যাতে জীবগণ, দুঃখ পায় নিশি দিবা।

কে কে মাননীয়, আর পূজনীয়, ভক্তির স্থানীয় কারা ?
নিজ গুরুজন, সাধু বিপ্রগণ, আর হন বৃদ্ধ যাঁরা।
এসেছে কৃতান্ত, হতেছে প্রাণান্ত, নিতান্ত আর কি করি ?
শমন-দমন, শ্রীহরি চরণ, ভাব প্রাণ-মন ভরি।
দস্যু কারা খ্যাত ? কুবাসনা যত ; সভাতে মরণ কার ?
ওই বিদ্যাহীন, ম্লান চির দিন, সভায় মরণ তার!
জননীর মত, জগতে কি খ্যাত ?—আত্মবিদ্যা শান্তিময়ী।
দানে বৃদ্ধি কি বা, হয় নিশি দিবা ? সুবিদ্যা জগৎ-জয়ী।

কোথায় কোথায় ভয় সতত করিতে হয় ?
লোক-অপবাদে আর সংসার-কাননে।
এ ভবে বান্ধব কেবা ? বিপদে সহায় যেবা।
পিতা কে ? পালন যিনি করেন যতনে। ৬৫
কি জানিলে এ সংসারে জানা শেষ একেবারে ?
সুপ্রশান্ত পরব্রহ্ম সুখের নিধান।
বিশেষ জানিলে কার সর্ব্ববিশ্ব জানা যায় ?
সর্ব্বময় পূর্ণব্রহ্ম—আমাদের প্রাণ। ৬৬
সংসারে দুর্লভ কিবা ?—সাধুসঙ্গ নিশি দিবা,
সৎগুরু, আত্মবোধ, ত্যাগ, ব্রহ্মজ্ঞান ;
কাহাকে পারে না কেহ, জয় করিবারে কহ ?
কামিনী-কামনা যাহা জীব অনুধ্যান। ৬৭
পশু হতে পশু কেবা ? স্বধর্ম্ম করে না যেবা,
সর্ব্বশাস্ত্র পড়িয়া যে আত্মজ্ঞান হীন।
সুধা সম বিষ কই ? কামবদ্ধ নারী ওই,
যাতে চির মুগ্ধ নর দগ্ধ নিশি দিন। ৬৮

হায় রে মিত্রের ভাবে মহাশত্রু কারা ভবে ?
মায়া মমতায় যদি দারা পুত্র ধন।
কিবা বিদ্যুতের মত, বোধ উচ্চারণে হত ?
জগতের ধন জন, জীবন যৌবন। ৬৯
শ্রেষ্ঠ দান কাকে বলে ? সুপাত্রে প্রদত্ত হলে।
প্রাণান্তে কি করিবে না, ছাড়িবে না আর ?
প্রাণান্তেও কোন জনা অধর্ম্মটি করিবে না,
ছাড়িবে না প্রাণান্তেও ধর্ম্ম আপনার। ৭০
কাহারে বা বলে 'কর্ম্ম' কহ গুরু তার মর্ম্ম ?
যাতে হয় আদিনাথ ঈশ্বরের প্রীতি।
কহ গুরু সর্ব্বদাই কোথায় বিশ্বাস নাই ?
সংসার-সমুদ্রে মগ্ন, পদে পদে ভীতি। ৭১
সংসার সমুদ্রে ভাসি জীবকুল দিবানিশি,
কি চিন্তা করিবে গুরু—কোন চিন্তা সার ?
শুদ্ধ চিত্ত স্থির করি ভাব দিবা বিভাবরী
সংসার-মিথ্যাত্ব, আত্ম তত্ত্ব আপনার। ৭২
পাঠ কি শ্রবণ করি প্রশ্নোত্তর ভাবধারী,
মণি-রত্ন-মালা নাম গ্রন্থ নিরমল,
ঘুচিবে জগৎ ভ্রম, শ্রীহরি-কীর্ত্তন সম
শুনিয়া নাচিবে হর্ষে পণ্ডিত সকল। ৭৩

ইতি মণিরত্নমালা সমাপ্তা।

কি আছে রাজাধিরাজ, তোমারে দিবার মত ?
প্রার্থনা—দীর্ঘায়ু হও, স্বদেশের হিতে রত।
শ্যাম-অঙ্গ বঙ্গ-হ্রদে, বর্দ্ধমান-কোকনদে
নৃত্য কর বর্দ্ধমান তরুণ তপন।
ধরিত্রী-শাসন তরে ধর এ "মোহ মুদ্গরে"
অভিষেক-উপহার করিনু অর্পণ।

মোহ-মুদ্গার।

ছাড় ছাড় ওরে মূঢ়, ধনলাভ-তৃষ্ণা,
নির্ব্বোধ, মানসে কর বিষয়-বিতৃষ্ণা।
সহজে স্বকর্ম্ম-ফলে যাহা উপার্জ্জন,
তাহে কর নিত্য নিজ চিত্ত-বিনোদন। ১
অর্থই অনর্থ-মূল—ভাব মনে নিত্য,
নাই তাতে সুখলেশ—এই সার সত্য।
ধনীদের সন্তানেও হয় ভয়-ক্লেশ,
সর্ব্বত্রই আছে এই মহা উপদেশ। ২
কেবা তব দারা আর কেবা তব পুত্র ?
সংসার মায়ার চিত্র বড়ই বিচিত্র!
কেবা তুমি ? কোথা হতে এসেছ হেথায় ?
ভাব নিত্য সেই তত্ত্ব অনিত্য ধরায়। ৩
নিত্য সত্য আত্মতত্ত্ব ভাব অনিবার,
অস্থায়ী ধনের চিন্তা বৃথা কেন আর ?

ওই দেখ, সর্ব্বজন শোক-সন্তাপিত,
জরা-মৃত্যু-রোগ-ভোগ বিষে জর্জ্জরিত। ৪
ধন-জন-যৌবনের গর্ব্বে কিবা ফল?
নিমেষে নিঃশেষ কাল করিবে সকল!
মানসে মায়ার বিষে করিয়া নিঃশেষ,
ব্রহ্মপদ জানি শীঘ্র করয়ে প্রবেশ। ৫
কাম ক্রোধ লোভ মোহ করি পরিহার
কে আমি? কেবল ভবে ভাব অনিবার
মায়া-মত্ত যত মূঢ় আত্মতত্ত্ব-হীন
ভূলোকে নরকে পড়ি পচে চিরদিন। ৬
ছেলে বেলা ধূলা-খেলা পরে মায়া-জাল,
যৌবনে যুবতি-সঙ্গে রঙ্গে কাটে কাল,
বৃদ্ধ কাল যায় হায় চিন্তায় চিন্তায়,
কে দেখে রে নিত্যব্রহ্মে অনিত্য ধরায়! ৭
দিবা-নিশি প্রাতঃ সন্ধ্যা শিশির বসন্ত,
আসে যায় পুনঃ পুনঃ নাহি তার অন্ত—
কালের খেলায় পড়ি পরমায়ু যায়,
তথাপি আশার নেশা ছুটিছে না হায়! ৮
দেহ জরা জীর্ণ শেষ, শ্বেত বর্ণ পক্ক কেশ,
দন্তহীন বিকৃত বদন!
কি শোভা!—শিথিল করে, যষ্টি কাঁপে থরথরে,
তবু তার দুরাশা তখন। ৯
উপার্জ্জনে শক্তি যার, বশে তার এ সংসার,
অর্জ্জনে অক্ষম চলে নাবে.

হেরি জীর্ণ দেহ তার, জিজ্ঞাসা না করে আর
পরিবার আপনার ঘরে ॥ ১০

পদ্মপত্রে জল যথা জীবের জীবন তথা,
টলমল দিবস রজনী,
ক্ষণ কাল মনোরঙ্গে, থাকি শুধু সাধুসঙ্গে,
পাই ভব তরঙ্গে তরণী। ১১

জন্মিলে মরণ হয় তখনো নিষ্কৃতি নয়,
যেতে হয় জননী জঠরে;—
সংসারে এ মহাদোষ, মানব, তব সন্তোষ
ভবে আহা হবে কি প্রকারে? ১২

ওই শ্রেষ্ঠ অষ্টাচল সপ্ত সমুদ্রের জল
ব্রহ্মা ইন্দ্র সূর্য্য রুদ্রগণ
তুমি আমি এ সংসার মায়াময় কি অসার!
এর জন্য দুঃখ কি কারণ? ১৩

দেব গৃহে অবস্থান তরু তলে বাসস্থান
ভূমি শয্যা, চর্ম্মবাস পরে,
ভোগ বাঞ্ছা পরিহার—এ হেন বৈরাগ্য আর
চির সুখী কাহারে না করে? ১৪

শত্রু মিত্র পুত্র বন্ধে সমরে বা সন্ধি তরে
যত্নে কেন মমতা বাড়াও?
সম জ্ঞানে সম ভাবে সর্ব্বত্র থাক এ ভবে
আহা যদি বিষ্ণুপদ চাও। ১৫

তোমাতে আমাতে ওই এক বিষ্ণু সর্ব্বত্রই,
মিছে মিছে ক্রোধ কেন অত?

আপনিই আপনাতে বিশ্ব দেখ আনন্দেতে,
ছাড় ছাড় ভেদ বুদ্ধি যত! ১৬
ষোড়শ কবিতা ছন্দে কহিনু পরমানন্দে
শিক্ষার্থীরে রত্ন উপদেশ,
যে অমৃত জ্ঞানোদয় এতেও যদি না হয়,
আর কিসে হবে রে বিশেষ! ১৭
ইতি মোহমুদ্গর সমাপ্ত।

অষ্টাবক্রে মধুচক্র।

মধুদান।

শ্রীমদষ্টাবক্রে, নিত্য মধুচক্রে, প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে শুধু
অমরতা দিতে, এই অবনীতে, প্রকৃষ্ট প্রবোধ-মধু!
বর্দ্ধমান মাঝে, সাহিত্য-সরোজে, মধুপ রাজেন্দ্র জানি,
অভিষেকে তাঁরে, আস্বাদন তরে, এ মধু দিলাম আনি।

অষ্টাবক্র মধুচক্র।

রাজা জনক জিজ্ঞাসা করিলেন—

কহ প্রভু কৃপাময়, কি প্রকারে জ্ঞান হয়,
মুক্তিলাভ করিব কেমনে?
বিষয়ে বৈরাগ্য পাব কেমনে কহ তা প্রভো,
গুরুদেব মিনতি চরণে।

মহর্ষি অষ্টাবক্র কহিলেন,—

বৎস, যদি মুক্তি চাও, বিষয় ছাড়িয়া দেও,
বিষয় বিষের পানে চাহিওনা আর,
ক্ষমা দয়া সরলতা সত্য আর সন্তুষ্টতা,
অমৃতের তুল্য জানি সেবা কর তার। প্রকরণ ১।১ শ্লোক
পৃথিবী সলিল আর, নহ কিছু তুমি তার,
অনল অনিল তুমি নহ কদাচন,
এ সবের সাক্ষীরূপ একমাত্র চিৎস্বরূপ
পরমাত্মাকেই জান মুক্তির কারণ। প্র ১২ শ্লোক।
দেহকে পৃথক ধরি চিত্তেই বিশ্রাম করি
অবস্থান কর যদি স্থির করি মন,
এখনি ঘুচিবে শ্রান্তি, এখনি পাইবে শান্তি,
সুখী হবে, দূরে যাবে এ ভব বন্ধন। ১।৩
জাতি বর্ণ নাহি তব আশ্রমও অসম্ভব,
চক্ষুর গোচর তুমি কখনও নও,
তুমি যে বাসনা হীন নিরাকার চিরদিন—
সংসারের সাক্ষী হয়ে চিরসুখী হও। ১।৪
সুখ দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম,— সকলি মনের কর্ম্ম,
এ সবের কিছুমাত্র তোমাতে ত নাই,
না তুমি কর্ম্মের কর্ত্তা, না তুমি সংসার ভোক্তা!
সকলের মাঝে মুক্ত নির্লিপ্ত সদাই। ১।৫
"আমি কর্ত্তা" এই ভ্রম মহা কাল-সর্প সম
দংশেছে তোমায় তার মহৌষধ লও,—

সংসারে সুখের বার্ত্তা— "আমি কভু নহে কর্ত্তা"
এ বিশ্বাস সুধা পানে চিরসুখী হও। ১।৭

"নিত্যশুদ্ধ বোধ মাত্র আমি যে ইহ পরব্রহ্ম"
এ নিশ্চয়-জ্ঞানানল যত্নে জ্বালি লও,
অজ্ঞানে আগুন দিয়া জরা মৃত্যু পুড়াইয়া,
রে মানব চিরদুঃখী, চিরসুখী হও। ১।৮

"আমি মুক্ত" অভিমানে মুক্তি জাগে জীব-প্রাণে,
'বদ্ধ' অভিমানে জীব থাকে বন্ধনেই,
যাহার যেমন মতি, তাহার তেমন গতি,—
অসার সংসার মাঝে সার সত্য এই। ১।১০

সাক্ষীরূপ আত্মা বিভু পূর্ণ—বদ্ধ নহে কভু,
এক মাত্র, চিৎস্বরূপ, সর্ব্ব ক্রিয়াতীত।
অসঙ্গ নিস্পৃহ শান্ত, হেন বিভু হয়ে ভ্রান্ত,
সংসারে সংসারী সেজে, ভ্রমে উপনীত। ১।১১

হে পুত্র সংসারে এসে দেহ-অভিমান-পাশে,
সদা বদ্ধ।—মোহ মুগ্ধ কেন আর রও?
"শুদ্ধ বোধ" মাত্র 'আমি'।—এই জ্ঞান-খড়্গে তুমি,
দেহ-অভিমান কাটি চিরসুখী হও। ১।১৩

তোমাতেই বিশ্ব ব্যাপ্ত, তোমাতেই ওতপ্রোত,
তোমাতেই সুনিহিত সমস্ত সংসার,
তুমি যে প্রশুদ্ধ নিত্য তুমি যে প্রবুদ্ধ সত্য,
ভব-ভীত ক্ষুদ্র চিত্ত হ'ওনারে আর। ১।১৫

নিরপেক্ষ নির্ব্বিকার হওরে নির্ভর আর
হও সুশীতল-প্রাণ চির শান্তিময়,

রোগ নাই শোক নাই লোভ নাই ক্ষোভ নাই,
অবাধে অগাধ বুদ্ধি চিদানন্দ ময়! ১১৬

হায়রে আমি যে নিত্য,— নিত্য যে ত্রিগুণাতীত,
শুদ্ধ শান্ত সত্যবোধ নিত্য নিরঞ্জন!
এত কাল বিড়ম্বিত মায়া মোহে বিমোহিত!
অমানিশা-অন্ধকারে দেখেছি স্বপন! ২।১

হায়রে শরীর সহ এই মহা বিশ্ব-মোহ
শ্রান্তি ক্লান্তি জীব-ভ্রান্তি করি পরিহার,
এবে কর্ম্ম-সুকৌশলে আত্মযোগ-বুদ্ধিবলে
দেখি মহাসত্ত্বা—পরমাত্মা আপনার! ২।৩

তরঙ্গ বুদ্‌বুদ্‌ আর ফেনরাশি স্তূপাকার
বারি হ'তে বিনির্গত—বারি ভিন্ন নয়,
এই বিশ্ব সেই মত আত্মা হ'তে বিনির্গত!
আত্মা ছাড়ি নাই কিছু—আত্মা বিশ্বময়! ২।৪

বস্ত্র মাত্রে এ ধরায় সূত্র মাত্র আছে তায়,
বুনে মাত্র তন্তুবায় ইচ্ছা অনুসারে,
এই বিশ্ব সেই মত আত্মসূত্রে বিনির্ম্মিত,
গঠিছে বিকৃত মন প্রাকৃত আকারে! ২।৫

ইক্ষুরসে মিষ্ট অতি শর্করায় অবস্থিতি,
অণুতে অণুতে ব্যাপ্ত অবিচ্ছেদে রয়,
সেরূপ হইয়া লিপ্ত এ বিশ্ব আমাতে ব্যাপ্ত,
নিখিল জগতে কিছু আমা ভিন্ন নয়। ২৬

অজ্ঞানের কুহেলিকা এ বিশ্ব সংসারে মাখা,
অজ্ঞানে বিকৃত বিশ্ব আমাতেই ভাসে;

ঝিনুকে রজত-ধ্যান, রজ্জুতে সর্পের জ্ঞান,
মরীচিকা মাঝে যেন সরোবর হাসে। ২।৯
জলেতে তরঙ্গ ভাসে, জলে যথা মেশে শেষে,
স্বর্ণ অলঙ্কার যথা স্বর্ণে পরিণত,—
আমা হ'তে বিশ্ব হয় আমাতেই হয় লয়,
মাটিতে মিশায় যথা কুম্ভ শত শত। ২।১০
ব্রহ্মা আদি মরিলেও কোটী বিশ্ব বিনাশেও
যার বিনাশের কভু সম্ভব না হেরি,
অহো কি কহিব আর!—কভু ধ্বংশ নাহি যার,
এ হেন আমাকে আমি নমস্কার করি। ২।১১
হইয়াও দেহবান্ আমি এক মহাপ্রাণ,
আত্মরূপে ব্যাপি আছি এ বিশ্ব সংসার!
কোথাও ত যাই নাই, কোথা হতে আসি নাই,—
এ হেন আমাকে আমি করি নমস্কার! ২।১২
আমার বলিতে আর কিছুমাত্র নাই যার,
অথবা নয়ন মন বচনে যা ধরি,
যাহা কিছু এ সংসারে সবি যার অধিকারে,
এ হেন আমাকে আমি নমস্কার করি! ২।১৪
'জানা' বা কি? জানিব কি? জানিবে কে বল দেখি?
জানাজানি নাহি কিছু!—অজ্ঞান কারণ
দেখায় যে জানাজানি, সেটী আমি নাহি জানি,
বিশ্বরূপে আমি সেথা নিত্য নিরঞ্জন! ২।১৫
এ দেহ ত আমি নয়! আমার কি দেহ হয়?
জীব নই, শিব হই, চিন্ময় কেবল!

"জীবনে মমতা মম" এইটী বিষম ভ্রম,—
গলায় দিয়াছি আঁটি কঠিন শৃঙ্খল! ২।২২
আমার অন্তর হায়, অনন্ত জলধি প্রায়,
চিত্তবায়ু যোগে নিত্য হিল্লোলে হিল্লোলে,
আন্দোলিত করি তারে, উঠিছে সে পারাবারে
প্রবল ঝটিকাবর্ত্ত জগৎ-কল্লোলে! ২২৩
জীবন-জলধি-জলে চিত্তবায়ু সুকৌশলে
ক্ষান্ত হ'লে শান্ত হয় অন্তর-সাগর;
জীব যে বাণিজ্য-কারী, ভাগ্যদোষে আহা মরি,
জগৎ-বাণিজ্য-তরী নিতান্ত নশ্বর! ২।২৪
আমার এ মহার্ণবে উঠিছে ভীষণ রবে
অহো, কি আশ্চর্য্য জীব-তরঙ্গ প্রবল,
স্বভাবতঃ আসি রঙ্গে পশিছে জলধি অঙ্গে,
উঠিছে খেলিছে, ঢলি পড়িছে কেবল! ২।২৫
অবিনাশী নিত্য আত্মা, অদ্বিতীয় পরমাত্মা,
তত্ত্বে তত্ত্বে সুধাময়—সত্য জানি অতি,
সুধীর, তোমার হেন আর বা হইবে কেন
ধন জন উপার্জ্জনে বৃথা মতি গতি! ৩।১
বিশুদ্ধ চৈতন্য সত্তা পরম সুন্দর আত্মা—
জানিয়া শুনিয়া জীব তথাপি কেমন
কামনায় ক্ষিপ্তপ্রায়, কলুষিত করে হায়
কালিমায়, নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রমা-বদন! ৩।৪
অদ্বৈত জ্ঞানেতে মন করিয়াও সংস্থাপন
মোক্ষ অভিলাষী জীব কেমন আবার,

বিহ্বল কামের বশে, করে শেষে অনায়াসে
অদম্য সে কাম্য ক্রীড়া—আশ্চর্য্য ব্যাপার! ৩।৬

বিশ্বব্যাপী নিজ আত্মা,— দেখিছেন যে মহাত্মা,
তাঁর কার্য্যাকার্য্যের বা কে করে বিচার?
যে ইচ্ছা যখন আসে, করেন তা অনায়াসে,
নিষেধ করিতে তাঁরে সাধ্য আছে কার? ৪।৪

তেজঃ বায়ু ক্ষিতি জল, মাঝে বস্তু যে সকল—
আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত, সর্ব্ব বিষয়েতে
ব্যোম-প্রাণ জ্ঞানী গণ করিতে সমর্থ হন
গ্রহণ বা বিসর্জ্জন ইচ্ছা অনিচ্ছাতে! ৪।৫

অহো দেখিছ না তুমি চিন্ময় পুরুষ আমি,
মায়া-ইন্দ্রজালে বিশ্ব রয়েছে ভুলিয়া!
কি আছে আমার হেয়! কি আছে বা উপাদেয়!
অন্ধেরাই দ্বন্দ্ব করে ভাল মন্দ নিয়া! ৭।৫

কেবল ত্রিদিন কাল স্বপে দেখ ইন্দ্রজাল—
প্রবঞ্চক এ সংসার মিথ্যা ভান করে!
স্বজন বান্ধব মিত্র ধন ধান্য-কৃষিক্ষেত্র,
স্ত্রীপুত্র সম্পদ মাত্র মুহূর্ত্তের তরে! ১০।২

অত্যন্ত বাসনা যেই ভবের বন্ধন সেই,
বাসনা বিনাশ হলে মোক্ষ তার নাম!
আসক্তি ছাড়িলে সত্য অমনি ডুবিবে চিত্ত
সন্তোষ-সুধার সিন্ধু মাঝে অবিরাম! ১০।৪

বৃথা অর্থ কামনায় কি ফল ফলিবে হায়?
লোক-ধর্ম্মে পুণ্য-কর্ম্মে ঘুচিবে না শ্রান্তি!

এ ঘোর সংসারে তাই মনের বিশ্রাম নাই!—
আত্মজ্ঞানে অনন্তের নিত্য সুখশান্তি! ১০।৭

কায় মনো বাক্যে আর জন্মে জন্মে কত বার
দুঃখ-হাহাকার পূর্ণ কর্ম্মে রবে ভুলি!
হায়রে এখনো তাই ভুগিছ, বিশ্রাম নাই,—
অহো, নিত্য আত্মসুখে দিয়া জলাঞ্জলি! ১০।৮

"চিন্তাই" দুঃখের হেতু, "নিশ্চিন্তা" সুখের সেতু,
নিশ্চয়—অন্যথা নয়, দৃঢ় জানি লও,
তাই হ'য়ে চিন্তাহীন, ক্ষান্ত হও চিরদিন,
শান্ত হয়ে ভ্রান্ত জীব চিরসুখী হও। ১১।৫

দেহে হল কত ক্লেশ বাক্যে তর্ক নাহি শেষ,
মনে চিন্তা অবশেষ—ক্লেশে তনু ক্ষয়!
পরে আত্ম জ্ঞান পেয়ে, এবে দেখ আছি হয়ে,
নিশ্চিন্ত নির্ম্মল শুদ্ধ চিরানন্দ ময়! ১২।১

আশ্রম বা অনাশ্রম সকলি মনের ভ্রম;
এটি চাই. সেটি নাই, ওটি ছেড়ে বাঁচি—
এ সব কল্পনা মাত্র! পেয়ে আত্মজ্ঞান সূত্র
চিদানন্দে চির স্থির ধীর হয়ে আছি! ১২ ৫

কায় ক্লেশে কভু ক্ষোভ, কভু বা জিহ্বার লোভ,
কভু হয় মনোদুঃখ—কহিতে সরম!
এ সকল পরিহরি পরম পুরুষে ধরি,
রয়েছি পরম সুখে—সুখের চরম। ১৩।২

কার বা বিষয় ধন? কার মিত্র শত্রুগণ?
কিম্বা শাস্ত্র, কি বিজ্ঞান? কিছুই না চাই!

ওকি কথা কহ তুমি ?— নিষ্কাম নিস্পৃহ আমি,
আমার বলিতে আর কিছুই ত নাই। ১৪।২
করিয়া ঈশ্বর ধ্যান, লভি পরমাত্ম জ্ঞান,
পরম পুরুষে জানি অশেষ বিশেষ,—
কিবা বন্ধ কিবা মোক্ষ, নৈরাশ্যেও নাহি লক্ষ্য,
মুক্তির তরেও নাই ভাবনার লেশ। ১৪।৩
অন্তরে বাসনা শূন্য, হইয়া হয়েছি ধন্য,
সচ্ছন্দে পরমানন্দে বাহিরে বিহার,—
এ ভাবে এ ভবে আসা, এ হেন বিচিত্র দশা
যার হয় সেই জানে!—অপূর্ব্ব ব্যাপার! ১৪।৪
যথা তথা অনায়াসে, যে সে এক উপদেশে
যথার্থ কৃতার্থ হন, সাত্ত্বিক সুজন;
সমস্ত পৃথিবী নিয়া, আজীবন জিজ্ঞাসিয়া,
সন্দিগ্ধ বিমুগ্ধ তবু সত্ত্বহীন মন! ১৫।১
এ দেহ কল্পান্ত থাক, অথবা আজই যাক্‌,
থাক্‌—যাক্‌ ক্ষতি বৃদ্ধি তাতে কি তোমার?
অজর অমর নিত্য তুমি যে চিন্ময় সত্য!—
লাভালাভ ক্ষতি বৃদ্ধি হবে বল কার? ১৫।১০
এক মাত্র সে চৈতন্য ব্রহ্মরূপে পরিপূর্ণ—
তাই ছিল, তাই আছে, থাকিবেও তাই।
কৃতার্থ হইয়া তুমি সুখে দেখ ব্রহ্মভূমি,—
কি আনন্দ! তোমার ত বন্ধ মোক্ষ নাই! ১৫।১৮
মোক্ষ পাব বলি যার মনে অভিমান সার—
রয়েছে দেহের প্রতি মমতাও বেশ।

কোথায় বা তার জ্ঞান ? কোথায় বা যোগ ধ্যান ?
কেবল সে দুঃখ ভাগী,—দুর্গতির শেষ ! ১৬।১০
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সাক্ষাতে দিলেও বর—
বসি বসি কহিলেও শত উপদেশ,
না গেলে বাসনা ভ্রান্তি কভু ঘুচিবেনা শ্রান্তি,
কখনো পাবেনা স্বাস্থ্য—সুখশান্তি লেশ ! ১৬।১১
বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাক্, যা আছে বা তাই থাক্,—
বিনাশে বাসনা নাই, দ্বেষ নাই ভবে,
যা আছে তাতেই হৃষ্ট,— খেয়ে প'রে পরিতুষ্ট,
সচ্ছন্দে থাকেন সুখে, ধন্য সাধু সবে। ১৭।৭
রমণীর রূপরাশি, অথবা সাক্ষাত আ'সি
মূর্তিমান্ মৃত্যু যদি সম্মুখে দাঁড়ায়,
বিহ্বল করিতে নারে— টলাইতে নাহি পারে
সদা সুস্থ ব্রহ্মে যুক্ত, মোহমুক্ত তাঁয়। ১৭।১৪
সুখে দুঃখে সম সুখী, নরনারী সম দেখি,
বিপদে সম্পদে সুস্থ ধীর সর্ব্বদাই,
যা কিছু জগৎ-সৃষ্টি সকলে সমান দৃষ্টি,
উত্তমে অধমে তাঁর ভিন্ন ভাব নাই ! ১৭।১৫
মায়া শূন্য চির দিন বিষয়ে বাসনা হীন,
দারা সুতে নাই আর স্নেহের বন্ধন !
শরীর-চিন্তাও নাই আশাশূন্য সর্ব্বদাই,—
কিবা শোভা পান সাধু বিশ্ব বিমোহন ! ১৮৮৪
কিবা ধর্ম্ম অর্থ কাম ? কিবা সে মোক্ষের নাম ?
দ্বৈত ও অদ্বৈত জ্ঞান ছাড়ি নিশি দিবা,

আপন মাহাত্ম্য জানি স্বপদে আছি যে আমি,
এ হেন আমার আর দ্বৈতাদ্বৈত কিবা? ১৯।২
কি হবে ত্রিবর্গ কথা? যোগ কথা বলা বৃথা!
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ কেবা আর চায়?
আত্মায় বিশ্রাম যার এ হেন আমার আর
কি হবে রে বৃথা জ্ঞান বিজ্ঞান কথায়! ১৯।৮
মায়া বা কি? কি সংসার? প্রীতি বা বিরতি কার?
লভিয়াছি চিরশান্তি—"আনন্দ কেবল"।
জীব বা কি? ব্রহ্ম বা কি? সকলি সমান দেখি,
দ্বন্দহীন হয়ে আমি সর্ব্বদা নির্ম্মল। ২০।১১
কিবা শাস্ত্র কিবা শিক্ষা, কিবা গুরু কিবা দীক্ষা?
কারে বলে মোক্ষ মুক্তি জীব-জগতের?—
আমার উপাধি যত, সকলি সমাধি-গত,
পূর্ণানন্দে পূর্ণশান্তি শিব-স্বরূপের! ২০।১৩
ইতি—শ্রীঅষ্টাবক্র-সারসংগ্রহ।

শ্রীহস্তামলক।

শ্রীহস্তামলক যোগী ছিলেন, পরে এক পবিত্র ব্রাহ্মণের আশ্রমে জন্ম গ্রহণ করেন; কিন্তু অনেক দিন পর্য্যন্ত কথা বলিতে পারিতেন না। শঙ্করাচার্য্য ঐ আশ্রমে উপস্থিত হইয়া, শিশুর নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিলেন। শিশু যে পরিচয় কহিলেন, তাহাই এই ক্ষুদ্র পুস্তকে লিখিত আছে। আমি যখন সংসারাশ্রমে মায়া-পঙ্কের মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাই, ও "ত্রাহি মধুসূদন" "ত্রাহি

মধুসূদন" করি, তখন এক দিন শ্রীহস্তামলক হস্তে পড়িলেন। উহা পাঠ করিয়া, মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ যেমন দীপ্তি পায়, সেইরূপ আমার মায়া-মেঘাচ্ছন্ন চিদাকাশে একটী মহাস্মৃতির বিদ্যুৎ প্রজ্বলিত হইল,—তখনই দেখিলাম যে, সেই হস্তামলক শিশুই "আমি"! এখন ইচ্ছা এই যে—

থাক্ থাক্ এ বিদ্যুৎ দিবস যামিনী
চিদাকাশে হয়ে থাক স্থির সৌদামিনী।
ঋষি-হস্তে মহাবস্তু 'হস্ত-আমলক'
কার হস্তে দিব আমি এ ক্ষুদ্র পুস্তক ?
ধর্ম্ম অর্থ কাম ফল ত্রিফল-শ্রেষ্ঠ যে ফল,
কুড়ায় যা তপোবনে তপস্বী-বালক,
বর্দ্ধমান দিবাকর— বরাভয়-প্রদ কর
ধরুন এ সুধাকর 'হস্ত-আমলক'।

রাজ্যাভিষেক—উপহার।

রাজেন্দ্র-কিরীট জানি "চন্দ্রচূড়-চূড়া" আনি,
'তপোবন' মাঝে আমি দিনু রাজশিরে,
শ্যাম-অঙ্গ বঙ্গ-হ্রদে, বর্দ্ধমান-কোকনদে,
রাজ সিংহাসন পাতি, বসাইনু ধীরে।
দিলাম "মোহ-মুদ্গরে" রাজদণ্ড রাজ-করে,
শাসিতে, নাশিতে ভব-ত্রিতাপের জ্বালা,
কৌস্তুভ-মণির ভাতি বৈজয়ন্তী হার গাঁথি,
দোলাইনু রাজগলে "মণিরত্ন-মালা"।
কি দিবে ব্রাহ্মণ দীন রাজ্যাভিষেকের দিন
রাজাধিরাজের করে, নিবারিতে ক্ষুধা ?

খুঁজি খুঁজি তপোবন, এনেছি অমূল্য ধন,
অষ্টাবক্র-মধুচক্র সুধাকর-সুধা।
কুবের ভাণ্ডারে যাই, মনোমত ধন নাই!
'তপোবনে' বনফল সম্বল আমার!
'হস্ত-আমলক'-ছলে ভবপার-সুসম্বলে
করতলে 'মোক্ষফল' দিলাম রাজার!
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, লাভালাভে নাই লক্ষ্য,—
লক্ষপতি-পক্ষ রাখা উপলক্ষ্য শুধু,
নিত্যা পরা প্রকৃতিরে হেরি ভাসি প্রেম নীরে,
ত্রিভুবন বৃন্দাবন—মধু মধু মধু!

নমস্কার।

'দ্বিতীয়' জানিয়া যাঁরে 'দ্বৈতবাদী' পূজা করে,
'একমেব অদ্বিতীয়' বলে পুনরায়,
দ্বিতীয় কি অদ্বিতীয়, ক্রমশঃ পরীক্ষণীয়,
হয়েছেন নির্ব্বিকারে যে জন ধরায়;
দ্বৈত ও অদ্বৈত বাদ নিজ নিজ বিসংবাদ
মীমাংসা করিল যাঁর পরশি চরণ,
দ্বৈত ও অদ্বৈত দ্বয়— দুই সত্য সমন্বয়
নিত্য হয় লাগি যাঁর করুণা-কিরণ;
থাকিয়া 'দ্বিতীয়' নামে 'অদ্বিতীয়' পরিণামে
হন যিনি—তন্ত্র মন্ত্র পুরাণেতে কহে,

দ্বৈত ও অদ্বৈত বাদ মধ্যে যিনি নির্ব্বিবাদ,
'দ্বিতীয়ও নহে কিংবা অদ্বিতীয় নহে ;
ক্ষান্ত হ'লে প্রাণ অপান, দ্বৈতাদ্বৈত সপ্রমাণ
সমাধিতে সমাধান হ'য়ে থাকে যাঁর,—
অদ্বৈত-জলধি অঙ্গে, জীবন-বায়ুর সঙ্গে,
দ্বৈত-তরঙ্গের বঙ্গে, করি নমস্কার।

শ্রীহস্তামলক।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—

কে তুমি কহত শিশু, কাহার সন্তান ?
কিবা নাম ? কোথা ধাম ? কোথায় প্রস্থান ?
সুস্পষ্ট উত্তরে কর সন্তুষ্ট আমায়,
বাড়িছে বড়ই প্রীতি নিরখি তোমায়। ১

শ্রীহস্তামলক-শিশু কহিলেন,—

আমিত মনুষ্য নহি, কহি সত্য কথা ;
যক্ষ রক্ষ নহি আমি, নহি ত দেবতা।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ত না হই,
গৃহস্থও নহি আমি, বনস্থও নই!
ভিখারী কি ব্রহ্মচারী ভাবিও না তুমি,
নিত্য সত্য অনুভব—"আত্মবোধ" আমি। ২
সংসার কার্য্যেতে সূর্য্য কারণ যেমন,
মন-প্রবৃত্তির যিনি সেরূপ কারণ,

সামাধি পাইল যাঁতে উপাধি সকল
গগনের ন্যায়, যিনি চেতনা কেবল,
আহা সে বিশুদ্ধ বুদ্ধি নিত্য-বর্ত্তমান
জ্ঞানরূপী আত্মা আমি—পূর্ণ মহাপ্রাণ। ৩

আগুনে উষ্ণতা প্রায় জ্ঞান থাকে যাঁতে,
অদ্বিতীয় অবিচল সর্ব্ব অবস্থাতে,
যাঁর পদাশ্রয়ে জড় ইন্দ্রিয় সকল
সতত নিরত থাকে স্বকার্য্যে কেবল,
আমি সেই সত্য বুদ্ধি শুদ্ধ জ্ঞানরাশি,
"নিত্য উপলব্ধি" রূপ আত্মা অবিনাশী। ৪

দর্পণে বদন-ছায়া স্পষ্ট দৃষ্ট হয়,
বদন ও ছায়া দুটি ভিন্ন বস্তু নয়।
পড়িলে আত্মার ছায়া বুদ্ধির উপর,
সেই ছায়া জীব নামে খ্যাত চরাচর।
জীব যা তা ছায়া মাত্র—জীব আমি নয়,
আমি সেই নিত্য সত্য আত্মা জ্ঞানময়। ৫

যেমন দর্পণ গেলে মুখ ছায়া যায়,
মুখ ভিন্ন আর কিছু না থাকে তথায়,
সেই রূপ সরে গেলে বুদ্ধির দর্পণ,
জীব-রূপী প্রতিবিম্ব করে পলায়ন!
যে জন আভাস হীন থাকেন কেবল,
আমি সে 'কেবল-জ্ঞান' আত্মা নিরমল! ৬

মন চক্ষু আদি হতে বিমুক্ত যে জন,
কিন্তু যে মনের মন, নেত্রের নয়ন,

চক্ষু কর্ণ নাসা চর্ম্ম মনোধর্ম্ম আর
বহু সাধনেও তত্ত্ব নাহি পায় যাঁর,
আমি সেই শুদ্ধ বুদ্ধি—অম্বুধি কেবল,
নিত্য উপলব্ধি রূপ সত্য সুবিমল। ৭
এক মাত্র যে চৈতন্য শুদ্ধ চিদাকাশে আসি,
উঠিছেন যথা কালে অগনা আপনি ভাসি,
নানা জলে সূর্য্যছায়া বিভিন্ন যেমন হয়,
নানা বুদ্ধি যোগে যিনি সেরূপ ভিন্নতা ময়,
আমি সেই মহাতত্ত্ব—নিত্য সত্য জ্ঞানরাশি,
একমাত্র মহাসত্তা—পরমাত্মা অবিনাশী। ৮
যেমন একটি মাত্র সূর্য্য হন সমুদিত,
করেন অনেক নেত্র এক কালে প্রকাশিত,
ক্রমে নহে—সর্ব্ব নেত্র একেবারে পরকাশ,
সেরূপ হইয়া যিনি এক মাত্র স্বপ্রকাশ,
করেন অনেক বুদ্ধি প্রস্ফুটিত নিরন্তর,
আমি সে সুন্দর সত্তা পরমাত্মা পরাৎপর। ৯
আদিত্য আলোক পেয়ে আঁখির আলোক হয়,
তাইতে নয়ন-জ্যোতিঃ যেমন ভূলোক ময়,
সেই রূপ হৃদে পেয়ে মহা জ্যোতিঃ সদা যাঁর,
প্রকাশেন মহাসূর্য্য জগজ্জ্যোতিঃ আপনার,
আমি সে, সূর্য্যের সূর্য্য মিহির-তিমির হারী,
নিত্য সত্য আত্মজ্ঞান—আদিত্য-প্রকাশকারী। ১০
নানা জলাশয় জলে,—চঞ্চল বা স্থিরতায়,
সবিতৃ মণ্ডল ছায়া নানা রূপ দেখা যায়,

সেই রূপ ছায়া রূপে একরূপী যেই জন,
বিবিধ বুদ্ধিতে পড়ি বিবিধ প্রকার হন,
আমি সেই এক মাত্র প্রাণ-সূত্র বর্ত্তমান,
চির সত্য আত্মবোধ—অবিরোধ মহাপ্রাণ। ১১
ঢাকিলে জলদ-জাল জগতের দৃষ্টি-পথ,
মূঢ় সবে ভাবে ভবে আবৃত আদিত্য-রথ!
অজ্ঞ নরে জ্ঞান করে প্রভাকরে প্রভাহীন,
সেই রূপ নিত্য মুক্ত হয়ে যিনি চির দিন
দেখান বদ্ধের ন্যায়, মলিন বুদ্ধিতে আসি,
আমি সে বিশুদ্ধ বুদ্ধি—আত্মবোধ অবিনাশী। ১২
অণুতে অণুতে যিনি অনুবিদ্ধ এ সংসারে,
এক মাত্র, যাঁর গাত্র পরশিতে কেহ নারে,
সর্ব্বদাই সর্ব্বব্যাপী বিমান সমান যিনি,
প্রশুদ্ধ প্রকাশ মাত্র,—আর কেহ নহে তিনি,
আমিই সে শুদ্ধবুদ্ধি—উপলব্ধি নিরমল,
নিত্য আত্মজ্ঞান রূপ শতদলে শতদল। ১৩
শুশুভ্র স্বভাব-স্বচ্ছ স্ফটিক-নির্ম্মল মণি
ভিন্ন-বস্তু ছায়া লাগি ভিন্ন বর্ণ ধরে জানি,
মলিন বুদ্ধির ছায়া লাগিয়া তোমার গায়,
সুশুভ্র স্ফটিক-অঙ্গ মলিন করেছে হায়।
ভূতলে চঞ্চল জলে, চন্দ্র যান গড়াগড়ি!—
গড়াগড়ি যাও, বিষ্ণু, বুদ্ধির চাঞ্চল্যে পড়ি! ১৪

শ্রীহস্তামলক সম্পূর্ণ।

ইতি অশোক-বন সমাপ্ত।

শ্রীশ্রী

নিত্য বৃন্দাবন।

[প্রকৃতির নিত্যলীলা]

প্রথম জ্যোতিঃ।

উক্তি-মুক্তামালা, দ্বিতীয় ভাগ, প্রেম-তত্ত্ব।

কৃষ্ণ তব নররূপী সাকার বিগ্রহ,
পূজি নাই কোন দিন করিয়া আগ্রহ!
নিরাকার ভাবিয়াছি বুঝি নাই সব,—
মানবের মাঝে এসে সেজেছ মানব!
নিত্য সত্য মূর্ত্তি তব ভাবি নাই কভু,
বেদান্তে দেখেছি মাত্র নির্ব্বিকার বিভু!
অমূর্ত্তির মাঝে মূর্ত্তি—ভুলেছিনু আমি,
আমার সে বালকত্ব ক্ষমা কর তুমি!

অরূপের রূপ রাশি—তুলনা কি দিব,
"মধুরং মধুরং বপুরস্ত বিভোঃ!" ১

সাধক অব্যক্ত ব্রহ্মে বহু ক্লেশে পায়,
বহু কষ্টে সেই নিষ্ঠা লাভ করা যায়। ২ (গীতা)

কেহ ব্রহ্ম-ভাবে রন নির্ব্বিকার নিরঞ্জন,—
সে ভাবের পরে উচ্চ ভাব নাই আর ;
কেহ বা প্রকৃতি সনে পর ব্রহ্ম সম্মিলনে,
উভয়েতে থাকি করে নিষ্কাম সংসার।
এ ভবে কুবুদ্ধি যারা "এক ব্রহ্মে" ভাবে তারা,—
জানেনা অদ্বৈত ব্রহ্ম অচিন্ত্য এ ভবে ;
"জীব" যদি নাহি রয়, "এক ব্রহ্ম" তবে হয়,
কিছুতে হবার নয় "কিছু" যদি রবে। (অষ্টাবক্র) ৩

পদের লালিত্যে আর ভাবের সাগরে,
গঠিত বিচিত্র পদে নানা অলঙ্কারে,—
এ হেন গ্রন্থেও যদি না থাকে কেবল
কৃষ্ণলীলা-সুপ্রসঙ্গ ভুবন-মঙ্গল,
সেই গ্রন্থ "কাকতীর্থ" কহে সব সাধু,
প্রাণ হীন দেহ যথা কাক-ভোগ্য শুধু!
ইতরে আস্বাদে সেই গ্রন্থ—মৃত দেহ,
ব্রহ্মেতে রমণ-শীল পরশে না কেহ! ৪
(ব্যাসের প্রতি নারদ বাক্য)

সাধুদের পাঠ্য সেই কাব্য মনোরম,
অতি অল্প কথা যার, ভাব সর্ব্বোত্তম। ৫

ব্রহ্ম জ্যোতিঃ হ'তেই কি কৃষ্ণ মূর্ত্তি হ'ল ?
তৈলাধার পাত্র কি সে পাত্রাধার তৈল !
জ্ঞান ভক্তি কেউ না হেয়—যখন যার যা উপাদেয় ॥ ৬

দেওয়ান কহেন এক বন্ধুবরে হেরি,—
আমিই ত রাজা দেখ রাজ কর্ম্ম করি !
শুনিয়া অমনি ভৃত্য কহে ডাকি প্রজা,—
রাজাত আমারি হাতে—আমিই ত রাজা !
সো'হং সো'হং বলি হইল প্রচার,
জ্বলন্ত অনলে ঘৃত পড়িল রাজার !
কঠোর শাসনে সোজা করিল সকল,—
ইতরে সো'হং-বাদে শাসন কেবল। ৭

ব্রহ্মচর্য্যের ভয়ে মরি—ব্রহ্মচর্য্যের বিচার করি !
এ ব্রহ্মজ্ঞান কেমন ধারা ?—ন্যাংটা হয়ে গয়না পরা। ৮

সুন্দর সহজ ভক্তি আগে ছিল ভাই,
ঘুরে ফিরে শ্রান্ত হয়ে ফিরে দেখি তাই
নারদ ঋষি ব্রহ্মজ্ঞান করি সমাধান,
ঘুরে ঘুরে গান ফিরে হরি গুণ গান ! ৯

ভব রঙ্গালয়ে এসে সেজেছ মানব বেশে,
"অহং ব্রহ্ম" ব'ল নাহে নবীন ভাবুক,
হনু সেজে বল্যে কভু "হনু নই মুই হরিবাবু"
আড়ালে ম্যানেজার বাবু মারবে চাবুক। ১০

প্রেমেতে শোভিত বৃক্ষ ফলে ও ফুলে,
বেদান্ত মেরেছে তায় শিকড় তুলে। ১১

মাটির দ্রোণেতে সিদ্ধি একলব্যেতেই—
প্রতিমায় ব্রহ্ম সিদ্ধি পূর্ণ সিদ্ধি সেই।
বালকের সোজা কথা—"এক ব্রহ্ম" ধ্যান।
আরো সোজা বড় মজা—"অহং ব্রহ্ম" জ্ঞান। ১২

মুক্তি অর্থে এ পার্থিব স্বার্থের বিনাশ,—
ক্রমে ভক্তি, শেষে প্রেমে শ্রীরাস বিলাস। ১৩

জীবন্মুক্ত হয়ে জীব সূক্ষ্মদেহ লয়,
ওই "দেবলোক" লক্ষ্য, 'মোক্ষ' এখন নয়। ১৪

একটি প্রদীপ তার গৃহময় ভাতি।
একটি সূর্যের কিবা জগন্ময় জ্যোতিঃ।
একটু অগ্নির স্ফূর্তি—বিশ্বদাহী ধর্ম্ম।
কৃষ্ণ মূর্ত্তির জ্যোতিঃ মাত্র বিশ্বব্যাপী ব্রহ্ম। ১৫

অন্দরে রাজেন্দ্র ঠিক কুসুম-কোমল,—
সদরে সংহার-মূর্ত্তি, প্রতাপ প্রবল!
দুটি সত্য দুটি তাই ঈশ্বরের ধ্যান,—
অন্তরে মধুর কৃষ্ণ, বাইরে ব্রহ্মজ্ঞান! ১৬

সূর্য্য রশ্মি শুদ্ধ শ্বেত—মধ্যে নানা বর্ণ খেলা!
ব্রহ্মজ্ঞানে নাহি ভেদ—মধ্যে জাগে কৃষ্ণ-লীলা! ১৭

যূথি জাতি বেল মালতি, কমল কুমুদ চন্দ্র তারা—
নিশায় উষায় উথ্‌লে উঠে, রূপের সাগর পাগলপারা!১৮

ইন্দ্রিয়ের নহে নাশ—যোগে হয় স্বপ্রকাশ ॥
সূক্ষ্ম তত্ত্বে অনুভব—রাধাকৃষ্ণ লীলা সব ॥ ১৯

সংসার স্বপন নয়—দেখা'ও না ভয়,
ভব রঙ্গালয়ে মোরা করি অভিনয়! ২০

মাটির ঠাকুরে কেন না নোয়াবে ঘাড়?
গুরুও ত খড় বাঁশ—রক্ত মাংস হাড়!
আত্মা প্রতিষ্ঠিত দেখ রক্ত মাংস হাড়ে,
প্রাণ প্রতিষ্ঠিত দেখ প্রতিমার খড়ে! ২১

বাবু হ'য়ে জন্ম ল'য়ে, টাকা-টাকাতেই প্রাণটা গত,—
বেশ্যা হলে বৃদ্ধকালে তবু হরির নামটা হত! ২২

দুইদিকে নাই সুখের সীমা, ধন্য আমার ভবে আসা,
অন্তরে অমৃত-দৃষ্টি, বাইরে জীবে ভালবাসা। ২৩

তাঁর পক্ষে মূর্ত্তি ধরা অসম্ভব নয়,—
যাঁর বক্ষে কোটী মূর্ত্তি মুহূর্ত্তে উদয়। ২৪

কত শত ভক্ত আছে হবি প্রেম মাখা,—
যেমন মন, তেমনি জীবন, তেমনি পাবে দেখা। ২৫

হরিভক্ত, ভক্তের হরি,—একের নাশে আরের নাশ,
এদিক মারলে ও দিক মরে, বাঁশের ঝাড় আর ঝাড়ের বাঁশ।২৬

নারীর যৌবন প্রভা জানে না নারী।
যে গড়ে যৌবন-প্রভা সে প্রভা তা'রি। ২৭

কে সধবা কে বিধবা, তোমায় কি আর বল্‌ব বা?
সধবা যার কৃষ্ণপতি, আর সকলেই বিধবা।২৮

ক্ষুধাপেলে মাতৃস্তনে দৃষ্টি পড়ে যার,
সংসারের রাঙ্গা কাটি চোষে না সে আর। ২৯

হরিপাদ পদ্ম মধু আস্বাদ না পেলে,
কেবল কুচিন্তা আসে নির্জ্জনেতে গেলে। ৩০

মাটির ঠাকুরই ব্রহ্ম খাঁটি—আলোর অভাবে ব্রহ্ম মাটি।
ঈশ্বর বিনা জগৎ কেমন ? লবণ বিনা ব্যঞ্জন যেমন। ৩১

ফুল ফুটেছে ঘাসে,—সেও যে দেখি হাঁসে!
মায়ার বান্ধ বান্ধি—আমিই শুধু কাঁদি ? ৩২

মরিলে অমৃত কোলে তুলে নেবে কে ?
জন্মিলে অমৃত দেবে মাতৃস্তনে যে॥ ৩৩

সংসার স্বর্গীয়োদ্যানে ফুলের বাহার নানা,
দেখেই জীবন সফল কর, হাত দেওয়া তায় মানা,
দেখ ভিন্ন ছু'ওনা ওরে অবোধ ছেলে,
সংসারের ফুল দেখাই ভাল, ছুলেই যাবে জেলে। ৩৪

জড়েতে ইন্দ্রিয়ভোগ—দুধ উথলে পড়ে,
অজড়ে ইন্দ্রিয় যোগ—ক্ষীরটি নাহি নড়ে।
ইন্দ্রিয় নিধন জড়ের সনে ;—অম্লান যৌবন বৃন্দাবনে॥৩৫

ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রে কেন, পারি না কর্ম্মেতে আর, হৃদয় বান্ধিতে ?
"ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে, বাড়ায় মাত্র আঁধার, পথিকে ধাঁধিতে।"৩৬

কি সুখে এ মায়া মোহ—শোক তাপে থাকি ?
কাদা খুঁচে সুখ পায় কাদাখোঁচা পাখী!
ময়লার কাজ পেলে মেথরেরা সুখী। ৩৭

ছি ছি, পারলে না, পাণ্ডব সখা, নিতে ত তুমি,
এই, কুরুক্ষেত্রে, চিত্ত আমার—"সূচাগ্র ভূমি!" ৩৮

ভাল থাক প্রাণকৃষ্ণ, তোমার তৈলেই আমার আলো,
তুমি থাক্‌লেই আমি থাকি, তোমার ভালই আমার ভাল। ৩৯

জমে যায় বাষ্প হয়—উভয়ই জল,
সাকার কি নিরাকার—ব্রহ্মই কেবল। ৪০

প্রাণায়ামে তারি দুঃখ—রোগ প্রবলতা,
যার হয় শুক্রক্ষয়—স্নায়ু দুর্ব্বলতা!
প্রাণায়াম গব্যঘৃত—সবলের ত্রাণ,
দুর্ব্বলের নাম জপ—দগ্ধঘৃত ঘ্রাণ। ৪১

আমার পাপের রাশি—হাজার টাকার খড়ের গাদা,
দালানের ভিতর কল্যেম বোঝাই, কেউ পারেনি দিতে বাধা।
কৃষ্ণভক্তির একটু বিন্দু, দেশলাইয়ের একটি কাটী,
আমার, আকাশ পাতাল খড়ের রাশি, এক মুহূর্ত্তে কল্লে মাটি!

নির্গুণ পরম ব্রহ্ম—চিনি শুনি শুধু,
রাধাকৃষ্ণ গুড়-চিনি—মধু মধু মধু! ৪৩

কৃষ্ণলীলায় ব্রহ্ম ঢাকা, যোগমায়ার সে আবরণ!
এ মায়া নয়, সূক্ষ্ম স্বচ্ছ, রঙ্গিন কাচের আচ্ছাদন! ৪৪

ব্রহ্মেতে বিরাম মোর—লীলায় পুনঃ আনাগনা,
উপরে নিদ্রার ঘর, তারই নিচেয় বৈঠকখানা।
আছে আছে আর নেই—জীবন্মুক্তের দশা এই।৪৫

এ সংসার ব্যভিচার—মন যোগাতে থাক,
শ্রীপতি মিনতি পদে সতী ক'রে রাখ। ৪৬

দিতে ভালবাসা—প্রেম বিলাতে আসা।
কৃষ্ণ ভক্তের কাছে—তুচ্ছেজ্য কি আছে? ৪৭
সব দিয়ে দাও, কিছু নিওনা—প্রাণ থাকতে গুরু দিও না। ৪৮

চিন্ময় চৈতন্য হরি—নামটিই তাঁর দেহ,
নাম বস্তু ভিন্ন নয়—তবু বুঝে না কেহ।
অহং ধন্য আহামরি! হরি বল্যেই হুলাম হরি। ৪৯

সফলে বিফলে নানা প্রতিফল পেয়ে মন,
কৃষ্ণ পাদপদ্মে করে কর্ম্মফল সমর্পণ! ৫০

আসিনি করিতে ভোগ স্ত্রী-পুত্রের মধু,
গোবিন্দের পদপ্রান্তে লয়ে যেতে শুধু। ৫১

ওই ঈশ্বরের কাছে,—পিতা-মাতা কত গেছে,
আকাশে দেবতা আছে—কেন দেখা যায় না?

এ ব্রহ্মাণ্ড-অণ্ডে থেক,—দুচার দিন ধৈর্য্য রেখ,
চোখ ফুটলেই বেরিয়ে দেখ—আকাশ নয় সে আয়না। ৫২

ধন জন সুখ সবি—সতত সুলভ,
বেঁচে থেকে কৃষ্ণ সেবা—সে বড় দুর্ল্লভ। ৫৩

আমিত্বে গুরুত্ব মোর নাই, শুভ্রমেঘ সম আমি ভেসেই বেড়াই।
সংসার গুরুত্ব যত হেসেই উড়াই। ৫৪

আমায় হরি মারবে তুমি,— সে যে আমার মোক্ষ।
আমার মত কৃমী কীটে প'ড়বে তোমার লক্ষ্য? ৫৫

ব্যাধির ঔষধ আছে পিপাসার জল,
মরণে অমৃত আছে—দুর্ব্বলের বল।
ঈশ্বর যখন আছেন ধ'রে,—প্রত্যেক পতন উত্থান তরে ৫৬

নিত্য যে সুখ বৃন্দাবনে—অনিত্য তাই ত্রিভুবনে।
কৃষ্ণ প্রেমের লহরী শুধু—"মম মম" এই মমতা মধু।
সংসার সুখের বিন্দু—শ্রীকৃষ্ণ সুখের সিন্ধু। ৫৭

কিবা সে বন্ধন, যার মুক্তিতেই দুখ্?
কৃষ্ণ প্রেমের বন্ধন সে মুক্তি চেয়ে সুখ। ৫৮

ভেব না যে গোয়ালিনী জ্ঞানহীনা গোপীগণ,—
জেনে রেখ শুদ্ধ ব্রহ্ম-তেজের উপর বৃন্দাবন। ৫৯

অভাগ্য জীবের অহো—হরি-বিরহ অহোরহঃ।
কারে বা বিরহ কহ?—মিলনের পর হয় বিরহ!
ছিল কি মিলন কোন স্থানে?—নইলে কেন পড়বে মনে?

যত জ্বালা ঘটে শুধু কৃষ্ণ অদর্শনে!
কৃষ্ণ-বিরহের "দুঃখ" ভেবে সুখ মনে! ৬১

এই কি সে "গোপীভাব"? ভাবি নিশি দিন,—
ঠিক জগতের "কাম"—জড়ত্ব-বিহীন!
"কাম"ত জড়ত্ব নয়—জড়ে মিশলেই মরণ হয়! ৬২

মুক্তি হতে ভক্তি হয়—লীলানন্দে শেষ,
প্রেম ভক্তির প্রেম শেষে নাই ভক্তির লেশ,
সেই প্রেমের পারে গিয়া—গোপাভাব সে "পরকীয়া"।

বয়স হ'লে ফুরিয়ে যায়,—খুটি নাটি খেলা,
ভক্তি হ'লে যুক্তি-কারণ তেমনি যায় ফেলা! ৬৪

ভক্তিরস ব্যঞ্জনটি,—ব্রহ্ম-জ্ঞানটি নুন,
প্রেমটি সাঁচি-পানের খিলি, জ্ঞানটি তাতে চুণ। ৬৫

ভক্তির ব্যঞ্জন নিত্য,—নিত্য জ্ঞানে রান্ধা,—
প্রেমভক্তি খাঁটি যা,—তা ব্রহ্মজ্ঞানে বান্ধা। ৬৬

প্রেম বুঝবে কেবা ? প্রেমের অর্থ সেবা।
পূজা ছেড়ে সেবা—কর্ত্তে পারে কেবা ? ৬৭

কি জ্বলে যমুনা-জলে, জলে কি অনল জ্বলে ?
না হেরিলে প্রাণ জ্বলে নিরখিলে সুশীতল।
তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে, ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম অঙ্গে,
নাচিছে যেন কে রঙ্গে, অপাঙ্গে গতি চঞ্চল। ৬৮

চিন্ময় ভাবের হয় কত গাঢ় স্ফূর্ত্তি ?
তান্‌সান্ দেখেছিল রাগিণীর মূর্ত্তি। ৬৯

'মিথ্যা বলা দোষ'—পড়েছি আগে, বিদ্যাসাগরের প্রথম ভাগে।
সে সব মিথ্যা উপদেশ— নাইক তাতে সত্যের লেশ॥
তরবারি তায় বলবে না— শত চোটেও যার কাটবে না॥

ব্রহ্মজ্ঞানের জ্ঞানশক্তি, রাধা-কৃষ্ণের প্রেমভক্তি,
মিশালেই হয় মেশামিশি, সত্বগুণের লেখালেখি। ৭১

নিরাকারে ডুবে পুনঃ অনিচ্ছার ইচ্ছা আসে,
অরূপ সাগরে রূপ আবার আপনি ভাসে। ৭২

ধরা যায় না পূর্ণ ব্রহ্ম,—সর্ব্বব্যাপীর সাম্য নেই,
যেদিক চাই সে দিক কৃষ্ণ, "সর্ব্বব্যাপীর" সহজ এই।

অষ্টাদশে অনূঢ়ার অন্তর যেমন
হা হুতাশে কারে যেন করে আবাহন,—
আত্মায় যৌবন যবে ঈষৎ প্রকাশ,
কোথা কৃষ্ণ ব'লে নর ছাড়ে দীর্ঘ শ্বাস। ৭৪

এ সব মূর্ত্তি কেবল নামে— মূর্ত্তি চিদানন্দ ধামে॥
সে সব মূর্ত্তির রূপের ছটা— দেখ্‌লে মানুষ বাঁচবে কটা?
দেখ্‌লে রে সে রূপের কণা— যোগেশ্বরের জ্ঞান থাকে না॥
অরূপের রূপ ঘরে ঘরে— যেমন ঘর তার তেমন ধরে॥৭৫

কাম ক্রোধে মর্‌চি পুড়ে— মায়া ময়লার আস্তা কুঁড়ে॥
কিসে হরি কর্‌ব তুষ্ট?— আমার গায় যে কাম-কুষ্ঠ!

এস না এস না হরি চুপে চুপে কই,—
জাতিতে ম্যাথ্‌রাণী আমি,—আহিরিণী নই! ৭৭

অন্তরে যাঁহার দেখি চিন্ময় প্রকাশ,
বাহিরেও দেখি মাত্র তাঁহারি আভাস! ৭৮

এক:ফলে কালে কালে না না রং ধরে,
কাঁচা ফলে মিথ্যা বলে নরাধম নরে! ৭৯

প্রাণসহ শুক্রক্ষয়—দুশ্চরিত্র তাকেই কয়।
আদৌ শুক্র ক্ষয় না হয়--'আদিরস' সে দোষের নয়। ৮০

ব্যোমে বৃন্দাবন আগে দেখ যোগে ব'সে,
মাটিতে যে বৃন্দাবন, দেখতে পাবে শেষে।
"চিন্ময়" হলে প্রাদুর্ভূত—'মৃন্ময়' তার অন্তর্গত। ৮১

যে চিনেছে ফুলের মালা, জলে ফেলে সে স্বর্ণহার,—
কৃষ্ণরূপে নয়ন দিলে ব্রহ্মজ্যোতিঃ অন্ধকার! ৮২

ভাগবত গ্রন্থ আর ভগবদ্গীতা,
এ দুয়ের মধ্যে নাই বিন্দু-বিরোধিতা ৮৩

যোগে যাগে আগে হয়—বাসনা বিজয়,
ভববন্ধ নাশে শেষে রাসের উদয়। ৮৪

বাঙ্গালীর ধর্ম্ম "প্রেম" তুল্য যার নাই,
জগতে প্রেমের গুরু গৌরাঙ্গ-নিতাই। ৮৫

ব্রহ্মে কি সম্ভবে বর্ণ,—গৌর কিংবা কৃষ্ণ শ্বেত?
"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ, ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ।"

বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণে সেবিবে যখন,
অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়ের পূর্ণতা তখন।

ইন্দ্রিয় অঙ্কুরগুলি পূর্ণতা না পেলে,
নিত্য সত্য ধন সব কোথা যাব ফেলে? ৮৭

শরীরের সুখ "কাম" চিদানন্দ "প্রেম"
গিল্টিসোণা আর যেন অবিমিশ্র হেম! ৮৮

দিবানিশি বসি বসি বিকাশিছে গৃহবাসী
খল খল হাসি রাশি—সুখের সংসার!
ও সৌন্দর্য্য প্রাণভরা ভালবাসে বসুন্ধরা,—
না জানিলে নিত্য রসে শেষে হাহাকার! ৮৯

শুন্‌চি এখন যথা তথা, কৃষ্ণ খৃষ্টের পুরাণ কথা!
বল্‌চেন অনেক আধুনিক, সভ্য দেশের দার্শনিক,
নরের পূর্ণতা আর কিছু নয়—নারীর নিঃসার্থ প্রেমের হৃদয়

খৃষ্টানের 'সয়তান' শুনেছিলে যা,
'জগন্নাথ' সেকরার হাতুড়ির ঘা।
জগৎ-সৌন্দর্য্যরূপ অলঙ্কার খানি.
নাহি পাবে নাহি দিলে হাতুড়ির বাড়ি।
পাপ সয়তান আনে দুঃখই কেবল,
এ জগতে রেখে যায় অনন্ত মঙ্গল!৯১

কি মিষ্ট করুণ রস!—অভিনয়ে দুঃখ চাই,
সংসারে দুঃখই মিষ্ট—দুঃখের মত সুখ নাই!
দুঃখের ছবি সবাই গড়—আমীরী চাইতে ফকিরী বড়!

যেমন ময়ূর-পুচ্ছ নাচে মেঘ-পাশে,
সাধুর অন্তর স্বচ্ছ দুঃখ দেখে হাসে। ৯৩

নারীর আস্বাদ নরের কেমন ? ব্রণ আস্বাদ কীটের যেমন !
'কামীরা' আপনা ভুলে—নারীকে 'কামিনী' বলে ॥
বহু দোষে নয় নারী দোষী—পুরুষের দোষ দশগুণ বেশি !
নারী যে জননী তারে দোষী কর কিসে ?
নিত্য দেখ না যে নিজ চিত্ত ভরা বিষে ? ৯৪

জ্ঞান-মুক্তি প্রেম-ভক্তি একই তার মূল !
একই গাছে শ্বেত রক্ত কৃষ্ণ-কেলি ফুল ! ৯৫

সংসারেই দেখা যায় অমৃতের নদী,
পবিত্র প্রেমের উৎস না শুকায় যদি !
অনন্ত-যৌবন কৃষ্ণ প্রেম-সিন্ধু তিনি,
অনন্ত-যৌবনা মোরা প্রেম-তরঙ্গিনী !
চিরস্থির নেত্রে দেখ ভবসিন্ধু পারে
"স্থির যৌবনেরে" আর "স্থির-যৌবনারে" ! ৯৬

'জ্ঞান' অর্থে গীতার বচন—'দারাপুত্রে আসক্তি বর্জ্জন' ॥
তত্ত্বজ্ঞানে ঠিক ওই—'ব্যবহারে' পারি কই ?
তত্ত্বজ্ঞানে যে অর্থ করে, কৌশলে আন তা ব্যবহারে—
এসেছি ভুঞ্জিতে নহে, স্ত্রী-পুত্র সকল,
গোবিন্দের পদ-প্রান্তে লইতে কেবল। ৯৭

চুরি করা পাপ নয়—মহা পাপ শুক্র-ক্ষয় ॥
কৃষ্ণের নাম 'মদন' কেন ? "শুক্র ধাতুঃ ভবেৎ প্রাণঃ" ॥
'রসো বৈ সঃ' রসই তিনি—শুক্র ধাতুই রসের খনি ॥
শুক্র রক্ষাই সাক্ষাৎ মদন—শুক্র পাতই মদন নিধন ॥
শুক্র ক্ষয়ই মদন ভবে—'মদন-মোহন' কৃষ্ণ তবে ॥
'নবীন মদন' বৃন্দাবনে—উর্দ্ধরেতা সব সেখানে ॥ ৯৮

আনন্দে কামিনী-ফুল নিরখেন সাধু ;
তোলে পাড়ে ছেড়ে খোঁড়ে বালবুদ্ধি শুধু ।৯৯

মুচ্‌কি হাসি, যায় রূপসি, ও ত আমার পড়্‌সী !
ওই ত 'ফর্‌বিডন্‌ ট্রী' ওরি ভিতর বড়্‌শী ! ১০০

যে নব যৌবনে ব্রজে অমরতা স্বপ্রকাশ,
সে নব যৌবনে এ যে জড়ে গাঁথা সর্ব্বনাশ ॥ ১০১

নির্লিপ্ত নির্গুণ ব্রহ্মে থেকেও সুযোগ ক্রমে,
খাই শুই হাসি কান্দি যেমন আবার,
সেরূপ সুযোগ বশে ডোবে ব্রজলীলা রসে,
থেকে থেকে নির্ব্বিকল্প অন্তর আমার ! ১০২

কৃষ্ণপ্রেম পর্শে কাঁপি দুটি হাত যুড়ি,
ভানুর চুম্বনে যেন কমলের কুঁড়ি ! ১০৩

ধন্যরে জীবন, এ চির যৌবন, কৃষ্ণপ্রেম রস, উদ্দীপন,
বিন্দুতে অমর, হয়রে পামর, সিন্ধুতে আমার, সন্তরণ !

দেহমন প্রাণ মাঝে দেখি যবে কি বিরাজে,
স্তরে স্তরে অমৃতের নিরাথ বিভাগ,
নাহি হয় পুরাতন, নিত্য নব বৃন্দাবন,
নিত্য নব যৌবনের নব অনুরাগ। ১০৫

কব কি, ভবে কি, বুঝ্‌বে কেহ ? কতই আনন্দে ছাড়ব দেহ ?
জগতের লোক বুঝবে কটা ? মরণ নয়ত বিয়ের ঘটা।
বৃন্দাবন ধাম। রাধাকৃষ্ণ নাম॥ নবযৌবন যাগ। নব অনুরাগ॥১০৬

পরা প্রকৃতির মাঠে ঘাটে। রসের চোটে দাড়িম ফাটে॥
ব্রহ্মজ্ঞানে পড়লে ভাটা—প্রেম জোয়ারে দাড়িম-ফাটা। ১০৭

নৃত্যগীতই, কর্ম্ম মোদের, ভাব্‌না চিন্তা, জানিনা,
"নবযৌবন" ধর্ম্ম মোদের, 'বৃদ্ধ' হওয়া, মানিনা। ১০৮

কৃষ্ণসেবা, করবে বলে, উপকরণ সব, নিতে এল,
মাছের শুধু কাঁটা পেয়ে 'বাঘের মাসি,' ভুলে রল। ১০৯

নর নয়, সব পালে পালে—সিংহ পড়েছে ব্যাধের জালে। ১১০
জগৎ সঙ্গীতময়, ইঙ্গিত কেবল—
নাচ গাও সবে, হবে জনম সফল। ১১১

দেহ-নাশে কৃষ্ণপাশে চিবশান্তি নিরমল—
যতই কাটিচে দিন বাড়চে ভরসা বল! ১১২

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমা, জীবে তা সম্ভবেনা,
বৃন্দাবনে শুধু সেই ব্রজাঙ্গনা জানে;
গোপীদের কি যে ধর্ম্ম—পৃথিবী না জানে মর্ম্ম,
ফুরায়েছে কর্ম্মাকর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই সেখানে! ১১৩

নব অনুরাগ-মধু নিত্যই সমান শুধু,—
তাই নহে চিন্ময় সে নিত্যধামে বিগুমান!
নিত্যই বাড়িছে রস—সে নব-নবায়মান্! ১১৪

দুঃখ নাই, এ সংসার—দেবতাদের থিয়েটার।
ব'সে থাকলে দেখবে আবার—নিভৃত নিকুঞ্জ "ফেয়ারি বাওয়ার"॥
আমাব পার্ট শেষ, চুলচি ঘুমে—যাচ্ছি আমি 'গ্রীণ'রুমে॥
তোমরা কর থিয়েটার—দেবদেবী সব নমস্কার॥১১৫

দ্বিতীয় জ্যোতিঃ।

যোগের ক্রিয়ার কালে, ঈশ্বর দেখিতে পাই;
সমাধি ত্রিগুণাতীত—সেখানে ঈশ্বর নাই।
নির্গুণ-সমাধি-ভঙ্গে শুদ্ধ সত্ত্বগুণে খেলা,—
জীবন্মুক্ত যোগী দেখে নির্ভয়ে সাকার লীলা।

নিরাকারে ডুবি'উঠে "অনিচ্ছার ইচ্ছা" আসে,
অরূপ সাগরে রূপ আবার আপনি ভাসে।—
তখনই দেখে জীব, নিত্য শুদ্ধ গুণ ধরি,
নাচেন কদম্বমূলে লীলা-রসময় হরি!

প্রকৃতি পুরুষ দুটি পূর্ণ রসে উঠে ফুটি,
দুই অর্দ্ধ এক হয়ে নির্গুণ সমাধি হবে;
নির্গুণ সমাধি শেষে আবার বিভিন্ন দুটি,
"নব দম্পতির ভাব" ভাবুক দেখিছে ভবে।

তৃতীয় জ্যোতিঃ।

'সৎ' যাহা নিত্য সত্য, 'চিৎ' সে চেতনা তত্ত্ব,
'আনন্দ' সে নিত্য সুখ—সুখের পাথার,
এই তিন একত্রেতে সৎ-চিৎ-আনন্দেতে
গঠিত শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি, নহে নিরাকার।
চিন্ময় শ্রীঅঙ্গে তাই রক্ত মাংস অস্থি নাই,
কিন্তু অবনিতে আসি যোগ মায়া ধরি,
শ্রীনন্দ-নন্দন হয়ে সখী সখা সঙ্গে লয়ে,
দর্শন দিলেন হরি, অভিনয় করি!
অনন্ত সৃষ্টির মাঝে সচ্চিৎ আনন্দ-সাজে
বিরাজেন কোটী বিশ্ব সৃষ্টির কারণ;
চৈতন্য-রূপিণী আর "আহ্লাদিনী শক্তি" তাঁর
পরমা প্রকৃতি রাধা দিলা দরশন।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য-সার, মায়া-শক্তি আছে আর,
জগৎ-সংসার তাঁর ক্ষণস্থায়ী খেলা ;
আলো আচ্ছাদন করি, অন্ধকারে লুকাচুরী!
চিদানন্দ বৃন্দাবনে চিরস্থায়ী লীলা!
একটি রয়েছে আর জীব-শক্তি নাম তার,
এই জীব-প্রকৃতিই করি আরাধনা,
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যে ধরি, অমৃত সঞ্চয় করি,
রাধা কৃষ্ণ সেবা করে হয়ে কৃষ্ণ প্রাণা!
জীব প্রকৃতিই ক্ষীণা, সে প্রকৃতি অসম্পূর্ণা,
কর্ম্ম-বশে অনায়াসে ভুলে কৃষ্ণধন ;
কর্ম্ম চক্রে ঘুরে ফিরে কাল পূর্ণ হ'লে পরে,
অঙ্গে লাগে কৃষ্ণপাদ-পদ্ম-সমীরণ!
জীবে আছে চিৎভাব, জড় দেহে চিৎ-অভাব,
জীবের হইলে জড়ে মমতা উদয়,
"মায়ার বন্ধন" সেই, কাল পূর্ণ হইলেই
জড়ে তুচ্ছ করি চিৎ-জ্ঞান স্বচ্ছ হয়।
চিদানন্দ-কৃষ্ণ ধনে সহসাই পড়ে মনে,
ব্যাকুলতা গাঢ় হ'লে বলে অনুরাগ,
"প্রিয়তমে আকর্ষণ" তাঁর নাম "প্রেমধন",
চতুর্ব্বর্গ ফলাতীত "পঞ্চম বিভাগ!"
এ পঞ্চম পুরুষার্থ লভি ভক্ত চরিতার্থ!
"অজরা অমরা মুক্তি" ছায়া মাত্র তার,
"জীব" চিদানন্দ-অংশ, জড়মায়া করি ধ্বংস,
নিঃশেষে প্রবেশে প্রেম-রাজ্য আপনার!

চতুর্থ জ্যোতিঃ।

বাহিরের খোলা খানি, 'বিশ্ব' বলি তারে জানি,
বাহ্যভাব জড় মাত্র, সতত সমল!
মহাশক্তি তার মাঝে, চিন্ময়ী প্রকৃতি সাজে,
বিশ্বের সর্ব্বস্ব তার উপাস্য কেবল!
বিশ্বের অন্তরে যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী তিনি,
তাঁহারি অন্তর মাত্র চিদানন্দ-স্থান;
শুধু সেই সৎ জানি পরিতুষ্ট ব্রহ্মজ্ঞানী,
আমরা প্রকৃতি মানি, জগতের প্রাণ!
সৎ স্বরূপের সনে পরমা প্রকৃতি ধনে
একাসনে হেরি করি চরণ সেবন
ব্রহ্মেতে সুষুপ্তি পাই, কচিৎ ঘুমাই তাই,
পরা প্রকৃতিতে সদা করি জাগরণ!

পঞ্চম জ্যোতিঃ।

বাহিরে রয়েছে বিশ্ব তার মাঝে অপ্রকাশ্য
অদৃশ্য অরূপ-রূপ প্রকৃতে তোমার,
ঐশ্বর্য্য যেতেছে দেখা কোথাও ঐশ্বর্য্য ঢাকা,
কেবল মাধুর্য্য মাখা, অমিয় ভাণ্ডার!
অভিন্ন পুরুষ সনে বসি রাজ সিংহাসনে,
বিশ্ব-প্রাণে সংগোপনে ঢালিতেছ সুধা,
বাহ্যনেত্রে ধাঁধা লাগে, দেখিতে না পায় আগে,
অন্তর্চক্ষু নাশে শেষে অন্তরের ক্ষুধা!

সন্তানের চন্দ্রমুখে, দাম্পত্য স্বর্গীয় সুখে
কি ঢেলেছ, শত মুখে কহিতে না পারি!
তব চিত্র কি বিচিত্র। হেরিলে জুড়ায় নেত্র!
আপনি অপাঙ্গে আসি বহে প্রেমবারি!
তোমায় দেখেনা যারা অন্ধকূপে মরে তারা,
জরা মৃত্যু হেরি ভাসে নয়নের নীরে,
"মরি মরি" সবে কবে দিনে দশ বার মরে,
দেখেনা অজরামরা পরা প্রকৃতিরে!
বয়স অধিক হ'ল জড় নেত্রে দৃষ্টি গেল,
অন্তর্চক্ষু খুলি দেও অন্তর-বাসিনি,
বিশ্বের অন্তরে স্থিত মহাশক্তি সঞ্চারিত
করিছ যা, দেখাও তা, অমৃতরূপিনি!
ভাই বন্ধু যত মম ছাড়ে না মায়ার ভ্রম,
মরণের উপক্রম করিছে কেবল।
চিরদুঃখ যাহাদের, দেখাও গো তাহাদের,
স্থির যৌবনের চির প্রেম নিরমল!

ষষ্ঠ-জ্যোতিঃ।

অনন্তের পানে সখি নিরখিয়া দেখ রে,
পরব্যোম হ'তে,
কোন্ শক্তি আছে বাকি, আসিতে ধরায় রে,
চেতনার পথে?

যত মহা শক্তি দোলে প্রকৃতির পদ-তলে,
মানবের মনোরাজ্যে কি না তার এসেছে ?
পরা প্রকৃতির কাছে অভাবে পূরণ আছে,
মানব অভাব সখি, যত কিছু রয়েছে !
ব্যাধির ঔষধ আছে, পিপাসার জল,
মরণে অমৃত আছে, দুর্ব্বলের বল !
পরা প্রকৃতিরে সখি অন্তরেতে দেখি রে,
প্রাণ ছুটে যায়,
ইচ্ছা করে ছুটে গিয়ে, সবে মিলি পড়ি রে,
তাঁর রাঙ্গা পায় !
সূক্ষ্ম পথে হের হের, নয়ন সার্থক কর,
বিশ্বের অন্তরে ওই অন্তর বাসিনী,
আমাদের প্রতি তাঁর সীমা নাই করুণার,
পরমা প্রকৃতি সেই পরব্রহ্ম-ঘরণী !
অনল অনিল আর, চন্দ্রমা তপন
সেবিতেছে তাঁর দেব-দুর্লভ চরণ !
জগতের জীব যত জরা মৃত্যু দেখে রে
দুর্ব্বলতা হেতু,
দেখে না অন্তরে তার জ্ঞানে প্রেমে গাঁথা রে
অমৃতের সেতু !
অস্থি মাংসে আরম্ভিয়া ব্রহ্মজ্ঞানে সমাপিয়া
দেহ মন আত্মা দিয়া নিরমিয়া মানবে,
তাঁর যত গুণ কর্ম্ম, তৃণ হতে পরব্রহ্ম,
নর-করতলে দেন স্তরে স্তরে নীরবে !

যখন মানব-মন মুকুল কেবল,
কে জানে ফুটিবে পঙ্কে ব্রহ্ম-নিলোৎপল !
কত যে সয়েছি সখি, রোগ শোক তাপ রে,
কহিব কেমনে ?

অস্থি গুলি পুড়ে গেছে শুষ্ক কাঠ সম রে
বিষম আগুনে !
এ অন্তরে পশি গুরু দেখিলা সাহারা মরু !
কল্পতরু লতা-বীজ তাই আনি সুদিনে,
রোপিয়া ঢালিলা বারি— অপার করুণা-বারি,
মরুভূমে বৃন্দাবন সাজাইলা ছদিনে !
ধন্য গুরু ! যে রোপিল. মরু ছিল যথা,
কৃষ্ণ-কল্পতরু আর রাধা-কল্পলতা !

সপ্তম জ্যোতিঃ।

প্রকৃতিরে বক্ষে লয়ে, অচ্ছেদ্য অভেদ্য হয়ে,
পরব্যোমে পূর্ণব্রহ্ম, সর্ব্বব্যাপী হয়েছ !
যে জন দেখিতে নারে, সহজে দেখাতে তারে,
চিন্ময়ী প্রকৃতি সনে, দ্বিধা হয়ে রয়েছ !
চিদানন্দময়ী সতী বামে লয়ে, বিশ্বপতি,
মানব-প্রকৃতি সনে মিলাইয়া প্রকৃতি,
ভক্তেরে দিয়াছ দেখা, দ্বিভাগ হয়েছ একা,
ত্রিগুণে ত্রিভঙ্গ-বাঁকা পূর্ণব্রহ্ম আকৃতি !

যে জন দেখিতে নারে, সহজে দেখাতে তারে
নর-নারায়ণরূপে ধরাধামে এসেছ !
জন্মান্ধ হয়েছি আমি, দেখিনা কোথায় তুমি,
তাই আজ অন্তর্যামী বুকে চেপে বসেছ !
অমূর্ত্তির মাঝে মূর্ত্তি, নির্গুণে গুণের স্ফূর্ত্তি,
নভঃ বারি বরফ বা বাষ্প লয় যেমতি,
দ্বৈত ও অদ্বৈত বাদ, দুই ভাই নির্ব্বিবাদ,
সাকার ও নিরাকারে গলাগলি তেমতি !
ক্ষণস্থায়ী রঙ্গভূমি কিছু না জানিয়া আমি,
এ সংসার-শৈশবেব রাঙ্গাকাঠী চুষেছি ;
পেয়েছে যথার্থ ক্ষুধা, দাও তব প্রেম সুধা,
সংসারের চুষিকাঠী ছুড়ে ফেলে দিয়েছি !

অষ্টম জ্যোতিঃ।

তমোনিশি অবসান, পরা প্রকৃতির প্রাণ
পরম পুরুষ স্পর্শে ধীরে ধীরে জাগিল,
অংশরূপা সত্ত্বজ্যোতিঃ— বিভাবতী ঊষা সতী
প্রকৃতি-পুরুষ পাশে প্রেমভিক্ষা মাগিল !
চৈতন্য পুরুষে ধরি প্রগাঢ় চুম্বন করি,
পরা প্রকৃতির রূপ পরব্যোমে ছুটিল !
"প্রকাশ" "প্রকাশ" মাত্র! জড় জগতের গাত্র
স্বর্গীয় জ্যোতির স্পর্শে শিহরিয়া উঠিল !
ক্ষিতিতল সলিলেতে, তেজঃ ব্যোম অনিলেতে,

কৌশলে পশিল যত অচেতনে চেতনা,
অজড়ে জড়েতে খেলা সুখ দুঃখ নিত্যলীলা,
ফুটে উঠে প্রেম সুখ কভু প্রেম-যাতনা!
হাসে রবি নভঃস্থলে নলিনী নাচিছে জলে,
বিষাদে মুদিত আঁখি কুমুদিনী কাঁদিছে!
ফুটিল কুসুম কলি সৌরভে ছুটিল অলি,
পরা প্রকৃতির পদে প্রেমযোগ সাধিছে!
আদিত্য আকাশে আসি নলিনীরে কহে হাসি,
লো পদ্মিনি, মুখশশী হেরি তব হরষে,
সব দুঃখ যায় দূরে জাগি উঠে ধীরে ধীরে,
পরা প্রকৃতির মুখ সহসা এ মানসে!
শ্রীবিশ্ব চৈতন্যাসনে; শ্রীবিশ্ব-প্রকৃতি ধনে,
পরব্যোম-সিংহাসনে বসাইয়ে যতনে,
বিশ্ব প্রকৃতিরে সখি, অন্তরেতে দেখি দেখি,
আমরা যে কত সুখী প্রকাশি তা কেমনে!
চৈতন্যেরে বক্ষে ধরি পরাপ্রকৃতি সুন্দরী
লক্ষ লক্ষ বিশ্ব-সৃষ্টি এক সূত্রে গাঁথিয়া,
যোগে আছে নিমগন, শুদ্ধ প্রেম বিতরণ,
তুমি আমি সেবি তাঁরে সেই প্রেমে মাতিয়া।
কমলে যাহারা বলে মহা দুঃখ ক্ষিতিতলে,
সেই অর্ব্বাচীন দলে হেরি তুমি ভুলনা!
শুনিলে সকলে হাসে— মানবেরা ভালবাসে
সুখ দুঃখ—পাপপুণ্য মরীচিকা ছলনা!
প্রকৃতি পুরুষে আহা নিত্যলীলা হয় যাহা,

জগতে কে দেখে তাহা? তুমি যদি দেখিতে,
আমার বিরহে তবে, মুদিত না হ'তে ভবে,
পরা প্রকৃতির সুখে চিরানন্দে ভাসিতে!
পশু পক্ষী জীব কুল তরুলতা ফল ফুল,
জড় হ'তে জড়াতীত ধরি নানা আকৃতি,
নাচে পরস্পরে ধরি, দেখে যোগ-নেত্র ভরি,
পরম পুরুষ মনে নাচে পরা প্রকৃতি!

নবম জ্যোতিঃ।

সদা ভাসি প্রেম নীরে, হেরি পরা প্রকৃতিরে,
নির্গুণ চৈতন্য ধ'রে চিদানন্দে ভাসা'ল
করিল চিন্ময় সৃষ্টি, তাহে দিয়া যোগ-দৃষ্টি,
সত্ত্বগুণা সখীদলে খল্ খল্ হাসা'ল!
প্রকৃতই ভালবাসি, প্রকৃতি সুন্দরী আসি
ব্রহ্মে দিল রূপরাশি, হেরি আঁখি জুড়া'ল!
অম্লান-যৌবনা সতী স্থির যৌবনের জ্যোতিঃ,
হ্লাদিনি সচ্চিদানন্দে পাশে তার দাঁড়াল!
এক অর্দ্ধ কেহ মানে, অন্য অর্দ্ধ নাহি জানে,
অর্দ্ধভাগ অদর্শনে পূর্ণ দেখি কেমনে!
অর্দ্ধ পাশে অর্দ্ধাঙ্গিনী, নাচেন সহধর্ম্মিণী,
অংশরূপা সত্ত্বগুণা শত সখী বেষ্টনে!
প্রত্যেক প্রকৃতি-সখী অন্তরে চৈতন্য দেখি,

আনন্দে অধীর হ'ল স্বরগে কি মরতে !
পরম পুরুষ সনে প্রকৃতির সম্মিলনে,
নাচে কোটী গ্রহতারা কোটী সৌর জগতে !

দশম জ্যোতিঃ।

পতিব্রতা সতী, প্রকৃতির গতি, পুরুষেতে থাকে মিশিয়া,
পুরুষ প্রকৃতি, এক মতি গতি, অভিন্ন হৃদয়ে বসিয়া !
বাহিরে বিরহ, রহে অহরহঃ ; বুঝাতে জগতে, ধরে দুই দেহ,
ভূমণ্ডল দ্বিধা, না করিলে কহ, কে দেখে সে চিত্র, আসিয়া ?
সত্য পতি মিলে, শর্করা সলিলে, অম্লবিদ্ধ ভাল, বাসিয়া !

কামনা-বিহীনা, নিয়ত-নবীনা, ত্রিগুণারে যদি দেখিত,
তবে কি বেদান্ত, ত্রিগুণের অন্ত, সব সর্ব্বস্বান্ত, করিত ?
নিষ্কর্ম্মারা ব'সে, নিষ্কর্ম্মা পুরুষে,কতই বাখানে,ভক্তে শুনি হাসে
ভাবে যে মানসে, নির্গুণ পুরুষে, প্রকৃতিরে যদি, জানিত,
রাজরাজেশ্বরী, দরশন করি, নিত্যা প্রকৃতিরে পূজিত !

সতীর সতীত্বে, পুরুষ অস্তিত্ব, মিশিয়া গিয়াছে, সমূলে !
ত্রিগুণার ঋণে, বিকায় "নির্গুণে", ঋণসাক্ষী মোরা, সকলে !
ভাগ্যে সে প্রকৃতি,বক্ষ দিল ডাকি,নির্গুণে বাঁচিল,বক্ষস্থলে থাকি,
নাস্তিকেরা নাকি, কহে সবি ফাঁকি, প্রকৃতিতে থাকি অগত্যা,
নিমক হারাম, ত'ারা অবিরাম, প্রকৃতিরে কহে অনিত্যা !

অসৎ পুরুষ, তার কি পৌরুষ ? অসতের খ্যাতি, রবে কি ?
হয়ে নিরুপায়, প্রকৃতির পায়, বিক্রীত না হয়ে, হবে কি ?
নির্গুণ পুরুষ,কোথা তার বাড়ী,থাক্ দেখি সরা প্রকৃতিরে ছাড়ি,

নিজের নির্ব্বাণে, নিজে রবে পড়ি, কেবা যাবে তারে, খুঁজিতে
নিজে গুণ হীন, ত্রিগুণার ঋণ, চির দিন যাবে, শোধিতে!
না না, থাক বঁধু সুখে, প্রকৃতির বুকে, পাদপদ্মে তার, নমিও,
যা আসিল মুখে, বলিনু তোমাকে, দাসী বোলে তুমি, ক্ষমিও।
শুদ্ধ অনুরাগে, করেছি এ রোষ, ক্ষম প্রিয়তম, এ দাসীর দোষ,
পরা প্রকৃতিরে, জানিও নির্দ্দোষ, চন্দ্রমুখ তার চুমিও,
"যুগল মিলন" পূর্ণতা কেমন! প্রাণাধিক ধন তুমিও!

একাদশ জ্যোতিঃ। (গীত—বেহাগ)

দেখ সখি আজ, রজনী কেমন!
প্রকৃতি পুরুষ, সুন্দর সুন্দরী, পরস্পরে ধরি করে আলিঙ্গন!
প্রিয় সনে প্রিয়া, দেখিতে যেরূপ, প্রকৃতি পুরুষ, রয়েছে সেরূপ,
প্রেম যোগে ওই, দেখ বিশ্বরূপ, বিশ্বপ্রেমে কিবা, ঈশ্বর মগন!
নবদম্পতির, প্রেমে গড়া কায়া, প্রকৃতির আর, পুরুষেরি ছায়া,
জীবে জীবে প্রেম, অনিত্য সে মায়া; প্রকৃতি পুরুষে নিত্য সত্যধন।
চিন্ময় পুরুষে, হেরিতে হেরিতে, নিত্য কৃষ্ণধনে, পায়রে দেখিতে,
নিত্য রাধারূপ, দেখে প্রকৃতিতে, ফটোগ্রাফ নিতে, জানে যেই জন।
চিন্ময় পুরুষ প্রকৃতির প্রেম, নিত্য সত্য চির, নিকষিত হেম,
মানবের মায়া, চিন্ময়েরি ছায়া, চিন্ময়েই আছে, চুম্ব আলিঙ্গন।
মুখে মুখে মুখে, বুকে বুকে বুকে, সুপ্রকৃতি রাধা, আছে কত সুখে,
দেখ সখি আজ, দেখাই তোমাকে, নিশীথ নিকুঞ্জে, কৃষ্ণের মিলন!
কৃষ্ণ বক্ষে রাই, অচেতন প্রায়, অলসে আবশে, উলঙ্গ ঘুমায়!
প্রকৃতির অংশ, সখীবংশ আয়, নীরবে করিরে, চামর ব্যজন!

দ্বাদশ জ্যোতিঃ।

চুপে চুপে ভালবাসি "জগতের পতি,"
ফল্গুনদী হৃদে বহে, কি তব লীলা!
খড়্গাহস্ত ওই কত "আয়ান" দুর্ম্মতি!
স্তম্ভিত করেছে শত "জটিলা কুটিলা"!
আশী লক্ষ যোনী আমি করিনু ভ্রমণ,
এখনো মলিন ঘরে হীন পরিধান,
লাজে না কহিতে পারি বোবার স্বপন,
ভাল হই আগে শেষে এস ভগবান।

চুপে চুপে ভালবাস "জগতের সতি",
তব প্রেম ফল্গুনদী, কেহ না জানিলা,
কহিতেছে কিন্তু তব "জগতের পতি"—
শুনিলে স্তম্ভিত হবে "জটিলা কুটিলা,"
আমার এ প্রেমার্ণবে ডুবিবে সংসার,
সুত্রমাত্র এই প্রেম-তটিনী তোমার।
কলঙ্কের ভয় সতি কেন কর আর?
কেন কাঁপ জটিলা বা কুটিলার ডরে?
সংসারের যমোপম "আয়ান" দুর্ব্বার
আসিলেও বাঁশী ত্যজে অসি নিব করে।
কি লাজ "একলি ঘরে হীন পরিধান"!
আমিই সাজাব সাজ, ধরিয়া বয়ান।

আশী লক্ষ যোনী একা ভ্রমিয়াছ তুমি,
কখনো আমাতে দৃষ্টি পড়েনি তোমার !
পশ্চাতে পশ্চাতে কিন্তু ঘুরিয়াছি আমি,
এ দেখা "মাহেন্দ্র ক্ষণে" ঘটিল আমার।
সম্ভব, তোমার প্রেম জানে বন্ধুগণ,
অসম্ভব মম প্রেম—বোবার স্বপন !
কি লাজ তোমার বল ? আমিই তোমায়
সরমে মরম কথা কহিতে যে নারি !
তোমার ত সহিষ্ণুতা বিখ্যাত ধরায় !
আমায় অধীর প্রাণ, সহিছে না দেরি !
অঙ্কে নিতে আজ্ঞা দেও "জগতের সতি",
ধন্য হোক আজ তব "জগতের পতি"।

ত্রয়োদশ জ্যোতিঃ।

দেখিলাম ত্রিজগতে, জগন্ময়ী স্বপ্রকৃতে,
তোমারি স্বভাব মাখা জীব সমুদয়,
নিয়া তব ভালবাসা, জগতে জীবের আসা,
প্রেমাণুর যোগাযোগে সৃষ্টিস্থিতি লয় !
দুর্ব্বল জীবের কাছে, অপার্থিব প্রেম আছে,
সে প্রেমের বেগ তারা সহিবারে নারে !
দারা পুত্র পরিবারে, ঢালি দেয় অকাতরে,
তোমার স্বভাব তারা ভুলিতে কি পারে ?

কিন্তু কি করিবে কহ? রক্তমাংস জড় দেহ!
সেই প্রেম সমুদ্রের তরঙ্গের ঘায়,
তটস্থ যে অস্থি মেদ, ভাঙ্গি পড়ে এই খেদ,
পড়ে মরে তবু ধরে প্রকৃতে তোমায়!
জানিয়া বা না জানিয়া, তোমারি প্রকৃতি নিয়া,
তব বশে তব অংশ ধায় তব পানে!
লোকে বলে জীব অন্ধ, ও সকল মায়া বন্ধ,
কেহ কহে ঘোর পাপ!—মর্ম্ম নাহি জানে!
মায়াবদ্ধ জীবগণ, অজ্ঞানেই দেহ মন,
তোমাকেই দিয়া মাত্র করে অভিনয়!
গেল গেল তুচ্ছ দেহ, কি দুঃখ তাহাতে কহ,
বারেক আস্বাদি তব প্রেম বিশ্বময়!
তব ছায়া এই কায়া,— মায়া মাখা মধু-মায়া!
আমি আমি আমি আমি—তরঙ্গ তোমার,
মমতা-সুধার সিন্ধু!— ছুটিছে অমৃত-বিন্দু,
মম মম, মম মম—লহরী সুধার!
সত্য করি সুপ্রকৃতে, কহ দেখি ত্রিজগতে,
অণুতে অণুতে কেবা উচ্চারিছে "আমি"!
আমি কিন্তু শুনি ভবে, দিবানিশি উচ্চ রবে,
অংশে অংশে "আমি আমি" উচ্চারিছ তুমি!
দেহ মন প্রাণ মাঝে, দেখি যবে কি বিরাজে,
স্তরে স্তরে অমৃতের নিরখ বিভাগ!
নাহি হয় পুরাতন, নিত্য নব বৃন্দাবন,
নিত্য নব যৌবনের নব অনুরাগ।

তার মাঝে নিত্য স্ফূর্ত্তি, পেতেছে যুগল মূর্ত্তি,
পরম পুরুষ পাশে প্রকৃতির শোভা !
হেরি হেরি ভাবি মনে, নিরজনে তপোবনে,
আঁকি বসি প্রকৃতির চিত্র মনোলোভা !
দ্বৈপায়ন-পাদপদ্মে, দিয়া মন-কোকনদে,
"লক্ষ ইঞ্চি" করিলাম "অর্দ্ধ ইঞ্চি" স্থির,
'রাধা-কৃষ্ণ' দিয়া নাম, ফটোগ্রাফ্ তুলিলাম,
পরম পুরুষ বামে পরা প্রকৃতির !

চতুর্দ্দশ জ্যোতিঃ।

ভক্ত বাঞ্ছা মনে করি, পরা প্রকৃতি সুন্দরী,
ব্রহ্ম-কল্পতরু হরি করিয়া সহায়,
বাসনা করিলা মনে, আসিবেন দুই জনে,
সচ্চিৎ-আনন্দ রূপে এ মর ধরায়।
বিশ্বরূপে অহরহঃ, কে দেখিতে পারে কহ ?
আস্বাদিতে নারে কেহ বিশ্ব-প্রেম-সুধা,
জীবের আকাঙ্ক্ষা আছে, অথচ কাহারো কাছে,
প্রকাশিতে নারে সেই অমৃতের ক্ষুধা !
বিশ্ব-প্রাণ প্রেম-সূত্র, ধরি কেহ আঁকে চিত্র,
ঈষৎ আভাস মাত্র করিতে প্রকাশ
নিরজনে দিবানিশি, কত যোগী মুনি ঋষি,
তপোবনে থাকি বসি, হইল হতাশ !
তপস্যার যে মহিমা, আছে সে জ্ঞানের সীমা,
অক্ষরে অক্ষরে লেখা ষড় দর্শনের,—

বাক্য মনে নাহি পারে, ধরিবারে কভু তাঁরে,
"অবাংমানস-গোচর" মানবগণের !
তাই আসি দেখা দিলা, করিতে মানব লীলা,
ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু প্রেম-অবতার,
জীবাকাঙ্ক্ষা ভালবাসি, প্রকৃতির সঙ্গে আসি,
ঢাকিলেন মায়াযোগে অঙ্গ আপনার !
উঠি পরব্যোম হতে, সচ্চিৎ-আনন্দ-রথে,
মানব লীলার পথে পশিলা উভয়,
ধন্য করি ধরাধাম, ধন্য করি ভক্ত নাম,
বৃন্দাবন ধামে আসি হইলা উদয় !
ব্যোমের চিন্ময় লীলা, ধরাতলে দেখাইলা,
বৃন্দাবন ভূমি করি বিশ্বপ্রেম-খনি !
প্রাণাধিক ভক্তগণ, করিলরে দরশন,
রাধাকৃষ্ণ-পদে বিশ্ব প্রেম-চিত্রখানি ।
জগতের নিত্য সত্য, এই "অবতার-তত্ত্ব",
শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তগণ বুঝিল কেবল,
চিন্ময় প্রেমের গতি, বুঝাইতে রাধা সতী,
অবতীর্ণা বৃন্দাবনে নিয়া সখী দল !
জড় দেহে হলে মত্ত, কে বুঝে চিন্ময় তত্ত্ব !
জড়ে প্রেম গড়ে মাত্র "প্রাকৃতিক কাম" !
তাহে নিত্য অধোগতি, ক্ষয় নাশ নিতি নিতি,—
মিথ্যা সে জড়ীয় মায়া, গিল্‌টি তার নাম !
অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে, "অপ্রাকৃত শ্রীমদনে"
প্রেম দানে নাহি হয় বিনাশ বিরাগ,—

নাহি হয় পুরাতন, নিত্য নব বৃন্দাবন,
নিত্য নব যৌবনের নব অনুরাগ !

পঞ্চদশ জ্যোতিঃ।

প্রার্থনা।

ব্রজেশ্বর, মম দুঃখ আর কিবা কব ?
ভুলেছি তোমায় হায়, এবে দেখি স্বপ্ন প্রায়,
পড়ে কিনা পড়ে মনে মুখ চন্দ্র তব !
কত জন্ম চলি গেল, এখনো না দেখা হল,
আর কতকাল বল তোমা ভুলে রব ?

কোথায় জীবিত নাথ, এস' গো এখন,
দেখ গো হৃদয় স্বামী, দেখ কি হয়েছি আমি,
পড়েছে সোণার অঙ্গে কালিমা কেমন ?
ধন জন গৃহ কর্ম্ম, গেছে জাতি কুল ধর্ম্ম,
তব দরশন আশে রয়েছে জীবন !

তোমার বিরহে যদি, বাঁচি দেখা হবে !
আমার হতেছে ভয়, হয় যদি ব্রহ্মে লয়,
হা নাথ, আর কি হবে পুনর্জ্জন্ম ভবে !
শ্রীপদ সেবার মত, পেয়েছি ইন্দ্রিয় যত,
"অন্ধকূপ-হত্যা" তার অঙ্কুরেই হবে।

রাধানাথ, তা হলে যে হারাব তোমায়!
কোথা বা রবে এ দাসী, কে মুছাবে মুখশশী,
সমাধি রাক্ষসী আসি গ্রাসিলে আমায়!
পাদ পদ্ম শিরে নিয়া, কে মুছাবে কেশ দিয়া,
মালতীর মালা গাঁথি কে দিবে গলায়?

ব্রজনাথ, শুনেছি ত ব্রজের কাহিনী!—
দোলাইয়ে ব্রহ্মজ্ঞানে, পৃষ্ঠের অঞ্চল কোণে,
নাচিত তোমার সনে ব্রজ বিলাসিনী!
কে শুনাবে যথা তথা, আর সে অমৃত কথা,
প্রাণের গৌরাঙ্গ কোথা, ডাকে কাঙ্গালিনী।

দ্বিতীয় প্রার্থনা।

লুকা'ও না ব্রজ নাথ ব্রজের জীবন!
মিনতি ও রাঙ্গা পায়, তুমি লুকাইলে হায়,
আমায় করিবে লয় বেদান্ত দর্শন!
গোপীজন মনলোভা, কোটী চন্দ্র মুখ-শোভা,
হবে না ত নিত্যধামে নিত্য দরশন!

সুখের ইন্দ্রিয় মোর শুকাবে সকল!
প্রেম পরিমল সহ, কৃষ্ণ বিলাসের দেহ,
নিরাকারে নিয়ে যাবে বেদান্ত প্রবল!
আর কি পাইব গিয়া, নিত্য ধামে নিত্য কায়া,
পৌর্ণমাসী যোগমায়া ভরসা কেবল!

আলোক সে জ্যোতিঃ মাত্র, গোলকের পতি!
ভূলোক আলোক চায়, ছাড়ি দেব সবিতায়,
জ্ঞানের আলোক লোক ভালবাসে অতি!
শ্রীপদে ঝুরিছে আলো!— বেদান্ত জানে না ভাল,
আলোকের কেন্দ্রস্থল "যুগল পীরিতি।"

তৃতীয় প্রার্থনা।

শ্যাম-নব জলধর, দেখা দাও তুমি,
ছাড়ি সিন্ধু, যাচি বিন্দু চাতকিনী আমি!
নবঘন, চির স্থির করি রাখ সুখে,—
ভয়াকুলা চপলারে চাপি ধর বুকে!
শ্যাম-তরুবর, হায় রহিলে কোথায়!
অনাশ্রিতা শ্যামলতা ধূলায় লুটায়!
লুটাইছে মায়াপঙ্কে মৃণাল সুন্দর,
তুলি লও করে কৃষ্ণ, মত্ত করিবর!
হের কানু-বালভানু, কাঁদে কমলিনী,
মায়ামোহ-মহাপঙ্কে পড়ি কলঙ্কিনী!
তরুণ অরুণ শ্যাম, কর তারে সুখী,
অনিমেষে চেয়ে আছে শ্যাম-সূর্য্যমুখী!
প্রেম-মধু-গন্ধে ধায় মন-অন্ধ অলি,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ- কাঁটা বন দলি!
সে পঞ্চম পুরুষার্থ পাদপদ্ম-মধু
পাবে কি এ অন্ধকূপে অন্ধা গোপবধূ?

শ্রীমধুবন।

শ্রীগৌরচন্দ্রিকা।

মুক্তি অর্থে এ পার্থিব স্বার্থের বিনাশ,
ক্রমে ভক্তি-শেষে প্রেমে শ্রীরাস-বিলাস!
জড়েতে যা আকর্ষণ, প্রাণে তা মিলন আশা,
বিশ্বে বিশ্ব ধরি টানে প্রাণে প্রাণে ভালবাসা!
অণুতে অণুতে মিলে, প্রাণে প্রাণে সুখভোগ,
মানব সাধিবে এই বিশ্বময় প্রেমযোগ।
জড়দেহ মিলনেতে পুনঃপুনঃ ক্ষয় সুখ্,
জ্ঞানময় প্রাণময় মিলনে অক্ষয় সুখ।
বাঙ্গালীর ধর্ম্ম "প্রেম" বৃন্দাবনে পাতা ফাঁদ—
শিখান জগৎগুরু অতুল্য "নদিয়া-চাঁদ"।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম।

সখিরে,—

কেন যাই নবদ্বীপে, বৃন্দাবন ছাড়িরে, কহি সে কাহিনী—
ইচ্ছা করে সেথা গিয়া, তোমা লয়ে থাকিরে, দিবস যামিনী!

এ সুখ পেলাম কোথা ?—কই সে নিগূঢ় কথা,
শোন্ সখি, যাহা দেখি, জুড়ায় জীবন রে,
বৃন্দাবনে মুকুলিত নবদ্বীপে প্রস্ফুটিত
প্রেমের পূর্ণতা সেই শ্রীগৌরাঙ্গ ধন রে!

শোন্ সখি মন দিয়া, সে নিগূঢ় তত্ত্বরে, নবদ্বীপ নামে,
ভুলি গিয়া বৃন্দাবন, ভক্তগণ নিমগন শ্রীগৌরাঙ্গ নামে!

সে যে তত্ত্ব আহামরি, কি বুঝাব সহচরি,
আগে হয় মুক্তি তাহে সর্ব্ব বন্ধ নাশ রে,
বিমুক্ত জীবন হয়ে নিত্যসিদ্ধ দেহ লয়ে,
তবে সে হইতে পারে শ্রীগৌরাঙ্গ-দাস রে!

দাস্যভাবে আরম্ভিয়া, প্রেমশিক্ষা নিয়া রে, প্রেমিকের পাশে,
হেরি গোরা রসরাজে, রাধাপ্রেম-সিন্ধু মাঝে, ভক্তগণ ভাসে!

শ্রীরাধারে আহামরি, রাখে কৃষ্ণ বদ্ধ করি,
বৃন্দাবনে জনশূন্য নিকুঞ্জ মাঝারে রে,
কে বুঝে কৃষ্ণের খেলা!—নবদ্বীপে দেখাইলা
শ্রীরাধার নিত্যলীলা দুয়ারে দুয়ারে রে!

চারিশত বর্ষ পরে, কলিকাতা ধামে রে, গোরা নাশে তমঃ!
উপজিল গৌর প্রেমে "শিশিরের" বিন্দু রে সুধাসিন্ধু সম!

গৌরাঙ্গ-কিরণ সখি অনন্তের পথে দেখি,
অপার সমুদ্র পারে পাতে প্রেম ফাঁদ রে,
সুদূর মার্কিণ দেশে, শ্রীরাধার প্রেমাবেশে,
জ্ঞানের গরিমা নাশে নদিয়ার চাঁদ রে !

শচী মাতার প্রতি শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া।

গৌর গুণগান, করি রাখ প্রাণ, জননি ত্রিতাপ নাশিয়া,
তুমি না রাখিলে, জাহ্নবী-জীবনে, জীবন যাইত ভাসিয়া।
তুমি মাগো যাহা, করেছ দর্শন, আমিও যে তাই, দেখি গো এখন,
তারিবেন তিনি, নিখিল ভুবন, আমাকেই ভালবাসিয়া,
আজ, গৌরপ্রিয়া বলি, দেখিবে আমারে, জগতের লোক আসিয়া !
প্রতিজ্ঞা আমার, শুনগো জননি. ঘরের বাহির যাব না ;
দিনমণি মুখ. দেখিবনা আর, গৌরমুখ করি ভাব না !
কারো সাথে মাগো, কহিব না কথা,নদিয়া নগরে, যাইব না কোথা,
ধুলার সংসারে, খুজিব না বৃথা, বাহিরেত তাঁরে পাব না !
মাগো, গৌর মন্ত্র জপি, আনন্দে ভাসিব, ত্রিজগতে কিছু চাব না !
তণ্ডুল গণিয়া, জপিব শ্রীনাম, তাহাতেই ক্ষুধা নাশিয়া,
গৌরাঙ্গ ভজন, দেখাব কেমন, শিখিবে জগৎ আসিয়া !
কবি কহে ওই দেবী প্রকাশিত, নদিয়ায় পরা-প্রকৃতি উদিত,
ভক্তি-সরে ওই আছে প্রস্ফুটিত, ফুল-কুলেশ্বরী ভাসিয়া,
আজ, নবদ্বীপেশ্বরী, রাজরাজেশ্বরী, বেদান্তের অন্তে বসিয়া !

শ্রীনাম।

শ্রীনাম কি ধন, জানে তা ক'জন, নাম-জপে কিবা হয় ? —
সেই বিবরণ শুন দিয়া মন, হবে পাপ-তাপ-ক্ষয় !
যে বস্তুটি সত্য, যে বস্তুটি নিত্য, অনিত্য সংসার-মাঝে,
সে বস্তুর গুণ, নিত্য সত্য বলি, মানে সবে কাজে কাজে।
সে বস্তুর নাম, নিত্য সত্য সদা, নামটি গুণ বিশেষ,
চিৎস্বরূপ বস্তু আর তার গুণে, ভেদ নাই এক লেশ !
দ্রব্য সহ যথা, দ্রব্যগুণ তার, অভিন্ন হইয়া রয়,
নিত্য দ্রব্য সহ, নাম গুণ তার, কোন কালে ভিন্ন নয়।
নামের সহিত, ফেরেন শ্রীহরি, এ প্রবাদ সত্য তাই,
যেই নাম সেই, শ্রীহরি আপনি, বস্তু নামে ভিন্ন নাই !
হরিঅঙ্গ সেবা, করিবারে যেবা, বাঞ্ছা করে কায় মনে,
করে ও অন্তরে "হরেকৃষ্ণ হরে" জপুক সে রাত্রি দিনে !
দ্রব্যগুণ সম, বিসক্রিয়া ন্যায়, ফলিবে নামের ফল,
যে রূপেই কর, "হেলয়া শ্রদ্ধয়া"
মরিবেই, খায় যদি, না জেনে গরল !

শ্রীশ্রীফাল্গুনী পূর্ণিমা।

ওই আসে হাসি হাসি ফাল্গুনী পূর্ণিমা-নিশি
পলাশ-প্রসূন রাশি কত শোভা ধরিল !
সুন্দর মন্দার দাম আলো করে ধরাধাম,
কাঞ্চন কুসুম ফুটে দিক আলো করিল !

এসেছে কুসুমাকর উল্লাসিত নারীনর
ভ্রমরী ভ্রমর সুখে পদ্মবনে ছুটিল !
ফুলে ফুলে মনোহরা, আজ ধরা সুখে ভরা,
বসন্তের বিশ্বপ্রেম উথলিয়া উঠিল !
ফাল্গুনী পুর্ণিমা ভাই ! তোদের কি মনে নাই,
বিশ্বপ্রেম-প্রস্রবণ শ্রীগৌরাঙ্গ চাঁদ রে,
ভক্তপাশে শুনে থাকি, বসন্ত পূর্ণিমা নাকি
চির বসন্তের পাখী ধরিবার ফাঁদ রে !
আয় আয় বঙ্গবাসী মায়ামোহ তমো নাশি,
পরস্পরে ভালবাসি ভাসি প্রেম সাগরে ;
চির বসন্তের তরে করজোড়ে ডাকি তাঁরে,
জগতের প্রেমগুরু নবদ্বীপ নগরে !
হরিনাম নিয়া নিয়া দুয়ারে দুয়ারে গিয়া,
যাচিয়া যে আচণ্ডালে হরিনাম দিল রে,
গলিত কুষ্ঠীরে ধরি গাঢ় আলিঙ্গন করি,
আমাদের মন প্রাণ হরিয়া যে নিল রে,—
শোধিতে তাঁহার ঋণ আহা আজিকার দিন,
আয় যত দীনহীন পতিত রে পতিতা,
জন্ম দিনে ভুলি তাঁরে কেমনে ঘুমাবি ঘরে ?
আয় আয় ছুটে আয় বালবৃদ্ধ বনিতা।
যাক ও সংসার পুড়ে, ফেলে দে মমতা ছুঁড়ে,
হরি বলে ছুটে আয় মুক্ত বায়ু প্রান্তরে,
চির প্রেম ভালবাসা, চির বসন্তের আশা—
নিত্য নব বৃন্দাবন জাগাইয়ে অন্তরে !

হরি ব'লে বাহু তুলে এস ভাই হেলে দুলে,
নাম-সংকীর্ত্তন ভুলে গৃহে আজ থেক না!
সংগোপনে ভেবেছিলে নাচিবেরে হরি ব'লে,
এস আজ প্রাণ খুলে মনে ক্ষোভ রেখ না।
পাপ তাপ বিনাশিতে আজ মহানগরীতে
কত রাজা মহা রাজা প্রজাগণ এসেছে,
দীনহীন দুঃখী যত যষ্ঠি ভরে যায় কত;
নদিয়া চাঁদের মেলা আজ নাকি বসেছে!
নাই মান অভিমান, রাজা প্রজা এক প্রাণ!
অকাতরে প্রেমদান আজ নাকি হবে রে;
ব্রাহ্মণে যবনে মিলি করিবেরে কোলাকুলি,
নদিয়া চাঁদের মেলা কে দেখিতে যাবে রে!
গৌরলীলা-অভিনয় মন প্রাণ-বিনিময়!
মহা নগরীতে আজ মহাব্রত পালিবে!
ঘুচিবে জগৎভার অসার সংসার-সার
হরি নামামৃত ধারা ধরা পৃষ্ঠে ঢালিবে!
নিতে নামামৃত ধারা আকাশে খসিবে তারা
তরুলতা মাতোয়ারা গৌর নামে নাচিবে,
গৌর হরি ধ্বনি করি, বঙ্গবাসী নরনারী
দুয়ারে দুয়ারে ফিরি হরিনাম যাচিবে!
পদে দলি অহমিকা ভারত ও আমেরিকা,
নাচিবে, লুটাবে আজ শ্রীগৌরাঙ্গ চরণে,
মাতিবেরে ম্লেচ্ছ হিন্দু, উথলিবে সুধাবিন্দু!
ধন্যরে "শিশির-বিন্দু" গৌর-ইন্দু-কিরণে!

হবে আজ দিবারাতি নাম যজ্ঞে পূর্ণাহুতি।
আসিবে নদিয়া-পতি নিয়া প্রেম ফাঁদ রে।
হরি বল হরি বল, হরি বল হরি বল,—
হরিনামে বান্ধা সেই নদিয়ার চাঁদ রে!

"আনন্দ লীলা-ময় বিগ্রহায়, হেমাভদিব্যচ্ছবি সুন্দরায়।
তস্মৈ মহা প্রেমরস প্রদায়, শ্রীগৌরচন্দ্রায় নমো নমস্তে॥"

কীর্ত্তন।

একবার শ্রীচৈতন্য শ্রীচৈতন্য চিন্তা কর না?
শ্রীচৈতন্য বিনা অন্য লোকের কথায় মন ভুল না।
আমরা কাঙ্গাল বেশে এসেছি সবাই,
এস শ্রীগৌরাঙ্গ, বলে অঙ্গ, শীতল করি ভাই,
যারা বিষয় মত্ত, তাদের চিত্ত, গৌর তত্ত্ব শোনে না।
গৌর,—তোমার নামটি যখন মনে হয়,
ব'লে জয় শ্রীহরি, নৃত্য করি, ত্যজি লজ্জা ভয়,
তোমার ঊর্দ্ধ বাহু মনে প'লে আমার বাহু স্থির থাকে না।
গৌর, মহামন্ত্র—হরিবোল বলে,
আমার প্রাণ গৌরাঙ্গ, সোনার অঙ্গ ভাসে নয়ন জলে,
ছাড়ি ধর্ম্ম অর্থ কামমোক্ষ রে, গৌরচরণ কর ভাবনা!
প্রাণ খুলে সব কর সংকীর্ত্তন,
ধনের কথা মানের কথা হওবে বিস্মরণ,
ও ভাই, তোমরা থাক, আপন মানে রে,
আমার গৌরচাঁদের মান ছিল না।

বারোয়া—ঠুংরী।

যোগে আগে বাসনা বিজয় ;
ভব বন্ধনাশে শেষে রাসের উদয় !
শান্তভাবে যোগী ছিলাম, কোথা হ'তে কোথা এলাম,—
ক্রমে যে দেখা'লে ব্রজ মাধুর্য্য আমায় !
ভাগবতে ব্যাস-বাণি যোগ কথা বহু শুনি,
দশমে দেখিনু এসে লীলা মধুময় ।
তরুলতা পশু পাখী, সকলি চিন্ময় দেখি,
এই বৃন্দাবন নাকি, কৃষ্ণ-লীলাময় !
কিছু না হল বিনাশ সর্ব্বেন্দ্রিয় সুপ্রকাশ,
হৃদয়ে করেন বাস কৃষ্ণ রসময় !

সাহানা—ঝাঁপতাল।

কূটস্থ চৈতন্য ব্রহ্ম তোমরা বল যাঁরে,
প্রাণনাথ বলি মোরা মন প্রাণ স'পেছি তাঁরে।
তোমরা চাও জগতের নাশ, আমরা চাই তার সুপ্রকাশ,
মরিতে হয় অভিলাষ, প্রাণনাথ যদি মারে।
"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"
শুনিয়া এসেছি মোরা নিতে কৃষ্ণের পদরজঃ ;
ত্রিবিধ দুঃখের মাঝে বসায়ে হৃদয়-রাজে,
সাজায়ে নিকুঞ্জসাজে দাসী হয়ে সেবি তাঁরে।
মোদের, নাম কৃষ্ণদাস দাসী, নিত্য বৃন্দাবন বাসী,
কৃষ্ণনাম ভালবাসি, দিব এ নাম সন্ন্যাসীরে।

ললিত—আড়া।

তুমি যত ভালবাস, আমি কি তা পারিব? .
সংসারের সেবা করি অবসরে আসিব।
আসিয়াছ নিজ গুণে ভালবাস সর্ব্বক্ষণে
আমি কিন্তু প'লে মনে তবে ভালবাসিব।
এই ভাবে ভালবাস, এস যাও যাও এস
কখনো দুদণ্ড বস, প্রাণ কথা কব—
আবার যাইব ভুলে তুমি কিন্তু তাই ব'লে,
যেওনা যেনহে চলে, না দেখিলে মারা যাব।
সংসারের সেবা করি আসিব যখন ফিরি,
তব চন্দ্রানন হেরি প্রাণ জুড়াব;
অবসর মতে এসে ও চরণ পাশে ব'সে
নয়নের জলে ভেসে, মন প্রাণ ঢেলে দিব।

পিলু—পোস্তা।

কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ আমার প্রাণধন
কোথাগিয়ে লুকালে নাথ হ'রে নিয়ে প্রাণমন।
কৃষ্ণবিনা এ সংসার সবি দেখি অন্ধকার,
কে আমার, আমি কার, যেন নিশার স্বপন!
যে দিকে মেলি দু আঁখি, কৃষ্ণ-কর-লেখা দেখি,
ঊর্দ্ধবাহু হয়ে ডাকি—দেহ নাথ দরশন!
দীনহীন কৃষ্ণদাস, করে কৃষ্ণ,তব আশ,
নহে কর প্রাণনাশ—এই তার নিবেদন।

পিলু—পোস্তা।

প্রাণ থাকিতে প্রিয়সখি তারে মন্দ ব'ল না।
আমার কর্ম্মগুণে, তার সনে দেখা, এজীবনে হ'ল না।
দেহে থাকিতে জীবন না যদি হয় দরশন,
কি কাজ এ দেহমন কেন প্রাণ গেল না;
জগৎ পূজিছে যাঁরে আমি মন্দ বলি তাঁরে,
প্রাণেশ্বরে মন্দ'করে মন্দমতি ললনা।
পালন কৌশল তাঁর আমরা কি জানি তার,
মঙ্গল বিধান সার—এ নহে তাঁর ছলনা,
যার দয়াতে পেলাম আঁখি, আঁখি তাঁর দেখিল কি,
আঁখি মুদে ভাব সখি, ও আঁখি আর খুল না।
প্রেমসিন্ধু নাম জানি কেবল অমৃত খনি,
প্রাণনাথ গুণমণি হবে না তাঁর তুলনা;
তাঁহারি এ দেহমন তিনিই সর্ব্বস্ব ধন,
এ জীবন বিসর্জ্জন তাঁর চরণে দিই চলনা।

বাউল স্থর।

কই সে মাধব বিনোদ কালা?
একবার, হেরে জুড়াই ত্রিতাপ জ্বালা।
আহা, নাজানি ভকতি, না আছে শকতি,
আমি মন্দমতি ব্রজের বালা।
ফুলমাল গেছে সে কালার পাছে কই কারকাছে প্রাণের জ্বালা,
আমি প্রেমের প্রসূনে শ্রদ্ধার চন্দনে,
সাজায়ে এনেছি হৃদয় ডালা।

বাউল সুর।

সখিরে, ভাব না জেনে, প্রেমনদীতে, ঝাঁপদিও না।
সে নদী অকুল পাথার, দিসনা সাঁতার,
সাঁতার দিলে প্রাণ বাঁচেনা।
নদীর তরঙ্গভারি ডুবেছে গোকুল পুরী,
মজেছে নর নারী গোপাঙ্গনা,
পোরে, স্বার্থ বসন, কুলের ভূষণ,
ছি ছি সখি, জল ছুঁও না।
অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমা, জীবে তা সম্ভবে না,
নিষ্কামী নির্ব্বিকারী ব্রজাঙ্গনা,
সেই, সখির কর্ম্ম, পূর্ণ ধর্ম্ম
মর্ম্ম জেনে, কর সাধনা।

পদ।

দেখেছি তারে আমি, দেখেছি তারে,
সে যে কি মোহনরূপ বলিতে কে পারে।
নবীন মেঘের শোভা দেখেছি নয়নে,
শত কাদম্বিনী শোভা প্রাণনাথের চরণে।
চূড়াতে ময়ূর পাখা, পাখা কে তায় বলে?
পাখা নয় সে রাকাশশী, কোটী চন্দ্র ঝলমলে।
কে বলেরে গুঞ্জমালা দোলে নাথের গলে,
সে যে, আমাদেরি মনপ্রাণ গাঁথা তাঁর বক্ষস্থলে।

বাউল সুর।

আমরি বাজচে বীণা। কি মধুর যাচ্চে শুনা।
কোন বিমানে বাজচে বাঁশী প্রাণের মাঝে কর্ ঠিকানা,
বিনা হাওয়ায়, বংশীবাজায়, কেবা বাজায়, যায় না জানা।
উচ্চ গুচ্ছ ময়ূর পুচ্ছ এমন স্বচ্ছ, আর দেখি না,
তরুণ অরুণ কিরণ ধারে, চক্রাকারে কার নিশানা!
কার আরতি, কোন্ বিমানে, শঙ্খঘণ্টা হয় বাজনা,
আহা জীবের কি দুর্দ্দশা কর্ণ বধীর, নয়ন কানা।

বাউল সুর।

নব অনুরাগী যোগী। নবীন প্রেমের অনুরাগী!
কোন যোগে যোগ সাধলে ভাল, কোন নবীনার প্রেম লাগি?
এমন ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, চতুর্ব্বর্গ ফল ত্যাগী।
চায়না সে ইন্দ্রত্ব পদ, সুখ দুঃখের নয় সে ভাগী,—
সপ্ত স্বর্গ নয়ন জলে, ভাসচেরে তার প্রেমের লাগি!

মধ্যমান।

ভালবাসি তোমারে, (হরি) প্রাণ ভোরে।
দিবানিশি বসি বসি এই শুধু ইচ্ছা করে॥
যে পেয়েছে ভালবাসা, তার মনে কতই আশা,
সার্থক তার ভবে আসা, অমানিশা অন্ধকারে।
(হরি) দিয়া মায়ার আবরণ, কেন ঢাক চন্দ্রানন?
(আমার) ছুটে যায় যে প্রাণমন, ঐ বিধুবদন দেখিবারে!

পুরবি—খেমটা।

আর চলতে নারি, প্রাণের হরি, চিরস্থির যৌবনের ভরে,
অমরত্ব সুধাপানে সদা প্রাণ প্রমত্ত করে।
এ চিরস্থির জীবন, করব তোমায় সমর্পণ,
প্রেম সমরে ভুবন মোহন, আর বিন্ধনা পুষ্পশরে।
পূর্ণরসে তনু ভাসে, প্রাণ তোমারে ভালবাসে,
তরঙ্গিণী রঙ্গে আসে, প্রাণ জুড়াতে প্রেম-সাগরে।

রাগিণী—

কৃষ্ণ স্থির যৌবন,—আমার নবীন দেহ নবীন মন
তাবুঝা কি পরের কর্ম্ম, মর্ম্ম সখি, ওগো মর্ম্মসখি শোন শোন।
আমি নারী বলতে নারি, বোবার স্বপন্—
আমি বোবার স্বপন দেখছি যেন।

ললিত—আড়া।

চিরস্থির যৌবন!—আমরা কৃষ্ণবিলাসিনী!
নির্ম্মোক্ষে, উচ্চ বক্ষে, ধরেছি নীলকান্ত মণি!
হৃদয়ের স্তরে স্তরে. সাজায়েছি প্রেমহারে,
উচ্চ কুচযুগ পরে, আমাদের নিলরতন মণি।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

শ্রীব্রজাঙ্গনা-গীতা।

প্রথম মালিকা।

(শ্রীমদ্ভাগবত-১০ম স্কন্ধ, ২০শ অধ্যায়)

শ্রীবৃন্দাবনে বর্ষা ও শরৎকাল।

মহামুনি শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে কহিলেন,—

হে রাজন্, গোপগণ আলয়ে আসিয়া,
কামিনীকুলের কাছে কহে বিবরিয়া,
যেরূপে দাবাগ্নি হ'তে হইল উদ্ধার,
কৃষ্ণের প্রলম্ব বধ অদ্ভুত ব্যাপার।
বৃদ্ধ গোপ গোপীগণ করিল শ্রবণ,
মনে ভাবে সবে হ'য়ে বিস্ময় মগন,—
রাম কৃষ্ণ দেবশ্রেষ্ঠ, নহে মর্ত্ত্যবাসী,
লীলা তরে ব্রজপুরে অবতীর্ণ আসি। ১ শ্লোক

এই রূপে তাহাদের কিছু দিন যায়,
সুন্দর বরষা ঋতু সমাগত প্রায় ;
জীবের উদ্ভব কত হয় এই কালে,
আন্দোলিত নভঃস্থল ছিন্ন ঘন-জালে! ২ শ্লো
চারি দিকে অপরূপ হেরি চারু শোভা,
উঠিতেছে মেঘমালা জন-মনোলোভা!
গুরু গুরু গরজনে নীল কাদম্বিনী,
ঢাকিয়াছে নভঃস্থল, অঙ্কে সৌদামিনী!
মেঘাচ্ছন্ন ঘোর ঘোর হয়েছে আকাশ,
সগুণ ব্রহ্মের যেন অস্পষ্ট প্রকাশ! ৩
অষ্ট মাস আকর্ষণ করিয়া কেবল,
যতনে সঞ্চিত সেই সলিল সকল,
এখন আদিত্যদেব জানিয়া সময়,
করিলেন বরষণ—সুমঙ্গল ময়! ৪
নিরখি তাপিতে আহা দয়ার্দ্র যে জন,
দেয় যথা তার তরে প্রাণ বিসর্জ্জন,
সেরূপ নীরদ-দাম—বিদ্যুৎ-নয়ন,
নিরখি নিদাঘ-তপ্ত সমস্ত ভুবন,
নাশিয়া আপন অঙ্গ ঢালিতেছে বারি,
তাপিত জগৎ-প্রাণ সুশীতল করি! ৫
তপস্যায় করিবারে কামনা-পূরণ
তপস্বী যেমন করে শরীর-শোষণ,
আবার পাইলে সেই তপস্যার ফল,
শরীরে যেমন তার আসে পুষ্টি বল,

গ্রীষ্ম-তাপে কৃশাঙ্গিনী মেদিনী তেমন
অভীষ্ট লভিয়া পুষ্ট, পরিতুষ্ট মন!
জ্বলিল যামিনী-যোগে খদ্যোতের জ্যোতিঃ,
মেঘাচ্ছন্ন গ্রহগণ প্রভাহীন অতি,—
কলিযুগে দীপ্তি পায় পাষণ্ড যেমন,
প্রভাহীন দীন ক্ষীণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। ৬
আচার্য্যের শব্দ শুনি সন্ধ্যা সমাপনে,
পাঠ-শব্দ করে যথা দ্বিজ শিষ্যগণে,
সেরূপ যে সব ভেক মৌনী হ'য়ে ছিল,
শুনিয়া মেঘের শব্দ, শব্দ আরম্ভিল।
যেমন ইন্দ্রিয়াশক্ত মানবের কায়—
ধন মন অকস্মাৎ বিপথেতে ধায়,
শুষ্ককায় কৃশাঙ্গিনী তটিনী তেমন
উথলিয়া করিতেছে বিপথে গমন। ৮
কোন স্থলে তৃণদলে শ্যামাঙ্গিনী ধরা,
কোথাও লোহিত কীটে রক্তবর্ণ করা,
কোন স্থল ছায়াতল—মেদিনীর শোভা
সেনা-সন্নিবেশ যেন জন-মনোলোভা! ৯
অন্যে দুঃখ নাহি দেন মহাত্মা যে জন,
দৈব-বশে সে সকল হয় সংঘটন,—
ক্ষেত্র কভু শস্য দানে বিমুখ না হয়,
কৃষকেরে দুঃখ দেয় দৈব নিরদয়!
এখন সে ক্ষেত্ররাজি দিয়া শস্য-ধন
কৃষকেরে কি আনন্দ করে বিতরণ! ১০

হরিপাদপদ্ম যথা সেবিলে আদরে,
ভক্তি-স্নানে ভক্ত-অঙ্গে রূপ নাহি ধরে,—
সেই রূপ ধরিয়াছে নব রূপ-রাশি,
নব জলে স্নান করি জলস্থল-বাসী। ১১
যোগেতে অপরিপক্ক যোগীর অন্তর
বাসনা-তরঙ্গে যথা দোলে নিরন্তর,
সেইরূপ রঙ্গে মিলি তরঙ্গিনী কুল
বায়ু-ক্ষুব্ধ সিন্ধু-বক্ষ করিছে আকুল। ১২
হরিপাদপদ্মে মগ্ন যোগীন্দ্র যেমন
ইন্দ্রিয় আঘাতে আর ব্যথিত না হন,
তেমতি অচলরাজি দিবস নিশায়,
অক্লেশে বরষাধারা সহিছে মাথায়। ১৩
ব্রাহ্মণগণের যথা হ'লে অনভ্যাস
কেবল শাস্ত্রের থাকে অস্পষ্ট আভাস—
সেরূপ হয়েছে পথ, পূর্ণ তৃণদল,
পথের অস্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে কেবল। ১৪
যেমন ব্যাভিচারিণী বারম্বার আসে,
স্থির নহে গুণশালী পুরুষের পাশে,—
পরহিত-ব্রতে রত জলদের্ঘারে
ক্ষণপ্রেমা ক্ষণপ্রভা দাঁড়াতে না পারে। ১৫
মায়ায় রচিত এই সগুণ সংসারে,
নির্গুণ পুরুষ যথা অবস্থান করে,—
গম্ভীর গর্জ্জনপূর্ণ গগনের গায়
গুণশূন্য ইন্দ্রধনু কিবা শোভা পায়। ১৬

অশান্তি আপদ কত আছে গৃহবাসে,
তথাপি গৃহস্থ যথা গৃহ ভালবাসে,
চক্রবাক চরে তথা বন সন্নিকটে,
পঙ্কিল কণ্টকময় সরোবর-তটে। ১৭-২০
কলিযুগে কুতর্কেতে তুলি নানা কথা,
পাষণ্ডেরা ভগ্ন করে বেদমার্গ যথা,
সেইরূপ বরষার খরতর বারি
চৌদিকে চলিল রঙ্গে সেতু ভঙ্গ করি! ২১
রাজন্ বর্ষায় ক্রীড়া করিবারে বনে,
শ্রীকৃষ্ণ চলিলা আজ বলদেব সনে,
বেষ্টিত গোপালগণে মহা আনন্দেতে,
সুপক্ক খর্জ্জুর-জম্বু পূর্ণ কাননেতে। ২২
স্তনভারে ধেনুগণ মন্দ মন্দ যায়,
কৃষ্ণের মুরলী শুনি ঊর্দ্ধমুখে ধায়;
মাধবের সঙ্গে রঙ্গে ধায় গাভীগণ,
পয়োধরে ক্ষীরধারা হতেছে ক্ষরণ! ২৩
রাজন্ সে বন মাঝে দেখিলা কেশব,
মধুময় বনরাজি রম্য তরু সব;
গিরি-নির্ঝরিণী-বারি শব্দ করি ধায়,
সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি হতেছে গুহায়।
বিপিনে পড়িল যবে বরষার বারি,
কভু বৃক্ষতলে কভু গুহা মাঝে হরি,
বিহরিলা ফলমূল করিয়া আহার,
সে বিপিনে করিলেন আনন্দ আপার।

পরে যত দধি অন্ন জুটিল আসিয়া,
বারি সন্নিহিত মহা শিলাতে বসিয়া,
গোপগণ সনে কৃষ্ণ করেন ভোজন ;
পার্শ্বদেশে হর্ষে বৃষ গাভী বৎসগণ
করেছে শয়ন নব দূর্ব্বাদল 'পরে
মুদিত নয়ন, ধীরে রোমন্থন করে !
দেখিলেন ভগবান্ সব সুখকর,
শোভা হেরি বরষারে করিলা আদর ! ২৪
এই রূপে রাম কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবনে
বিহরিলা বরষায় গাভী বৎস সনে।
ক্রমে বরষার অন্ত, শরৎ উদয়,
গগনের মেঘমালা পাইল বিলয় !
আর সে পবন নাই তেমন প্রবল,
ঝরঝর নিরমল তরঙ্গিণী-জল ! ২৫
যোগভ্রষ্ট যোগী পুনঃ পাইলে সাধন.
আপন স্বভাব যথা করে সংস্থাপন,
তেমনি ফুটিলে পুনঃ শারদ কমল,
স্বভাব লভিল পুনঃ সরসী সকল। ২৬
কৃষ্ণভক্ত আশ্রমীর আশ্রমে যেমন
সর্ব্ববিধ অমঙ্গল হয় নিবারণ,
সেরূপ শরৎ আসি, গগন-মণ্ডল
মুক্ত করি, ঘন মেঘ নাশিল সকল ;
সচ্ছন্দে বিহরে সবে—হইয়াছে নাশ
স্থানাভাবে প্রাণীদের ঘনীভূত বাস।

গিয়াছে ধরার পঙ্ক শুষ্ক সর্ব্ব স্থল,
কলুষতাহীন জল স্ফটিক-নির্ম্মল। ২৭
বাসনা-বিমুক্ত মুনি প্রশান্ত যেমন,
সর্ব্বত্যাগী মেঘ তথা শুভ্র দরশন। ২৮
প্রতি দিন পরমায়ু হইতেছে ক্ষয়,
বুঝিছে না মায়াবদ্ধ মানব-নিচয়—
সেইরূপ জলাশয়ে ক্ষুদ্র মীনগণ
জানিছে না নিত্য জল কমিছে কেমন। ২৯,৩০
শরতের সূর্য্য-তপ্ত সরসীর নীর,
সন্তপ্ত শরীর মন। —হয়েছে অধীর
স্বল্প জলবাসী ক্ষুদ্র জলচর যত,
বিমূঢ় অজিতেন্দ্রিয় গৃহস্থের মত। ৩১
সর্ব্ব ক্রিয়া-বিনিবৃত্ত মুনীন্দ্র যেমন
বেদপাঠ ছাড়ি স্থির—অবিচল হন,
সেরূপ শরতে হ'ল বারি অবিচল,
ধরিল প্রশান্ত ভাব সমুদ্রের জল। ৩২-৩৩
ইন্দ্রিয়ের পথ দিয়া প্রাণ হয় ক্ষয়,
রুদ্ধ করি ইন্দ্রিয়ের দ্বার সমুদয়
যোগিগণ করে যথা প্রাণের ধারণ,
ভূমি বান্ধি জল রাখে কৃষক তেমন। ৩৪
জ্ঞান যথা দূর করে দেহ-অভিমানে,
গোপী-ক্লেশ যায় যথা কৃষ্ণ দরশনে,
তেমতি শারদ নৈশ শশী সুবিমল,
জীবের সন্তাপ দূর করিছে কেবল। ৩৫

বেদের বিমল পথ করি প্রদর্শন,
সত্ত্বগুণশালী চিত্তে সৌন্দর্য্য যেমন,
তেমতি তারকারাজি করিয়া প্রকাশ,
সুন্দর হয়েছে নৈশ শারদ-আকাশ!
বেষ্টিত যাদবগণে মাধব যেমতি,
সুদর্শন চক্র ধরি শোভা পান অতি,
সেরূপ চৌদিকে নিয়া নক্ষত্র সকল,
শোভেন শশাঙ্ক ধরি অখণ্ড মণ্ডল। ৩৬
মনে মনে প্রাণ-কৃষ্ণে করি আলিঙ্গন,
কৃষ্ণপ্রাণা গোপীচিত্ত শীতল যেমন,
সেইরূপ ফুলবন—সমীর মধুর
সেবি, জীব-মনস্তাপ হইতেছে দূর! ৩৭
মলিন কেবল দস্যু রাজ-দরশনে,
প্রফুল্ল যেমন হয় আর সর্ব্ব জনে,
তেমতি কুমুদ আঁখি মুদিল কেবল,
সূর্য্যোদয়ে জল-ফুল প্রফুল্ল সকল! ৩৮-৩৯
গ্রামে গ্রামে নগরেতে নবান্ন ভোজন,
বেদবিধি-উৎসবের হয় আয়োজন;
লৌকিক উৎসব কত হয় সারি সারি,
ইন্দ্রিয়-সুখের তরে ব্যস্ত নর নারী!
শরতের পক্ক শস্যে স্বর্ণময়ী ধরা,
রাম কৃষ্ণে পেয়ে হ'ল আরো মনোহরা! ৪০

দ্বিতীয় মালিকা।

(শ্রীমদ্ভাগবত—২১শ অধ্যায়)

গোপীগণের কৃষ্ণগুণ গান।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্!

শরতের আগমনে　　　সুন্দর-শ্রী বৃন্দাবনে
সলিল হইল স্বচ্ছ বিমল আভায়,
পদ্মবনে রঙ্গ করি,　　　সর্ব্বাঙ্গ সৌরভে ভরি,
ধীরে যায় সমীরণ, ফিরে ফিরে চায়!
গাভী বৎসগণ সনে　　　বেষ্টিত গোপাল গণে
আপনি শ্রীভগবান, জগতের প্রাণ—
নিরূপম সেই বনে,　　　দেখ আজ গোচারণে
রাখালের গলা ধরি নৃত্য করি যান! ১
ফুল্ল পাদপের পরে　　　শত ভৃঙ্গ গান করে,
সহস্র বিহঙ্গ গায় বসিয়া শাখায়,
সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি　　　গিরি অঙ্গ স্রোতস্বিনী
সরোবর নির্ঝরিণী তরঙ্গে ভাসায়!
লইয়া বালক গণে,　　　আর বলরাম সনে
গোচারণে রম্য বনে করিয়া প্রবেশ
মুরলী বাজান হরি,—　　　ঝঙ্কার শ্রবণ করি,
ব্রজনারী-প্রাণে হ'ল প্রেমের আবেশ! ২
আপন সখীর পাশে,　　　কহিছে মধুর ভাষে,
কৃষ্ণের গুণের কথা ব্রজাঙ্গনা গণ,—

সে গুণ বর্ণিতে গিয়া, কাঁপিছে তাদের হিয়া
প্রেমাবেশে, কৃষ্ণকথা করিয়া স্মরণ ! ৩-৪
মধুর চরিত তাঁর, বর্ণন না হ'ল আর ;
গোপীকার মন মগ্ন এই ভাবনায়—
ওই নন্দসুত এল বৃন্দাবনে প্রবেশিল,
পূরিল বেণুর রন্ধ্র অধর-সুধায় !
শোভিছে বিচিত্র বর্ণে, কুসুম-কুণ্ডল কর্ণে,
মস্তকে ময়ূর-পুচ্ছ-মুকুট সুন্দর !
ওই যে কৃষ্ণের গলে, বৈজয়ন্তি-মালা দোলে
স্বর্ণ বর্ণ পীত বাস অঙ্গে মনোহর ! ৫
জীব-প্রাণ মুগ্ধকারী বংশী নিয়া বংশীধারী
বৃন্দাবন স্নিগ্ধ করি বাজান যখন,
গোপীগণ প্রেমভরে পদে পদে যেন করে
প্রেমমূর্ত্তি কৃষ্ণ-অঙ্গে প্রেম-আলিঙ্গন ! ৬
সখীদের গলা ধরি কহে যত ব্রজনারী.—
সহচরি, রাম কৃষ্ণ করিয়া সুবেশ
সকল রাখাল সনে দুই ভাই গোচারণে
গাভী লয়ে বনে যবে করেন প্রবেশ,
বদনে মুরলী ধরা, ব্রজাঙ্গনা মনোহরা,
শীতল কটাক্ষ পাত হয় যে আবার,—
মুখপদ্মে দৃষ্টিভরে মধু পান যারা করে,
ধন্য তারা !—নয়নে কি ফল আছে আর ! ৭
সে কথা শ্রবণ করি, কহে অন্য ব্রজনারী
আহামরি পুণ্যকারী ধন্য গোপগণ !

কভু গোপ-সভা মাঝে, সাজি নীল পীত সাজে,
বিরাজেন রামকৃষ্ণ প্রিয় দরশন!
সেই নীল পীতাম্বরে, অপরূপ শোভা করে,
সংলগ্ন ময়ূর-পুচ্ছ রসাল-মুকুল;
বসনের মাঝে মাঝে, বিকচ কমল সাজে;
কভু বা করেন গান, শুনি প্রাণাকুল! ৮
অন্য গোপী কহে আসি, কি পুণ্য করেছে বাঁশী!—
যে অধর-সুধা শুধু সেব্য গোপীকার,
বাঁশী একা করি পান, কি সুখে করিছে গান!
রেখেছ সামান্য রস উচ্ছিষ্ট তাহার!
যে বংশেতে বংশী হ'ল, সে যাহার তটে ছিল,
সেই জলাশয়ে যত পদ্ম শোভা পায়,
বাঁশীর সৌভাগ্য হেরি, শিহরিছে আহা মরি!—
জলাশয় অঙ্গ যেন রোমাঞ্চিত তায়!
বংশে যদি পুত্র হয় ভগবৎ-ভক্তিময়,—
আনন্দাশ্রু বর্ষে যথা কুল-বৃদ্ধ গণ,
নিরখি বাঁশীর পুণ্য, বংশপতি বৃক্ষ ধন্য!
সে অঙ্গে আনন্দ-ধারা হতেছে ক্ষরণ! ৯
কহে অন্য গোপীগণ, সখিরে, শ্রীবৃন্দাবন
কৃষ্ণপদ স্পর্শে তুচ্ছ করে স্বর্গ শোভা!
বেণু-রবে মত্ত হিয়া পুচ্ছ গুচ্ছ বিস্তারিয়া
শাখি শাখে শিখী নাচে জন-মনোলোভা!
নাচিছে সহস্র শিখী সর্ব্ব জীব তাহা দেখি
সর্ব্ব চেষ্টা পরিহরি পর্ব্বত উপর,

দৃষ্টি-সুখে নিমগন !— সুখের শ্রীবৃন্দাবন
প্রকাশিছে জগতের কীর্ত্তি মনোহর ! ১০
কহে অন্য ব্রজাঙ্গনা, দেখ সখি সুলোচনা,
পশু-জন্মে ধন্য ওই কুরঙ্গিনী গণ,—
শুনিয়া মোহন বাঁশী, কৃষ্ণসার সনে আসি
প্রেমনেত্রে পূজা করে শ্রীনন্দ-নন্দন ! ১১
কোন গোপী গলা ধরি কহে শুন সহচরি,
মধুর চরিত, কৃষ্ণ ! রূপ মধুময় !
নিরখিয়া ধরাতলে, কে না ভাসে নেত্রজলে ?
কোন কামিনীর মনে আনন্দ না হয় ?
সে রূপ দেখিয়া প্রাণে, স্পষ্ট বেণু শুনি কাণে,
সখিরে বিমানচারী দেবাঙ্গনা গণ
থাকিয়া প্রিয়-অঙ্কে, চমকিয়া প্রেমাতঙ্কে,
কৃষ্ণপদে প্রাণ মন দেয় বিসর্জ্জন !—
রূপ হেরি জ্ঞানহারা, বেণু রবে মাতোয়ারা,
তখন থাকেনা তারা, তাহাদের বশে,
ছাড়িয়া কবরি ভার, ঝরি পড়ে পুষ্পহার
প্রেমানন্দে অন্ধ হয়ে বেণীবন্ধ খসে ! ১২
কৃষ্ণমুখ-বিনিঃসৃত আহা সেই গীতামৃত
কর্ণপুটে করি পান মত্ত গাভী গণ,
অশ্রু ফেলে দাঁড়াইয়া, প্রেমপূর্ণ নেত্র দিয়া,
মনে মনে কৃষ্ণ ধনে করে আলিঙ্গন !
ক্ষুধার্ত্ত গোবৎস যত, মাতৃ দুগ্ধ পানে রত,
শুনিয়া উৎক্ষিপ্ত কর্ণে কৃষ্ণ-বেণু গান,

মুখে রাখি ক্ষীরধারা, ফেলিতেছে নেত্র ধারা,—
আর না করিতে পারে মাতৃ স্তন পান! ১৩
দেখ গো মা, দেখ সখি, কাননের যত পাখী,
মুনি ঋষি হইবার যোগ্য এরা সবে,
যে রূপে সে কৃষ্ণধনে, সুখী হবে দরশনে,
সেই রূপে বসি বৃক্ষে—শোভিত পল্লবে,—
সুখে হবে দরশন, তাই বৃক্ষে আরোহণ
করেছে বিহঙ্গগণ, মুগ্ধ মন প্রাণ,
অন্য কথা পরিহরি, নয়ন মুদিত করি,
শুনিতেছে মধুমাখা মুরলীর গান! ১৪
থাক সে সজীব প্রাণী,— নির্জীব সে তরঙ্গিণী
প্রকাশিছে প্রেমোচ্ছাস অঙ্গ ভঙ্গিমায়,
লইয়া তরঙ্গ-করে, শতদল উপহারে
কৃষ্ণ-পদ আলিঙ্গনে হৃদয় জুড়ায়! ১৫
বলরাম সনে রঙ্গে, গোপাল গণের সঙ্গে,
রবি-তাপে যান কৃষ্ণ বাজাইয়া বাঁশী,—
নিরখি তুষার-কায় মেঘমালা প্রেমে ধায়,
দেখ, সে সখার শিরে ছত্র ধরে আসি! ১৬
পুনঃ পুনঃ পর্য্যটনে, চরণ-কুঙ্কুম বনে
স্খলিত হয়েছে তৃণে—করি দরশন,
প্রেমে লয়ে বক্ষোপরি, বদনে লেপন করি
কৃতার্থ ব্যাধের নারী, সার্থক জীবন! ১৭
দেখ দেখ সহচরি, এই গোবর্দ্ধন গিরি
সকলের শ্রেষ্ঠ মরি, হরিদাস গণে!—

দরশনে প্রেমাকুল, তৃণ জল কন্দ মূল
দিয়া পূজে ধেনু মাঝে রামকৃষ্ণ-ধনে! ১৮
দেখ দেখ সখীগণ, কি আশ্চর্য্য দরশন!—
গোপাদ-বন্ধন পাশ করেতে করিয়া,
গোপাল গণের সনে, বন হ'তে অন্য বনে,
চলেছেন রামকৃষ্ণ গাভী গণে নিয়া;
বন হ'তে বনে যান করি উচ্চ বেণু গান,—
বাঁশরীর মধুস্বর করিয়া শ্রবণ,
বৃক্ষগণ করে রঙ্গ পুলকে পূরিত অঙ্গ,
নীরবে দাঁড়ায়ে আছে মুগ্ধ জীবগণ!
সুন্দর শ্রীবৃন্দাবনে, প্রেমানন্দে বিচরণে,
যে যে লীলা করিলেন নিজে ভগবান,
এরূপে তা গান করি, প্রেমযোগে ব্রজনারী
তন্ময় হইল দিয়া দেহ-মন-প্রাণ। ১৯

তৃতীয় মালিকা।

শ্রীমদ্ভাগবত—২২শ অধ্যায়।

গোপীগণের বস্ত্রহরণ।

শুকদেব কহিলেন,—

হে রাজন্, ব্রজবাসে হেমন্ত প্রথম মাসে,
ব্রজ-কুমারীরা সবে মিলি,

কাত্যায়নী-ব্রত ধরি হবিষ্য ভোজন করি
পূজে মহামায়া ভদ্রকালী। ১
ব্রজের কুমারী যত, হেরি সূর্য্য সমুদিত,
স্নান করি কালিন্দীর নীরে,
জলের নিকটে গিয়া গড়িল বালুকা দিয়া,
দেবীর প্রতীমা ধীরে ধীরে। ২
ধূপ দীপ গন্ধ মালা আনি যত গোপবালা
নৈবেদ্য তাম্বুল আদি দিয়া,
মন্ত্র পড়ি বারে বারে দেবী নমস্কার করে,
বর চায় মিনতি করিয়া,—
কাত্যায়নি মহামায়া, মহাদেবী শিবজায়া
হে মহা যোগিনি মহেশ্বরী,
ধূলি দেও ও পদের—নন্দসুতে আমাদের
পতি করি দেও গো শঙ্করি। ৩, ৪
কৃষ্ণ যেন পতি হন হেন একনিষ্ঠ মন
করি গোপ-কুমারী সকল,
চিত্ত রাখি কৃষ্ণপরে ভক্তিভরে পূজা করে
ভদ্রকালী চরণ কমল। ৫
উষায় উত্থান করি পরস্পর বাহু ধরি
যমুনায় যাইত যখন
নিজ নিজ নাম সহ কৃষ্ণ-গুণ অহরহঃ
সবে মিলি গাইত তখন। ৬
এক দিন গিয়া নীরে বস্ত্র রাখি নদী তীরে,
যেমন করিত অন্য দিন,

ব্রজ-কুমারীরা যত কৃষ্ণগুণ-গানে রত,
জল-ক্রীড়া করে শঙ্কাহীন। ৭
হেন কালে ব্রজেশ্বর, যোগেশ্বরের ঈশ্বর,
তাহাদের উদ্দেশ্য জানিয়া,
ব্রত-ফল দান তরে সঙ্গীগণে সঙ্গে ক'রে,
সেই স্থানে উপস্থিত গিয়া। ৮
তাহাদের বস্ত্র যত করি সব অপহৃত,
উঠিয়া কদম্বতরু 'পরি,
লইয়া বালক সবে হাসিয়া শ্রীহরি তবে
কহিলেন পরিহাস করি—৯
ব্রজের অবলা গণ করি হেথা আগমন,
লহ নিজ বসন সকল,
সত্য বলি ফিরাবনা পরিহাস করিব না,
ব্রতাচারে তোমরা দুর্ব্বল! ১০
ফিরিয়া যাবে না বৃথা, নাহি কহি মিথ্যা কথা,
এ সব বালক মোরে জানে;
শুন সুমধ্যমা সবে, একে একে কিংবা সবে
বস্ত্র নিয়া যাও নিজ স্থানে। ১১
শুনি, লজ্জা-অবনত হয়ে প্রেমে বিগলিত,
অনুপায় যত সুমধ্যমা,
পরস্পরে দৃষ্টি করে, তীরে ত উঠিতে নারে,—
হাসিমাখা বদন-চন্দ্রমা! ১২
ছিল যত গোপী-চিত্ত জলক্রীড়া-উনমত্ত,
আকণ্ঠ সলিলে মগ্ন এবে,

শীতল যমুনা-নীরে আর ত রহিতে নারে,
থর থরে কাঁপিতেছে সবে ! ১৩
সেই যে গোবিন্দ বাণী বার বার সবে শুনি,
কহিলা কম্পিত কলেবরে,—
অন্যায় ক'রনা শ্যাম, মোদের হ'য়না বাম,
মোরা ভালবাসি যে তোমারে।
আমরা সবাই জানি ব্রজে নাহি এক প্রাণী,
শিষ্ট শান্ত তোমার সমান,
আমাদের মাথা খাও, বস্ত্র গুলি ফেলি দেও,
শীতে দেখ বাহিরায় প্রাণ ! ১৪
আমরা তব কিঙ্করী যা বল তাইত করি,
ভালবাসি সেবি যে তোমায়,
আছে তব ধর্ম্মজ্ঞান, আমাদের বস্ত্রদান
কর—নহে কহিব রাজায় ! ১৫

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—

শুন সুহাসিনি যত, দাসী যদি হও সত্য,
যদি আজ্ঞা পালো নিশি দিবা,—
আসি লও বস্ত্র যত, তা না হ'লে দিব না ত,
বৃদ্ধ রাজা করিবেন কিবা ? ১৬
কম্পিত কুমারীগণ লজ্জা মাথা দেহ মন,
তখন হইয়া নিরুপায়,
কর-আচ্ছাদন দিয়া তীরেতে উঠিল গিয়া,
প্রিয়তম কৃষ্ণের আজ্ঞায়। ১৭

শুদ্ধ ভাবে প্রসাদিত অক্ষত কুমারী যত
নিকটে আসিল নিরখিয়া,
প্রীত মনে তবে হরি বস্ত্র গুলি স্কন্ধে করি,
কহিলেন হাসিয়া হাসিয়া,—১৮

তোমরা এ ব্রত-কালে বিবস্ত্রা হইলে জলে,
রাখিলেনা মান্য দেবতার,—
এ পাপ নাশের তরে মস্তকে অঞ্জলি ধ'রে,
বস্ত্র লও, করি নমস্কার। ১৯

রাজন্ সে দোষ শুনি, ব্রত ভঙ্গ মনে গণি
করে সবে, কৃতাঞ্জলি করি,
সর্ব্ব-কর্ম্ম-ফল-সার কৃষ্ণপদে নমস্কার ;
জানে তারা—তিনি পাপহারী! ২০

হেন মতে অবনত হেরি সবে নন্দসুত,
হৃষ্টচিত্ত হইলা তখন,
কুমারীগণের প্রতি সদয় হইয়া অতি,
যত বস্ত্র করিলা অর্পণ। ২১

রাজন্, যদিও হরি করিলা ছলনা করি
হাস্যাস্পদ লজ্জিত তাদের,—
নাচান পুতলি প্রায়, কিন্তু কেবা নিন্দে তাঁয়,
প্রিয়সঙ্গে প্রীতি সকলের! ২২

বস্ত্র করি পরিধান ত্যজিলনা সেই স্থান,—
প্রিয়-সঙ্গে বশীভূত তারা ;
শ্রীকৃষ্ণে আকৃষ্ট মন,— কৃষ্ণে করে নিরীক্ষণ
সলাজ নয়নে জ্ঞানহারা! ২৩

ব্রজের কুমারী যত লইয়াছে মহাব্রত,
কৃষ্ণপদ কামনা করিয়া,
তাদের উদ্দেশ্য জানি, নন্দ-সুত অন্তর্যামী
কহিলা সকলে সম্ভাষিয়া,—২৪
শুন সতী সাধ্বী সব তোমাদের মনোভাব
আমারই অর্চ্চন সেবন,
জানি আমি—এই ব্রত আমার অনুমোদিত,
সফল হইবে এ সাধন ! ২৫
যাহাদের প্রাণমন আমাতেই নিমগন,
কর্ম্মভোগ নাহি ত তাদের !
কর্ম্ম-ফল দগ্ধ তথা, অঙ্কুর উদ্গম যথা
নাহি হয় ভর্জ্জিত বীজের ! ২৬
শুন সতী সাধ্বী সবে, ব্রজপুরে যাও এবে,
তোমাদের কামনা সফল !—
করিলে যে ব্রতাচার, মম বরে এই বার
সুসিদ্ধ হইল সে সকল ! ২৭
আমাতে রাখিয়া চিত্ত, করি কাত্যায়নী-ব্রত,
সিদ্ধ হ'লে,—কিবা দিব আর ?
মম সঙ্গে একত্রেতে আগামিনী রজনীতে
সকলেই করিবে বিহার ! ২৮

শুকদেব কহিলেন,—

রাজন্ কুমারীগণ হইয়া কৃতার্থ মন,
শ্রীকৃষ্ণের পাইয়া আদেশ,

কৃষ্ণপাদ-পদ্ম-পাশে, মন রাখি, অতি ক্লেশে
ব্রজপুরে করিল প্রবেশ। ২৯
শ্রীনন্দ-নন্দন পরে, অগ্রে করি অগ্রজেরে,
মনোরঙ্গে, সঙ্গে গোপগণ,
গোচারণে ধীরে ধীরে, বৃন্দাবন হ'তে দূরে,
সবে মিলি করিলা গমন। ৩০
হেমন্তের রবি করে তাপিত মস্তক'পরে
তরুগণ ছত্র ধরে তথা,
নিরখি সে ছায়া-দান, কহিলেন ভগবান
ব্রজবাসী গণে এই কথা,—৩১
"হে শ্রীদাম, হে সুবল, হে অর্জ্জুন, হে বিশাল,
স্তোককৃষ্ণ, অংশো, হে বৃষভ,
বরূথপ, হে ওজস্বী, দেবপ্রস্থ,—ব্রজবাসী,
দেখ দেখ বৃক্ষ এই সব,—৩২
মহাভাগ বৃক্ষ গণ শুধু পর-প্রয়োজন
সাধিতে নির্জ্জনে আছে হায়,
হিম রৌদ্র বর্ষা বাত, সহ্য করি দিন রাত,
আমাদের রক্ষা করে তায়। ৩৩
অহো কি সুন্দর ভাবে জন্মিয়াছে এরা ভবে,
উপজীব্য প্রাণী সকলের,
দয়ালু যাচকে যথা, এরা পূর্ণ করে তথা
সর্ব্বদাই অভাব জীবের। ৩৪
পত্র পুষ্প ফল ছায়া রসগন্ধ মূল দিয়া
সর্ব্বস্ব বিতরি অকাতরে,

অস্থি-চর্ম্ম ভস্ম আর, দিয়া করে উপকার,—
ধন্য জন্ম লভিল সংসারে! ৩৫
তুষিয়া সন্তুষ্ট মনে জগতের প্রাণিগণে,
বাক্যে হিত করি সকলের,
ধন মন প্রাণ দ্বারা সতত মঙ্গল করা,—
উদ্দেশ্যই জীব-জীবনের।" ৩৬
প্রবাল স্তবক ভার পত্র পুষ্প ফলে আর
অবনত শাখি মধ্য দিয়া,
এরূপে প্রশংসা করি যমুনার তীরে হরি
ধীরে ধীরে উপস্থিত গিয়া। ৩৭
হে রাজন্, গোপগণ সেথা করি দরশন
পবিত্র মঙ্গল স্বচ্ছ বারি,
গোবংসে করায় পান, গোপেরা জুড়ায় প্রাণ
কালিন্দীর নীর পান করি। ৩৮

চতুর্থ মালিকা।

(শ্রীমদ্ভাগবত—২৯শ অধ্যায়)

রাসবিহার উদ্যোগ।

শুকদেব কহিলেন,—

রাজন্, শ্রীভগবান্ প্রেমের উল্লাসে
ছিলেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ব্রজাঙ্গনা-পাশে,—
"আগামিনী যামিনীতে, আনন্দে অপার,
তোমরা আমার সনে করিবে বিহার।"

মনোলোভা চারু শোভা ধরি সুহাসিনী
ওই যে আইল সেই শরৎ-যামিনী!—
ফুটিল মল্লিকা—হেরি, যোগমায়া ধরি,
বিহার করিতে বাঞ্ছা করিলেন হরি। ১
হাসাইয়া ধরাতল কৌমুদী-ছটায়,
উঠিলেন শশধর গগনের গায়।
প্রেয়সীর পাশে আহা প্রবাসী যেমন,
অনেক দিনের পরে করি আগমন,
সাজায় প্রিয়ার মুখ কুঙ্কুমের রাগে,
সেই রূপ নিশানাথ উঠি পূর্ব্ব ভাগে,
স্বকরে সাজান তারে অরুণ-আভায়,
ভবজন-মনঃক্লেশ নাশিলেন তায়! ২
আহা যেন কমলার বদন-কমল,
গগনমণ্ডলে শশী অখণ্ড-মণ্ডল,—
নব কুঙ্কুমের বর্ণ বালার্কের আভা,
উঠিলেন, বিকাশিয়া অপরূপ শোভা!
শীতল কৌমুদীমাখা সুন্দর কানন
ধরিল অপূর্ব্ব শোভা—করি দরশন,
ধরিলেন ভগবান্ মধুমাখা গান,
মুগ্ধ যাতে ব্রজাঙ্গনা দেহমন-প্রাণ! ৩
আকৃষ্ট গোপীর চিত্ত সঙ্গীতের স্বরে,
কেহ কোন কথা নাহি বলে পরস্পরে,—
প্রেম উদ্দীপক গীত করিয়া শ্রবণ
অমনি যে যার পথে করিছে গমন!

ধেয়ে যায় ব্রজাঙ্গনা, নাহি কেহ সঙ্গে,
অলক-কুন্তল মালা তাই নাচে রঙ্গে! ৪
কোন গোপী বসি গাভী করিছে দোহন,
শ্রীকৃষ্ণের প্রেমগান করিয়া শ্রবণ,
অমনি দোহন ছাড়ি আবেশের ভরে,
কৃষ্ণ দরশনে চলে ব্যাকুল অন্তরে!
কেহ বা চুল্লিতে দুগ্ধ দিয়াছে তুলিয়া,
কেহ বা গোধূম পক্ক চুল্লিতে রাখিয়া
উতারিতে আর তার বিলম্ব না সয়,
দ্রুত চলে নিরখিতে কৃষ্ণ রসময়!
ভোজনে পরিবেশন কেহ কেহ করে,
কেহ বা শিশুরে স্তন দেয় স্নেহ ভরে,
কেহ করে পতিসেবা, শুনি বেণু-গান
অমনি যে যার পথে করিল প্রস্থান।
কেহ বা বসিয়াছিল করিতে ভোজন,
অপূর্ণ আহারে অন্ন করিল বর্জ্জন। ৫
অঙ্গের মার্জ্জনে, কেহ সুগন্ধ লেপনে,
কেহ বা অঞ্জনদানে খঞ্জন-নয়নে,—
আপন আপন কার্য্যে রত ছিল সবে,
কার্য্য ফেলি যায় চলি হেরিতে মাধবে।
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কারে বেশ ভূষা করি,
কৃষ্ণপাশে যাত্রা করে কোন কোন নারী,
দ্রুত যায়, ব্যস্ততায় বসন ভূষণ
আন্দোলিত স্থানচ্যুত বিকৃত তখন! ৬

পিতা ভ্রাতা ভর্ত্তা আসি নিবারণ করে,
তথাপি তাদের চিত্তে ধৈরয না ধরে!
নিবৃত্ত না হয় কেহ কাহারো কথায়,
অপহৃত-চিত তারা, পাগলিনী প্রায়! ৭
কোন বা কামিনী পুর বাসিনী বলিয়া,
গৃহ হ'তে বহির্গত হ'তে না পারিয়া,
গদ গদ প্রেমে, আধ নিমীলিত আঁখি,
চিন্তা করে প্রাণকৃষ্ণে অন্তরেতে রাখি।
পূর্ব্ব হ'তে তাহাদের হৃদয়ের গতি,
ছিল মাত্র প্রেমাস্পদ শ্রীহরির প্রতি,
এখন তাহারা শুনি বাঁশরীর স্বর,
অন্তরে শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তা করে নিরন্তর।
শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে মনে সন্তাপ উদয়,
সেই তাপে গোপীকার সর্ব্ব পাপ ক্ষয়!
চিন্তাবেশে হৃষীকেশে হৃদয়েতে ধরি,
যে সুখ সম্ভোগ করে সেই ব্রজনারী,
সেই কৃষ্ণ-স্পর্শসুখে হয় পুণ্যক্ষয়,—
পাপ পুণ্য ছাড়ি গোপী দেখে কৃষ্ণময়! ৮, ৯
যদিও গোপীর মাত্র প্রেম-আকর্ষণ,
তথাপি সে পরমাত্মা ব্রজেন্দ্রনন্দন,—
তাঁরে লভি সুখে দুঃখে কর্ম্ম করি ক্ষয়,
কৃষ্ণপদে ব্রজাঙ্গনা দেহ করে লয়। ১০

পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসিলা,— ব্রজে যত গোপবালা
কান্ত বলি শ্রীকান্তেরে জানিত কেবল,—

অবোধ সে ব্রজবধূ পেয়ে কৃষ্ণ-প্রেমমধু,
পান করে ছিল শুধু, হইয়া পাগল;
শ্রীকৃষ্ণেরে ব্রজাঙ্গনা ব্রহ্ম ভাবে জানিত না,
ব্রহ্মজ্ঞান ছিল না ত ব্রজগোপীদের,
গুণেতেই মন রাখি— প্রবৃত্তির বশে থাকি,
সংসার-নিবৃত্তি কিসে হইল তাদের? ১১
শুকদেব মহামুনি, কহিলা সে কথা শুনি,—
রাজন্ পূর্ব্বেই আমি কহিনু তোমায়,
শিশুপাল হ'য়ে অরি, হরির শত্রুতা করি,
গেল মুক্তিলাভ করি কৃষ্ণের কৃপায়!
আর যারা কৃষ্ণপ্রিয়া সদা সুখী কৃষ্ণ নিয়া,
কি কহিব, কৃষ্ণধন সর্ব্বস্ব যাদের,—
কৃষ্ণ ধ্যান, কৃষ্ণ জ্ঞান, কৃষ্ণ দেহ মনপ্রাণ,—
সংসার-নিবৃত্তি কেন না হবে তাদের? ১২
নিত্য সত্য ভগবান নাহি তাঁর পরিমাণ,
অক্ষয় নির্গুণ তিনি—গুণের পালক,
মানব মঙ্গল তরে রূপ ধরি এ সংসারে,
শুভক্ষণে আসি হন ধর্ম্মের রক্ষক। ১৩
কাম ভাবে দৃষ্টি করি ক্রোধ কিংবা ভয় করি,
স্নেহ, সুহৃদতা কিংবা একতার ভাবে,
শ্রীহরিতে যার মন, ছুটে যায় অনুক্ষণ,
সে জন সে কৃষ্ণধ্যানে তন্ময়ত্ব পাবে। ১৪
রাজন্, সে ব্রজেশ্বর, যোগেশ্বরের ঈশ্বর,
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীভগবান অজ অন্তর্যামী,

তাঁ'তে হ'লে প্রেমোদয়, সংসার-নিবৃত্তি হয়,—
ইহাতে আশ্চর্য্য কেন হইতেছ তুমি?
নরনারী পশু পাখী, কৃষ্ণধ্যান দেখি দেখি,
তারা ত সংসার মুক্ত অনায়াসে হয়
অচলাদি তরুলতা, কি কব তাদের কথা—
কৃষ্ণ দরশনে মুক্ত, চিরানন্দ ময় ! ১৫
পরে যত ব্রজনারী নিকটে আসিছে হেরি,
বাক্‌পটু শ্রীহরি যবি রঙ্গ করি কন,—
এস সব ভাগ্যবতি, আমার সৌভাগ্য অতি !
হয়েছে ত তোমাদের সুখে আগমন ?
মঙ্গল ত ব্রজপুরে ? কেন এলে এত দূরে ?
বল, তোমাদের তরে কি করিতে হবে ?
একে ত রজনী ঘোরা,—ঘোরে হিংস্র শ্বাপদেরা,
ত্বরা ক'রে ব্রজপুরে ফিরে যাও সবে।
দেখ সুমধ্যমাগণ, এ যামিনী কি ভীষণ।
অবলার অনুচিত হেন স্থানে থাকা
তোমাদের পিতামাতা স্বামী ও সুহৃদ্ ভ্রাতা,
খুঁজিছে শঙ্কিত মনে, না পাইয়া দেখা ! ১৬ ।১৭
শুনিয়া কৃষ্ণের বাণী, গোপিকা অভিমানিনী,
রহে যেন অন্য মনে পালটিয়া আঁখি,—
নিরখি শ্রীভগবান, জানিযা সে অভিমান,
কহিলেন,—মনোভাব আবরিয়া রাখি,—
দেখ দেখ গোপীগণ, ফুলে ফুলে ফুলবন,
ধরেছে কেমন শোভা মনোলোভা মরি !

ওই পূর্ণ শশী আসি ঢালিতেছে হাসি রাশি
বসন্ত-কৌমুদীরাশি কুলবন ভরি!
আসিছে যমুনা হ'তে, খেলিতে খেলিতে পথে,
সমীরণ, দোলাইয়া কানন-পল্লবে,
ঢালে শোভা নিরবধি! — দেখিতে এসেছ যদি,
দেখিলে ত? এবে শীঘ্র ব্রজে যাও সবে। ২০
তোমারা সকলে সতী— গৃহে তোমাদের পতি
পতিসেবা কর গিয়া দিয়া মন প্রাণ।
গাভী বৎস শিশুগণ, ক্ষুধায় ব্যাকুল মন,
করিছে রোদন গিয়া কর দুগ্ধ দান। ২১
আর যদি প্রেমবশে, এসে থাক মম পাশে,
দোষ নাই তাতে, শুন সীমন্তিনীগণ,
সর্ব্ব সুখ পরিহরি আমাকেই লাভ করি
জীব মাত্রে চরিতার্থ—সার্থক জীবন! ২২
কিন্তু শুন শাস্ত্র মর্ম্ম, নারীর পরম ধর্ম্ম,
অকপটে পতিসেবা, সন্তান পালন,
আর পতি-বন্ধু যারা গৃহেতে আসিলে তাঁরা
সমাদরে সেবা করা করিয়া যতন।
যদিও দুঃশীল পতি, কিংবা ভাগ্যহীন অতি,
জড় কি দরিদ্র বৃদ্ধ—যান যষ্টি ভরে,
তথাপি সে স্বামি ধনে, সেবা করা কায়মনে,
নারীর কর্ত্তব্য, নিজ সদ্গতির তরে। ২৩
পর পুরুষেতে মন দিলে কুলবালাগণ,
স্বর্গবাস সংঘটন হয় না তাদের,

আরো হয় দুঃখকর, নিন্দনীয় ভয়ঙ্কর,
যশোহানি, গৃহলক্ষ্মী কুলবধূদের! ২৪
শুন ব্রজাঙ্গনাগণ, আমার নাম শ্রবণ
ধ্যান বা কীর্ত্তনে জীব যে আনন্দ লভে,
কাছে বসি নিতি নিতি হয় না তেমন প্রীতি,—
তাই বলি নিজ নিজ গৃহে যাও সবে!

পঞ্চম মালিকা।

শুকদেব কহিলেন রাজন্;—

ও সেই—প্রিয়তম মাধবের মুখে,
শুনি সে নিঠুর বাণী, মলিনা গোপকামিনী
মরমে মরিয়া গেল দুঃখে। ২৫
ও সেই—দুঃসহ চিন্তায় জরজর!
ক্ষুণ্ণ মনে সবে রয়, ঘন ঘন শ্বাস বয়,
থরথর শুষ্ক বিম্বাধর!
ও সেই—দুঃখভারে অবনত মুখে,
ধীরে পদনখ তটে, গোপীগণ ভূমি খোঁটে,
নীরবে দাঁড়ায়ে মনোদুঃখে!
ও সেই— কজ্জলেতে মিশি অশ্রুধার,
বিধৌত করিল আসি, বক্ষের কুঙ্কুমরাশি,
কজ্জলে কুঙ্কুমে একাকার! ২৬
ও সেই—মাধবেই সঁপি প্রাণমন,

অন্য বাঞ্ছা গোপীকার, কিছুই ছিল না আর,—
প্রিয়তম ব্রজেন্দ্র-নন্দন !
ও সেই—নিঠুর বচন শুনি তাঁর,
যতেক গোপ-বনিতা প্রেম- কোপে কোপান্বিতা,
ধৈরয ধরিতে নারে আর !
ও সেই—কোপে যত হরিণ-নয়না,
গদ গদ ভাষে তবে, কহে সবে শ্রীমাধবে,
নেত্রবারি করিয়া মার্জ্জনা ;—২৭
বিভো হে—কমল-লোচন দয়াময়,
হেন নিদারুণ কথা, কহি কেন দেও ব্যথা ?
এ তোমার উচিত ত নয় !
দেখ হে—ছাড়ি সব বিষয় বিভব,
পাদপদ্ম তব হরি, আমরা ভজনা করি,
আর কিছু জানি না মাধব !
দেখ হে—স্বাধিন পুরুষ তুমি হও,
আদি-দেব বিশ্বপাতা সন্ন্যাসীকে লন যথা
তেমতি মোদের তুমি লও। ২৮
দেখ হে—পতি পুত্র মিত্রের সেবন,
স্ত্রীধর্ম্ম বলেছ যাহা, আমরা করিব তাহা,
হে ধর্ম্মজ্ঞ, শুন সে কেমন,—
দেখ হে—তুমি দিলে এই উপদেশ,
তোমাকেই সেবা করি, কৃতার্থ হইব হরি,
পুত্র মিত্র তুমিই প্রাণেশ !
দেখ হে তব সেবাতেই সর্ব্ব সেবা !

জীবের সে নিত্যপ্রিয়, তুমিই পরমাত্মীয় ;
হে আত্মন্, পতি পুত্র কেবা ? ২৯
দেখ হে—শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত সকল,
তোমাতেই প্রীতি পান, পুত্র মিত্র নাহি চান,—
সে কেবল দুঃখের অনল !
বিভো হে—হও নাথ, প্রসন্ন এখন,
বহু দিন হ'তে হরি, আছি যেই আশা করি,
ক'রো না হে সে আশা ছেদন ! ৩০
নাথ হে—আমাদের হস্ত আর মন,
এত দিন অবিরত, গৃহকর্ম্মে ছিল রত,
তুমিই তা করেছ হরণ !
দেখ হে—ওই তব পাদমূল হ'তে
আমাদের পদ হায়, এক পদও নাহি যায়,
কেমনে বা যাই ব্রজপথে ? ৩১
হরি হে—হাস্যদৃষ্টি মধুময় গানে,
জেলেছ যে প্রেমানল, হবে না তা সুশীতল,
তোমার অধর-সুধা বিনে !
সখা হে—তা না হ'লে বিরহ অনলে
পুড়ি পুড়ি উহু মরি ! ধ্যান যোগ করি করি,
যাব তব পাদপদ্ম কোলে ! ৩২
দেখ হে—অম্বুজ-নয়ন হৃষীকেশ,
তব পদাম্বুজতলে বাস করি কুতূহলে
কমলার আনন্দ অশেষ !
শুন হে—অরণ্য-জনের প্রিয় জন,

সেই পদ পরশনে, আনন্দ লভিয়া বনে,
অন্য জনে দিতে নারি মন! ৩৩
দেবগণ—যে লক্ষ্মীর কটাক্ষ না পান,
সে লক্ষ্মী তুলসী সহ, হরিবক্ষে অহরহঃ;
তথাপি ও পদরজঃ চান!
ও সেই—কমলার ন্যায় ব্রজনারী,
পদরেণু-পাশে এবে শরণ লইল সবে;
প্রসন্ন হও হে পাপহারী! ৩৪
হরি হে—পাদপদ্ম পূজিব বলিয়া,
আশায় আসিয়া বনে, ও সুহাসি নিরীক্ষণে
প্রেমাগুণে দগ্ধ হ'ল হিয়া!
হরি হে—দাসী হ'তে দেও আমাদের;
শ্রীমুখে অলক দোলে, কুণ্ডল ও গণ্ড-স্থলে
মনপ্রাণ হরে সকলের!
ও তোমার—অধরে ধরে না সুধারাশি;
তা হ'তে হতেছে নাথ, সুহাসি কটাক্ষপাত,
হৃদয়ে বিন্ধিছে যেন আসি!
ও তোমার—ভুজদণ্ডে ভয় দূরে যায়!
ও বক্ষে, কমলাপতি, কমলার কত প্রীতি!
তাই মোরা দাসী রাঙ্গা পায়! ৩৬
ও তোমার—বেণু গানে ধৈর্য্য যায় খসি,
নারী মাঝে ত্রিসংসারে, কে বল' থাকিতে পারে,
সংসারের নীতি-পথে বসি?
ও তোমার—ভুবন মোহন রূপ হেরি,

বিহঙ্গ কুরঙ্গ সনে, গো বৎস বিটপি গণে
রোমাঞ্চ যে হইতেছে, হরি! ৩৭
হরি হে—নিশ্চয় জেনেছে ব্রজনারী,
আদি-দেব বিশ্বপাতা দেবের রক্ষক যথা,
তুমি তথা ব্রজ-দুঃখহারী!
দীননাথ—এই তপ্ত শির বক্ষঃস্থলে
করপদ্ম দান করি, সুশীতল কর হরি,
কিঙ্করী আমরা পদতলে! ৩৮

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্,

ও সেই—যোগেশ্বর হরি আত্মারাম,
তথাপি লীলার ছলে, গোপীরা কাতরা হ'লে
ক্রীড়া সুখ দিলা অবিরাম! ৩৯
ও সেই—অচ্যুতের সহাস্য বদন,
হাসি রাশি দন্তপাঁতি, কুন্দ কুসুমের ভাতি,
বিকাশে মোহিয়া জন-মন।
ও সেই—গোপীনাথ প্রিয় দরশন,
ব্রজাঙ্গনা প্রেমভরে, বেষ্টন করেছে তাঁরে—
তারা ঘেরা শশাঙ্ক যেমন!
ও সেই—শত শত ব্রজনারী-মাঝে
মধুস্বরে গান করি, যুথ-পতি সম হরি,
বিহরেন অপরূপ সাজে!
ও সেই—ফুল্লমুখী গোপিকার মুখে

কভু বা শুনিয়া গান, করিছেন প্রেমদান,
ডুবে যান প্রেমানন্দ সুখে!
ও সেই—বৈজয়ন্তি মালা দোলে গলে!
শোভায় অরণ্য ভরি, বিচরণ করি হরি
বিহার করেন কুতূহলে।
ও সেই—শরচ্চন্দ্র-মরীচি-মালায়
যমুনা-পুলিন ধৌত! শীতল বালুকা কত
সে পুলিনে স্নাত জোৎছনায়!
ও সেই—মন্দ সমীরণ আসি তায়,
পাইয়া কুমুদ-গন্ধ, আনন্দে হইয়া অন্ধ,
উলটি পালটি ধীরে যায়! ৪০
ও সেই—যমুনার পুলিনে তখন
প্রবেশ করিয়া হরি, বাহু প্রসারণ করি,
গোপীগণে দিলা আলিঙ্গন!
ও সেই—ব্রজাঙ্গনা-করে দিলা কর,
অলক কুণ্ডল ধরি, পরিহাস রঙ্গ করি,
করিলেন কতই আদর!
ও সেই—প্রেম উদ্বোধন করি তায়,
নানা ক্রীড়া কৌতুকেতে, মধুর কটাক্ষ পাতে
বিহার করান গোপীকায়! ৪১
ও সেই—কামশূন্য ভগবান-পাশে,
হয়ে এত আদরিণী, মানিনী গোপকামিনী
আনন্দ-সাগরে সবে ভাসে!
ও সেই—মানে মত্ত গোপীকা সকল,

অভিমানে ভাবে তাই,— তাহাদের তুল্য নাই
নারীশ্রেষ্ঠ তারাই কেবল! ৪২
ও সেই—অচ্যুত জানিয়া অভিমান,
সে গর্ব্বের শাস্তি তরে,— সুপ্রসন্ন হইবারে—
অমনি করিলা অন্তর্দ্ধান! ৪৩

ষষ্ঠ মালিকা।

(শ্রীমদ্‌ভাগবত—৩০শ অধ্যায়)

নিশীথ কালে বনে বনে কৃষ্ণ অন্বেষণ।

শুকদেব কহিলেন,—রাজন্

যূথ-পতি হারাইয়া হায়, ব্যস্তমতি করিণীর প্রায়,
হ'লে কৃষ্ণ অদর্শন, বিষাদে প্রমদা গণ
ত্রস্ত মন ইতস্ততঃ ধায়! ১
মাধবের গমন মাধুরি, মিষ্ট হাসি সুদৃষ্টি চাতুরী,
প্রেমালাপ নানা মত, বিলাস বিভ্রম যত
গোপীচিত্ত করেছিল চুরি,
তাই তারা হয়ে জ্ঞান-হারা, কৃষ্ণপ্রেম রসে মাতোয়ারা
কৃষ্ণরূপে হয়ে মত্ত, পেয়েছিল তন্ময়ত্ব—
ক্রীড়া করে পাগলিনী পারা! ২
কৃষ্ণ ভাব ভাবিয়া অন্তরে, সেই ভাব গোপীকারা করে,
উন্মায় কৃষ্ণের ভাবে— সেই ভাবে করে সবে
হাস্যালাপ দৃষ্টি পরস্পরে!

কৃষ্ণ সনে অভিন্ন অন্তর, তাই তারা বলে পরস্পর—
আমি কৃষ্ণ! আমি কৃষ্ণ! আমিই সে প্রাণকৃষ্ণ!
আমি কৃষ্ণ, সুন্দর-সুন্দর! ৩
পরে তারা মিলি পরস্পরে, শত কণ্ঠে প্রেমগান ধরে,
অচ্যুতের অন্বেষণে, ফেরে তারা বনে বনে,
কৃষ্ণগুণ গায় উচ্চস্বরে!
যিনি সূক্ষ্ম আকাশের মত, অন্তরে বাহিরে অবস্থিত,
সে পুরুষে গোপীগণ বনে করে অন্বেষণ,
বৃক্ষেরে শুধায় অবিরত;—৪
"তরুবর,—কৃষ্ণ কোথা বল গো আমারে,
হে পাকুড়, হে অশ্বথ, ওহে বট শুদ্ধসত্ত্ব,
তোমরা কি দেখেছ তাঁহারে?
মন প্রাণ চুরি করি চলিয়া গেলেন হরি,
হাসি হাসি আঁখি-ভঙ্গিমায়,
হে অশোক কুরুবক, নাগকেশর চম্পক,
তোমরা কি দেখেছ তাঁহায়?
যাঁর হাসি প্রেমভরে, মানিনীর মান হরে,
সেই কৃষ্ণ, চিত্ত কাড়ি নিয়া,
করেছেন পলায়ন, কোথায় গেলেন গো—
গেলেন কি এই পথ দিয়া? ৬
হে তুলসি হরিপ্রিয়ে! হরি যে তোমারি গো—
হৃদয়েতে রাখেন তোমায়,
অলি সনে কৃষ্ণবুকে, থাক যে পরম সুখে,
জান কি গো—কেশব কোথায়? ৭

হে মালতি, হে মল্লিকে, ওগো জাতি, হে যূথিকে,
তোমরা বল গো দয়া করি,—
করপদ্মে পরশিয়া, তোমাদের নাচাইয়া,
এই পথে গেলেন কি হরি ?
হে পনশ, হে পিয়াল, তমাল হিন্তাল তাল,
আম জাম শ্রীবিল্ব বকুল,
শ্রীকৃষ্ণের দরশন, কে বল পেয়েছ গো,—
তাঁর তরে আমরা আকুল !
হে কদম্ব—নীপ বৃক্ষ, ওগো চুত, ওগো অর্ক,
অচ্যুত গেলেন কোন পথে ?
জন্ম পর-হিত তরে, বসতি যমুনা তীরে !—
কথা কও আমাদের সাথে। ৯
ধন্য ধন্য বসুন্ধরে ! কি পুণ্য করেছ গো,—
কৃষ্ণপদ পরশিলে রঙ্গে,
প্রেমানন্দ পেয়ে তাই রোমাঞ্চ হয়েছে গো,—
বৃক্ষরাজি শিহরিছে অঙ্গে !
পাদপদ্ম পরশে কি আনন্দ হয়েছে গো ?
কিংবা ত্রিবিক্রম-পদ পেয়ে ?
অথবা তাহারো পূর্ব্বে বরাহ-শরীর গো,—
পরশি রয়েছ ফুল্ল হয়ে ? ১০
দেখ কুরঙ্গিনীগণ, কৃষ্ণ অঙ্গ হেরি গো,
জুড়ালে কি আয়ত লোচন ?
এখানে কি প্রিয়াসনে অচ্যুত এলেন গো ?
বলিতে কি পার বিবরণ ?

প্রিয়া-অঙ্গে অঙ্গ লাগি, বক্ষের কুঙ্কুমে গো
রঞ্জিত কৃষ্ণের কুন্দ-মালা !
এই যে এখানে সেই কুন্দফুল গন্ধ গো,
আকুল করিছে কুলবালা ! ১১

করপদ্মে লীলাপদ্ম— কমল-লোচন গো,
প্রিয়াস্কন্ধে নিজ বাহু দিয়া,
প্রেমান্ধ তুলসী গন্ধে, মত্ত অলি সনে গো
এই স্থানে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া,
প্রেমদৃষ্টি করি করি— বৃক্ষগণ জান কি গো,
আমাদের শ্রীনন্দ-নন্দন,
তোমাদের স্তব স্তুতি প্রণতি ব্যঞ্জন গো,
গেলেন কি করিয়া গ্রহণ ? ১২

দেখ দেখ প্রাণসখি, কানন-লতিকা গো,
শুধাও ও বন-লতিকায়,
প্রিয়তম তরু অঙ্গ আলিঙ্গন করি গো
স্থির হ'য়ে রয়েছে হেথায় !
কিন্তু সখি কেন এত পুলকিতা লতা গো ?
এই দেখ—নিশ্চয় এ কথা,
শ্রীনাথের নখ-চিহ্ন, লতা অঙ্গে আছে গো !
কৃষ্ণ-কথা জানে বনলতা ! ১৩

হে রাজন্, কৃষ্ণ অন্বেষণ, করিতে করিতে গোপীগণ,
বিহ্বল হইয়া তথা উন্মাদিনী সম কথা
কহিতে লাগিল অনুক্ষণ।

কৃষ্ণ' ক্রীড়া স্মরণ করিয়া, কৃষ্ণপ্রাণা সকলে মিলিয়া,
অবশেষে কৃষ্ণলীলা, করে যত গোপবালা
শ্রীকৃষ্ণের বিরহ ভুলিয়া। ১৪
সেই কৃষ্ণ শ্রীনন্দ-নন্দন, হইল অবলা এক জন,
কোন বা রূপসী আসি, পুতনা হইয়া বসি,
হাসি হাসি কৃষ্ণে দেয় স্তন!
শকট হইল কোন জনা, কৃষ্ণরূপে কোন কৃষ্ণপ্রাণা
অনায়াসে তারে ধরি, চরণ আঘাত করি,
কৃষ্ণলীলা করে ব্রজাঙ্গনা। ১৫
শ্রীকৃষ্ণের বাল্যভাব ধরি, কোন নারী আছে আহামরি;
বালক কৃষ্ণেরে পেয়ে, অন্য গোপী দৈত্য হয়ে,
অমনি লইল চুরি করি!
গোপগণ আসিছে ভাবিয়া, কেহ চলে হামাগুড়ি দিয়া,
কেহ কৃষ্ণ কেহ রাম,— লইয়া গোপের নাম,
কত গোপী আইল সাজিয়া!
বৎসাসুর হয় এক নারী, অন্যে বকাসুর রূপধারী!
কোন নারী বৎসাসুরে, কোন নারী বকাসুরে,
বিনাশ করিছে করে ধরি! ১৬
কোন নারী বাঁশরীর গানে, দূরস্থিত গাভীগণে আনে,
কত গোপী প্রেমভরে, সাধু! সাধু! বলে তারে,
ধন্য বলি কৃষ্ণ সম মানে!
গোপীস্কন্ধে কোন বা রমণী, রাখিয়া মৃণাল ভুজ খানি
ভ্রমিতে ভ্রমিতে বলে, কহে অন্য গোপী গণে,—
দেখ, আমি কৃষ্ণ গুণমণি!

কি মাধুরি! দেখ গো আমায়! চলিয়াছি কিবা ভঙ্গিমায়!
কেন ভয় কর ইথে, আমি ঝড় বর্ষা হ'তে
করিতেছি রক্ষার উপায়!
এই কথা কহিয়া কামিনী, আপন অঞ্চল বস্ত্র খানি,
অঙ্গুলিতে ঊর্দ্ধে ধরি— ধরে গোবর্দ্ধন-গিরি,
বিস্মিত সকলে, ধন্ত মানি।
কোন অবলার স্কন্ধদেশে, লম্ফ দিয়া উঠি অনায়াসে,
কোন বা আভীর-নারী গভীর গর্জ্জন করি
পদাঘাতে কহে মহা রোষে,—
ওরে সর্প, দুষ্ট দুরাশয়, আমি তোরে নাশিব নিশ্চয়!
জন্ম মম এ সংসারে, দুষ্ট দমনের তরে,
শিষ্ট জনে অর্পিতে অভয়! ১৮
কহিলা মহিলা এক জন, কি দাবাগ্নি! দেখ গোপগণ;—
নয়ন মুদিয়া থাক, ভয় নাই, এই দেখ,
আমি রক্ষা করিব এখন! ১৯
কোন আহীরিণী সুলোচনা, ধরি এক কৃশাঙ্গী অঙ্গনা,
জড়াইয়া পুষ্পহারে, উদূখলে বান্ধে তারে,—
ভয়ে মরে কুরঙ্গ-নয়না! ২০
পুনঃ সেই নিতম্বিনীকুল, কৃষ্ণে স্মরি হইয়া আকুল,
কৃষ্ণকথা বৃন্দাবনে, শুধাইছে বনে বনে,
ধরি ধরি তরুলতা-কুল।
শুধাইতে শুধাইতে যায়, হেন কালে দেখিবারে পায়,—
বনভূমি-মধ্যস্থানে পরমাত্মা-বিচরণে,
পাদপদ্ম-চিহ্ন আছে তায়!

হেরি ব্রজনারী গণ কয়, কৃষ্ণ-পদ-চিহ্ন এ নিশ্চয়।
ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন, কৃষ্ণপাদপদ্ম ভিন্ন,
ত্রিজগতে আর কারো নয়। ২১

সপ্তম মালিকা।

হে রাজন্, যত ব্রজনারী যায় পদ-চিহ্ন ধরি ধরি,
দেখে গিয়া পরক্ষণে, কৃষ্ণপদ-চিহ্ন সনে
নারী-পদ চিহ্ন সারি সারি।
হেরি সবে কহে ক্ষুণ্ণ মন। কোন্ ভাগ্যবতীর চরণ?
মাধব মাতঙ্গ সঙ্গে কে বা মাতঙ্গিনী গো—
মনোরঙ্গে করেছে গমন।
নিশ্চয় তাহার স্কন্ধ'পরি, নিজ ভুজ দিলেন শ্রীহরি।
নিশ্চয় সে মন প্রাণে, আরাধি মুকুন্দে গো,
প্রসন্ন করেছে, আহামরি।
তা না হ'লে, হায় কি কারণ, আমাদের ব্রজেন্দ্র-নন্দন,
সে নারীরে সঙ্গে করি, নির্জ্জনে গেলেন গো—
আমাদের করিয়া বর্জ্জন। ২৪
সখীগণ, দেখ দেখ সবে, শ্রীহরির পদরেণু ভবে।
কমলা মহেশ ব্রহ্মা, শিরেতে ধরেন গো,
ভক্তিভরে স্মরিয়া মাধবে।
সহচরি আয় সবে মিলি, কি পবিত্র কৃষ্ণপদ-ধূলি।
আয়, ও ধূলায় পড়ি, গড়াগড়ি দিয়া গো—
ধূলি-স্নানে পাপ তাপ ভুলি। ২৫

নারী-চিহ্নে ক্ষুণ্ণ মোরা হায়! সেই নারী কৃষ্ণ নিয়া যায়।
আমাদের লুকাইয়া— সংগোপনে গিয়া গো—
একা তৃপ্ত অধর-সুধায়! ২৭

দেখ সখি, এই স্থানে তার, পদ-চিহ্ন দেখি না যে আর?
নিশ্চয় বুঝেছি সখি, তৃণাঙ্কুরে বিদ্ধ গো,
পদতল মাধব-প্রিয়ার!

সুন্দর কোমল পদতলে, তৃণের অঙ্কুর বিদ্ধ হ'লে,
প্রিয় তারে স্কন্ধে করি, আনন্দে গেলেন গো—
পদ-চিহ্ন পড়েনি ভূতলে!

হের হের সহচরী গণ, প্রেমানন্দ শ্রীনন্দ-নন্দন,
প্রিয়া-ভারে ভারাক্রান্ত এখানে হ'লেন গো—
পাদপদ্ম অধিক মগন!

একি দেখি প্রাণসখি আর! বুঝি চিত্ত তুষিতে প্রিয়ার,
এখানে কমলাকান্ত উতারি কান্তায় গো—
তুলিলেন কুসুম-সম্ভার!

তাই দেখ, হেথা রহিয়াছে, চরণের চিহ্ন কাছে কাছে!
ভূমে রাখি চরণাগ্র, কুসুম পাড়িলা গো—
অর্দ্ধ পদচিহ্ন পড়ি আছে! ২৮

প্রেমিক দিলেন হেথা বসি, প্রেমিকার বান্ধি কেশরাশি
চূড়া করি বান্ধি ফুল, এই স্থানে বসি গো,
নিশ্চয় দিলেন ভালবাসি! ২৯

হে রাজন, কৃষ্ণ আত্মারাম, তাঁহার আনন্দ অবিরাম!
আপনা আপনি তাই, ক্রীড়ারত সর্ব্বদাই,
সে পুরুষ পূর্ণানন্দ ধাম!
কামিনী-বিলাস-ভ্রমে তাঁরে, কথনই ভুলাইতে নারে;
তথাপি আসিয়া ভবে, প্রেমিক প্রেমিকা ভাবে,
দেখাইলা লীলা এ সংসারে!
হেন রূপে সেই গোপীগণ, কৃষ্ণ চিহ্ন করি দরশন,—
অচেতন প্রায় হায় দেখিতে দেখিতে যায়,
শুধায় ধরিয়া বৃক্ষ গণ!
রাজন্, ছাড়িয়া সর্ব্ব জনে, মাধব গেলেন যার সনে,
সে নারী অন্তরে ভাবে,— কৃষ্ণ প্রেম চায় সবে,
কিন্তু কেবা পায় কৃষ্ণধনে?
সর্ব্ব জনে বাম ভগবান, করিলেন মোরে প্রেমদান!
আমি শ্রেষ্ঠা নারী গণে,— কেহ নাই ত্রিভুবনে
ভাগ্যবতী আমার সমান!
তার পর বন মাঝে গিয়া, মদ-গর্ব্বে মাধবে ডাকিয়া,
কহে ধীরে সে সুন্দরী— কি বা করি! দেখ হরি,
যেতে নারি আর ত চলিয়া।
যথা তব ইচ্ছা, যাব আমি, আমায় লইয়া চল তুমি! ৩১
শুনিয়া কেশব কন,— স্কন্ধে কর আরোহন;
স্কন্ধ পাতি দিলা অন্তর্যামী!
সুন্দরী চলিল ধীরে ধীরে, সুন্দরের স্কন্ধে উঠিবারে!
যেমন উঠিতে যায়, কৃষ্ণে না দেখিতে পায়,
হরি অদর্শন একেবারে!

না হেরিয়া শ্রীহরিরে আর, অনুতাপ জনমিল তার, ৩২
নিজ অপরাধ গণি, করযোড়ে কহে ধনী,—
দরদরে বহে অশ্রুধার !

প্রিয়তম, হা নাথ, রমণ ! কোথা তুমি রহিলে এখন ?
জনম দুঃখিনী আমি, তোমারি কিঙ্করী গো,—
একবার দেও দরশন ! ৩৩

হে রাজন্, কৃষ্ণ অন্বেষণে, গোপীগণ ভ্রমিছে কাননে,
ক্রমে বনমাঝে যায়,— সহসা দেখিতে পায়,
সেই সখী পড়িয়া সেখানে !

পুড়ি কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ অনলে, সে অবলা পড়িয়া ভূতলে ;
গোপীগণ গিয়া তথা, তার সুখ দুঃখ কথা,
শুনি সবে ' কি আশ্চর্য্য !'' বলে ! ৩৪

সুশীতল চন্দ্রমা-কিরণ, সে কাননে ছিল যত ক্ষণ,
তাবৎ অঙ্গনা কুল, বিরহে হয়ে আকুল
বন মাঝে করিল ভ্রমণ !

ক্রমে আর দৃষ্টি নাহি চলে, অন্ধকার হেরি বনস্থলে,
কৃষ্ণ অন্বেষণ আর, হইল না গোপীকার,
মনোদুঃখে নিবৃত্ত সকলে। ৩৫

কিন্তু ব্রজ-নারীর তথন, স্মরণ হ'ল না ধন জন !
কৃষ্ণ কথা নিয়া মত্ত, কৃষ্ণ সম ক্রীড়া রত
কৃষ্ণময় দেখে সর্ব্ব জন !

তাই কৃষ্ণ-গুণ গান করি, ভুলিয়া রয়েছে ব্রজ নারী ! ৩৬
কৃষ্ণধ্যানে নিমগন থাকি ব্রজাঙ্গনা গণ,
যমুনা-পুলিনে গেল ফিরি !

আসিবেন অচ্যুত তথায়, সকলে রহিল সে আশায়;
সকল সুন্দরী মিলি, উচ্চকণ্ঠে তান তুলি
সে পুলিনে কৃষ্ণগুণ গায়। ৩৭

অষ্টম মালিকা।

(শ্রীমদ্ভাগবত —৩১শ অধ্যায়)

গোপীগণ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রার্থনা।

কহে তবে গোপীগণ— ওহে কান্ত প্রাণধন,
করিলে জনমি ব্রজে কি সুখ প্রকাশ!—
কি সমৃদ্ধি! প্রাণেশ্বর, লক্ষ্মী আসি নিরন্তর
এ ব্রজ ভূষিত করি, করিছেন বাস!
সবে সুখী! কিন্তু কান্ত, আমাদের প্রাণ অন্ত!
কেবল তোমারি তরে জীবন যাদের,—
কাতরা দুঃখিনী যত, খুঁজিছে তোমায় কত!
নেত্র-পথে আবির্ভূত হও হে তাদের। ১ শ্লোক
তব নেত্র শরতের কি সুজাত সরোজের
গর্ভ-কেশরের কান্তি করেছে হরণ!—
বিনা মূলে দাসী মোরা নেত্রাঘাতে মনচোরা
কেন হেন বধ পদ্ম-পলাশ-লোচন? ২
বিষ-জল-পান-দায়ে ত্রাণ করি নানা ভয়ে,
বর্ষা বজ্র অগ্নি হ'তে সবে রক্ষা করি,

বিনাশিয়া বৎসাসুরে, অঘাসুরে ব্যোমাসুরে,
এবে কেন দাসী গণে পাশরিছ হরি? ৩
যশোদা-নন্দন তুমি নহ ত হে অন্তর্যামী,—
প্রাণীর বুদ্ধির সাক্ষী-রূপে তব স্থিতি!
ব্রহ্মায় কাতর হেরি, জগতেরে কৃপা করি,
যদু-কুলে জন্ম নিলে জগতের পতি! ৪
ভক্ত-বাঞ্ছা পূর্ণ কর, যদুকুল-ধুরন্ধর!
ভব-ভয়ে যারা লয় শ্রীপদে শরণ,
তাহাদের পরশিয়া— সভয়ে অভয় দিয়া,
তব কর-পদ্ম করে বাসনা পূরণ!—
ওই কর-পদ্ম তব, কি কহিব হে মাধব,
ধরে নিত্য কমলার শ্রীকর-কমল!
ও কর-কমল দিয়া, এ মস্তক পরশিয়া,
কর নাথ আমাদের জনম সফল! ৫
হে আত্মীয়, তব আস্যে, মধুর মধুর হাস্যে,
গর্ব্ব খর্ব্ব করি লজ্জা দেয় যুবতীরে!
আমরা শ্রীপদে দাসী, বাঞ্ছা পূর্ণ কর আসি,
দেখাও শ্রীমুখ-শশী ব্রজ-বাসিনীরে! ৬
তব পাদপদ্ম হরি, ভক্তদের পাপহারী,
পশুদেরো অনুগামী, কমলার বাস—
দিয়াছিলে ফণী-পটে, এবে এই বক্ষ-তটে,
দিয়া কর আমাদের মর্ম্ম-ব্যথা নাশ! ৭
ওই শ্রীমুখের কথা, তোমার মধুর গাঁথা,
বিজ্ঞেরো হৃদয়গ্রাহী!—করিয়া শ্রবণ

আমরা কিঙ্করী যত হয়েছি যে মোহগত!
অধর সুধায় পুনঃ বাঁচাও এখন! ৮
যাতে বাঁচে তপ্ত প্রাণ, কবি করে স্তুতি গান,
যে কথা শুনিলে হিত, বাসনা বিলয়—
তব কথামৃত ধারা বর্ণনা করেন যা'রা,
পূর্ব্ব জন্মে বহু পুণ্য করিলা নিশ্চয়! ৯
ভাবিলে মঙ্গল হয়—তব হাস্য সুধাময়,
প্রেমময় সে কটাক্ষ! বিহার কেমন!
নিভৃত সঙ্কেত-খেলা,—সেই যে আনন্দ-মেলা!
স্মরিয়া কতই ক্ষোভ হতেছে এখন! ১০
যবে গোচারণ পথে চলি যাও ব্রজ হ'তে,
প্রফুল্ল কমল সম কোমল চরণ,
লাগিবে কঙ্কর'পরে, বিদ্ধ হবে কুশাঙ্কুরে!
এ চিন্তায় কাঁদে কান্ত আমাদের মন। ১১
ধেনু লয়ে বেণু স্বরে ফিরে যবে যাও ঘরে,
ধূলি-মাখা কেশে ঢাকা দেখায়ে বদন,
মর্ম্ম-ব্যথা দিয়া যাও কিছুতে না সঙ্গ দেও—
ছি ছি কান্ত, তুমি শঠ কপট এমন? ১২
ভক্ত-বাঞ্ছা পূর্ণ করে— সেবিত কমলা-করে
ওই পাদপদ্ম তব ধরার ভূষণ!
ভাবিলে আপদ ক্ষয়, সেবিলে যা সুখোদয়,
আমাদের বক্ষ-তটে কর গো স্থাপন! ১৩
যাতে রতি বৃদ্ধি পায়, শোক যায়, তাপ যায়,
সে তব অধর-সুধা মুরলি-চুম্বিত!—

যে সুধা লভিলে নবে সর্ব্ব সুখ তুচ্ছ করে,
সে সুধা মোদের দেও, দেবতা-বাঞ্ছিত! ১৪
দিনে থাক গোচারণে, তাই তব অদর্শনে
মুহূর্ত্তে যুগের সম ভাবে সর্ব্ব লোক!
হেরিব সন্ধ্যায় বসি অনিমেষে মুখ শশি—
তাও বাদী খল বিধি দিয়াছে পলক! ১৫
ওহে অগতির গতি, জান ত গীতের গতি—
অচ্যুত, মোহিত মোরা উচ্চ বেণু-গীতে!
পতি পুত্র ভ্রাতা সবে ছাড়িয়া এসেছি এবে
পাদ-পদ্মে মন প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে! ১৬
কাল রাত্রি! হয়ে ভীতা কামিনী শরণাগতা!—
অবলারে ত্যজিবারে কে পারে এখন?
অসময়, রসময়; কেন হও নিরদয়?
ছি ছি কান্ত, তুমি শঠ কপট এমন!
হাসি মুখ, সে কটাক্ষ! রসাল বিশাল বক্ষ—
লক্ষ্মীর আবাস! আর সেই যে তোমার
কামিনী-কামনা-দোলা নিভৃত-সঙ্কেত-খেলা!
হেরি লোভে নারী মন মুগ্ধ বারংবার! ১৭
ব্রজের দুঃখের ক্ষয়, নিখিল মঙ্গলালয়,
তোমার উদয় ব্রজে মদন-মোহন!
আমরা আকুল হরি, কৃপণতা ত্যাগ করি,
কর আমাদের এই প্রার্থনা পূরণ,—
অদম্য বিষম কাম, হৃদ্-রোগ যার নাম,
জ্বলিতেছি মোরা সেই রোগের জ্বালায়!

নাশে নিজ-জন-ব্যাধি— হেন কিছু মহৌষধি,
দেও আমাদের সেই মর্ম্ম-বেদনায়! ১৮
সখে প্রিয়-দরশন, মোদের জীবন-ধন,
যে পদে লাগিবে ব্যথা—ভাবিয়া অন্তরে,
এ কঠিন বক্ষে আহা, বহু যত্নে রাখি যাহা,
সেই পাদপদ্মে তুমি ভ্রমিছ প্রান্তরে!
সহজে যেতেছে জানা, কণ্টক-পাষাণ-কণা—
মণ্ডিত রয়েছে সেই কানন-প্রান্তর!
কমলা-সেবিত পদে, বিন্ধিতেছে পদে পদে!—
শতধা বিদীর্ণ করি মোদের অন্তর! ১৯
একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম মালিকা।

(শ্রীমদ্ভাগবত—৩২ অধ্যায়)

শ্রীকৃষ্ণের সান্ত্বনা বাক্য।

শুকদেব কহিলেন রাজন্,

প্রাণসম মাধবের দর্শন আশায়,
এই রূপে ব্রজাঙ্গনা কৃষ্ণগুণ গায়।
বিবিধ বিলাপ করে সিমন্তিনী গণ,
বৃন্দাবন মুগ্ধ করি করিছে রোদন! ১
হেন কালে আসিছেন কৃষ্ণ কুতূহলে,
পীতাম্বর-ধারী হরি বন-মালা গলে!

শ্রীনন্দ-নন্দন ওই সহাস্য বদন,
স্তম্ভিত নেহারি যাঁরে মন্মথের মন। ২
সম্মুখে নেহারি মরি প্রিয়তম ধনে,
আনন্দ না ধরে আর গোপিকার মনে।
মৃতদেহে পুনরায় আসিলে জীবন,
সর্ব্ব অঙ্গ হয় পুনঃ উত্থিত যেমন,
সেই রূপ মৃতকল্প গোপিকা সকল,
আনন্দে উঠিল পুনঃ করি কোলাহল। ৩
কোন ব্রজাঙ্গনা গিয়া আনন্দেতে ধরে
ব্রজেন্দ্র-নন্দন-কর আপনার করে।
শ্রীনন্দ-নন্দন-বাহু—চন্দন-চর্চ্চিত,
নিজ স্কন্ধ-দেশে কেহ করিল অর্পিত।
চর্ব্বিত তাম্বুল নিয়া মুখ-পদ্ম হ'তে
কোন ব্রজ-নারী ধরে নিজ অঞ্জলিতে।
কর-কমলেতে ধরি চরণ-যুগলে,
কোন বিরহিণী বালা রাখে বক্ষঃস্থলে। ৪
কোন বালা বিহ্বলা হইয়া প্রেম-কোপে,
অধর দংশন করে কটাক্ষ-বিক্ষেপে। ৫
কোন নারী অনিমেষে হইয়া অজ্ঞান,
মুখ-পদ্ম মধুরিমা করিতেছে পান।
হরিপদ-কোকনদ করিয়া দর্শন,
সাধুর দর্শন আশা মিটেনা যেমন,
কৃষ্ণ-মুখ-মধু পানে অবলার আশ
মিটিছেনা—পান করি বাড়িছে পিয়াস। ৬

কোন নারি প্রাণ-কৃষ্ণে নেত্র পথে নিয়া,
আদরে হৃদয়ে রাখি নয়ন মুদিয়া,
আলিঙ্গন করে তাঁরে— আনন্দে মগন
রহিয়াছে যোগমগ্ন যোগীন্দ্র যেমন! ৭

রাজন্ সন্ন্যাসী সবে, হরি-পাদপদ্ম ভবে
লভিয়া যেমন করে ত্রিতাপ মোচন,
সেই রূপ ব্রজ-নারী কৃষ্ণ দরশন করি,
আনন্দে বিরহ তাপ করিল বর্জ্জন! ৮

হে তাত অচ্যুত কিবা ধরিলা অপূর্ব্ব শোভা,
ব্রজের নিষ্পাপা সাধ্বী গোপিকা মণ্ডলে,
হেরি জ্ঞান হয় হেন, সেই পরমাত্মা যেন
সত্ব আদি নানা গুণে বেষ্টিত কৌশলে। ৯

মদন-মোহন হরি, ব্রজাঙ্গনা সঙ্গে করি,
আনন্দে কালিন্দী-কূলে করেন বিহার,
কুন্দ-মন্দারের গন্ধে, সমীর বহে আনন্দে,
সে পুলিনে অলি-কুলে দোলাইছে আর। ১০

শরতের শশী আসি, বিকাশি কৌমুদী রাশি,
হাসি হাসি তমোরাশি করিয়াছে দূর,
যমুনা তরঙ্গ-করে সাজায়েছে স্তরে স্তরে,
শীতল পুলিনে স্নিগ্ধ বালুকা প্রচুর। ১১

মদন মোহন হরি, ভুবন মোহিত করি,
যমুনা-পুলিনে আজ করেন বিহার;
কৃষ্ণ দরশনে তাই আনন্দের সীমা নাই,
দূরে গেল মনোব্যথা ব্রজ-গোপিকার!

পরব্রহ্মে অন্বেষিয়া, কর্ম্ম-কাণ্ডে না পাইয়া,
জ্ঞান-কাণ্ডে শ্রুতি শাস্ত্র পূর্ণকাম হয়,
সেই রূপ গোপিদের, কাম পূর্ণ সকলের,
কালিন্দীর কূলে হেরি কৃষ্ণ রসময়!
যে বসনে বক্ষ ঢাকা, বক্ষের কুঙ্কুম মাখা,
সে বসনে গোপী গণ রচিল আসন,
ব্রজ-বালা-মনপ্রাণ অন্তর্যামী ভগবান
বসিবেন সে আসনে, এই আকিঞ্চন। ১২
যোগীন্দ্রের হৃৎ-কমলে, ধ্যানযোগ-সুকৌশলে
যাঁহার আসন পাতা সমাধির বলে,
আজ সেই ভগবান করিবারে প্রেম দান
বসিলেন ব্রজ-বালা-বক্ষের অঞ্চলে!
ত্রিভুবনে যত শোভা ভব-জন-মনোলোভা
কৃষ্ণ অঙ্গে সে শোভার অপূর্ব্ব মিলন,
হেন অঙ্গ শোভা ধরি, বসিলেন আজ হরি
ব্রজাঙ্গনা-সভা মাঝে অনঙ্গ-মোহন। ১৩
অধরে মধুর হাসি, কটাক্ষ-বিভ্রম রাশি
ভ্রু-ভঙ্গি-বিলাস করি যত গোপাঙ্গনা,
কৃষ্ণ-কর পদ নিয়া, অঙ্কে রাখি মুছাইয়া,
বিমর্দ্দনে কৃষ্ণ-প্রেম করি উদ্দীপনা,
ভাব ভঙ্গি হাস্য রসে, কৃষ্ণ-প্রেমানন্দ-বশে,
ঈষৎ কুপিত ভাবে প্রিয়ম্বদা গণ
গৌরব করিয়া মনে, শুধাইল কৃষ্ণ-ধনে,
শ্রীমুখ-সরোজ পানে করি নিরীক্ষণ :—

হরি হে পর-সেবা পরের ভজন, নানা ভাবে করে নানা জন
ভজিলে তবেই ভজে, সে জন কেমন?
কহ কৃষ্ণ, কৃপাতে তোমার ভজন না করিলে আবার,
তাহারে ভজেন যিনি, কি ভাব তাহার?
ভজনা করিলে কোন জন, কিংবা যদি না করে ভজন,
কাহাকেও ভজে না যে—সে জন কেমন?
এই তত্ত্ব কহ কৃপা করি, এই তত্ত্ব কহ কৃপা করি,
আমরা অবলা নারী বুঝিতে না পারি! ১৫
ভগবান কন অতঃপর, শুন সখি সে তত্ত্ব সুন্দর!
স্বার্থ-পর যারা তারা ভজে পরস্পর!
তা'তে, ধর্ম্ম বা স্নেহের ভাব নাই, ধর্ম্ম বা স্নেহের ভাব নাই
স্বার্থ আছে, পরস্পরে ভজে তারা তাই!
কিন্তু যারা করে না ভজন, কিন্তু যারা করে না ভজন,
সে সকল জনে যারা করিছে ভজন,
দয়াময় স্নেহময় তারা, পিতা মাতা সম স্বার্থহারা,
একে আছে দয়া ধর্ম্ম, অন্যে স্নেহ ভরা। ১৭
আত্মারাম আপ্তকাম জন, আত্মারাম আপ্তকাম জন,
অথবা সে অকৃতজ্ঞ মানব যেমন,—
কাহাকেও না করে ভজন, কাহাকেও না করে ভজন,
সহস্র ভজনা যদি করে কোন জন। ১৮
কিন্তু ভজিছে আমারে, যারা কিন্তু ভজিছে আমারে,
আমি কিন্তু তাহাদেরো ভজিনা সংসারে।
আমায় না পায়, দেখ, যারা, আমায় না পায়, দেখ, যারা,
আমাকেই নিরন্তর চিন্তা করে তারা।

হারাইলে দরিদ্রের ধন, হারাইলে দরিদ্রের ধন,
সমস্ত ভুলিয়া সেই ভাবে সে রতন ! ১৯
শুন শুন অবলা সকল, শুন শুন অবলা সকল,
তোমরা আমার তরে এসেছ কেবল !
ছাড়ি ধর্ম্মাধর্ম্ম জাতি কুল, ছাড়ি ধর্ম্মাধর্ম্ম জাতি কুল,
এসেছ আমার তরে হইয়া ব্যাকুল!
আমাকেই করিবে স্মরণ, নিরন্তর করিবে স্মরণ,
লুকাইয়া ছিনু তাই, প্রিয়ম্বদা গণ !
আমি কিন্তু অন্তরালে থাকি, আমি কিন্তু অন্তরালে থা
লুকাইয়া তোমাদের মুখচন্দ্র দেখি !
শুন শুন প্রিয়তমা গণ, শুন শুন প্রিয়তমা গণ,
প্রিয় জনে দোষী কেন কর অকারণ ? ২০
গৃহ মায়া কঠিন শৃঙ্খল, গৃহ মায়া কঠিন শৃঙ্খল,
ছিঁড়িয়া আমার কাছে এসেছ কেবল !
মম সঙ্গে মিলিতে যে পারে, মম সঙ্গে মিলিতে যে পা
তার নিন্দা কে করিতে পারে ত্রিসংসারে ?
দেবতার আয়ু যদি পাই, দেবতার আয়ু যদি পাই,
তোমাদের ঋণ শোধ দিব—সাধ্য নাই।
শুন শুন সুশীলা সকল, শুন শুন সুশীলা সকল,
তোমাদের সুশীলতা ভরসা কেবল !
উপকার করি, সাধ্য নাই, তথাপি অঋণী হ'তে চাই !—
"স্বার্থশূন্য সুশীলতা" ভিন্ন গতি নাই ! ২১

দশম মালিকা।

(শ্রীমদ্‌ভাগবত—৩৩শ অধ্যায়।)

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা।

শুকদেব কহিলেন, রাজন্—

অবলা সরলা অতি, কুসুম-কোমল মতি
সাধ্বী সতী ব্রজবালা গণ,
যমুনা-পুলিনে শুনি, কৃষ্ণের অমৃত বাণী,
যত ধনী আনন্দে মগন। ১
ভুলিল বিরহ-জ্বালা, পূর্ণকামা ব্রজবালা,
প্রেম-মালা পরিল গলায় ;
করে করে ধরাধরি, পরস্পরে করি করি,
শ্রীহরিকে বেষ্টিয়া দাঁড়ায়!
রমণী-নক্ষত্র মাঝে, বৃন্দাবন-চন্দ্র সাজে,
শ্রীগোবিন্দ প্রেমানন্দ-মনে!
শীতল কৌমুদী ঢালা সে পুলিনে আরম্ভিলা
রাসলীলা ব্রজবালা সনে। ২
যোগেশ্বর ভগবান, মুগ্ধ করি গোপী-প্রাণ,
শত কৃষ্ণ-রূপ ধরি তবে,
দুই দুই গোপী মাঝে, দাঁড়ান মোহন সাজে—
রসরাজে পার্শ্বে দেখে সবে।
দুই পার্শ্বে ভুজদানে, গোপী কণ্ঠ আলিঙ্গনে,
দাঁড়ালেন শ্রীহরি যখন,

প্রতি জনে ভাবিতেছে, এই যে আমারি কাছে
প্রাণ সম ব্রজেন্দ্র নন্দন। ৩
শ্রীরাস আরম্ভ হ'লে, অমনি নভোমণ্ডলে
সমাগত দেবদেবী যত।
আকাশে দুন্দুভি বাজে, পুষ্পবৃষ্টি তার মাঝে
দেখে সবে—হয় অবিরত। ৪
সস্ত্রীক গন্ধর্ব্ব গণ, আনন্দে হয়ে মগন,
অনুক্ষণ গায় কৃষ্ণ নাম;
প্রিয় সঙ্গে প্রিয়া সাজে, বলয় নূপুর বাজে
কিঙ্কিণীর ধ্বনি অবিরাম। ৫

হেমরত্ন মাঝে, মকরত সাজে, গোপী মাঝে হরি মরি কি শোভা,
চরণ চালন, ভুজ বিকম্পন, সহাস্য বদন, কি মনোলোভা।
ভ্রূভঙ্গি হিল্লোলে, কটিতট দোলে, পীন বক্ষস্থলে লহরী কত।
কর্ণের কুণ্ডল, নাচিছে কেবল, শিথিল-বসনা যুবতী যত। ৬
রাস-বিলাসিনী, কেশব-কামিনী, শ্রমজল মাখা কমল মুখে!
কবরীর ভার, কটি চন্দ্রহার, হেলিছে দুলিছে, ভাসিছে সুখে!
হরি অঙ্গ ধরি, নাচে ব্রজনারী, দামিনী যেমন, নীরদ দামে। ৭
প্রেম-মত্ততায়, কৃষ্ণ-গুণ গায়, ভুবন ভাসায়, হরির নামে।
সুধা-নির্ঝরিণী, কৃষ্ণ কণ্ঠ ধ্বনি, শুনি গৌরবিণী ব্রজের বধূ,
নিজ নিজ স্বরে, সবে গান করে, গোপী কণ্ঠ গীত, মধুরে মধু
সাধু সাধু বলি, দিয়া করতালি, বনমালী দেন, বাহবা তায়;
সাধুবাদ শুনি, যত বিনোদিনী, সেই সুর ধ্রুব, তালেতে গায়
শুনিয়া সঙ্গিত, মাধব মোহিত, আনন্দে আদর করিলা কত।
নাচিতে গাইতে, রাস মণ্ডলেতে, পরিশ্রান্ত অতি, যুবতী যত।

ক্লান্ত ব্রজবালা, মল্লিকার মালা, হেলিছে দুলিছে পড়িছে খসি।
বলয় কঙ্কন, হতেছে স্খলন, স্বেদ সমাবৃত, বদন-শশী। ১১
শ্রীরাস বিহারী, হরিস্কন্ধোপরি, পরিশ্রান্তা নারী, দিতেছে ভার,
বাহুর বেষ্টনে, শ্রীনন্দ-নন্দনে, ধরেছে যে জন, কি ভয় তার।
পদ্ম-গন্ধ-যুত, চন্দন চর্চ্চিত, গল সুবেষ্টিত, কৃষ্ণের করে
নাসাবন্ধু ধরি, সিহরি সিহরি, কোন বিম্বাধরী চুম্বন করে। ১২
কখন অবশ, কখন স্ববশ, আবেশের বশে, কামিনী কুল,
আবার নাচিছে, হেলিছে দুলিছে, কাঁপিছে কুণ্ডল, খসিছে ফুল।
কিবা সমুজ্জ্বল, রমণী-কুণ্ডল, কৃষ্ণ-গণ্ডস্থল, করেছে শোভা।
কৃষ্ণ গণ্ড সহ, নিজ গণ্ড কেহ, করিছে মিলন কি মনোলোভা।
রাসনৃত্যপরা, গণ্ডে গণ্ড ধরা, সেই বিম্বাধরা, করিছে গান;
ভুবনে অতুল, অচ্যুত আকুল। চর্ব্বিত তাম্বুল, করেন দান। ১৩
সঙ্গীতের সহ, নাচিতেছে কেহ, মেখলা নপুর, মুখরা সুখে,
হইয়া শ্রান্ত, ধরি শ্রীকান্ত, শ্রীকরকমল, স্থাপিলা বুকে। ১৪
কৃষ্ণ বাহু নিয়া, বেষ্টিত হইয়া, শ্রীনাথে পাইয়া, ব্রজের বধূ,
শ্রীরাস মণ্ডলে, বিহরে সকলে, সঙ্গীতের ছলে, ঢালিছে মধু। ১৫
যমুনার কূলে, শ্রীরাস মণ্ডলে, ভ্রমর সকল, করিছে গান,
বলয় কিঙ্কিণী, নূপুরের ধ্বনি, মিশি তার সনে, জুড়ায় প্রাণ।
এরূপে যখনে, শ্রীকৃষ্ণের সনে, নাচে বৃন্দাবনে, ব্রজের বালা,
অলক কপোলে, কর্ণে ফুল দোলে, স্বেদ ভালে গলে দুলিছে মালা।
তাহাতে তখন, তাদের কেমন, চারু চন্দ্রানন, ধরেছে শোভা।
বিচলিত বেশ, আলুলিত কেশ, খসিছে কবরী কুসুম কিবা। ১৬
নিজ ছায়া হেরি, ছায়া ধরি ধরি, ছেলে খেলা যথা বালক বেলা,
শ্রীপতি তেমনি, ছায়া স্বরূপিণী, ব্রজবালা সনে, করেন খেলা। ১৭

কভু আলিঙ্গন, কর বিমর্দ্দন, কটাক্ষ ক্ষেপণ, কভু বা হাসি,
বাল্যক্রীড়া সব, করেন মাধব, ব্রজবালাদের, ত্রিতাপ নাশি!
শ্রীঅঙ্গ পরশে, গোপীর মানসে, হরষে প্রেমের উদয় হ'ল,
তাতেই কেবল, ইন্দ্রিয় সকল, আবেশে অবশ হইয়া গেল!

হে কুরুশ্রেষ্ঠ, সুবেশ-নষ্ট, ভূষণ ভ্রষ্ট সবে!
সুকেশ পাশ, বক্ষের বাস, বন্ধন মুক্ত ভবে!
গোপিকা সকল, প্রেমেতে বিকল, খসিছে দুকূল হার,
যত আভরণ, কে করে ধারণ, থাকেনা তেমন আর! ১৮
শ্রীকৃষ্ণের আর, ব্রজ গোপিকার, বিহার-উল্লাস যত,
হেরি ক্রমে ক্রমে, মূরছিল প্রেমে, খেচর কামিনী কত!
তারাদল সনে, শশাঙ্ক গগনে, শ্রীবাস দর্শনে গতি,
ভুলিয়া তখন, দাঁড়াইয়া বন, দীঘল রজনী অতি!
হারাইয়া দিশা, দাঁড়াইলা নিশা, বিবশা প্রেমের ভরে!
অনন্ত নিশায়, অনন্ত বিহার, ব্রজগোপিকারা করে! ১৯
আত্মারাম হরি! কিন্তু লীলা করি, যত গোপী তত হন;
অনন্ত-বিহারী, যোগমায়া ধরি, রাসলীলা-পরায়ণ!
রাজন্ যখন, শ্রান্ত গোপীগণ, বহুক্ষণ হ'ল লীলা,
দয়াময় হরি, শ্রীকর প্রসারি, গোপী মুখ মুছাইলা! ২০
শ্রীকর পরশে, গোপিকা হরষে, আবেশে অবশ প্রাণ,
হাস্য কটাক্ষেতে, তুষিয়া শ্রীনাথে, করে হরিগুণ-গান! ২১
করিণী-বেষ্টিত, মাতঙ্গের মত, শ্রম নাশ করিবারে
আজ ভগবান্, যমুনায় যান, বেষ্টিত রমণী-হারে! ২২
বক্ষেতে মর্দ্দিত, কুঙ্কুম রঞ্জিত, মালতী মালার গন্ধ!
পশ্চাতে পশ্চাতে, ধাইল ভ্রমর, পরিমল লোভে অন্ধ! ২৩

রাজন্. তথন, বিম্বাধরীগণ, নামে জলে যমুনার,
প্রেমানন্দে ভাসি, খল খল হাসি, অধরে না ধরে আর!
প্রেমের তরঙ্গে, হাসি হাসি রঙ্গে, কৃষ্ণ অঙ্গে দেয় বারি!
মিটায়ে আক্ষেপ, জলের প্রক্ষেপ, মারে শত ব্রজনারী!
মিলিয়া সকলে, যমুনার জলে, কৃষ্ণ অভিষেক করে,
দেবগণ সবে, পূজিলা মাধবে, গগনে কুসুম ঝরে! ২৪
আত্মারাম যিনি, লীলা তরে তিনি, বিহার করিলা হেন,
পরে উপবন, করেন ভ্রমণ, মদ মত্ত করী যেন!
সেই বনে যত, হয় প্রস্ফুটিত, স্থলজ জলজ ফুল,
সমীরণ ছুটি, পরিমল লুটি, করিতেছে প্রাণাকুল! ২৫
প্রেমেতে বিকল, প্রমদা সকল, ঘিরেছে মাধবে রঙ্গে,
শুদ্ধ সত্য হরি, যোগমায়া ধরি, বিহরেন গোপীসঙ্গে।
তেজ রুদ্ধ করি, ঊর্দ্ধরেতা হরি, ব্রজনারীদের সনে
কাব্যরস-খনি, শারদ যামিনী, যাপিলেন বৃন্দাবনে! ২৬

রাজা পরীক্ষিৎ কহিলেন,—ব্রহ্মন্,

অধর্ম্ম শাসন তরে, ধর্ম্ম রক্ষা করিবারে,
অবনীতে ভগবান হন অবতার,
ধর্ম্মের রক্ষক বক্তা, আর যিনি ধর্ম্মকর্ত্তা,
কেমনে করেন তিনি হেন ব্যভিচার? ২৭

আপ্তকাম সদা হরি, তথাপি এরূপ করি,
কেন করিলেন হেন নিন্দনীয় কর্ম্ম?
আমাদের এ সংশয়, কিছুতে যা'বার নয়,
এই কি হইল শেষে শ্রীহরির ধর্ম্ম? ২৮

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—রাজন্

ছাড়িয়া মানব ধর্ম্ম, ঈশ্বর করেন কর্ম্ম,
ক্ষয় নাই—ভয় নাই; দেখিতে যে-পাই ;
তেজস্বীর যেই ধর্ম্ম, দুর্ব্বলে না জানে মর্ম্ম—
সেই কর্ম্মে ইষ্ট বই অনিষ্ট ত নাই !
অনলে যা কিছু দিবে, কিছুতে না দোষ হবে,
আরো তারে করে অগ্নি শুদ্ধ নিরমল,
পূর্ণ ঈশ্বরেতে তাই. দোষের সম্ভব নাই,
ঈশ্বরের কর্ম্মে নিত্য সত্য সমুজ্জ্বল ! ২৯
পূর্ণ তেজ নাহি আর, ঈশ্বরত্ব নাহি যার,
সে যেন না করে হেন কর্ম্ম আচরণ,
রুদ্র ভিন্ন অন্য জনে, দেখাদেখি বিষ-পানে,
অবশ্যই অচিরাৎ ত্যজিবে জীবন ! ৩০
ঈশ্বরের বাক্য সত্য, তাঁর কর্ম্মকাণ্ড নিত্য,
জ্ঞানিগণ তাঁর বাক্য পালেন সদাই,
তেজস্বীরা চিরদিন বৃথা অহঙ্কার হীন,
মঙ্গলামঙ্গলে স্বার্থ অনর্থও নাই ! ৩২
দেবতা তীর্য্যক নর সকলের অধীশ্বর,
ষড়ৈশ্বর্য্যবান যিনি জীবের জীবন,
মঙ্গল বা অমঙ্গল— জীব ধর্ম্ম এ সকল
কেমনে সম্ভবে তাঁতে—সর্ব্বজ্ঞ যে জন ?
সেবি যাঁর শ্রীচরণ, পরিতৃপ্ত ভক্তগণ,
মুক্ত হন যোগিগণ যাঁর ধ্যান করি,

সেই বিভু দয়াময়, লীলা তরে স্ব ইচ্ছায়,
অবতীর্ণ হন ভবে কলেবর ধরি !
সংসারের মায়াবন্ধ, পাপ পুণ্য ভাল মন্দ
কভু না সম্ভবে তাঁয়—তিনি অন্তর্যামী ;
সতী সাধ্বী গোপীদের, গোপীভর্ত্তা সকলের—
জীবের হৃদয়বাসী ত্রিজগৎ স্বামী !
যাহা কিছু বুদ্ধি বল সকলের সাক্ষিস্থল,
লীলা ছলে ধরাতলে দেহধারী হন,
মানবের মূর্ত্তি ধরি ভক্তগণে সঙ্গে করি,
করেন কেবল জীব মঙ্গল-সাধন ! ৩৫
এ সংসারে চমৎকার নানা বিধ লীলা তাঁর,—
হেরি লোক ভক্তি ভরে তাঁর দিকে ধায়,
শুনিয়া সে লীলা-কথা, শোক তাপ মর্ম্ম-ব্যথা
পাশরিয়া সর্ব্ব লোক অমরত্ব পায় ! ৩৬
হে রাজন্, সে কারণ, ব্রজবাসী গোপগণ
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি হিংসা ক্রোধ করে নাই,
মায়ামুগ্ধ গোপ যত, কৃষ্ণ নামে আনন্দিত,
ভাবিত নিকটে পত্নী আছে সর্ব্বদাই ! ৩৭
তার পর গোপী যত, কৃষ্ণের আদেশ মত
ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তেতে গৃহে করিল প্রস্থান ;
গৃহেতে না মন যায়, ধীরে যায় অনিচ্ছায়,—
ফিরে চায়, আর গায় কৃষ্ণগুণ-গান ! ৩৮
যে জন পবিত্র মনে, ব্রজাঙ্গনাদের সনে
শ্রীকৃষ্ণের লীলা-কথা করেন শ্রবণ,

কিংবা শ্রদ্ধা ভক্তি বশে　　এই পূর্ণ প্রেমরসে
　　যতনে রতন সম করেন বর্ণন,—
সেই জন অনায়াসে　　পূর্ণ ভক্তি প্রেমবশে
　　কামরূপ শত্রু-হস্তে পাইবে নিস্তার,
ছাড়িয়া সকল স্বার্থ　　বুঝিবে প্রেমের অর্থ,—
　　অমৃত, নিঃস্বার্থ-প্রেম ব্রজগোপিকার। ৪৯

ইতি শ্রীব্রজাঙ্গনা গীতায় "রাসলীলা" নামক
দশম মালিকা।

ইতি শ্রীব্রজাঙ্গনা-গীতা সমাপ্তা।

শ্রীগৌরাঙ্গ-গীতা।

বহিরঙ্গ খণ্ড।

স্তুতি।

কৈবল্যং নরকায়তে, ত্রিদশপুরাকাশ পুষ্পায়তে,
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয় কালসর্পপটলী প্রোৎখাত দংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণ সুখায়তে বিধি মহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে,
যৎ কারুণ্য-কটাক্ষ-বৈভববতাং তং গৌরমেবস্তুমঃ॥

যাঁহার করুণা-কটাক্ষ বৈভব যুক্ত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে নির্ব্বাণ-মুক্তি নরকের ন্যায়, স্বর্গ আকাশ-কুসুমের ন্যায় ইন্দ্রিয়গণ উৎখাত-দন্ত কাল সর্পের ন্যায়, বিশ্ব পূর্ণ সুখের ন্যায়, বিধি মহেন্দ্রাদি কীটের ন্যায় প্রতিভাত হয়, আমরা সেই শ্রীগৌর সুন্দরের স্তব করি।

(শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী)

"আনন্দলীলা-রস-বিগ্রহায়, হেমাভ-দিব্যচ্ছবি-সুন্দরায়,
তস্মৈ মহাপ্রেমরস-প্রদায়, শ্রীগৌরচন্দ্রায় নমো নমস্তে"।

শ্রীগৌরাঙ্গ-গীতা।

বহিরঙ্গ খণ্ড।

প্রথম চন্দ্রিকা—উদ্বোধন।

চৌদ্দ শত সাত শকে শীত অন্ত হয়,
আনন্দে বসন্ত বায়ু মন্দ মন্দ বয়,
ফাল্গুন মাসের অতি অপরূপ শোভা,
জগতে জীবন্ত ভাব জন-মনোলোভা!
ঘোর ঘোর সন্ধ্যাকাল ডুবু ডুবু রবি,
পূর্ব্ব ভাগে রক্তরাগে পূর্ণিমার ছবি!
ঢালিয়া জোছনা রাশি ভাসায়ে ভুবন,
জগৎ-আনন্দ শশী উদিলা যখন,
নবদ্বীপে অবিশ্রান্ত হরিধ্বনি হয়,
কেহ নাচে, কেহ গায় জাহ্নবীর জয়!
চাঁদ মুখে চুম্ব দেন পৃথিবী সুন্দরী,
"গ্রহণ" হয়েছে চাঁদে—বলে নরনারী!
ভাসিছে চাঁদের মালা গঙ্গাজলে ধীরে,
শঙ্খ ঘণ্টা ঘটারোল ভাগীরথী-তীরে!
টলমল নবদ্বীপ হরিধ্বনি ময়,
শচীগৃহে কেন এত হুলুধ্বনি হয়?
সে সময় শুভক্ষণ করি দরশন,
করিলে গৌরাঙ্গ-হরি জনম গ্রহণ,

জগন্নাথ মিশ্র-পত্নী শচীর উদরে,
ধন্য করি নবদ্বীপ অবনী মাঝারে।
পূর্ণ শশী-রূপরাশি তোমায় পাইয়া,
রহিলেন শচীমাতা আনন্দে ভাসিয়া।
চন্দ্র-কলা সম হয় শরীর বর্দ্ধন,—
কালে যজ্ঞসূত্র তুমি করিলে ধারণ;
শিক্ষা করি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের পাশে
নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হ'লে অনায়াসে।
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ উদাসীন মন,
জগতের মায়া মোহ দিয়া বিসর্জ্জন,
দিব্য জ্ঞানে দেখি ভবে শোক দুঃখ যত
ছাড়িলেন এ সংসার জনমের মত।
তখন বালক তুমি শ্রীগৌরাঙ্গ হরি,
পিতামাতা রহিলেন তব মুখ হেরি।
মাতৃচক্ষু জল মুছি আপনার করে,
কতই সান্ত্বনা দিলে জননী-অন্তরে!
পিতার অন্তিমকালে ভাসি অশ্রুনীরে,
কতই সান্ত্বনা তুমি দিলে জননীরে!
নিরখিয়া গৌরচন্দ্র ও চন্দ্র-বদন,
কেবল ভুলিয়াছিল জননীর মন!
কিন্তু কি যে ভাব ছিল তোমার মাঝারে,
সতত শুনিতে তুমি আহারে বিহারে,
আসি যেন বিশ্বরূপ ডাকেন সদাই,
"আয়রে গৌরাঙ্গ-চাঁদ সন্ন্যাসেতে যাই!"

নিরাশ্রয়া জননীরে ফেলিয়া এখন,
কেমনে যাইবি বল নদিয়া-জীবন ?
সতত বিরাগ বিভা ও চাঁদ বদনে,
শচীমাতা রাত্রি দিন দেখেন নয়নে।
কাঁদিছে মায়ের প্রাণ, সহিতে না পারি,
বিবাহে সম্মত হ'লে শ্রীগৌরাঙ্গ-হরি !
বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মী দেবী সনে,
বদ্ধ হ'লে অতঃপর বিবাহ-বন্ধনে।
কিছু দিন শচীমাতা ছিলেন শীতল
তোমার অন্তরে কৃষ্ণ জাগেন কেবল ;
মাতার আদেশ নিয়া গেলে পূর্ব্ব দেশে,
কান্দিলেন মাতা শেষে নিদারুণ ক্লেশে।
শুনিয়াছি লক্ষ্মীমাতা গেলেন ত্বরায়।
ত্যজিয়া অনিত্য দেহ, স্মরিয়া তোমায়।
জননী দিলেন শেষে বিবাহ তোমার,
গুণবতী বিষ্ণুপ্রিয়া সনে পুনর্ব্বার।
অপরূপ রূপ তব ভুবন বিদিত
নিরখিয়া সর্ব্ব জন হ'ত বিমোহিত।
গঙ্গা-তটে গিয়া তুমি বসিতে যখন,
নেহারি নাগরী কুল কহিত তখন :—
কন্দর্প কি এই জন ?— বেড়াইয়া ত্রিভুবন,
আসিলেন পৃথিবী মণ্ডলে ?
প্রভাতের সূর্য্য আসি, কিংবা শরতের শশী
আনন্দিত করেছে সকলে ?

স্বর্ণ চূড়া সম তনু ভ্রূ যেন কামের ধনু
বাল-ভানু শ্রীমুখ-মণ্ডলে,
কিবা শোভা সিংহ-গ্রীবা, ভবজন-মনোলোভা
চন্দ্রশোভা চরণ-কমলে!
অমর হতেছে জ্ঞান, করেছে অমৃত পান,
জগতে জীবের তরে আসিয়াছে লয়ে,
অধরের ধারে ধারে, যত ধরে রাখি পরে
রসনায় থরে থরে রেখেছে লুকায়ে!

তোমায় নাগরী যত বাখানিত হেন;—
নিষ্কলঙ্ক পূর্ণ শশী ধরাতলে যেন!
কখনো বসিয়া তুমি জাহ্নবীর তটে,
কহিতে তোমার ভক্ত গণের নিকটে,—
সংসারে যৌবন কাল জীবনের সার,
যৌবনে দম্পতি প্রেম—তুল্য নাই যার!
কিন্তু যদি চিরস্থায়ী হইত সে ধন,
আনন্দ-সমাধি হ'ত অনন্ত কেমন!
কৃষ্ণই পুরুষ নিত্য ভাল আছে জানা—
আমি যে প্রকৃতি তাঁর অনন্ত-যৌবনা।
এই যে সহজ জ্ঞানে দেখিতেছি আমি,
প্রাণ-কৃষ্ণ, চারিদিকে মূর্ত্তিমান্ তুমি!
অস্থি মজ্জা শিরাস্রোতে শোণিতের বিন্দু,
তার মাঝে মোর কৃষ্ণ কোটি শরদিন্দু!
জীবের জীবন কৃষ্ণ, প্রাণরূপ যিনি,
মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড সম প্রকাশিত তিনি!

জীবে জীবে রয়েছেন জগতের প্রাণ,
আঁধারে জগৎ অন্ধ খুঁজিছে প্রমাণ!
দেখি আমি ব্যাপ্ত তিনি সমস্ত জগৎ
করতল ন্যস্ত এই আমলক বৎ!
তিনিই প্রাণের প্রাণ অন্তরে অন্তর,
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ধারা ঢালি নিরন্তর
নিত্য নিত্য গড়িছেন স্বর্ণময়ী ধরা,
সুধাময়ী ভক্তপুরী জন-মনোহরা!

আনন্দ আনন্দ, আনন্দ উপরে, আবার আনন্দ ধারা,
ঢালিতে ঢালিতে, মজিতে মজিতে, সৃষ্ট বসুন্ধরা!
অনন্ত যৌবন, তাঁহার আমার, রসের সাগর তিনি,
সম্ভোগে প্রমত্ত, তিনি আর আমি, আর না কিছুই জানি!
সৃজিয়া জগৎ, দিয়াছেন ফেলি, বিশুদ্ধ মধুর রসে—
রসে ঢল ঢল, সোণার কমল, অমৃত-সাগরে ভাসে!
ওহে প্রাণ-সখা, তব সনে দেখা, লেখা যার কপালেতে,
যত মিশামিশি, হয় দিবানিশি, আকাশের চাঁদ হাতে;
আহার বিহার, অসার সংসার, জীবন যাই যে ভুলি,
থাকে না ত ক্ষুধা, অবিশ্রান্ত সুধা, পান করি প্রাণ খুলি!
সংসারের লোকে, দোষ দেয় মোকে, বুঝে না ত কিছু তারা,-
সংসার-সীমান্তে, পরা প্রকৃতিতে, অবিশ্রান্ত প্রেম-ধারা!
জীবনে মরণে, নয়নে নয়নে, হৃদয়ে হৃদয়ে থাক,
অযাচিত তব, প্রেম বিতরণ, পথিক কাঙ্গালে ডাক!
আনন্দের নিধি, প্রেমের জলধি, চিরদিন তব আমি!
আমিও তোমার, তুমিও আমার, নিখিল-অন্তর যা

চির সম্মিলন, ওরে প্রাণধন, পরাণ কান্দিছে মোর,
এস চিদাকাশে, পূর্ণ শশী বেশে, জীবন যামিনী না হতে ভোর!

দ্বিতীয় চন্দ্রিকা।—সংকীর্ত্তন।

রাগিণী সুরট-মল্লার, একতালা।

আহারে দেখরে গৌর হরি। প্রেমের আবেশে নিতাই ধরি!
দরদর দরে নয়ন-বারি, বহিছে, নাচিছে ভাব-তরঙ্গে!
সোণার কমল সমান বরণ, মধুর মধুর গজেন্দ্র-গমন,
দয়ার সিন্ধু ইন্দু-বদন, নদিয়া-জীবন ভকত সঙ্গে!
প্রেমের তরঙ্গ নয়ন ভঙ্গে, শ্রীরূপ-লহরি খেলিছে অঙ্গে,
শ্রীমুখ-কমল ভকত ভৃঙ্গে, নিরখি নাচিছে রঙ্গে;
দেহ গেহ কেহ করে না স্মরণ, পথে পথে পথে করে বিচরণ,
আবাল বনিতা করিতে দর্শন, ছুটিছে, নাচিছে সঙ্গে সঙ্গে!
মুখ-অরবিন্দ আনন্দেতে মাখা, প্রেমের শিশিরে নেত্রদল ঢাকা
রসনা-কেশরে মকরন্দ মাখা, হরি নামামৃত সঙ্গে;—
হরি হরি বোল উঠিতেছে ধ্বনি, ফাটিছে গগন কাঁপিছে মেদিনী,
পাপী তাপী যত ছুটিছে অমনি, কুমার কাহিনী গাইছে রঙ্গে!

আসিলেন নদিয়ায় সন্ধ্যা শ্যামাঙ্গিনী,
সবিতৃ সিন্দুর বিন্দু পরি সীমন্তিনী,
পশু পক্ষী শ্রান্ত পান্থে আবাসে তুলিয়া,
বসুধারে শান্ত করি, বিধিরে নমিয়া,

দীপ্ত কবি দীপ-তারা অবনী-অম্বরে
ঝাঁপ দিলা অতীতের অতল সাগরে !
ত্রিকালজ্ঞ মহাকাল সন্ধ্যা-কন্যা নিয়া,
বর্ত্তমান-ভর্ত্তা হ'তে নিজ গৃহে গিয়া,
রাখিলা নিদ্রিত করি শোয়াইয়া ধীরে,
লক্ষ লক্ষ মাস পক্ষ শয়ন-মন্দিরে !
শোভিতেছে দীপমালা শ্রীবাস-অঙ্গনে,
উঠিল মঙ্গল-ধ্বনি কৃষ্ণনাম সনে ;
বাজিল বিজয় বাদ্য—খোল করতাল,
নাচিল বৈষ্ণব দল করে ধরি তাল !
বহে যথা ঝটিকার প্রথম বাতাস,
গাইল ভকত-বৃন্দ প্রথম উল্লাস !
আবার মঙ্গল-ধ্বনি উঠিল গগনে
মাতিল মাতঙ্গ যূথ ভব-পদ্মবনে !
ঝঞ্ঝাবাতে ভূমে পড়ে তরুরাজি যথা,
ছিন্ন ভিন্ন ভক্তবৃন্দ কে পড়িছে কোথা,
আন্দোলিত স্থানচ্যুত মহাভাবে পড়ি,
মুখে মাত্র "হরিবোল" যায় গড়াগড়ি !
অবিশ্রান্ত চারি প্রান্তে মহা সংকীর্ত্তন
করিছেন সমভাবে গৌর ভক্ত গণ,
নাচে দিগঙ্গনা গণ ভক্তগণ সনে,
নাচাইয়া নদেবাসী নরনারী গণে !
বাল বৃদ্ধ কৃষ্ণনামে মত্ত দিবা রাত্তি,
অঙ্গনে অঙ্গনে নাচে মনোরঙ্গে মাতি !

অগুরু চন্দন আদি মাঙ্গল্য শীতল
সৌরভেতে সমীরণ হতেছে পাগল,
নারীকুল রাশি রাশি ফুলকুল নিয়া,
বরষিছে পুষ্পাসার চারিদিক দিয়া!
দুলিছে তুলসী মালা শত ভক্ত-গলে,
রত্ন-হার নিন্দা করি ভুবন উজ্জ্বলে!
মোহিত বৈষ্ণব-দল! আহা অবিরল
অপাঙ্গে আনন্দ-অশ্রু বহিছে কেবল!
সাগর সঙ্গমে যথা তরঙ্গ তরঙ্গে
রঙ্গে পড়ি আলিঙ্গন দেয় অঙ্গে অঙ্গে,
সেই রূপ ভক্তগণ দেয় গড়াগড়ি
ভকতি সঙ্গমে ওই ভক্ত অঙ্গে পড়ি!
লক্ষ অশ্রুপাত হয় বঙ্গ-বক্ষ তিতি,—
হেন অশ্রু, বিন্দু যার নিন্দে গজমতি!
ধন্য দেব শ্রীচৈতন্য! বড় ভাল বাসি
ডাকিছে তোমায় আজ দীন বঙ্গবাসী!
হায়রে যামিনী যোগে যবনেরা যত
জাগিছে রজনী আজ; রুষিতেছে কত
প্রবল যবন দল! শ্রীহরি, শ্রীহরি!
বাঁচাতে বৈষ্ণবে আজ উপায় কি করি!
যতেক যবন যায় কাজীর সম্মুখে
জানায় কীর্ত্তন-বার্ত্তা; কহে মহা দুঃখে,—
"দিবা বিভাবরী ধরি নগরে চীৎকার,
খোল করতাল রোল হয় অনিবার,

অস্থির নগর-বাসী, হে বিচার-পতি,
বারণে বারণ নাই। বারণ যেমতি
মদ-মত্ত, সেই রূপ গৌরাঙ্গ নিতাই!
লজ্যে কে বা, দেখি মোরা,—প্রাণে ভয় নাই,
বীর মহম্মদ আজ্ঞা? দেখিব নগরে,
লজ্ঘিয়া কোরাণে কে বা হরিধ্বনি করে?
দেহ আজ্ঞা, শির তার দেখাব আনিয়া
রক্ত-ধারে, করতাল মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া।"
শাসিতে বৈষ্ণবে কাজী করিলা আদেশ
সরোষে, হরষে মাতি যবন অশেষ—
বায়ু বেগে বহ্নি যথা—ঘোর অত্যাচারে
ভাঙ্গিল বৈষ্ণব-পাড়া, গুঁড়া গুঁড়া করে,
শ্রীমৃদঙ্গ, চূর্ণ চূর্ণ করে করতাল!
কুঠার তুলিয়া কহে রোষ বাক্যজাল,—
আবার যাহার মুখে শুনি হরিধ্বনি,
এ কুঠার মারি তারে বধিব এখনি!"
পৃথিবীর অর্দ্ধভাগ করিয়া দর্শন
অস্তে যান দিনমণি! আসিছে তখন
রজনীর আগে আগে সন্ধ্যা শ্যামাঙ্গিনী,
হিম করে ধীরে ধীরে ফুটাতে তখনি
সলাজ সাঁজের ফুল; নেত্র কোণ মেলি
আঁধারে অঙ্গন দেখে হৃষ্ট কৃষ্ণকেলি!
সঙ্গে করি "পবিত্রতা" "সরলতা" সই,
আসয়ি আঙ্গিনা হতে বাহিরিল ওই

প্রফুল্ল বৈষ্ণববালা, জগতে অতুল,
যতনে চয়ন করে আরতির ফুল।
কেহ বা কুটীর হতে দীপ করে করি,
আইলা অঙ্গনে ধীরে; ধীরে ধীরে মরি
রাখিলা তুলসীমূলে, নমিলা অঞ্চলে
বেষ্টি কণ্ঠ; নমে শিশু তুলসীর তলে!
শত শত দীপমালা যতনে সাজায়
সন্ধ্যায় পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়!
চারিদিকে দীপাবলী, বৈষ্ণবের বালা
সাজাইতে সংকীর্ত্তনে গাঁথিতেছে মালা
পল্লবে মুকুলে ফুলে! নাচিছে তখন
সুগন্ধী চন্দনগন্ধে মন্দ সমীরণ।
গুরুগুরু গুরুগুরু মধুর মৃদঙ্গে
বাজিল বিজয় বাদ্য, তার সঙ্গে সঙ্গে
করে করে ঝঙ্কারিল মৃদু করতাল।
আইল বৈষ্ণবকুল করে ধরি তাল,
নিমেষে বৈষ্ণবদলে প্রাঙ্গণ পূরিয়া
বাহিরিল দলে দলে হরিধ্বনি দিয়া,
ছাইয়া নদিয়া বাট, গগন বিদারি
ধ্বনিল "গৌরাঙ্গ জয়!" ভক্ত নরনারী
শত কণ্ঠে। কল কণ্ঠে দিলা হুলাহুলি
চারিদিকে শত শত বরাঙ্গনা মিলি।
চমকে যবন কুল।—শুনিলা অমনি
গাইছে "গৌরাঙ্গ জয়" নৈশ প্রতিধ্বনি!

তৃতীয় চন্দ্রিকা। পাষণ্ড দলন।

তোল পাড় করে যথা সমুদ্রের বারি,
তেমনি গগনতল উচ্ছৃঙ্খল করি
উঠিতেছে সিংহরব; সপ্ত সম্প্রদায়
সগম্বরে সংকীর্ত্তন করে নদিয়ায়!
মধুর মৃদঙ্গ বাজে চতুর্দ্দিশ থানি
সপ্ত ভাগে। আগে আগে নাচেন আপনি
মহাপ্রভু; মধ্যভাগে অদ্বৈত গোঁসাই;
সকল পশ্চাতে যেথা আর কেহ নাই,
নাচিছেন হরিদাস আপনার ভাবে,
করতালি দিয়া দিয়া নমি ইষ্টদেবে!
নাচিছেন নিত্যানন্দ লম্ফ যোড়া যোড়া,—
সপ্ত সম্প্রদায়ে নাচে পর্ব্বতের চূড়া।
দলে দলে চলে যথা কদলীর বনে
নির্ভয়ে মাতঙ্গ গণ আপনার মনে,
সেই রূপ হরিনাম সংকীর্ত্তনে রত,
আইল কাজীর দ্বারে ধর্ম্মবীর যত!
নিশিতে প্রবল ঝড় উঠিল দেখিয়া
মেঘ আড়ম্বর সহ, প্রমাদ গণিয়া,
গৃহস্থ গৃহের দ্বার রুদ্ধ করে যথা,
ভয়ে ভয়ে দ্বার কাজী বন্ধ করে তথা।
কতই মালতি ফুল ফুটেছে অঙ্গনে!
কামিনী-রজনীগন্ধ-গন্ধে সেই স্থানে

অন্ধ মন্দ গন্ধবহ,—যেখানে ব্যাকুল
নিশিদিন নৃত্য করে মত্ত অলিকুল!
হেন সে উদ্যানে আজ বাজিছে মৃদঙ্গ,
সংকীর্ত্তনে, নাচিতেছে করিতেছে রঙ্গ,
শত শত ভক্তবৃন্দ, পড়িছে ধূলায়,
আবার উঠিছে তিতি নয়ন-ধারায়!
চয়নে কতই পুষ্প, দলি গুল্ম লতা,
সংকীর্ত্তনে মত্ত হ'য়ে কে পড়িছে কোথা!
চারিদিক হ'তে ওই নরনারী গণে
ছড়াইছে ফুলকুল মহা সংকীর্ত্তনে!
কাজীর নাহিক আর পূর্ব্ব ব্যবহার,
গৃহেতে লুকায়ে কাজী রুদ্ধ করি দ্বার
কর্ত্তব্য-বিমূঢ় মন! ভুবন মোহিয়া
আসিছেন মহাপ্রভু দন্তে তৃণ নিয়া
কাজীর দুয়ারে আজ! দন্তে তৃণ ধরি
দুয়ারে দাঁড়ান আসি শ্রীগৌরাঙ্গ হরি,
আনত মস্তকে ওই! নয়ন সদয়!
তিতে বক্ষ নেত্র নীরে!—করেন বিনয়
গৌরাঙ্গ বিনয়-খনি, দীনহীন হয়ে!
পাপীর দুয়ারে আজ কহেন বিনয়ে,—
"উঠ তুমি ভাগ্যবান্, উঠ গৃহস্বামী,
কাঙ্গাল ভিখারী দ্বারে আসিয়াছি আমি।"
যে দীনতা দীননাথ দেখান জগতে
যুগে যুগে, যোগে-যাগে প্রকাশ করিতে

মনে বাঞ্ছা!—কিন্তু কবি সজল নয়নে
সরমে লেখনি রাখে গৌরাঙ্গ-চরণে!

খুলি দ্বার চাহি কাজী দেখিলা দুয়ারে
অপরূপ! অশ্রুধার বহিছে দুধারে—
দাঁড়াইয়া দুই ভাই নিমাই নিতাই!
যবন-বিচার-পতি নিরখিয়া তাই,
নমিলা অমনি পদে যেমতি কিঙ্কর!
কি ছার কাজীর কথা!—যিনি গৌড়েশ্বর
ধরায় ধূলায় পড়ি নমিলা যে পায়,
বঙ্গের নবাব আসি নমিলা যাঁহায়,
শরণ লইল যাঁর শীতল চরণে
চণ্ডাল ভূপালাবধি জীবনে মরণে,
জগাই মাধাই লয় যে পদে শরণ,
সে পদে নমিবে নিত্য নিখিল ভুবন!

সাপটি আপন বক্ষে কাজীরে ধরিয়া
নাচেন চৈতন্য-চাঁদ! দোঁহে নিরখিয়া
নীরবে কহিলা দোঁহে আত্ম-বিবরণ।
কাজী সঙ্গে মনোরঙ্গে প্রেম আলিঙ্গন
দিলেন বৈষ্ণব যত! পরিতুষ্ট সবে
করিলা নিশিতে কাজী ঘোর মহোৎসবে!

গৌরাঙ্গ কৃপায় এবে শান্তি হ'ল যদি,
গো-বধ নিষেধ কাজী করে তদবধি।
অবাধে অবোধে হেন করিয়া শাসন
প্রবোধিয়া প্রভু দিলা প্রেম-আলিঙ্গন!

চমকে প্রভাত-তারা। গৃহস্থ জাগিছে
গৃহে গৃহে, থাকি থাকি পাপিয়া ডাকিছে।
মিলি সবে হেন কালে যবন বৈষ্ণবে
ধ্বনিল "গৌরাঙ্গ জয়!" অতি উচ্চ রবে!
ছুটিল অমনি শুনি সুদূর বিমানে
সুপ্রভাতে শুক-তারা ত্রিদিবের পানে।
করিবেন মহাপ্রভু পাষণ্ড উদ্ধার,
পাষণ্ড আসে না পাশে, উপায় কি তার?
দ্বারে দ্বারে ফিরিবেন সন্ন্যাসীর বেশে,
সন্ন্যাসী হইতে সাধ হ'ল অবশেষে।
আদিত্যের ন্যায় ভব-তমোরাশি নাশি
এক দিন নবদ্বীপে উপস্থিত আসি
পবিত্র মূরতি সাধু কেশব ভারতি,
ঊর্দ্ধরেতা যতানিল ঈশান যেমতি।
প্রশান্ত তেজস্বী সেই সাধুকুল-রবি
উপস্থিত নদিয়ায়—পবিত্রতা ছবি!
যত্নে তাঁরে গৃহে নিলা নিমন্ত্রণ করি
শচীর নয়নানন্দ নদিয়া-বিহারী।
প্রসন্ন করিয়া তাঁরে গৌরাঙ্গ জননী
শতেক ব্যঞ্জনে অন্ন দিলেন আপনি।
জানে না সে শচী মাতা সেবিলা কাহারে,
শ্রান্ত হয়ে নিশি যোগে আদেশি কুমারে
করিতে সাধুর সেবা, ঘুমাইলা দেবী,—
কার কাছে রাখি গেলা নয়নের ছবি!

বিষ্ণুপ্রিয়া শুনিয়াছে—"ভাবতী গোঁসাই"
শচী মাই জানে তার "নির্ব্বোধ নিমাই!"
নীরব নিশিতে ওই জাহ্নবী সৈকতে,
করতলে গণ্ড রাখি ভাবিতে ভাবিতে,
বসিয়া সে ভারতীর চরণের পাশে
শচীর নয়নানন্দ নেত্র-জলে ভাসে!
নীরব নিশিথ কাল! নীরব সকল!
নীরব আঁধারে ঢাকা জাহ্নবীর জল।
কত ক্ষণে দীর্ঘ শ্বাস ফেলিয়া তখন
জিজ্ঞাসিলা গৌরচন্দ্র "হে প্রভো এখন
সন্ন্যাস গ্রহণ ব্রত সাজে কি আমায়?
কহ মোরে কৃপা করি, মিনতি তোমায়।
আমাতে, কহ তা, প্রভো, কভু কি সম্ভবে,
ঝাঁপ দিব আমি সেই কৃষ্ণ-প্রেমার্ণবে?
কৃপা করি মোরে প্রভো সঙ্গে করি লও
মহাপাপী দীন আমি আমারে বাঁচাও,
দেও হে সন্ন্যাস-দীক্ষা এই দীন জনে,
ঘোষিবে সুযশঃ তব এ তিন ভুবনে।
থাকিব তোমার সঙ্গে সেবিব চরণ,
কৃষ্ণ সেবা করি আমি কাটাব জীবন।"
"বিষম সন্ন্যাস-ব্রত।" কহিলা ভারতি,
"দেখ রে নিমাই ভবে কত মহামতি
জপে তপে দিবা নিশি কাটায় কেবল,
কত ধর্ম্ম কত কর্ম্ম করিল সকল,—

তথাপি সন্ন্যাস নামে নিত্য ভীত তারা,
ভাবিলে সে কঠোরতা হয় জ্ঞানহারা!
অবোধ, প্রবোধ মান। সুবোধ হইয়া
সংসার সুখের আশা বিসর্জ্জন দিয়া
হতাশ-মরুর পথে কেবা যায় চলি
আত্ম সুখে কেবা দেয় চির জলাঞ্জলি!
যারা করে এ সংসারে সন্ন্যাস গ্রহণ,
তাদের হয়েছে তুল্য জীবন মরণ!
পিতা মাতা ভ্রাতা দারা বন্ধু বান্ধবের
মনস্তাপ দিয়া মাত্র, আত্মীয় জনের
চির আশা নষ্ট করি, করি সর্ব্বনাশ,
প্রবাসে থাকিতে হয় ছাড়ি গৃহবাস;
বার মাস পথে পথে, বাস বৃক্ষতলে
"আমার" বলিতে কেহ থাকে না ভূতলে।
এ হেন অবস্থা বাছা সাজে কি তোমায়?
কি দায় ঠেকালি আজ পাইয়া আমায়?
অধিক রজনী আছে, নিদ্রা যাও তুমি;
সন্ন্যাস লইতে বাছা নিষেধি রে আমি।
আমি যাই—বুঝে দেখ, মোর সঙ্গে গেলে
ঝাঁপ দিবে বিষ্ণুপ্রিয়া জাহ্নবীর জলে।"
নীরবে রহিলা দোঁহে। নীরব যামিনী,
রজনী-জননী-কোলে ঘুমায় অবনী,
অনাহত শব্দে বহে কালের প্রবাহ;
শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়া, জাগো গো মা কেহ?

তোমাদের কি বলিব ? ঘটে যা সংসারে
নিয়তি নীরবে সব সংযোজনা করে।
নীরবে কালের গতি বহে ক্ষণ কাল,
কহিলা ভারতী পরে—"ঘোর মায়াজাল
কেমনে কাটাবি বাছা ? যাই তবে আমি
নিমাই, ধৈরয ধরি গৃহে থাক তুমি।
নীরবে বিদায় তাঁরে দিলেন নিমাই ;
আঁধারে চলিয়া যান ভারতি গোঁসাই।
রহিলেন নদিয়ায় নদিয়া-বিহারী,
কিছু দিন, ভক্ত সঙ্গে সংকীর্ত্তন করি।

চতুর্থ চন্দ্রিকা।—সন্ন্যাস।

ওই দেখা হয় হয় নিশায় ঊষায়,
নিশির শিশির পড়ে পাতায় পাতায়,
আকাশে ছুটিছে তারা! কে যায় সংপ্রতি
অতি দ্রুতগতি ওই লঙ্ঘি ভাগীরথী ?
জাগ রে নদিয়া-বাসি, জাগরে এখন,
আর না পাইবি সেই নদিয়া-জীবন!
জাগ দেবি বিষ্ণুপ্রিয়ে, ঘুমায়ো না আর,
আজ হ'তে দুঃখময় জীবন তোমার
কাটাও কঠোর ব্রতে ; উঠিয়া প্রভাতে
কিংবা আজ দিবে ঝাঁপ জাহ্নবীর স্রোতে!

এখনো আসিয়া দেখ গৌরাঙ্গ-জননী,
কোথায় চলিল তব নয়নের মণি!
আজ আবার বিশ্বরূপ ফাঁকি দিয়া তোরে,
চলি যায় পদাঘাত করিয়া সংসারে!
জনমের মত মা গো দেখ এক বার,
কি চোরে সর্ব্বস্ব ধন হরিল তোমার!
আগে পাছে ছায়া ছায়া, দৃষ্টি নাহি হয়,
ভোর ভোর ঘোর ঘোর গাছ-পালা ময়
পথ ঘাট, টুপ-টাপ্ পড়িছে শিশির,
বহিল ঝির্ঝির করি প্রভাত সমীর?
মুকুলিত তরু লতা, মধু-মক্ষিকায়
তুলিয়া মধুর তান ফুল-মধু খায়!
ঊষায় চলেন পথে গৌরাঙ্গ-সুন্দর,
আকাশের পূর্ব্ব ভাগ হ'ল মনোহর,
হতেছে পাতার শব্দ গাছের তলায়,
পিক্ পিক্ পাখী ডাকে শাখায় শাখায়!
দেখা যায় সরোবর—জল থৈ থৈ,
রাখাল পল্লীর প্রান্তে করে হৈ হৈ।
বহু কালে বহু গ্রাম অতিক্রম করি,
চলিয়া গেলেন ওই শ্রীগৌরাঙ্গ-হরি।
সম্মুখে কাটোয়া পুরি ভারতি-আবাস,
নিমাই পাইলা যেন স্বকরে আকাশ!

হেরিছেন বাল রবি, গঙ্গাজলে মুখ-ছবি,—
কে বা আজ নদিয়ায় নমে সবিতায়?
নিরখিব কোন প্রাণে আর সে নদিয়া পানে?
নদিয়া-জীবন ধনে করেছি বিদায়!
আজ তোরে শচী মাই, কি ব'লে বুঝাই, তাই
ভাবিতেছি মনে মনে, প্রাণে হাহাকার!
আয় দেবি বিষ্ণুপ্রিয়ে, শচী মাই তোরে নিয়ে
কাঁদুক ফুকারি বলি "গৌরাঙ্গ আমার!"
আয় ছুটে আয় আয়, কোথায় অদ্বৈত রায়,
মাথায় পাষাণ ভাঙ্গে—ধর শচী মায়;
নিতাই রে কর মানা, নিমাই-গত জীবনা
জাহ্নবী-জীবনে ওই ঝাঁপ দিতে যায়!
কাঁদে রে নদিয়া-বাসী নয়নের নীরে ভাসি,
কা'ল যে কি কাল-নিশি এসেছিল!—ব'লে;
কাঁদে পাড়া-প্রতিবাসী ভারতী গোঁসাই আসি,
সোণার নিমাই চাঁদ নিয়ে গেছে চ'লে!
কে বা আর ঘরে ঘরে বেড়াইবে নৃত্য ক'রে
চুরি করি নেছে চোরে নোদের নিমাই;
হরি ব'লে দিয়ে সাড়া, মাতাইবে তিন পাড়া,
তেমন নিমাই ছাড়া আর কেহ নাই!
আচণ্ডালে আসি জুটে, নদিয়া-জাহ্নবী তটে,
সংকীর্ত্তন ঘাটে ঘাটে, করিবে কি আর?
জপ-মালা নিয়া হাতে নদিয়া বাজার পথে
কে চলিবে? শূন্য আজ নদিয়া-বাজার।

সোণার নিমাই চাঁদ পাতিয়ে প্রেমের ফাঁদ
মাতালে নদিয়া-বাসী, বাকি কেহ নাই!
আবাল বনিতা যে বা, করেছে তোমার সেবা;
কেশব ভারতি কেবা, কহ ত নিমাই?
কেমন সন্ন্যাসী সে টা নিশা কালে ফেরে বেটা,
সে বা কোথাকার কে টা, ক'টা লোকে জানে?
তোমার যে ভালবাসা, আচণ্ডালে করে আশা,—
এ প্রেম করিলে খাসা সন্ন্যাসীর সনে!
সন্ন্যাসী সাজিবে তুমি, ত্যজিয়া জনম-ভূমি?—
যাও, কিন্তু ফিরে চাও নদিয়া-জীবন,
আমরা নদিয়া বাটে, জাহ্নবীর ঘাটে ঘাটে,
অদ্যাবধি নিরবধি করিব রোদন।
কাঁদে ওই শচী মাই, তোমার কি দয়া নাই?
কাঁদে ওই বিষ্ণুপ্রিয়া ধরাসনে পড়ি।
যতেক নদিয়া-বাসী নয়নের নীরে ভাসি,
ভাগীরথী তীরে আসি যায় গড়াগড়ি।
পাইলে পূর্ণিমা তিথি উঠিতে কীর্ত্তনে মাতি,
উথলিত ভাগীরথী হরি সংকীর্ত্তনে,
আজ সে পূর্ণিমা চাঁদে, নিরখি সবাই কাঁদে,
হেরিতে গৌরাঙ্গ চাঁদে ছুটে জনে জনে।
ওই তব নিরুপমা বিষ্ণুপ্রিয়া প্রিয়তমা
রয়েছে ধরায় পড়ি, অর্দ্ধ অচেতন,
স্ত্রীহত্যা-পাতক ভয়, তোর কি নাহিক হয়?
ফিরে আয় গোরা চাঁদ, নদিয়া-জীবন!

ওই দেখ শচী মাই পাগলিনী জ্ঞান নাই,
নিমাই! নিমাই! বলি পথে পথে ফেরে;
দুঃখিনী জননী তোর, জীবন-যামিনী ভোর!
মাতৃহত্যা ভয় তোর নাহি কি অন্তরে?
ফিরে আয় গৌর-হরি, আঁধার নদিয়া পুরি!
"হরি" বলি দেরে আসি আলিঙ্গন দান!
আয় ফিরে গৌরমণি আসি কর হরিধ্বনি,—
সঞ্জীবনী নামে বাঁচা মৃতকল্প প্রাণ!
আর কি আসিবে ফিরে আবার নদিয়া পুরে,
শচীর নয়নানন্দ নদিয়া-বিহারী!
বিষাদে মলিন মুখে আবাল বনিতা দুঃখে,
"গৌরাঙ্গ" বলিয়া কাঁদে দিবা বিভাবরি!
কবি কহে সকাতরে গৌরাঙ্গ আসিবে ফিরে,
তিষ্ঠ তিষ্ঠ বিষ্ণুপ্রিয়া, তিষ্ঠ শচীমাই;
শোক-তাপহারী হরি, ভাব তাঁরে বক্ষে ধরি,—
হরি নামে বান্ধা সেই নোদের নিমাই!

উপনীত কাটোয়ায় গৌরাঙ্গ সুন্দর,
রাখিলা ভারতি তাঁরে করিয়া আদর
আশ্রমে, বিশ্রাম-শেষে গৌরাঙ্গের ভিক্ষা—
"দীন দাসে দেহ প্রভো, সন্ন্যাসের দীক্ষা।"
প্রবোধিলা বারংবার ভারতি গোঁসাই,
"নবীন বয়স তোর, দেখরে নিমাই,

অভাগা জননী তোর কাঁদে গৃহে বসি,
কি করিবে বিষ্ণুপ্রিয়া শূন্য গৃহে পশি ?
বালক, সন্ন্যাস কভু সাজে কি তোমায় ?
তোমাতে সে মহা ত্যাগ সম্ভব ত নয় !"
অমনি লুটায়ে পড়ি ভারতির পায়,
সোণার পর্ব্বত চূড়া গড়াগড়ি যায় !
দু-নয়নে বারি ধারা বহে দর দর,
কহেন গৌরাঙ্গ-হরি হইয়া কাতর,—
"সতত জীবের দুঃখে কাঁদিছে পরাণ।
সত্বর আমায় প্রভো কর দীক্ষা দান।"
"উঠরে রতন মণি" বলিয়া তখন
করিলা আচার্য্য তাঁয় ক্রোড়েতে ধারণ।
"উঠ বৎস, আজ নিশি সুপ্রভাত তব,
স্নান কর পূত জলে, মন্ত্র দীক্ষা দিব।
দিব্য পরিধান এই ধর বৎস করে,
পরিধান কর এবে বর কলেবরে !
নিয়তির কথা কিছু কহিতে না পারি,
সন্ন্যাসে সন্ন্যাসী যাক, সংসারে সংসারী।
শেখর আচার্য্য সঙ্গে নিত্যানন্দ রায়
দত্তজ মুকুন্দ আদি আসি কাটোয়ায়
উপস্থিত, আয়োজন হইল সত্বর ;
আইল নরসুন্দর, করিতে সুন্দর
বরাঙ্গ,—গৌরাঙ্গ চাঁদ মুড়াবেন কেশ,
লইবেন বহির্ব্বাস, ত্যজি গৃহবেশ !

"শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য" নাম করিয়া নির্দ্দেশ,
কৌশলে আচার্য্য দিলা কৃষ্ণ-উপদেশ।
সংসারের মায়ামোহ লুকাল তখন,
তিমির মিহিরোদয়ে লুকায় যেমন!
নিমাই সন্ন্যাস-সজ্জা করিলা ধারণ,
কটিতটে বহির্ব্বাস, মস্তক মুণ্ডন!
হাতে দণ্ড কমণ্ডলু গায়ে নামাবলী,
স্কন্ধেতে ভিক্ষার ঝুলি লইলেন তুলি!
যাও তবে যাও দেব শ্রীচৈতন্য-হরি,
নয়ন যে দিকে চায়! পথের ভিখারী!
বিশ্রাম করিবে এবে বসি তরু তলে,
ভিক্ষা মাগি খাবে অন্ন বড় ক্ষুধা হ'লে,
আজ হ'তে রাখি দেও সুখ দুঃখ যত
কৃষ্ণ-পাদপদ্মে দেব, জনমের মত!
উঠ উঠ শচীমাই! কাঁদ কেন আর?
জগৎ কাঁদাবে আজ নিমাই তোমার!

পঞ্চম চন্দ্রিকা।—শান্তিপুর সম্মিলন।

ক্রমে বাহ্যজ্ঞান হীন হইয়া দীনের দীন
"বৃন্দাবন"-"বৃন্দাবন" করিয়া কেবল
চলিছেন গৌর-হরি— ভুলাইয়া তাঁরে ধরি
শান্তিপুর পানে আনে ভকত সকল!

'যমুনা! যমুনা!' বলি প্রভু ছুটি যান চলি,
সম্মুখে জাহ্নবী হেরি ভ্রম হ'ল তায়,
যত ভক্তগণ গিয়া শান্তিপুর দেখাইয়া,
'সন্নিকটে বৃন্দাবন' বলিয়া ভুলায়!
নদিয়া-জীবন-ধন ক্রমে করে আগমন
আবার নদিয়া পানে নদিয়া-বিহারী;
শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত, মৃত প্রাণ সঞ্জীবিত,
আবার নদিয়া-বাসী বলে 'হরি হরি'!
শুনে সবে পরস্পরে, গৌরাঙ্গ আসিছে ফিরে,
উথলিত শোকাবেগ, কাঁদে শচীমাই;
শান্তিপুরে প'ল সাড়া, উথলিল তিন পাড়া,
অবাল-বনিতা কাঁদে 'নিমাই! নিমাই!'
গৌরাঙ্গ আসিছে ফিরে, কি আনন্দ ঘরে ঘরে!
বসি গেল শান্তিপুরে আনন্দ-বাজার!
মৃদঙ্গ করঙ্গ যত, গোপীযন্ত্র মনোমত
আরম্ভিল বেচা কেনা হাজার হাজার!
করতাল একতারা, শ্রীবেহাল, সপ্তস্বরা,
খঞ্জনী মন্দিরা শিঙ্গা জপমালা কত;
তিলক তুলসী লয়ে, কত লোক দাঁড়াইয়ে
বৈষ্ণব-বরাঙ্গ-সজ্জা করে অবিরত।
যতেক নগর-বাসী, প্রতিক্ষিছে দিবানিশি,
কত ক্ষণে আসিবে রে প্রাণের নিমাই!
বৈষ্ণব-কুমারী কুল, আঁচল ভরিয়া ফুল
গাঁথিছে অমূল্য মালা উল্লাসে সবাই!

চলিলেন অদ্বৈত, ধাইল রে ভক্ত-যূথ,
ভাঙ্গিল রে শান্তিপুর গৌরাঙ্গ হেরিতে !
ওই আসে গৌরহরি, নিত্যানন্দ-গলা ধরি,
নীরবে নয়ন-জল ফেলিতে ফেলিতে !
আর ত উঠে না পা, থর থর কাঁপে গা,
ধীরে ধীরে চলিছেন নিত্যানন্দে ধরি !
ওই শান্তিপুর-বাসী, নিমাইরে ধরে আসি,
'হরি হরি' বলি ওই নিল স্কন্ধে করি !
পেয়ে আজ গৌরহরি, শান্তিপুর শান্তিপুরি !—
তৃষিতে সুশীত বারি, অন্ধ চক্ষু পায় !
অম্বরেতে প্রতিধ্বনি, গাইল মঙ্গল ধ্বনি,
জয়ধ্বনি হরিধ্বনি হুলুধ্বনি হয়।
শান্তিপুরে শ্রীগৌরাঙ্গ, নিয়া সব সঙ্গ-পঙ্গ
ফিরিছেন বাড়ি বাড়ি, সুধাইয়া সবে,
মুণ্ডিত মাথার কেশ, পরণ বেহাল-বেশ,
জপমালা করে!—সবে দেখিছে নীরবে !
সে প্রশস্ত বক্ষস্থলে, তুলসীর মালা দোলে
বচন অমিয় মাখা, উদাস নয়ন !
নিরখি সবাই বলে, নিমাই দুধের ছেলে
হয়েছে অশীতি বর্ষ বৃদ্ধের মতন !
কেহ বলে ও নিমাই, তোর কিরে মায়া নাই ?
কেমনে মোদের ফেলি পলাইলি তুই ?
খুলি ফেল বহির্ব্বাস একি সাজ বারমাস !
আমরাও পরি, ফিরে ঘরে খুলে থুই।

ঘরে আয় যাদুমণি, রেখেছিরে সর ননী
খা নিমাই,—বলি বুড়ি আনি দেয় পিঁড়ি;
বুড়ির চরণ-ধূলি, নিমাই মাথায় তুলি,
দাঁড়াইলা বৃক্ষতলে গৃহপাশ ছাড়ি।
নিমাই বিনয়ে কয়,— "সে যে মা সম্ভব নয়,
কৃষ্ণ নাম সার করি লয়েছি সন্ন্যাস;
কি কাজ ননী-ভোজন, গৃহবাস অন্বেষণ,
কি বা প্রয়োজন করি এ বেশ-বিন্যাস?
কৃষ্ণনাম-সুধারাশি, পান করি দিবা নিশি
সুখেতে শয়ন করি বিমানের তলে!
কৃষ্ণ-কৃপা-সমীরণ, বহিতেছে অনুক্ষণ,
এর চেয়ে কি সুখ মা আছে ভূমণ্ডলে?
কর সেই কৃষ্ণনাম দিবানিশি অবিশ্রাম,
বরষিবে অবিশ্রান্ত আনন্দের সুধা,
পান করি এক দিন, খেতে চাবে চির দিন,
ঘুচিবে অনন্ত দুঃখ—দুর্নিবার্য্য ক্ষুধা!"
জাহ্নবীর মন্দ গতি, চন্দ্রমা উজ্জ্বল অতি,
সংকীর্ত্তন দিবা রাতি হয় শান্তিপুরে,
ওই নিত্যানন্দ রায়, আজ নবদ্বীপে যায়,
পথেতে সহস্র লোক ধরিয়াছে ঘিরে!
'জানি না নিমাই বই, কই সে নিমাই কই?'
শুধাইছে শত জন, কহিছেন রায়,—
এসেছেন গৌরহরি, যাও সবে ত্বরা করি,
আমি যাব এ সম্বাদ দিতে শচীমায়।

দ্রুত নিত্যানন্দ রায়, ছুটি গিয়া নদিয়ায়,
কহিলেন শচীমায় শুভ সমাচার ;
নদিয়া বিগত-প্রাণে, গৌর আগমন শুনে,
তাড়িত-প্রবাহ যেন হইল সঞ্চার।
নিমাই নামের ধ্বনি, গৌরাঙ্গ-জননী শুনি
ধরা-শয্যা ত্যজি দেবী উঠিবারে যায়,
আচম্বিতে শির ঘুরি, ত্রাসিয়া নদিয়া-পুরী,
ছিন্নমূলা স্বর্ণলতা ধূলায় লুটায়।
অমূল্য হৃদয়-নিধি, জগতে হারায় যদি,
যদি বিধি পুনরায় মিলায় সে ধনে,
নাম শুনি প্রাণ যায়।— কিন্তু তাই পুনরায়
সঞ্জীবনী মন্ত্র হয় মৃতকল্প প্রাণে।
নিত্যানন্দ কর্ণমূলে, 'নিমাই নিমাই' বলে,
উঠ মা নিমাই এল, নদেবাসী ধায়,
পতিপ্রাণা পতিরতা, শোকাকুলা বধূমাতা
বুঝাইয়া ঘরে রাখি চল গো ত্বরায়।

আলু থালু কেশ পাশ, অর্দ্ধাবৃত ছিন্ন বাস,
বহে কিনা বহে শ্বাস, ভগ্ন মন্দিরেতে,
ধূলায় লুটায় কায়, অর্দ্ধ অচেতন প্রায়,
কে রমণী হায় হায়, ধরা-শয়নেতে।
ডাকে নিত্যানন্দ রায়, নদিয়া-নিবাসী আয়,
এ যে কি বিষম হ'ল নারীহত্যা দায়।

পাড়া প্রতিবাসী ধেয়ে, জলের কলসী লয়ে
তাড়াতাড়ি ভীত হয়ে ঢালিছে মাথায়।
নিত্যানন্দ উচ্চৈঃস্বরে, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ধ্বনি করে,
কেহ গিয়া তুলা নিয়া ধরে নাসিকায়!
হায় সতী পতিপ্রাণা, গৌরাঙ্গগত জীবনা,
গৌর-অদর্শনে আজ, চলিলে কোথায়?
কোথা যাও বিষ্ণুপ্রিয়া, কহিতে বিদরে হিয়া,
নিতাই গৌরাঙ্গ নিয়া, এসেছে তোমার!
নদিয়া-জীবন-ধন, করেছেন আগমন—
জাহ্নবী-সৈকতে লোক, ধরিছে না আর!
এত কাল গেল যদি, সদয় হ'লেন বিধি,
এসেছেন গুণনিধি; তব দরশনে,
পুঁছিয়া অঙ্গের ধূলি, কমল-নয়ন মেলি,
এক বার উঠি দেখ কমল-নয়নে!
মুহুর্মুহুঃ অঙ্গ দহে, হু—হু করি ঘর্ম্ম বহে,
প্রাণে আর কত সহে!—এস একবার,
এসে দেখ গৌরহরি, চলিলেন আহামরি
ভবলীলা সাঙ্গ করি, সঙ্গিনী তোমার!
ভাল ভাল শ্রীগৌরাঙ্গ, দেখাইলে ভাল রঙ্গ,
চিরদিন এই বঙ্গ কহিবে কাহিনী.
হেন পতি প্রাণা-ধনে, ত্যজি গেলে কোন্ প্রাণে?
এমন নিষ্ঠুর পতি কভু নাহি শুনি!
তুমি কর "হরি হরি", কিন্তু দিবা বিভাবরী,
বিষ্ণুপ্রিয়া 'গৌরহরি' এই মন্ত্র জপে!

এক বার দুঃখ নাশি, পার্শ্বেতে দাঁড়াও আসি,
ভুবন মোহিত হোক অপরূপ রূপে!

ভাঙ্গিল নদিয়া-পুরী হরি হরি ধ্বনি করি
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ ধাইল পশ্চাতে!
শান্তিপুর আলো করি, হেরিবারে গৌরহরি
আইল নদিয়া-পুরী, বিমল প্রভাতে!
সবে দেয় হুলাহুলি করে সবে কোলাকুলি,
ফেলি সবে কাঁথাঝুলি শত সম্প্রদায়,
কেহ দেয় করতাল, কেহ করে ধরে তাল,
মৃদঙ্গের সঙ্গে রঙ্গে নাচে আর গায়।
ছুটে গিয়া মাতৃপায়, গৌর গড়াগড়ি যায়,
আজ সে দুঃখিনী মায় পড়িয়াছে মনে,
সঙ্গ পঙ্গ সঙ্গে নিয়া, নদেবাসী দ্রুত গিয়া,
জুড়ায় তাপিত হিয়া গৌরাঙ্গ-চরণে!
দর দর অশ্রুধারা, ছুটে যায় নেত্র-তারা,
বহে আজ শান্তিপুরে নয়নের নদী—
উঠিল রোদন-ধ্বনি, ফাটিল যেন মেদিনী!
আবাল-বনিতা বৃদ্ধ উঠিয়াছে কাঁদি!
কাঁদিতে দিবস গেল, শান্তিপুরে সন্ধ্যা এল,
মুছা'তে, সান্ত্বনা দিয়া নয়নের জল;
এস গো মা শচীমাতা, সীতাদেবী আছ কোথা,
গৌরাঙ্গের সঙ্গ পঙ্গে দেও অন্ন-জল!

সীতা দেবী দ্রুত গিয়া, শচীমাতা সঙ্গে নিয়া,
রান্ধিলা মোচার ঘণ্ট, কলমির শাক,—
থালা ভরি অন্ন নিয়া, ভক্তগণ মুখে দিয়া
'রাধা' নামে সিংহ-রবে ছাড়িতেছে হাঁক !
কোটি কোটি ভক্তবৃন্দ, করে আজ কি আনন্দ !
মহোৎসবে গায় সবে "রাধেজিকা জয় !"
খেতে খেতে নাচি উঠে, অন্ন ফেলি যায় ছুটে,
কেহ বা ভূতলে লুটে অন্ন মাখে গায় !
সবে অন্ন মাখি লয়, এ উহার মুখে দেয়,
ব্রাহ্মণ চণ্ডালে অন্ন করে কাড়াকাড়ি ;
লম্ফ দিয়া সিংহ-রবে উঠি নিত্যানন্দ তবে,
সবাকার মধ্যে পড়ি, অন্ন খান কাড়ি !
এই রূপে শান্তিপুরী, জগন্নাথ-ক্ষেত্র করি,
কাঁদাইয়া নরনারী প্রেমের মিলনে,
শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ, করিলেন কি আনন্দ,
কি জানিব ?—আমি অন্ধ ! জানে ভক্তগণে।
ত্যজি গিয়া শান্তিপুরী, নীলাচলে গৌরহরি
কি যে সে প্রেমের ধর্ম্ম কহিলে প্রচার ?—
দাসের হয়েছে ভয় ! না হ'লে সে প্রেমোদয়,
গাইতে সে প্রেমগান, কি সাধ্য আমার ?
অপ্রেমিক অর্থভোগী,— নহে কবি স্বার্থত্যাগী,
না হইলে প্রেম-যোগী, প্রেমধর্ম্ম-সার
কেমনে কহিব আমি ?— প্রেমের চরম তুমি !
অপ্রেম-উষরভূমি অন্তর আমার।

কি যে সে চৈতন্য ধর্ম্ম, কে জানিবে তার মর্ম্ম ?
তথাপি প্রকাশে যারা করেছে প্রয়াস,—
শোষিয়া সমুদ্র-বারি, পঙ্কিল গোষ্পদ পূরি,
ভাবিছে অনর্থ করি, সার্থক আয়াস !
ক্ষম দেব !—বিশ্ব-প্রেমে, থাকি এই ভবধামে,
যদ্যপি করিতে পূর্ণ পারি এই প্রাণ,
গাইব গৌরাঙ্গ-গাঁথা, অন্তরঙ্গ-মর্ম্মকথা—
অমর-বাঞ্ছিত সেই অমৃতের গান ! *

* ১২৯৭ সালে লিখিত। অন্তরঙ্গ খণ্ড ১৩০৩ সালে লিখিত।

শ্রীগৌরাঙ্গ-গীতা

—:*:—

অন্তরঙ্গ খণ্ড।

প্রথম চন্দ্রিকা—লীলাতত্ত্ব।

"বাঙ্গালীর ধর্ম্ম প্রেম, তুল্য যার নাই ;
জগতে প্রেমের গুরু গৌরাঙ্গ-নিতাই।"

অনুমতি চাহে দাস, কৃপা কর কৃষ্ণ-দাস,
তব গ্রন্থ মহারত্ন-খনি.
সে রত্ন আবৃত আছে, তুলিয়া জীবের কাছে,
দেখাইব "নীলকান্ত মণি।"
গুরু যত, ভক্ত যত, ভবে অবতার যত,
ঈশ্বর-প্রকাশ-মূর্ত্তি আর,
তাঁর শক্তি নানা মত, যেখানে আছেন যত,
পাদপদ্মে প্রণতি আমার।

শ্রীগৌরাঙ্গ ধন্য ধন্য, যিনি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য,
তিনি ভিন্ন অন্য গতি নাই!
শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেম ভরে, তাঁর পদ-ইন্দীবরে,
আত্মসমর্পণ করি তাই!
ধন্য ধন্য আহা মরি, শ্রীগৌড়-উদয়গিরি,
রবি-শশিরূপে আসি যথা,
একত্রে পরমানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ
সমুদিত সুমঙ্গল-দাতা!
উপনিষদাদি বেদ জ্ঞানেতে জানি অভেদ,
বলেন অদ্বৈত ব্রহ্ম যাঁরে,
সে বিমল ব্রহ্মজ্যোতিঃ, কৃষ্ণ-চৈতন্যের ভাতি,
কোটি কোটি নমস্কার তাঁরে।
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যাঁরে, আত্মা বলি ব্যাখ্যা করে,
শ্রীচৈতন্য-অংশ তিনি ধন্য!
ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ আর, ভগবান্ নাম যাঁর,
স্বয়ং তিনি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য!
আছে যত জ্ঞান-তত্ত্ব, তার মাঝে পরতত্ত্ব
গৌরতত্ত্ব মহত্বের ধাম,
যেন শুদ্ধ তপ্ত হেম, বিমল পবিত্র প্রেম,
বঙ্গ ভূমে 'শ্রীগৌরাঙ্গ' নাম!
কভু কোনো অবতারে, কোনো জন ত্রিসংসারে,
পায় নাই যে অমূল্য নিত্য সত্য ধন,
সে উজ্জ্বল প্রেম-রস, হইয়া প্রেমের বশ,
করিবারে অকাতরে ভবে বিতরণ,

হেরি কলিযুগ-তমঃ, মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড সম,
অবতীর্ণ অবনীতে হইলেন যিনি,
মহা প্রেমে পরিপূর্ণ, তপ্ত কাঞ্চনের বর্ণ,
হৃদয়-কন্দরে যেন স্ফূর্ত্তি পান তিনি।
মৃগেন্দ্র গিরি-কন্দরে, করিকুল ধ্বংস করে,
হৃদয়-কন্দরে কাম ক্রোধ করে বাস,
গৌর হরি সে কন্দরে, হরিধ্বনি-হুহুঙ্কারে,
দুরন্ত ইন্দ্রিয় গণে করুন বিনাশ!
বিগলিত কৃষ্ণ-প্রেম, যেন বিগলিত হেম,
তাতেই গঠিত রাধা, সুবর্ণ প্রতিমা,
কৃষ্ণের আনন্দ-শক্তি ধরিয়াছে রাধা-মূর্ত্তি,
বেদ বেদান্তাদি যার দিতে নারে সীমা।
রাধাকৃষ্ণ এক তত্ত্ব, প্রেমের সমাধি-গত,
বিলাসের বাসনায় দেহ ভেদ হয়,
চির কাল বিলাসেতে, দুই দেহে আনন্দেতে,
প্রকৃতি-পুরুষ হন এক রসময়!
কৃষ্ণ সনে শ্রীরাধার মিলন যে কি প্রকার,
প্রকৃতি-পুরুষ তনু মিলন কেমন,
দেখাইতে তুমি হরি, রাধা-ভাব-কান্তি ধরি,
ভূতলে অতুল শোভা করিলে ধারণ।
প্রেমযোগ-মহামন্ত্র শিখাইতে মহা যন্ত্র—
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য তুমি উদিত ধরায়,
শিখালে প্রেমের অর্থ,— 'প্রেম পূর্ণ পুরুষার্থ'
জগতের প্রেম-গুরু প্রণমি তোমায়।

রাধা-প্রেম-পারাবার, কতই মহিমা তার,
অন্ত তার দেখিবার অভিলাষ করি,
আপন মাধুর্য্য-ধন, করিবারে আস্বাদন,
নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছ হরি।
শ্রীকৃষ্ণেরে ধ্যান করি, শ্রীরাধিকা ব্রজেশ্বরী,
কত সুখ আহা মরি করেন সম্ভোগ,
সেই সুখ ভুঞ্জিবারে, রাধানাথ এ সংসারে
শচী-গর্ব্ভে আবির্ভূত করি মায়া যোগ।
তুমি গৌর পূর্ণানন্দ, তুমিই সে নিত্যানন্দ,
তুমিই অদ্বৈত-তত্ত্ব ভক্ত-অবতার,
শ্রীবাসাদি ভক্ত কত, গদাধর আদি যত—
পঞ্চ ভাবে 'পঞ্চ তত্ত্ব', মহিমা তোমার।
ধন্য শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য, নিত্যানন্দ ধন্য ধন্য
ধন্য শ্রীঅদ্বৈত, পদে থাকে যেন চিত,
আর কি পাবি রে মন, সে দেব-দুর্লভ ধন
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-পদ, মুক্তি-বিনিন্দিত!
অপার পরমানন্দ, শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ,
রবি-শশী সম আসি নাশি অন্ধকার,
প্রেমের কপাট খুলি, জীবেরে নিলেন তুলি,
রুদ্ধ করি শোক তাপ দুঃখের দুয়ার।
হইয়া অজ্ঞান-অন্ধ, ভুলিয়া পরমানন্দ
ভাবিয়াছে মন্দমতি মানব সকল,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, জীবের চরম লক্ষ
পুরুষের পুরুষার্থ চতুর্ব্বর্গ ফল।

ঘোর তমঃ অন্ধকার, তা'হতে কি আছে আর ?
কর্ম্মফলে আশা যার, তার কি বা গতি ?
প্রেম-তত্ত্ব নাহি জানে, মত্ত জ্ঞান-অভিমানে,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চায় সে দুর্ম্মতি।
মোক্ষ-বাঞ্ছা সর্ব্ব হ'তে, নিন্দিত প্রেমের পথে,
অজ্ঞানের শেষ সীমা, নিবিড় আঁধার ;
হায় হায় ভক্তদের প্রেম-ভক্তি-অমৃতের
বিন্দু বিসর্গও ইথে থাকিবে না আর !
শুভ বা অশুভ যত, ভাবে জীব অবিরত,
ধর্ম্মাতলে সে সকল অজ্ঞানের ফল,
আহা কৃষ্ণ-প্রেম-সুধা, পানেতে দিতেছে বাধা,
ভক্তি-সুধা-সিন্ধু-পথে কণ্টক কেবল !
বেড়াইয়া ঘরে ঘরে, হেন শিক্ষা সকলেরে
বক্ষে ধরি অকাতরে দিয়াছ ধরায়,
আচণ্ডালে কোলে করি, প্রেম দিলে গৌর-হরি,
জগতের প্রেম-গুরু প্রণমি তোমায়।
যাতে আসি ভক্ত গণ, আনন্দে আশ্রয় লন,
সেই কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন প্রবাহ সুধার
প্রবাহিত হোক আসি, সংসার-ত্রিতাপ নাশি,
স্নিগ্ধ করি মরুভূমি-রসনা আমার ?
শ্রীনন্দ-নন্দন বলি, আনন্দেতে বাহু তুলি,
ভাগবতে দ্বৈপায়ন যাঁর নাম গান,
বৃন্দাবন-চন্দ্র যিনি, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য তিনি,
নবদ্বীপে অবতীর্ণ জগতের প্রাণ।

বিশেষ বিশেষ ভাবে, প্রকাশিত তিনি ভবে,
তিন ভাবে তিন নাম দিতে পরিত্রাণ,
কাহারো না হন বাম, ধরেছেন তিন নাম,—
ব্রহ্ম পরমাত্মা আর পূর্ণ ভগবান্।
চর্ম্ম-চক্ষে সূর্য্য দেবে, জ্যোতির্ম্ময় দেখে সবে,
জ্যোতিঃ ভিন্ন অন্য কিছু দেখিতে না পায়,
কিন্তু সেই জ্যোতিঃ মাঝে, চিন্ময় বিগ্রহ সাজে,
স্নিগ্ধ মূর্ত্তি, যাতে দগ্ধ জগত জুড়ায়!
জ্ঞান-চক্ষে সেই মত, দেখে শুষ্ক জ্ঞানী যত—
শুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম, কিছু নাই আর,
ভক্তি-পথে হয়ে অন্ধ, দেখে না সচ্চিদানন্দ
কৃষ্ণের উজ্জ্বল রস পূর্ণ অবতার!
কোটি কোটি ভূমণ্ডলে, সম ভাবে সর্ব্ব স্থলে
ব্রহ্ম নামে মহাজ্যোতিঃ জ্ঞানি মনোলোভা,
আদি অন্ত নাহি যার, সেই জ্যোতিঃ-পারাবা
চিদানন্দ গোবিন্দের শ্রীঅঙ্গের আভা!
সেই শ্রীগোবিন্দ আসি, প্রেমের পাথারে ভাসি
নবদ্বীপে অবতীর্ণ শ্রীশচী-নন্দন,
ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ অঙ্গে যাঁর, চরণ-কমলে তাঁর,
কোটি নমস্কার করে সমস্ত ভুবন!
ধ্যান-মগ্ন নিরন্তর, ঊর্দ্ধরেতা দিগম্বর
প্রশান্ত বিমল-চিত্ত সন্ন্যাসী সকল,
তব অঙ্গ-জ্যোতিঃ দিয়া, ব্রহ্মধাম বিরচি
সে ধামে নির্ব্বাণ-মুক্তি লভেন কেবল

এক সূর্য্য বিমানেতে, কিন্তু কোটি স্ফটিকেতে,
কোটি সূর্য যেই রূপ প্রকাশিত হয়,
সেরূপ তোমার অঙ্গ কোটি জীবে করে রঙ্গ,
কিন্তু তুমি শ্রীগৌরাঙ্গ এক রসময়।
ভুবন-নিস্তার তরে, পতিতের ঘরে ঘরে
ভ্রমিলে রোদন করি পতিত-পাবন,
সকলি গলিল হরি, গলিল না অহঙ্কারী
পাষাণে গঠিত এই পাষণ্ডের মন।
তব রূপ তিন ভাবে প্রকাশিত আছে ভবে—
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান, তুমি বিশ্বময়,
ব্রহ্মাদি সকলি তাই, তোমাতে দেখিতে পাই,
ব্রহ্মাদির কেহ কিন্তু তোমা সম নয়।
সর্ব্ব অবতার ধাম— "অবতারী" তাঁর নাম,
তুমি সেই 'অবতারী' সর্ব্ব-তত্ত্ব-সার,
যে তোমারে যাহা বলে, তাই সত্য সর্ব্ব কালে,
তব দেহে রয়েছেন সর্ব্ব অবতার!
ধরি যাঁর শ্রীচরণ, অজ্ঞানান্ধ মূর্খ জন,
শাস্ত্র-সমুদ্রের তলে অবহেলে যায়,
সুসিদ্ধান্ত-রত্ন লাভে, চরিতার্থ হয় ভবে,
আমরা প্রণত সেই গৌরাঙ্গের পায়!
দাস্য সখ্য বাৎসল্যেতে, সর্ব্বোত্তম মধুরেতে—
চারি রসে ভক্ত যিনি, কৃষ্ণ তাঁর বশ,
প্রেমেতে পরমানন্দ, শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ
বিতরিলা ভবে এই চারি প্রেম রস।

দ্বিতীয় চন্দ্রিকা।—প্রেম-তত্ত্ব।

শাস্ত্র-বিধি নানা মত করি আচরণ,
বিধি-ভক্তি বশে লোক করিছে ভজন,
ব্রজের নির্ম্মল ভাব—সুপবিত্র প্রেম,
যেমতি গলিত তপ্ত অবিমিশ্র হেম,
কি রূপে পাইবে তাহা মানব সকল,
সে ভাবে ভাবুক লোক নিতান্ত বিরল;
বিধি-ভক্তি বশে লোক ঈশ্বরকে মানে,
ব্রজের নির্ম্মল ভাব স্বপনে না জানে।
ঈশ্বর ঐশ্বর্য্যময়, করি দরশন,
ঝলসিত হইয়াছে মানব নয়ন,—
ধেয়ে যায় অনন্তের জ্যোতির্ম্ময় সাজে,
ঐশ্বর্য্যের পরিণাম বিহ্বলতা মাঝে।
বিশ্বরূপে অন্ধ হয়ে দেখিতে না পায়,
প্রেমামৃত-নদনদী শুকাইয়া যায়।
কণ্ঠের সে গদ্য-ভাষা রুদ্ধ হয়ে আসে,
পদ্যময় কাব্যরস থাকে না সে দেশে।
ঐশ্বর্য্য-প্রভাবে প্রেম শিথিলতা পায়,
কৃষ্ণপ্রীতি-সুধারস শুকাইয়া যায়।
বিধি-মার্গে নিত্য যারা করিছে ভজন,
মুক্তি লাভ করি যায় বৈকুণ্ঠ ভুবন।
চতুর্ব্বিধ মুক্তি সেই ঐশ্বর্য্যের ধাম,—
সারূপ্য সামীপ্য সার্ষ্টি' সালোক্য সে নাম

"আমি ব্রহ্ম" জ্ঞান যার, 'সাযুজ্য' সে পায়,
'সাযুজ্য' নির্ব্বাণ-মুক্তি ভক্তে নাহি চায়।
হরিনাম সংকীর্ত্তন কলিধর্ম্ম সার,
দাস্য সখ্য সুমধুর প্রেমানন্দ আর,
আচণ্ডালে দান করি শুষ্ক ভূমণ্ডলে,
নাচাইতে বাহু তুলে পাষণ্ড সকলে,
পাষণ্ড দলন ধ্বজা বিজয়-নিশান
উড়াইতে, জুড়াইতে পতিতের প্রাণ,
ন্যায় দর্শনের ন্যায় শুষ্ক সাহারায়
সাজাইতে বৃন্দাবন প্রেম যমুনায়,
বঙ্গভূমি "স্বর্গাদপি গরীয়সী" করি,
নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছ হরি!
ভক্ত-ভাব ধরি, নিজে করি আচরণ,
শিক্ষা দিলে জগতেরে ভক্তির সাধন;
তব অংশে যুগধর্ম্ম আসে বারংবার,
প্রেমের পূর্ণতা মাত্র পূর্ণতা তোমার!
বহু বিধ অবতার হয়েছে ধরায়,
তোমার মঙ্গল-রূপ সেই সমুদায়;
কিন্তু যদি না দেখিত নিখিল সংসার
একাধারে রাধাকৃষ্ণ প্রেমের জোয়ার,
নাচিত না তরু লতা অসার সংসারে
স্থির যৌবনের চির প্রফুল্লতা ভরে!
তাই তুমি লীলা তরে আপন ইচ্ছায়,
শুভ ক্ষণে কলিযুগ প্রথম সন্ধ্যায়,

অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছ আসি,
ধন্য করি বঙ্গদেশ!—ধন্য বঙ্গবাসী!
তপ্ত কাঞ্চনের কান্তি সুদীর্ঘ শরীর,
কণ্ঠে হরিনাম-ধ্বনি জলদ-গম্ভীর,
আজানু লম্বিত বাহু, কমল-লোচন,
শান্ত দান্ত নিষ্ঠা কৃষ্ণ—ভক্তি পরায়ণ,
নিষ্কলঙ্ক পূর্ণ শশী বদন মণ্ডল,
সর্ব্ব ভূতে সম জ্ঞান, ভকত-বৎসল,
চন্দন বলয় নানা অলঙ্কার ধারী,
নৃত্যপরায়ণ তুমি নদিয়া-বিহারী!
কলিযুগে মহাযজ্ঞ 'নাম-সংকীর্ত্তন'
করেন সাধন যত সুপণ্ডিত গণ;
এ সৌভাগ্য তাঁহাদের তোমারি কৃপায়,
সহজ সাধন হেন কি আছে ধরায়?
ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম—মহা তমোজাল,
যাঁর নামে দূরে যায় এ সব জঞ্জাল,
বাহু উত্তোলন নৃত্য প্রেম-দৃষ্টি যাঁর
প্রেমে পূর্ণ করে এই অসার সংসার,
উদাসী পরম হংস চতুর্থ আশ্রমে,
পরিপূর্ণ হয় যাঁর অপার্থিব প্রেমে,
ক্রমে ক্রমে তাঁর নাম করি উচ্চারণ
মরুময় মন যেন হয় বৃন্দাবন!
সদানন্দ নিত্যানন্দ, মহিমা কি কব!
অদ্বিতীয় অদ্বৈত!—দুই অঙ্গ তব।

কত শত ভক্ত আছে উপাঙ্গ তোমার,
প্রেমে সিক্ত করে শুষ্ক অসার সংসার!
তুলেছে নিশান তারা—'পাষণ্ড দলন',
হেরি বিগলিত প্রেমে পাষণ্ডের মন!
নাম-যজ্ঞ সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করি,
পবিত্র করিলে ধরা শ্রীগৌরাঙ্গ-হরি,
কৃষ্ণনাম-মহাযজ্ঞ সর্ব্বযজ্ঞ-সার!
সেই যজ্ঞ, যজ্ঞেশ্বর, মহিমা তোমার!
নিরখি অপূর্ব্ব তব মহাভাব-রূপ,
সর্ব্বজনে জানে রাধা কৃষ্ণের স্বরূপ।
শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ অদ্বৈত চাঁদ,
পাতিলে প্রেমের জাল—পাখী ধরা ফাঁদ!
পড়েছে পাষণ্ড-পাখী তোমাদের জালে,
কৃপা করি রাখ ধরি নিজ বক্ষঃস্থলে!
আচণ্ডালে বক্ষে ধরি দিলে আলিঙ্গন,
তাই কান্দে পাপী তাপী পাষণ্ডের মন!
চিন্ময়ী প্রকৃতি তুমি—পুরুষ চিন্ময়!
তুমিই সচ্চিদানন্দ নিত্য রসময়!
অমূল্য পবিত্র প্রেম তুলা নাই যার,
আস্বাদন করিবারে সার ভাগ তার,
বিতরিতে ভক্তি-ধন অনুরাগ-পথে,
কারে বলে 'ভালবাসা' শিখাতে জগতে,
দিতে নিত্য স্নিগ্ধ রস দগ্ধ জীব গণে
রসিক-শেখর কৃষ্ণ ভাবিলেন মনে,—

ঈশ্বর ঐশ্বর্য্যময়—দেখিয়া দেখিয়া,
বিভুর প্রভুত্ব মাত্র জানিয়া জানিয়া,
ভয়ে ভয়ে ভক্ত গণ দূরে দূরে ধায়,
"একান্ত আপন" বলি জানিতে না পায়!
জগতের প্রাণ কৃষ্ণ—প্রেম-পারাবারে
প্রাণ ভরি ভালবাসা ঢালিতে না পারে!
ঈশ্বরে ঐশ্বর্য্য দেখি ভয়ে করে স্তব,
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানেতে মুগ্ধ সমস্ত মানব;
ঐশ্বর্য্য দেখিলে প্রেম শুকাইয়া যায়,
শুদ্ধ প্রেম বিনা কেহ আমায় না পায়!
প্রভু বলি মান্য করে যে জন আমারে,
আমা হ'তে আপনারে হীন বোধ করে,
দূরে থাকি স্তুতি করে শ্রদ্ধা-ভয় মনে,
তার প্রেমাধীন আমি হইব কেমনে?
যে ভাবে যে জন করে ভজন আমায়,
সেই ভাবে দেই আমি দরশন তায়।
পুত্র মিত্র সখা কিংবা বলি প্রাণ-পতি,
আমাতে মমতা স্নেহ কিংবা শুদ্ধা রতি
যে জন অর্পণ করে বড় ভাল বাসি,
আমায় যে ভাল বাসে নিজ স্বার্থ নাশি,
আমায় সর্ব্বদা জানে আপন সমান,
কিংবা করে আপনারে শ্রেষ্ঠ অভিমান,
তার বশীভূত আমি থাকি চির দিন,
হইয়া সর্ব্বতোভাবে তার প্রেমাধীন।

পুত্র পুত্র বলি করি স্নেহ-সম্বোধন,
জননী করেন মোরে লালন পালন,
সখা আসি চড়ে মোর স্কন্ধের উপরে
উভয়ে সমান জানি, সরল অন্তরে;
ভর্ৎসনা করেন প্রিয়া অভিমান ভরে,
বেদ-স্তুতি ছাড়ি তাহা শুনি সমাদরে!
এ সব স্বজন মিলি এক সঙ্গে রব,
প্রেম দিতে অবনীতে অবতীর্ণ হব।
এ সকল সুরসের সার ভাগ নিয়া,
নিজে নিজে আস্বাদন করিয়া করিয়া,
দেখাইব ভক্ত গণে খুলি মন প্রাণ;
প্রাণ সম ভক্ত গণে দিব প্রেম দান!
ব্রজের নির্ম্মল রাগ করি দরশন,
উল্লাসে নাচিবে মম প্রিয়তম গণ!
ধর্ম্মাধর্ম্ম বেদ বিধি দূরে পরিহরি,
জুড়াইবে প্রাণ মোরে আলিঙ্গন করি!
প্রেম আস্বাদন তরে ভাবি মনে মনে,
অনুরাগা ভক্তি দিতে প্রিয়তম গণে,
নবদ্বীপে অবতীর্ণ শ্রীশচী-নন্দন,
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নাম করিলে গ্রহণ!
ব্রাহ্মণ চণ্ডালে নিয়া প্রেমেতে তোমার,
নাম-সংকীর্ত্তনে দিলে সম অধিকার!
ন্যায় বেদ বেদান্তের অভিমান ভুলি,
ব্রাহ্মণ চণ্ডালে মিলি করে কোলাকুলি!

সে যে কি অপূর্ব্ব ভাব কহিতে না পারি,
মনে হ'লে দরদরে ঝরে নেত্র বারি।
আমাদের অভিমান দূর কর আসি,
সোণার গৌরাঙ্গ চাঁদ। ডাকে বঙ্গবাসী।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ পূর্ণানন্দ ধাম,
ভূতল শীতল কর দিয়া "কৃষ্ণনাম"।
বঙ্গবাসি গণে আসি রাখ রাঙ্গা পায়,
জগতের প্রেম-গুরু প্রণমি তোমায়!

তৃতীয় চন্দ্রিকা।—রসতত্ত্ব।

দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর যে রস,
ভক্ত গণ হন এই চারি রসে বশ;
প্রেমের আধার ভক্ত, চারি রসে অনুরক্ত,
যে ভক্ত যে রসে চিত্ত করেন সরস,
সেই ভাব শ্রেষ্ঠ তাঁর, তাহে কৃষ্ণ বশ।
এই চারি রাগ-ভক্তি করিলে বিচার,
শ্রেষ্ঠই মধুর রস, তুল্য নাই যার;
বাৎসল্য বা দাস্য সখা, হয়েছে মধুরে ঐক্য;
মধুর রসেতে আছে সর্ব্ব রস সার,
যে রসেতে রসময় গৌরাঙ্গ আমার।
এই যে উল্লাস-ময়ী সুমধুরা রতি,
পাত্র ভেদে হয় ভিন্ন আস্বাদের গতি।

যে জন যে রূপ চায়, সে জন সে রূপ পায়,
বিশেষে মজিয়া যায় সুরসিক মতি!
মধুরের দুই ভাব—গোপনীয় অতি।
একটি স্বকীয়া রতি, অন্য পরকীয়া,
স্বকীয়া রতির গতি দেখ মন দিয়া,—
স্বীয় সুখ অভিলাষে, বান্ধা আছে স্বার্থ-পাশে,
হেন যে প্রেমের টান পরস্পরে নিয়া,
সে প্রেম স্বকীয় হয় 'বিনিময়' দিয়া!
পরকীয়া প্রেমে বাড়ে রসের উল্লাস,
পরার্থে সর্ব্বস্ব দিব—এই অভিলাষ;
অবিরত দুঃখ পাই, তাতে কিছু ক্ষোভ নাই,
নিজ সুখ নাহি চাই, এই মনে আশ,
'পরেরে করিব সুখী'—হোক সর্ব্বনাশ!
পরকীয়া রতির সে বৃন্দাবনে স্থান,
গোপী ভাবে মাত্র তাহা আছে বিদ্যমান।
গোপীভাব-শিরোমণি, পরকীয়ারস খনি,
শ্রীরাধিকা—প্রেমময় জগতের প্রাণ,
পরা-প্রকৃতিতে সেই দেবী বর্ত্তমান।
যত ভাব উঠে মথি প্রেম-পারাবার,
প্রৌঢ় নিরমল প্রেম সর্ব্বোত্তম তার,
কৃষ্ণের মাধুর্য্য ধন করিবারে আস্বাদন,
প্রকৃষ্ট উপায় হেন আছে কি বা আর?
শ্রীরাধার প্রেম-ধন—মহিমা অপার!
তাই তুমি শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ আসি,

নিয়া নিরমল প্রৌঢ় প্রেম সুধা রাশি,
অবিরত 'হরি হরি' উচ্চারণ করি করি,
শ্রীরাধার ভাব ধরি নেত্র জলে ভাসি,
শিখালে প্রেমের অর্থ, স্বার্থ রাশি নাশি।
দেবের অভয়-দাতা, অখিল-তারণ,
উপনিষদের লক্ষ্য পূর্ণ সনাতন,
ভক্ত আর গোপিকার প্রেমের মাধুর্য্য-হার,
অসার সংসার সার, পরাৎপর ধন,
আর কি দেখিব সেই গৌরাঙ্গ-চরণ?
ব্রজের মধুর রস আস্বাদন তরে,
স্বীয় রূপ আচ্ছাদন করিয়া অন্তরে,
গোপীর মাধুর্য্য ভাবে, প্রকাশিত যিনি ভবে,
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য সেই গৌরাঙ্গ সুন্দরে,
আর কি পূজিব মোরা প্রেম ভক্তি-ভরে?
কৃষ্ণ প্রেম স্বরূপা শ্রী রাধা বিনোদিনী
শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি স্বরূপিনী,
আহ্লাদিনী শক্তি নাম, কেবল আনন্দ-ধাম,
নিত্য রসময় কৃষ্ণ-চিত্ত-বিলাসিনী,
নিত্য নিরমল সত্য অমৃত রূপিণী!
প্রেমের যে সার ভাগ "ভাব" বলে তায়,
ভাবের চরমে "মহাভাব" বলা যায়,
মহাভাব স্বরূপিনী শ্রীরাধিকা বিনোদিনী
কৃষ্ণ-অঙ্গে, মৃগমদে সুগন্ধের প্রায়,
আস্বাদিতে লীলা-রস ভিন্ন ভিন্ন কায়।

সর্ব্বব্যাপী রাধা-প্রেম, বিভুর সমান,
ক্রমে বৃদ্ধি পায়, আর নাহি পায় স্থান,
সেই প্রেম পারাবার, আদি অন্ত নাহি তার,
ক্রমান্বয়ে বাড়িতেছে গগন সমান,
সে প্রেমের নাই শেষে মান পরিমাণ।
মাধব-মাধুর্য্য-বায়ু ব'হলে প্রবল,
রাধা-প্রেম-সিন্ধু তাহে উথলে কেবল,
ক্রমাগত হিংসা বশে, বৃদ্ধি পায় অবশেষে
অনন্ত অমিয়-রসে ভাসায় সকল,
কেহ নাহি হারে, তুল্য উভয়ের বল!
ব্রজ-বনিতার প্রেম—মহাভাব নাম,
সে প্রেমের অর্থ নহে সংসারের কাম;
কি পবিত্র সুনির্ম্মল, দেবারাধ্য মহা বল!—
কেবল নিঃস্বার্থ বল পূর্ণানন্দ-ধাম,
মোক্ষ-ফল বিনিন্দিত সুধা অবিরাম!
শরীরের সুখ 'কাম', 'প্রেম' চিদানন্দ,
গিল্টি সোণা আর হেম, কি চিনিবে অন্ধ?
লৌহ কাঞ্চনের মূল্য, অজ্ঞ জনে জানে তুল্য,
পূতি গন্ধে সদা যার নাসা-পথ বন্ধ,
পায় কি সে কোকনদ মৃগমদ গন্ধ?
আপন ইন্দ্রিয়-সুখ ইচ্ছা হ'লে মনে,
সেই ইচ্ছা কাম নামে বিদিত ভুবনে;
কেবল ঈশ্বর-প্রীতি বাঞ্ছা হ'লে নিতি নিতি,
তাকেই পবিত্র প্রেম বলে ভক্তগণে,

সে প্রেমের পূর্ণস্ফূর্তি হ'ল বৃন্দাবনে।
বেদ-ধর্ম্ম লোক-ধর্ম্ম দেহ-ধর্ম্ম আর,
ধৈর্য্য লজ্জা কর্ম্মাকর্ম্ম সকল প্রকার,—
এ সব নিজের তরে কামেতে আবদ্ধ করে,
সে সকলে অবহেলে করি পরিহার,
যায় চলি, হৃদয়েতে প্রেমোদয় যার।
কুলাচার-পরিবার-স্বজনের ভয়,
যাহার অন্তরে আর হয় না উদয়,
কেবল কৃষ্ণের সেবা কায় মনে করে যে বা,
সেই দেখে এই বিশ্ব কৃষ্ণ-প্রেমময়,
বৃন্দাবন-স্ফূর্ত্তি তার মুহুর্মুহুঃ হয়।
কাম-গন্ধ নাই ব্রজ-বনিতা-অন্তরে,
তাদের সকল কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণের তরে;
নিজ সুখ দুঃখ নাই, কৃষ্ণ-সুখে সুখী তাই,
কৃষ্ণ-সুখ অন্বেষণ করে প্রেম ভরে,
দেহ মন প্রাণ সঁপি শ্রীকৃষ্ণের করে।
তবে কেন কৃষ্ণপ্রাণা ব্রজ-নারী গণ,
সাজায় আপন অঙ্গে বিবিধ ভূষণ?
বেণী বান্ধে চিকনিয়া, থরে থরে পুষ্প দিয়া,
বসনে সাজায় অঙ্গ, কজ্জলে নয়ন?
নিতি নিতি অঙ্গ মাজে কহ কি কারণ?
কৃষ্ণ-প্রাণা ব্রজগোপী কৃষ্ণ-বিলাসিনী
অন্তরঙ্গা-শক্তি, কৃষ্ণ আনন্দ-দায়িনী।
কৃষ্ণের প্রীতির তরে, নিত্য বেশ ভূষা করে,

কৃষ্ণ সেবা তরে মাত্র যত সীমন্তিনী
সাজায় আপন অঙ্গ দিবস যামিনী !
"এই দেহ করিয়াছি কৃষ্ণে সমর্পণ,
এ শরীর নহে মোর, শ্রীকৃষ্ণের ধন ;
কৃষ্ণ-বিলাসের দেহ, অযত্ন কি করে কেহ ?
দর্শনে পশনে তুষ্ট শ্রীকৃষ্ণের মন"—
এই ভাবি অঙ্গ সজ্জা করে গোপী গণ।
"শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্য এই শ্রীঅঙ্গ আমার"—
এই ভাবি নিজ দেহে যত্ন বাড়ে যার,
তারে হেরি দর দরে কৃষ্ণের নয়ন ঝরে,
উথলিয়া উঠে বিশ্ব-প্রেম-পাবাবার !—
বাড়িছে বিলাস-সিন্ধু ব্রজ-গোপীকার !
ব্রজ-বালা রূপ গুণ দরশন করি,
প্রীতি-পাবাবার মাঝে মগ্ন হন হরি !
শ্রীকৃষ্ণ হলেন সুখী, গোপী গণ তাই দেখি,
ভাসে সুখ-সিন্ধু মাঝে নৃত্য করি করি—
অমৃতের সরে শত ফুল-কুলেশ্বরী !
ব্রজ-ভাবে যত হয় প্রেমের উদয়,
কৃষ্ণের মাধুর্য্য তাতে পরিপুষ্ট হয়,
পুষ্ট হয়ে সে মাধুরী, পুনঃ গোপী-প্রেম ধরি
নিজ বলে বৃদ্ধি তারে করে ক্রমান্বয়,
যাবৎ না সেই প্রেম হয় বিশ্বময় !
গোপীদের সে প্রেমের নায়ক শ্রীহরি,
গোপীকুল-সর্ব্বোত্তমা রাধিকা সুন্দরী।

শ্রীরাধার ভাব নিয়া, নিজ রূপ আচ্ছাদিয়া,
দেখাতে প্রেমের লীলা অভিনয় করি,
আসিয়াছ বঙ্গদেশে শ্রীগৌরাঙ্গ-হরি।
জরা মৃত্যু পাপ তাপ দুঃখ রোগ শোক
ভুলিয়া, তোমার পূজা করুক ত্রিলোক;
তোমা ধনে আলিঙ্গনে, কি যে তৃপ্তি হয় মনে,
বুঝুক সকল লোক—ভূলোক দ্যুলোক,
পশু পক্ষী তরু লতা পরিতৃপ্ত হোক!!

চতুর্থ চন্দ্রিকা।—বৃন্দাবন তত্ত্ব।

শুষ্ক অবনীতে, যুগ-ধর্ম্ম দিতে, প্রেম রসে সিক্ত করি,
ভবে অবিরাম, দিতে 'কৃষ্ণ নাম', এসেছ গৌরাঙ্গ হরি!
কি বলিব আমি, সাক্ষাৎ যে তুমি, মধুরস মূর্ত্তিমান্!
তাই আস্বাদন, তাই প্রচারণ, করে তব মন প্রাণ!
আর যত রস, মধুরের বশ, আপনিই সঙ্গে যায়,
মধুরের মাঝে যথা কালে সাজে, দাস্য সখ্য সমুদায়!
দাস্য-সেবকতা, সখ্য-সুহৃদতা, পিতৃ মাতৃ স্নেহ আর
সকলি বিরাজে মধুরের মাঝে, সেই ত রসের সার!
সদা সাম্য ভাবে থাকিলে নীরবে পুরুষ প্রকৃতি দ্বয়,
তাই সাম্য রস,—সদা যার বশ, মুনি ঋষি সমুদয়।
সে সাম্যের বশ নহে ব্রজ-রস—অলস নহে সে ভবে,
ক্লান্ত নাহি হয় বাড়ে ক্রমান্বয় "জয় রসময়!" রবে।

রাধা-কৃষ্ণ-ভাব, এমনি প্রভাব—উভয়-ইন্দ্রিয় গণ,
যাচি যাচি ধরে, নাচি নাচি করে পরস্পরে আলিঙ্গন।
ইন্দ্রিয় সকল সম্ভোগে কেবল, হতেছে দুর্ব্বল যবে
ক্রমান্বয়ে ক্ষয়, বর্দ্ধিত না হয়, "কাম" নাম তার ভবে।
নহে সে 'স্বপথ' সে সব বিপথ, সংযত করিলে তায়,
নিত্য ভক্ত-সঙ্গে নিত্য রস-রঙ্গে ইন্দ্রিয়-তুরঙ্গ ধায়।
হয় না দুর্ব্বল, বর্দ্ধিত কেবল অনন্ত সে বল তার,
পদ তলে পড়ি যায় গড়াগড়ি মৃত্যুময় এ সংসার।
পরব্যোম-ভূমি মায়া অতিক্রমি রয়েছে প্রকৃতি-পারে,
বিভুর সমান অনন্ত মহান্ সর্ব্বব্যাপী বলে যারে;
তার ঊর্দ্ধভাগে সূক্ষ্ম তত্ত্বে জাগে "কৃষ্ণ-লোক" নামে ধাম;
তথা শ্রীগোকুল, নাহি যার তুল, ব্রজপুর যার নাম।
সকল তত্ত্বের সর্ব্ব মহত্ত্বের বিশুদ্ধ সত্ত্বের পার
সেই ব্রজধাম, "বৃন্দাবন" নাম, সকল শোভার সার।
বৃন্দাবন স্থান অনন্ত মহান, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্ব'পরে,
নিয়ম অধীন নহে কোন দিন, স্বাধীন স্বভাব ধরে।
এক মাত্র হয়, দুই কভু নয়, বৃন্দাবন অবিনাশী;
কৃষ্ণের ইচ্ছায় প্রকাশিত হয় ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে আসি।
জড় অতিক্রমি, চিন্তামণি-ভূমি,—চিন্ময় সে বৃন্দাবন,
কল্প-তরু তথা, কত কল্প-লতা কল্প-পুষ্প অগণন।
মায়ামোহ-ছায়া প্রাকৃতিক কায়া নিয়া সদা থাকে যারা,
চিদানন্দ-ধন "নিত্য বৃন্দাবন" দেখিতে না পায় তারা।—
চর্ম্ম চক্ষু দ্বারা খুঁজিতেছে যারা, যায় না প্রেমিক-কাছে,
দেখে তারা সবে মৃন্ময় ভবে ভূ-খণ্ড পড়িয়া আছে।

শ্রীবৃন্দাবনের নিগূঢ় তত্ত্বের অধিকারী ভক্ত গণ,
স্বরূপ জানিয়া প্রেম-নেত্র দিয়া করিছেন দরশন,—
অনন্ত যৌবন অম্লান বরণ চির নবুজের শোভা
নাচিছে দুলিছে, অমিয় ঝরিছে, বৃন্দাবন মনোলোভা!
কোটি ব্রজাঙ্গনা অনন্ত যৌবনা শ্রীরাস-মণ্ডল মাঝে
ঘিরেছে মাধবে, জীবন-বল্লভে, নবীন রসিক রাজে!
নাহি অন্ত তার—অনন্ত বিহার, নিয়া নব রসময়;
অমিয় দর্শন, নিতুই নূতন, পুরাতন নাহি হয়!
প্রেমে হ'য়ে মত্ত হেন গূঢ় তত্ত্ব, প্রকাশিতে এ ধরায়
রাধা-ভাব ধরি, তুমি গৌর-হরি, অবতীর্ণ নদিয়ায়!
জ্যোতির মণ্ডল রয়েছে কেবল বৈকুণ্ঠের চারি ধারে,
সেই মহা জ্যোতিঃ হরি-অঙ্গ-ভাতি, সিদ্ধ-লোক বলে তারে;
চিৎ-স্বরূপ হয়, শুদ্ধ জ্ঞানময়—সেথা এক সত্ত্বা মাত্র,
শুধু চিৎ-সত্ত্বা, নাহি কেহ কর্ত্তা, শ্রদ্ধা বা প্রেমের পাত্র।
চিৎ-বিশেষ ভাব সুন্দর স্বভাব চিৎ-বিলাস-গুণ নাই,
জ্যোতিঃ অভ্যন্তরে বৈকুণ্ঠ ভিতরে সে ভাব দেখিতে পাই!
বৈকুণ্ঠে কেবল "ঐশ্বর্য্য" সকল, হরির "প্রভুত্ব" শুধু,
তাহা হ'তে দূরে আছে ব্রজপুরে "কেবল প্রেমের মধু!"
রাধা-ভাব-খনি মাঝে প্রেমমণি!—সে প্রেম দু'হাতে দিয়া
করিলা যে জন ভবে বিতরণ, সকলের দ্বারে গিয়া,
সে গৌরাঙ্গ নাম প্রাণের আরাম অমিয়-ভাণ্ডার হোক,
ঊর্দ্ধ বাহু করি বলি "গৌর-হরি!" নাচুক সকল লোক!
যে প্রেমের অর্থ, পূর্ণ পুরুষার্থ—স্বার্থের একান্ত নাশ,
সে প্রেমের ঘায় ছিন্ন হয়ে যায়, সংসার মায়ার পাশ!

ধর্ম্ম অর্থ কাম আর মোক্ষ ধাম— তুচ্ছ পুরুষার্থ হায়
শেষ পুরুষার্থ 'প্রেমের মহত্ত্ব' প্রস্ফুটিত নদিয়ায়।

পঞ্চম চন্দ্রিকা।—মহাভাব।

কথোপকথন ছলে, রামানন্দে বলেছিলে
যে সকল কথা—মোরা যাই নাই ভুলে;
সে শিক্ষা দুর্লভ অতি, কৃষ্ণদাস মহামতি
যতনে রতন সম রেখেছেন তুলে।
তুমি জিজ্ঞাসিলে তায় কহ কহ রাম রায়,—
কি সাধনে মানবের জুড়াইবে প্রাণ?
রামানন্দ কহে বাণী— শুন শুন গুণমণি,
স্বধর্ম্ম পালনে জীব পাবে পরিত্রাণ!
তুমি ত কহিলে তবে— সে সকল সত্য ভবে,
কিন্তু গূঢ় তত্ত্ব আরো কহ রাম রায়,
কহি সে অমৃত-কথা, আমার প্রাণের ব্যথা
জুড়াও, অধিক আর কি কব তোমায়!
শুনি রামানন্দ কন, শুন প্রভো নিবেদন,—
হরি-পদে সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণ করি,
লোকে যদি কর্ম্ম করে, তাতেই ত্রিতাপ হরে,
সবে শান্তি পায় সর্ব্ব দুঃখ পরিহরি!
তুমি তাহা সত্য মানি কহিলে হে গুণমণি,—
রামানন্দ, এ কথায় আনন্দ না হয়,

প্রাণে মোর বলে যাহা, তুমি অবগত তাহা,
কহ কিসে হবে জীব চিরানন্দময় ?
কৃতাঞ্জলি করি রায় উত্তর করিলা তায়—
ভক্তি আর জ্ঞান যোগে করিলে সাধন,
ভগবৎ-কৃপা হবে, সবে পরিত্রাণ পাবে,
মানবের মনোরথ হইবে পূরণ !
সে কথায় তব প্রাণে কভু না প্রবোধ মানে,
পুনঃ জিজ্ঞাসিলে তুমি হইয়া কাতর,—
সত্য কহ রায় রায়, মিনতি করি তোমায়,
আর যদি কথা থাকে ইহার উপর।
রামানন্দ কন তবে— শুধু ভক্তি-যোগে ভবে
হরি-পাদ-পদ্ম লাভ হবে মানবের,
তুমি তা মানিয়া সত্য, জিজ্ঞাসিলে গূঢ় তত্ত্ব;
রায় কন, দাস্য-প্রেম শ্রেষ্ঠ সকলের।
আনন্দে কহিলে তুমি— কৃতার্থ হইনু আমি,
তার পর আরো কিছু কহ কৃপা করি,
রায় কহে—অন্ধ আমি, বলি যা বলাও তুমি,
কৃপা কর দীন দাসে শ্রীগৌরাঙ্গ-হরি।
অন্তরে শ্রীভগবানে প্রভু বলি যারা মানে,
তাদের আনন্দ শান্তি সীমাবদ্ধ আছে ;
প্রাণাধিক কৃষ্ণ-ধনে সুহৃদ্ যাহারা জানে,
মোক্ষ-পদ অতি তুচ্ছ তাহাদের কাছে !
তুমি প্রভু প্রেমানন্দে কহিলে সে রামানন্দে—
জনম সার্থক আজ হইল আমার,

ধরিতেছি তব করে, বঞ্চিত না কর মোরে,
কহ সে অমিয়-তত্ত্ব, থাকে যদি আর।
রামানন্দ কন তবে— প্রাণকৃষ্ণে কান্ত-ভাবে
ভজনা করিলে জীব যে আনন্দ পায়,
সে কথা কি কব আমি? সকলি তা জান তুমি!
প্রেমের চরম কথা কহিনু তোমায়।
ভাসিয়া নয়ন নীরে তুমি যে কহিলে তাঁরে,—
কহ রায় আরো উচ্চ তত্ত্ব আছে যত;
যাহা কও সব সত্য, আরো কও রসতত্ত্ব,—
আমায় কিনিয়ে লও জনমের মত!
কহিলেন রাম রায়— এবে আমি নিরুপায়,
কহিবারে না জুয়ায়, হতবুদ্ধি যেন;
সংসারে ইহার পরে, আরো যে জিজ্ঞাসা করে,
আমি ত জানি না প্রভু, আছে কেহ হেন!
তুমি জিজ্ঞাসিলে যাহা, তুমিই ত জান তাহা,
আমি ত জানি না—কহি তোমারি কৃপায়;
কান্ত-ভাবে যে সাধন, তা হ'তে অমূল্য ধন,
রাধা-প্রেম—কান্ত-ভাব মলিন যথায়!
তখন কহিলে তাঁরে,— কৃতার্থ করিলে মোরে,
বরষিলে কর্ণে মোর অমৃতের ধারা,
রাধা-প্রেম-পারাবার গভীরতা কত তার,
কহ মোরে—হায় আমি জ্ঞান বুদ্ধি হারা!
কহিলেন রামানন্দ— কি কহিব গৌরচন্দ্র,
কহিবার আমার ত আর কিছু নাই,

রাধা-প্রেম-পারাবার, কি সাধ্য তা বর্ণিবার,
গাইয়া একটি গান তোমারে শুনাই।—

গীত।

"পহি লহি রাগ নয়ন-ভঙ্গ ভেল,
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ;
না সো রমণ, না হাম রমণী,
দুঁহু মনে মনোভব পেশল জানি !"
"নয়নে নয়নে হল প্রথম মিলন,
বাড়িতে লাগিল প্রেম, অনন্ত যেমন ;
সে নহে পুরুষ সখি, আমি নারী নই,
মনে মনে শুদ্ধ প্রেম প্রবেশিল সই।"
শুনি সে অপূর্ব্ব গান, বিচলিত তব প্রাণ,
অধীর হইয়া তুমি উঠিলে ত্বরায়,
মুখে হাত দিয়া তার নিষেধিলা বারংবার—
ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও রামানন্দ রায়।
শুনিলে তোমার গান আমার যে যায় প্রাণ,
জগতে ও কথা তুমি কহিও না আর.
পাও যদি মর্ম্মী জন, কহিও এ বিবরণ,—
কেমন সে রাধাকৃষ্ণ-যুগল-বিহার !

কে আছে প্রেমিক কোথা, বুঝিবে এ মর্ম্ম-কথা !—
কোথা আছ প্রাণ সম গৌর-ভক্ত গণ,

তোমাদের কৃপা বিনা কে পায় প্রেমের কণা ?
প্রেম-সিন্ধু হ'তে বিন্দু কর বরষণ।
'ভ্রান্তং যত্র মুনীশ্বরৈরপি পুরা যস্মিন্ ক্ষমা মণ্ডলে,
কস্যাপি প্রবিবেশ নৈব ধিষণা যদ্বেদ ন শুকঃ।
যন্ন ক্বাপি কৃপাময়েন চ নিজে প্যুদ্ঘাটিতং শৌরিণা,
তস্মিনোজ্জ্বল ভক্তি-বর্ত্মনি সুখং খেলন্তি গৌর-প্রিয়াঃ।'
"যে পথে হলেন ভ্রান্ত মুনীশ্বর গণ,
পুরা কালে ধরাতলে অজ্ঞাত যে ধন,
শুক দেব যে বিষয়ে ছিলা জ্ঞান-হীন,
কৃষ্ণ যাহা দেন নাই ভক্তে এত দিন,
সে উজ্জ্বল মহা রসে হইয়া মগন,
করিতেছে সুখে ক্রীড়া গৌর-ভক্তগণ!"

জড়ে আকর্ষণ যথা, প্রেমের মিলন তথা,
আকর্ষণ এক ভাব—বর্দ্ধন না হয়,
প্রেমের মিলন প্রাণে ক্ষান্ত হ'তে নাহি জানে
অসীম চিন্ময় দেশে বাড়ে ক্রমান্বয় ;
রসিক জনের কাছে সতত বিদিত আছে,—
প্রেমের দ্বিবিধ ভাব, উভয় সরস,
দেবতার সাধনীয়,— স্বকীয় ও পরকীয়,
দুই ভাবে ভক্তগণ পিয়ে সুধা-রস।
স্বকীয় যা স্বার্থ-পর, কান্ত-ভাব নিরন্তর,
শ্রীকান্তেরে কান্ত জানি অনন্ত বিহার।

পরকীয় প্রেম যাহা, স্বার্থ-গন্ধ শূন্য তাহা,
কৃষ্ণ-প্রীতি ভিন্ন তাহে কিছু নাহি আর।
যেন শুদ্ধ তপ্ত হেম, এই পরকীয় প্রেম
বুঝাইতে বৃন্দাবনে রাসের উদয়!—
শ্রীগৌরাঙ্গ নাম ধরি নবদ্বীপে অবতরি
প্রেম-যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিলে রসময়!
সে প্রেম কি পাব আমি? জান তুমি অন্তর্যামী,
বিষ খাই, সুধা-পানে দৃষ্টি শুধু শুধু!
যদি তব কৃপা হয়, বিশ্ব হয় সুধাময়,
পশু পক্ষী তরু লতা মধু মধু মধু!
তোমার চরিতামৃত ভক্ত গণে সুবিদিত,
আমি অন্ধ, গৌরচন্দ্র ভরসা কেবল।
গৃহ-অন্ধকূপে থাকি পাপ-পঙ্ক গায়ে মাখি,
তার্কিকের সঙ্গে করি ভেক-কোলাহল!
তোমার শ্রীমূর্ত্তি খানি হৃদয়-মন্দিরে আনি,
চিরানন্দময় হই—এই ভিক্ষা মোর;
প্রেম দাও প্রেমময়, যেন না করিতে হয়
শত-জন্ম-ব্যাপী আর তপস্যা কঠোর!

ইতি শ্রীগৌরাঙ্গ-গীতা সমাপ্তা।

সুধাকর গ্রন্থাবলী।

গ্রন্থকারের জীবনাভাস ও স্বজনের পরিচয় সংগ্রহ।

সমাধি-শ্লোক। (স্বলিখিত)

"বাসন্তী উষার সাথে, দেখেছি কুমার নাথে,
গীতা হাতে—গমন চঞ্চল,
সুশ্যামল মাঠে গিয়া, কাঁদিত সে ফুকারিয়া,
'হা গৌরাঙ্গ !' বলিয়া কেবল।" ১

"দুপুর বেলায়, গাছের তলায়,
কুমার নাথের শান্তি-ধাম,
পথের পাশে, গাইত ব'সে,
ভুবন-পাবন "কৃষ্ণনাম"।" ২

"তৃতীয় প্রহর বেলা, সাজায়ে গাছের তলা,
করিত সে কত খেলা, কত কথা কহিত।
পথিক হাসিত হেরি— কুমার নাথেরে ঘেরি,
ওই তটিনীর তটে রাখালেরা নাচিত !" ৩

"শ্যামাঙ্গিনী সন্ধ্যা সাথে, আর কি কুমার নাথে,
বন পথে করিব দর্শন ?
আর কি "হা কৃষ্ণ !" বলি, বৃক্ষে দিবে কোলাকুলি ?
লতা পাতা করিবে চুম্বন ?" ৪

"তটিনীর তটে ওই দুঃখিনীর ছেলে
রাখাল কাঙ্গাল ওই গাছের তলায়,
এখনও ভাবে হায় আমাদের ফেলে,
না ব'লে কুমার নাথ গেল বা কোথায় ?" ৫

কেঁদ না কেঁদ না ভাই—ত্যজিয়াছি অনিত্য সংসার,
মরি নাই, আছি আমি,—আগে মাত্র এসেছি তোমার। ৬

গ্রন্থকারের সমাধি-প্রস্তর। (অনুগতগণ-লিখিত)।

যেমন চন্দন তরু কুঠার সহিয়ে গায়,
হৃদয়-সৌরভ-রাশি জগতে ছড়ায়ে যায়,
সেই রূপ এসেছিলে যমুনা-পুলিন হ'তে,
কৃষ্ণ-পাদ-পদ্ম-গন্ধ জগতে ছড়ায়ে যেতে।
জুড়ায়ে এ মরুভূমি সারা নিশি হাসি হাসি,
বরষিতে সুধাকর কৃষ্ণকথা-সুধা রাশি!
ওই পর-ব্যোম হ'তে শুনি তব আবাহন,
তব পাশে যেতে আজ আনন্দে অধীর মন!
তব সঙ্গে মোরা সবে কবে নিত্য দেহ নিয়া,
কৃষ্ণপাদ-পদ্ম সেবা পাব নিত্য ধামে গিয়া!
তব অনুগত যত ভক্ত নরনারী-করে,
খোদিত এ মহা শ্লোক হৃদয়-পাষাণ পরে।

জননীর সমাধি-শ্লোক।

দেব দ্বিজ অতিথিরে, সেবা করি প্রাণ ভ'রে,
ভক্তের চরণ-রেণু বান্ধি শিব দেশে,
সাধি ব্রত বহু শ্রমে আটষট্টি বয়ঃক্রমে
তের শ এগার সালে, ভাদ্র যড় বিংশে,
যোগমায়া-অঙ্ক-ধ্যানে, কৃষ্ণপাদ-পদ্ম পানে,
ছুটিলা নিমেষে ছাড়ি স্থাবর-জঙ্গমে,
জগৎ-জননী সমা মা-জননী নিরুপমা;
বরদা সুন্দরী দেবী, ত্রিবেণী-সঙ্গমে!

জননীর মহা প্রস্থান।

ত্রিবেণী সঙ্গম সে যে মহা তীর্থ স্থল,
ভাদ্রে মাসে ভরা গঙ্গা করে টল মল !
যোগমায়া-যোগাশ্রম গঙ্গার উপর,
বিষ্ণু ব্রহ্মচারী তায় সাক্ষাৎ শঙ্কর !
তিন রাত্রি রহিলেন আশ্রমে তাঁহার,
বরদা সুন্দরী দেবী জননী আমার !
 আদেশি চতুর্থ দিন খট্টাঙ্গের তরে,
কহিলেন গঙ্গাযাত্রা করাও আমারে !
বহু দূর হতে কন্যা, তমালিনী নামে,
উতরিলা সেই ক্ষণে যোগমায়াশ্রমে।
জননী কহিলা কন্যা, কি দেখিছ আর ?
এই আমি চলিলাম স্বধামে আমার !

 ক্ষণ মাত্র মোহপ্রাপ্ত হেরি জননীরে,
সকলে খট্টাঙ্গ পরে উঠাইল ধীরে !
রাজকৃষ্ণ তমালিনী নীরদা ব্রাহ্মণী,
ধরাধরি করে দেবী কুমুদ-কামিনী ;
শ্রীগুরু-রঞ্জন পৌত্র চলিলা পশ্চাতে,
বিষ্ণুব্রহ্মচারী যান উপদেষ্টা সাথে।
শারদারে ধরি চলে অশ্রুমাখা ছবি,
গৌরী-রূপা দৌহিত্রী সে শতদল দেবী।

 তেরশ এগার সাল, চান্দ্র ভাদ্র তায়,
ষড় ত্রিংশ দিনে, শুভা শুক্লা দ্বিতীয়ায়।

রবি বারে গত দিবা তৃতীয় প্রহর,
বেণী-মাধবের ঘাটে চলিলা সত্বর।
রক্তরাগ সুকোমল শয্যায় চড়িয়া,
নামাবলী জপমালা সঙ্গে তাঁর নিয়া,
ভগবদ্‌গীতা খানি নিত্য পাঠ্য তাঁর
সযতনে শিরদেশে রক্ষা করি আর,
বক্ষপরে ধরিলেন মোক্ষফল জানি,
স্বামী দেবতার কাষ্ঠ-পাদুকা দুখানি,
ইষ্টমন্ত্র জপি করি কৃষ্ণ নাম ধীরে,
উপনীত হইলেন ত্রিবেণীর নীরে।
তখনও কহিছেন—কি দেখিছ আর?
অর্দ্ধ অঙ্গ হ'ল এই আড়ষ্ট আমার!
মা, মা, বলি ডাকি ডাকি কহে তমালিনী
দেখ মা জাহ্নবী ওই জগৎ-পালিনী!
তখনও গ্রীবা তুলি করিলা দর্শন,
আজন্ম প্রার্থিত তাঁর জাহ্নবী জীবন!
বিদুষী দীন-পালিনী—ছিল সর্ব্ব সুখ,
মহা প্রস্থানের কালে হাসি ভরা মুখ।
অন্তকালে জ্ঞানশূন্য হয়নি সে ছবি,—
করে ধরা কৃষ্ণ নাম, নয়নে জাহ্নবী!
উড়িছে শঙ্কর চীল সে ঘাটে তখন,
বৈষ্ণবেরা আরম্ভিল মহা সংকীর্ত্তন!
পূজিতেন মাতা মম, গোমাতৃ-চরণ,
অন্তকালে ভগবতী দিলা দরশন!

বৈষ্ণব কীর্ত্তন ঠেলি দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়,
কোথা হ'তে গাভী এক শিয়রে দাঁড়ায়!
ভাগীরথী তীরে সেই গাভী আসি ধীরে,
নিত্য পূজ্য যাঁহা তাঁর,—দাঁড়াইল শিরে!
গোমাতার পদধূ'ল শিরে সবে দিলা,
জননী সমাধি যোগে নয়ন মুদিলা!
রামকৃষ্ণ করে বিল্ব-চন্দনের চিতা,
ব্রহ্মচারী পড়ে শ্লোক—ভগবদগীতা!
"গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম"—শত কণ্ঠে ধ্বনি,
কন্যা দেখে পুষ্পরথে চলিলা জননী!
মুখাগ্নি করিল পৌত্র শ্রীগুরু রঞ্জণ,
চিতাগ্নি নির্ব্বাণ হল সায়াহ্ন যখন।
সন্ধ্যায় ধরে না লোক ত্রিবেণীর ঘাটে,
ধেয়ে যান দিনমণি ত্রিবেণীর পাটে।
শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া সন্ধ্যা-আরত্রিকে,
আসিল শতেক নৌকা ঘাটের চৌদিকে।
চারিদিকে দেবালয়,—অপূর্ব্ব ব্যাপার,
শঙ্খ ঘণ্টা কাঁশরের ধ্বনি অনিবার!
সূক্ষ্ম দেহে ছুটিলেন জননী তখন,
প্রফুল্ল কমল-গন্ধ প্রভাতে যেমন।
সন্ধ্যার আরতি মাঝে চুরি করি রবি
লয়ে যান বিষ্ণুলোকে জননীর ছবি।
শ্রীঅঙ্গের ধূলি বালি জড়ত্বের মলা,
ঝাড়ি ফেলি যান চলি ভুবন-উজ্জলা।

দেহের বার্দ্ধক্য ছাড়ি ধরিলেন কিবা—
প্রভাতের পদ্ম সম যৌবনের বিভা!
চলিলা চিন্ময় দেশে, আনন্দে অপার
যোগ-যুক্তা জীবন্মুক্তা জননী আমার!
ব্রহ্মচারিণী সে কন্যা তমালিনী ধীরে,
মহা প্রস্থানের গান গায় গঙ্গা তীরে,—

কীর্ত্তন। (কনিষ্ঠ পুত্র সরোজনাথ কৃত)

হরিনাম তরি, আর কি দেরি,
মা (মন) সুখে যাও ভব বারি পার।
নাম সার, পরাৎপর, নামে তরিবে অকূল পাথার॥
ভাসাও তরি, জয়শ্রীহরি, নামের সারি গেয়ে,
অকূল কাণ্ডারি হরি, ভবপারের নেয়ে॥
হরি নামের সুবাতাসে দেওরে বাদাম তুলে,
তুফানে পড়িলে তরি, ডেক, হরি হরি ব'লে॥
গভীর গরজে এ নাম গাওরে অনুরাগে,
হরি নামের গণ্ডগোলে কুণ্ডলিনী জাগে॥
রত্নজ্ঞানে যত্ন করি পর নামের মালা,
হরি নামের সুবাতাসে জুড়ায় ত্রিতাপ জ্বালা॥
হরিনামে পাপী তাপী কত গেল তরি,
কুতুহলে বাহু তুলে বল হরি হরি॥

বাউরি পাড়া।

নের গর্ব্বে মর্‌চে নর— গোবিন্দের পায় চাইনু বর,
"দুখে দিন যায়, দিন আনে খায়" তাদেরি পাড়ায় বান্ধব ঘর!

তাইতে পাতার কুটীর বেড়া, আমার বাড়ী বাউরি পাড়া।

যাও যদি কেউ দেখ্‌বে বাড়ী, নব্য সভ্য পল্লী ছাড়ি,
দুখী আশে পাশে খেটে খুটে আসে, মাথায় ময়লা কয়লা ঝুড়ি।
সন্ধ্যা বেলায় দিচ্চে সাড়া— ওই আমাদের বাউরি পাড়া।

আপাদ মস্তক ঘর্ম্ম ঝরে, বাউরি এল দিনটা ঘুরে,
বিলাসিতা ছুঁয়ে, দেহ মন ধুয়ে, "পায়রা পুকুর" "ফুল পুকুরে"!
ধনমান-পাপ—সৃষ্টি ছাড়া ওই আমাদের বাউরি পাড়া!

মেয়েরা এসে সামনে জোটে, ছেলে বৌ পানে মিন্‌সে ছোটে,
দেহমন খোলা, ডাকে ছেলে দোলা, ভালবাসা, সাঁজের বেলা ফোটে!
নাচ্‌চে বাজচে মাদল কাড়া, ওই আমাদের বাউরি পাড়া।

সাঁজের পরেই নিবায় বাতি, প্রেম ঝগড়া তামান্ রাতি,
রূপে নিরুপমা, অমানিশি সমা, আধ্‌বসনা বাউরি জাতি!
শ্যামা মা দিচ্চে জিহ্বা নাড়া ওই আমাদের বাউরি পাড়া!

বাউরি বৌ যায় মায়ে ঝিয়ে সাঁজের আঁচল মাথায় দিয়ে;
রসিক রসিকা, প্রেমিক প্রেমিকা, ঘুরচে এধার ওধার গিয়ে!
খল্‌ খল্‌ খল্‌—উঠচে হাসি! দুপুর রেতেও বাজচে বাঁশি!
বসন ভূষণ—নেকড়া ছেঁড়া! ওই আমাদের বাউরি পাড়া!

কা'ল খাবকি!—নাইক জ্ঞান, বাউরি তবু গাচ্চে গান!
চির দরিদ্রতা—মাখা সরলতা, তাইতে কেড়ে নিচ্চে প্রাণ!
ছেঁড়া কাপড় মলিন বেশ! ভূতের মতন মাথার কেশ!
দেখ্‌রে পথিক, একটু দাঁড়া—ওই আমাদের বাউরি পাড়া!

ভিখারী নয় ত গরিব তারা! মরচে খেটে দিনটা সারা!
এসে দেখ ভাই, ঘরে অন্ন নাই। বালক বালিকা যাচ্চে মারা!
কেউ কি তাদের কোথাও আছে! নয়নের জল ফেল্‌বে কাছে?
গভীর নিশিতে কেবল শুনি শ্রীগোবিন্দের আকাশ-বাণি!
"মাভৈঃ মাভৈঃ" দিচ্চে সাড়া— ক্ষুধায় আকুল বাউরি পাড়া!

ধনী মানী জ্ঞানী যেগুলা সেথা "দারিদ্র্য-রতন" রয়েছে তথা!
সাধু যদি হও, তবে দেখে যাও, কেমন পবিত্র "দরিদ্রতা"!
পর-দুখে যার হৃদয় কাঁদে, গেলেই সেথায় পড়বে ফাঁদে!
আমার বাড়ীর সাম্‌নে খাড়া—"দানের তীর্থ" "বাউরি পাড়া"!

চিনবে বাড়ী গেলেই কাছে,— লতায় পাতায় ভমরা নাচে!
রাধাকৃষ্ণ সেবা, হয় নিশি দিবা! 'নবানুরাগের' নিশান আছে!
"নিমাই-নিকুঞ্জ" বর্দ্ধমানে— করছে শীতল তাপিত প্রাণে!
মিত্র প্যারি চাঁদের গলি, তুলসি-গন্ধে ছুটচে অলি!
সাম্‌নে শ্যামল চিতার বেড়া! আমার বাড়ী বাউরি পাড়া!

শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবীর মাতৃস্মৃতি।

জগৎ-মোহিনী দেবী—ছিন্ন মায়া-ডোর,
বসতি সুবর্ণপুর, মা জননী মোর।
দূরে দুই কন্যা, পতি—পুত্র-শোকাতুরা,
জগৎ-জননী-নামে সদা মাতোয়ারা!
নীরব পল্লীর মাঝে নির্জ্জন সে বাড়ী,
যথা যান আসিতেন গৃহে তাড়াতাড়ি!
গৃহে বসি পড়িতেন ভাগবত, গীতা,
তুচ্ছ করি তীর্থ-বাস, ধর্ম্ম ভয়ে ভীতা!
সহসা আটাশ বর্ষে বাথিলেন দেহ,
ভ্রাতুষ্পুত্রী ভিন্ন তাহা জানে নাই কেহ।
পড়িলেন গীতা-শ্লোক, আছে দিব্য জ্ঞান,
মন্ত্র জপি ইষ্ট-মূর্ত্তি করিলেন ধ্যান!
মুদি আঁখি ইষ্ট মূর্ত্তি আঁকি চিত্ত পটে,
নিরমল সে তটিনী যমুনার তটে,
অকস্মাৎ ত্যজিলেন জড়দেহ-ভার,
জানে নাই গ্রামবাসী পশু পক্ষী আর!
তের শত বার সাল কার্ত্তিকাষ্ট দিন,
বুধে দ্বাদশীতে মুক্ত জড়ত্ব বিহীন!
সন্তোষ বিশ্বাস ছিল গঙ্গা সরস্বতী,
যমুনার কূলে হল ত্রিবেণীতে স্থিতি,
সেই মহা তীর্থে মহা সমাধি-মগন,
বিষ্ণু পাদপদ্ম হৃদে করিয়া ধারণ,

নিত্য ধামে গিয়াছেন, মুক্ত মায়া-ডোর,
জগৎ-মোহিনী দেবী মা জননী মোর!
নিত্য ধামে গিয়া যেন পাদপদ্ম সেবি,
প্রার্থনা করয়ে কন্যা রাজলক্ষ্মী দেবী!

তমালিনী-বিরচিত মাতৃস্মৃতি গীত।

যোগমায়া এসেছিলেন হরিভক্তি বিতরণে,
তাই, দেখাইলেন নিজশক্তি, পবিত্র, ত্রিবেণী সঙ্গমে।
মা নয় গো তুই মহামায়া, আচ্ছাদিয়ে নিজ কায়া,
শিখাইতে ভক্তি দয়া, এই অকৃতি অধম সন্তানে॥
পুরাইতে মনস্কাম, বরদা সুন্দরী নাম,
শিখাইলে রাধাশ্যাম—যুগল মন্ত্র উপাসনে।
সদা, অনিত্য সংসারে ভোর, কন্যা যোগ্য নই মা তোর,
তাই, কই মা করি করযোড, রেখ বরদা অভয় চরণে।
শক্তিরূপা হয়ে এলি, কেন শক্তি দিতে ভুলে গেলি?
আমায় নিঃশক্তি কেন করিলি ভজিতে তোর শ্রীচরণে?
পতি বিয়োগ, মাতৃ বিয়োগ, ম'লাম ম'লাম কি ভবরোগ,
ঘুচিয়ে দে মা এ কর্ম্ম ভোগ, নইলে যোগ হব কেমনে?
সবে কয় মা শিবের উক্তি, ব্রহ্ম জ্ঞানেও মহামুক্তি,
আমার যেতা নাইমা শক্তি, কালজাল লেগেছে মনে।
দেখিস্ যেন রাখিস স্মরণ, পাই যেন মা গুরুর চরণ,
গোপালীর তোর এই নিবেদন, প্রয়োজন নাই অন্যধনে।
আমার এ নব কলি, দিলাম তোমায় পুষ্পাঞ্জলি,
খেপা মেয়ে তোর গোপালী, কাল কাটায় আনন্দ মনে।

গোপালের দর্শন প্রার্থনা। [তমালিনী-রচিত]

কোথা মোর প্রাণধন নন্দের নন্দন,
দয়া করি এ দাসীরে দেও দরশন।
পাপিনী তাপিনী আমি অনাথা রমণী,
জগতের নাথ কৃষ্ণ দেখা দেও তুমি।
তোমার ত্রিভঙ্গ ঠাম কেমন সুন্দর,
ধারণা করিতে নারে অবলা অন্তর;
আকুল ব্যাকুল হই তোমারে হেরিতে,
এল বাপ, দিন গত, খুঁজিতে খুঁজিতে!
নন্দের নন্দন কৃষ্ণ, যশোদার কানু,
দাঁড়া দেখি বাঁকা হয়ে, বাজা দেখি বেণু!
দোলায়ে ময়ুর পাখা চূড়ার উপর,
কত যে তরালে বাপ আমি হ'নু চোর!
চরণে চরণ থুয়ে, বামেতে হেলিয়ে,
দাঁড়াও কদম তলে আমার হৃদয়ে।
মকর কুণ্ডল কর্ণে, বনমালা গলে,
রতন নুপুর বাজে শ্রীচরণ তলে।
নাচ আসি কালশশী, সমুখে আমার,
বামনের আশা যেন চাঁদ ধরিবার।
জানিরে অন্তর মোর হিংসা বিষে ভরা,
কেমনে দাঁড়াবি সেথা ওরে মনোচোরা।
কিন্তু বাপ বৃন্দাবনে কালিন্দী মাঝার
কালকূট বিষধরে করেছ উদ্ধার!

ধন্য ধন্য নাগজন্ম   সার্থক তাহার,
কি গুণে পাইল রাঙ্গা   চরণ তোমার।
ভরসায় ডাকি তাই   আয়রে গোপাল,
মনে হয় তুই মোর   দুধের ছাওয়াল।
ধ'রে আনি বেন্ধে আনি   যথা ইচ্ছা, করি,
বুকের মাঝারে রেখে   চাঁদ-মুখ হেরি।
হাতে নাহি পাই তোরে,   বড় ক্ষোভ হয়,
আশায় হতাশ হয়ে   শেষে হয় ভয়।
ভব-ভয় ঘুচাইতে আর   কারে ডাকি?
কোলে আয়, কালরূপে   আলো ক'রে রাখি।

শ্রীবৃন্দাবন গমন প্রার্থনা। তমালিনী-রচিত।

বড় আশা মনে, যাব বৃন্দাবনে, সঙ্গী না পাইনু কেহ,
বৃন্দাবনেশ্বরি, চাহ কৃপা করি চরণ নিকটে লহ।
ঘর দ্বারে পুত্র প্রতি, সতত আসক্ত মতি,
কি মতে কাটিব মায়া-পাশ?
যদি মোরে দয়া কর, বন্ধন ছেদন কর,
বিষয়-বাসনা কর নাশ!
অনিত্য সংসার-[illegible] ডুবিতেছি পদে পদে,
বিপদে পড়িয়া তোমায় ডাকি,
ব্যাকুলিত বড় প্রাণী, দয়া কর রাধারাণী,
তব পদে যেন মতি রাখি!
ভেঙ্গেচে কপাল বিধি মিলাইতে তোমা-নিধি,
না বুঝিয়া পাঁকে ডুবে মরি,

অহো কি দুর্দৈব মোর, কন্যা পুত্রে হৈনু ভোর
তোমা লাগি যতন না করি !
কবে বৃন্দাবনে যাব, সে পুরি দর্শন পাব,
ভাগ্যের উদয় কবে হবে !
কুঞ্জ মাঝে রত্নাসনে হেরিব সে তোমা ধনে,
যুগল চরণে মতি রবে !
শুষ্ক দেহ মরুভূমে কৃষ্ণপ্রেম প্রস্রবণে,
সিক্ত যদি করিবারে পার,
তবে সে জানিব আমি করুণাময়ী গো তুমি,
রাধে রসময়ী নাম ধর।
ভাগ্যবন্ত মহাজনে, নির্জ্জনে বহু সাধনে,
হৃদয়ে স্থাপিলা কৃষ্ণ রাধা,
আমি অন্ধ, জ্ঞান নাই, রতন খুঁজিতে যাই,
উলটি লাগিল মনে ধাঁধা !
যোগমায়া পৌর্ণমাসী, মোরে কৃপা কর আসি,
দেখাও রাধা কৃষ্ণ-নীলমণি,
বৃন্দাবনে কি যাবি লয়ে, তুইগো পাষাণীর মেয়ে,
সেই ভয়ে ভীতা তপস্বিনী।